মোহিতলাল-কাব্যসম্ভার

মোহিতলাল মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৭

—দশ টাকা—

পিতল ব্লক : আর্ট এনগ্রেভিং ওয়ার্ক্‌স্‌

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
ক্যাশ প্রেস, ৩৩বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

স্বর্গত সাহিত্যাচার্য মোহিতলাল মজুমদার প্রবীণ বয়সে বিশিষ্ট সমালোচক হিসাবে প্রখ্যাত হইলেও তিনি মূলত কবিই ছিলেন। তাঁহার কবিপ্রতিভার সম্যক্ দিগ্‌দর্শন অদ্যাপি না হইলেও তিনি যে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কবিদেরই একজন সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। তাঁহার গুণগ্রাহী পাঠকদের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু এতকাল তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি বিভিন্ন প্রকাশকদের ঘরে ছড়াইয়া থাকায় এবং তাহার মধ্যেও অনেকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠকসাধারণের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু কবিতা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় নাই। একেবারে কোন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই এমন দু একটি কবিতাও তাঁহার খাতার বন্ধনে বদ্ধ ছিল। আমরা কবিজায়া ও কবিপুত্রগণের সহযোগিতায় তাঁহার সমগ্র (যতদূর জানা যায়) কাব্যরচনার এই সংকলনটি প্রকাশ করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। ইতিমধ্যেই বহু পাঠক ও ক্রেতা গ্রন্থটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং জানাইয়াছেন আমাদের এই প্রচেষ্টা বাংলাসাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। আমরা কবিপত্নী, কবিপুত্রগণ ও এইসব উৎসাহদাতৃগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

গ্রন্থসূচী



স্বপন-পসারী

গ্রন্থকারের নিবেদন

'স্বপন-পসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল—প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৩২৮ সাল। সে সময়ে ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রয়োজনীয় অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই; গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয়া বাকি কবিতাগুলি একত্র করিয়া দিলাম। 'উচ্চৈঃশ্রবা'-শীর্ষক কবিতাটি ভিকটর হিউগোর অনুসরণে লিখিত।"

এ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা; এখন এ কবিতাগুলিকে অন্য কাহারও লেখা মনে হয়, অথচ অতি-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও আছে; তার ফলে, ইহাদের সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভাব-অভাব নাই—নিজের লেখা, অথচ কেমন যেন পর। তাই, আজ আবার এগুলিকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া একটা কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছি মাত্র; তার কারণ, প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, এবং পুনর্ম্মুদ্রণ যে আবশ্যক, তাহার প্রচুর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাইয়াছি: তা' ছাড়া, কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, আমার এই প্রথম কবিতাগ্রন্থই তাঁহাদের সমধিক প্রিয়।

গতবারের কবিতা হয়তো দুই-একটি বাদ দিলে ভাল হইত, কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে আমি এবার সেকালের লেখা আরও দুই-চারিটি কবিতা গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, এখন সকলই আমার পক্ষে সমান। ভাবিয়াছিলাম, বিদেশী শব্দগুলির একটি অর্থসূচী পুস্তকের শেষে যুক্ত করিয়া দিব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না—মুদ্রণকার্য্য অতিশয় দ্রুত শেষ করিতে হইয়াছে।

ঢাকা
২৮এ ফাল্গুন, ১৩৪৮

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এখনো হয়নি সাঙ্গ শ্যামলের আলিপনা এপারের শুভ্র সিকতায়,
বেদনার সিন্ধু হ'তে জল সেচি' এখনো যে ফুল-ফল রচিতেছি তায় !
মোদের কুটিরতলে শতভগ্ন-রন্ধ্রপথে সঙ্কুচিত রবি-শশিকর
বিথারি' আলোর যাদু, মলিন মাটির রূপ আরো যে গো করে মনোহর !
এখনো তোমার চোখে, প্রথম সে ফুলশেজ-বাসরের অপরূপ নিশা
চমকিয়া ওঠে কভু, এ হৃদয়ে আজো তাই রহিয়াছে অমৃতের তৃষা।
সজন এ বেলাভূমি সেদিনের মত নহে, তবু সেথা এখনো দু'জন
সকল কল্লোল মাঝে নীরব-নিকুঞ্জ গড়ি' করিতেছি নিভৃত কূজন !
জন্ম-মৃত্যু-জরা বহি' চলিয়াছি যে আঁধারে তার যদি নাহি থাকে শেষ,
সেই ভয়ে সারারাতি প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে চেয়ে থাকি মুখে নির্নিমেষ !
আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সেই ফাগুনের ফাগে-রাঙা অসীম ভুবন,
বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙীন স্বপন ;
তবু সে নিশার শেষে তোমার নয়নে হেরি স্বপনের সেই ঘুমঘোর,—
এখনো জাগোনি যদি, ওগো আর জাগিয়ো না—একেবারে হোক নিশিভোর
আমিও তাহারি মোহে সেদিনের সেই ফুল আরবার তুলে দিনু হাতে,
মনে ভাবো—সেই আমি, সেই তুমি, সেই গান শুনিতেছ সেই মধুরাতে !

নীলক্ষেত, রমনা,
২৬এ ফাল্গুন, ১৩৪৮

স্বপন-পসারী

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—পান্না কি হীরা,
মুকুতার হার দামী।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা!
যে বীণা বাজা'তে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি স্বরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তূলিকায়!
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে!
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম্-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়—
পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তূলিকায়!

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়
—বল দেখি কোন্‌খানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার।

ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভানে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে !

মর্ত্ত্য-মরুর যত দাহ আছে—
বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি—
ললাটের তলে লিখা !
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকা'য়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগ-শিখা—
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা !

জ্যোৎস্না-চিকণ গুণ্ঠন এই
আঁধার-কবরী-ঢাকা—
পরা'য়ে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা !
তারার চুম্‌কি—কালো পেশোয়াজ,
মখমল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতা-পাতা-কুসুমের কাজ—
নাহি যে দাগটি আঁকা !
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবে না ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস-সরসী,
বিস্মিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ-সকাশে

পড়েছে অসীমাকার !
হেরিবে সেখানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার,
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার,
আঁখির বিজুলী-হার !
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিস্মিত বুকে যার।

অনাদি-কালের অসীম-দেশের
গোপন নাট্যলীলা
দেখিবারে চাও ? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী-শিলা।
যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে—
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
জল-রেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা !

দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা—
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা !
গভীর জ্যোৎস্না-নিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
তুলায়ে মৃণালমালা—
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা !

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী—
নটিনী চলেছে একা।
ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্‌-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
উষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোরে বাহুর শিথানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে
করে মুখে চুম্বন!
রূপেরি বাসরে চির-ঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধূ-ধূ-ধূ সুদূর প্রান্তর-পথে
শীত-শেষ রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে।
বিশীর্ণ-কায়া, তুরগ-আসীন,
ছুটিয়াছে যুবা-বীর নিশিদিন,
কণ্ঠে কাতর স্বর হ'ল ক্ষীণ,
নারে সে যে পাসরিতে—

অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে !

দেব-দানবের মন্থনে আজও
অসীম সাগর-নীল
অমৃতের ফেনা ছিটায় আকাশে,
বায়ু কাঁপে ঝিল্‌মিল্‌ !
তারি মাঝখানে—কুন্তল লোল,
খসি' পড়ে পা'য় কুহেলি-নিচোল—
নিখিল ভুবন করি' উতরোল,
অমিলের করি' মিল,
সেই ইন্দিরা উরিছেন আজও—
সাগর তেমনি নীল !

অঞ্জন এই আছে সবশেষে
মণি-সম্পুট-ভরা,
আনন্দ-ঘন-রস-সরসিত,
দিবসের জ্বালাহরা।
দরশে হইবে পরশ উদয় !
ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদ-ভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা—
লও, কিনে লও স্বপন-পসরা
দিবসের জ্বালাহরা !

ও খানি ? কিছু না, বাঁশের বাঁশীটি—
যা'রে তা'রে নাহি সাজে,
লইবে সে-জন, যে-জন বুঝিবে
লাগিবে তাহার কাজে।
এমনি বাজা'লে বাজিবে বেসুর,

সে যেন কোথায়—দূর প্রেতপুর !—
নিশান্ত-বায়ু বহিছে বিধুর
হাহা'র আগার মাঝে—
মানবের পদ-পরশের ধ্বনি
কভু না সেথায় বাজে !

থাক্, থাক্—ও'রে বাজা'য়ে কি কাজ ?
থাক্ শুধু ওইখানি ;
আর যাহা আছে সব তুলি' লও,
কিছু না কহিব বাণী ।
যেজন শুনা'বে—জীবন-মরণ
একই আলোকেতে চির-জাগরণ,
বাঁশীতে করিবে সে-শ্বাস ভরণ
'বেসুরা'কে বশে আনি'—
তা'রে বাঁশী দিয়ে স্বপন-পসরা
ধূলায় ফেলিব টানি' !

রূপ-তন্ত্র

কনক-কমল রূপে
প্রেম যবে ফুটে' উঠে—
তবেই আমার মানস-মরাল
অলস পক্ষপুটে
চকিতে জাগিয়া উঠে !

ফুলের হিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা, বঁধু !
রেশ্‌মী-রঙীন্ পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে' !

আমি বুলবুল—
গোলাপেরি গান গাহি ;
আমি সে শিশির—
প্রভাত-অরুণে চাহি !
আমি পতঙ্গ—রূপানলে যাই ছুটে' !

ক্রন্দন—মোর সঙ্গীত সে যে,
হাসিতে অশ্রুরাশি !
আমার দেবতা—সুন্দর সে যে !
পূজা নয়, ভালোবাসি !
আঁধারে মন্ত্র ভুলি,
আলোক-তুফানে হৃদয়-জড়িমা টুটে—
সুন্দর লাগি' ভালোবাসা মোর,
অন্তর-আঁখি ফুটে !

দিল্‌দার

পেয়ালা যে ভর্‌পুর—
আয় আয়, ধর্‌ ধর্‌,
বেয়ালায় সব সুর
কেঁদে ঝরে ঝর-ঝর !
দিল্‌ করে হায়-হায়,
দিল্‌দার আয় না—
আহা, যেন আবছায়
ফিরে কেউ যায় না !
গুগ্‌গুলে মশ্‌গুল্‌
বিল্‌কুল্‌ ভর্‌-ভর্‌,
কার ছায়া জ্যোৎস্নায় !—
সুন্দর ! সুন্দর !

রাতভোর শোর্-গোল—
দিল্ খোল্, খেয়ালি !
কলিজায় দিক্ দোল,
—দিল্ নয় খোয়ালি !
দূর কর্ আফ্‌সোস
জামিয়ার কুর্ত্তির,
গেয়ে যা' না আপ্‌-খোস্—
ওক্ত যে ফুর্ত্তির !
বড় মিঠা শর্বৎ !
—ফের ভর্ পেয়ালি,
কানে বাজে নওবৎ,
চোখে লাগে দেয়ালি !

দিল্-মিল্-মঞ্জিল,
ভাঙা-ঘর সরা'য়ের—
করে' তুলি রঙ্গিল্,
আয় ভাই মুসাফের !
এই ঘাসে পাতি আয়
পান্নার গালিচা,
হাসিতেই লুটে যায়
বস্‌রার বাগিচা !
থাক্ তোলা আল্‌বোলা—
পেয়ালায় মুখ ধর্ !
চেয়ে দেখ্ মন্-ভোলা,
দুনিয়া কি সুন্দর !

চোখের-দেখা

ঘাটের পথে, বটের ছায়াতলে
একটু দাঁড়ায় অন্য-মনের ছলে,
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—
যুঁইটি-ফোটার বেলা!
ভুরুর কোণা সুরু কোথায়—নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে!

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি, কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা-চাঁদের আলো—
চাই না আমার—চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেও নেই.যে অধিকার!
ভিক্ষা বলে' যেটুকু পাই ভালো—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো!

গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে—
প্রাণের ভিতর সোনার সারং বাজে!
পিছন হ'তে কেমন জানি কেন
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বসিল যেন!
ফুলল্ হবে আকাশ তবু অস্ত-মেঘের ভাঁজে,
গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে।

একলা কাটে জ্যোৎস্না আমার শূন্য-আঙিনাতে,
ঝাঁ-ঝাঁ করে বিজন রাতি, ঝিঁ-ঝিঁ তখন মাতে।
যতেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত!—
টাট্‌কা-টানা একটি ছবি ফুট্‌বে সবার সাথে,
ফুটফুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে

এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো!
যেখান-সেখান ঘুরে' বেড়ায়—
কাঁচপোকাটি ধোরো!
মেরে রেখো কোটোয় তুলে'—
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে,
টিপ্‌ করে', সই, কপালটিতে পোরো!
এমনি করে' মনটি চুরি কোরো।

পুরূরবা

দিনশেষে রাত্রি এল, শারদ-শর্ব্বরী
কেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে!
গৌরী-গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন উঠেছে জ্বলি'!—সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।
অতিমুক্ত, কর্ণিকার, পুন্নাগ, পাটল
বিথারিল দেবতার নিভৃত শয়ন
পুষ্পোচ্ছ্বাসে, ফুলবনবীথিকার তলে।
ক্রমে ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে, স্ফটিক-বিমানে
আরোহি', আকাশবর্ত্মে প্রবেশিল শশী
উন্মাদনী যামিনীর নিশীথ-বাসরে।

তখনো ভ্রমিছে একা অরণ্য-গহনে,
নদীতীরে, পর্ব্বতের সঙ্কট-শিখরে
প্রিয়াহারা পুরূরবা—হৃত-উত্তরীয়,
ছিন্নবাস, নগ্নশির, উন্মাদের মত!
অতিদূর গিরীশের নীহার-বলয়ে
বিচ্ছুরিত চন্দ্রহাস ধাঁধিছে নয়ন—
দিগন্ত-প্রসারী কার অট্টহাসি যেন
বিজ্ঞাপিছে বিরহীর বৃথা অন্বেষণ!

অরণ্য-গভীরে, বনশাখা-অন্তরাল
নিত্য-অন্ধকারে, জনমিছে দৃষ্টি-ভ্রম—
তিমিরপটলে যেন তরল সরসী,
জ্বলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোক-বিম্ব—নহে খদ্যোতিকা,
অপরূপ মরীচিকা কানন-আঁধারে !
কুসুমিত তৃণস্তরে, গন্ধলতিকায়,
বিথান বসনপ্রান্ত গিয়াছে লুটিয়া
প্রিয়ার, প্রয়াণ-পথ সুরভিত করি' !
সচকিত কুরঙ্গীর কস্তুরী-সুবাস
তাহারি নিশাস যেন ! জ্যোৎস্না হেথা-হোথা
লেগে আছে তরুশাখে, ব্রততীবিতানে—
শুভ্র-চীনাংশুক-শোভা ! ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কাহার মঞ্জীরগুঞ্জ ? কার দীর্ঘশ্বাস
নীড়সুপ্ত বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূননে ?
গুঞ্জরিছে মুখে তার ভাব-গদগদ
অসম্বদ্ধ বাণী—হৃদিসিন্ধুমন্থশেষ
সুধার বুদ্বুদ যেন অধরের ফাঁকে !
চলিতে চরণ বাজে কভু শিলাতটে,
কঠিন কণ্টকে কভু, কভু বল্লী-ফাঁসে—
স্বপনে-উন্মীলনেত্র চলে পুরূরবা
সুরযোষা উর্ব্বশীর অলীক সন্ধানে ।

সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা—
স্থিরদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর-ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি' স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপস্থলী ! সহস্র শাখার
অসংখ্য সে রন্ধ্রময় জালায়ন দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘমুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের গম্বুজ-শিখরে ;

নিদ্রাতুরা ধরণীর দু'নেত্র-উপরি
স্বর্ণ-শতদল যেন উঠিল ফুটিয়া
উচ্চবৃন্তে,—তাহারি সে নাভি-পদ্মনালে!
হেরি তা'য় নরবর থামিল থমকি';
অমনি সে বরবপু হ'ল রূপান্তর
অটল-নিটোল শুভ্র পাষাণ-পুত্তলে!
বক্ষ সুবিশাল ধরিল তুহিন-কান্তি!
স্ফুরিল ললাটশোভী স্রস্ত কেশদাম
কিরণ-কিরীট সম; রশ্মিরস-পানে
নিস্তার নয়নযুগ হারাইল দিশা;
দাঁড়াইল পুরূরবা উর্দ্ধমুখে চাহি'—
জ্যোৎস্নাধারা শিরে যেন নব-গঙ্গাধর!
অপলক নেত্র তার অলোক-সুষমা
গণ্ডূষে সাগর-সম করিল নিঃশেষ;
তীব্র বাসনা-রণনে সারা মর্ম্মমূল
বীণার তন্ত্রীর মত হারা'ল কম্পন!
মনে হ'ল দিকে দিকে প্রিয়ারি পীরিতি
উথলিছে লাবণ্যের মত! সে মিলন
অহরহ—কোথা নাই বিরহ-কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা,—মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল! আলোক-আঁধারে দ্বন্দ্ব
ঘুচে' গেল মানবেরি পিপাসার সাথে!
অবগাহি' অফুরন্ত জ্যোতির প্রপাতে
দেহ হ'ল ছায়াহীন, মৃত্যুজয়ী প্রেম
ধরিল সর্ব্বাঙ্গ-শুভ্র মূর্ত্তি আপনার—
নাই তার কোনোখানে বিষের নীলিমা।

পরক্ষণে তেমনি চকিতে মুদে' গেল
জ্যোতিঃ-শতদল!—স্বপ্ন-ভঙ্গে পুরূরবা
অলস-অবশ-দেহ বসিল ভূতলে।

আবরিল আঁখি তার আঁধার-অঞ্চলে
বনস্থলী, লেপি' দিল স্নেহভরে পুনঃ
সর্ব্ব-অঙ্গে ম্লানচ্ছায়া চন্দ্রিকা-চন্দন।
আলোক-বন্যার সেই গভীর প্লাবনে
স্থির ছিল জলজ কুসুম—ঊর্দ্ধমুখে,
বৃন্ত দৃঢ় করি' ; বন্যা যবে গেল সরি',
নমিয়া পড়িল শির—লুটাইবে বুঝি
আপনারি পাদমূলে পঙ্কিল শয়নে !
অনচ্ছ আলোকে তাই নয়নের কোণে
বাহিরিল দুই বিন্দু তরল মুকুতা,
অবরুদ্ধ বাসনার অরুদ্ধ আবেগে।
কি-এক সঙ্গীত—যেন বিয়োগ-রাগিণী,
আত্মারি সে আর্ত্তরব—উঠিল ধ্বনিয়া
সকল শিরায় তার, সারা চিত্ত ভরি' ;
মর্ম্মকোষে দেহ-পুষ্প-মধুর তাড়না
ফুটাইল একসাথে পঞ্চেন্দ্রিয়-দল,
রূপের কিরণধারা পান করিবারে !
অমনি সে, বাণবিদ্ধ কেশরীর মত,
আন্দোলিয়া কেশরকলাপ ছুটে গেল
বনান্তরে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, উত্তান আননে।
ক্ষণপরে অতি-উচ্চ রোদন-আরাব
সমস্ত কান্তার বাহি' পঁহুছিল শেষে
পর্ব্বতকন্দরে, অতি-দূর দূরান্তরে
হ'ল প্রতিধ্বনি ; শিহরিল তারাস্তোম
অনন্ত সে ব্যোমপথে—প্রৌঢ়া নিশীথিনী
ফিরিয়া বাঁধিল তার বিশীর্ণ কবরী।

পাণ্ডুর বদনে বিধু হেরিল তাহারে ;
সে যে তাঁরি বংশধর—প্রতিষ্ঠান-পতি
ঐল পুরূরবা ! সেই পূর্ব্ব-ইতিহাস—

যৌবনের মধুময় মোহের কাহিনী
স্মরিল বিষাদে সোম ; সে কলঙ্ক-লেখা
এখনো বাজিছে বুকে—তবু কি মধুর !
তখন অধরে সদ্য-অমৃতের ক্ষুধা,
পৌর্ণমাসী তখনো তরুণী ; পারিল না—
ব্রহ্মচারী—ফিরাবারে নিষিদ্ধ চুম্বন।
গুরুপত্নী তারা ধরিল সন্তান তাঁর
আপন জঠরে—সেই পুত্র বুধ হ'তে
জনমিল পুরূরবা, ইলার তনয়।
কভু নর, কভু নারী—ইলার কাহিনী
সুবিচিত্রতর ! তাই সে অপূর্ব্বজন্মা—
যেমন অহীন-কান্তি—লভিল তেমনি
ধরাতলে প্রথম সে পূর্ণ-মানবতা।
একদা নেহারি' তায় চৈত্ররথবনে,
প্রগল্‌ভে প্রসাদ তার যাচিল উর্ব্বশী—
উন্মদনা অপ্সরা সে অমরা-আলোক !
স্বর্গের লাবণ্য হরি' আনিল ধরায়
চন্দ্রবংশ-অবতংস বীর পুরূরবা।
নন্দনে যে ফুল ঝরি' ফুটিল না আর,
ফুটিল সে পুঞ্জে পুঞ্জে ধরণীর বনে,
উর্ব্বশীর রাগারুণ নয়ন-আলোকে—
ফুটিল অমরী-বাঞ্ছা মানবের প্রেমে !
সেই প্রেম, সেই বধূ—ফিরে' গেছে আজ
আপন আলয়ে—তারি শোকে পুরূরবা
উন্মাদ ভ্রমিছে, হের, কান্তারে-গহনে।

যবে রাত্রি আয়ুঃশেষ—অটবী-সীমায়
ফুটিছে ধূসরচ্ছায়া অলক-তিমিরে,
ক্লান্তিহর শীতস্পর্শ নিশান্ত-সমীর
সহসা বুলায় ধীরে অতি সুকোমল

করাঙ্গুলি, জ্বরতপ্ত ললাটে চিবুকে,
স্বেদলিপ্ত শিরোরুহ-মূলে! আচম্বিতে
জ্যোৎস্না নিবে' গেল নভে, প্রভাত-গোধূলি
ঢালিল কলসী-জল তরল তিমিরে ;
শুধু ঊর্দ্ধে, চিত্রসম চন্দ্রের বদনে
তখনো জাগিছে জ্যোৎস্না নিশীথ-লাঞ্ছন !
এতক্ষণে পার হয়ে শীর্ণা শুক্তিমতী
উত্তরিল পুরূরবা অম্ভোজের তীরে।
একটি পুন্নাগ-তরু সরল-সুঠাম—
তারি দেহে দেহ রাখি', বাহু বাঁধি' বুকে,
ডুবা'য়ে চরণযুগ মুঞ্জতৃণ-বনে,
দাঁড়া'ল সম্বিৎ-হারা শ্রীহীন উদাস—
ত্রয়োদশদ্বীপাধিপ প্রতিষ্ঠান-পতি।
সম্মুখে সরসী-জলে সরোজ-শয়নে
ঘুমায়ে পড়েছে অলি মধুপান-শেষে,
দুলিছে নলিন-দোলা জলের দোলনে।
ধূপধূম্রসমোচ্ছ্বাস বাষ্প-যবনিকা
গোপন নেপথ্য রচি' আবরিছে দিক্
প্রাচী-মুখে,—যেন কারা অন্তরীক্ষ-পথে
স্বপ্ন-জাগরের মাঝে করে আনাগোনা ;
যেন কারা—স্নানার্থিনী—তেয়াগি' বসন,
নামিয়াছে পদ্মবনে অম্ভোজ-সরসে,
সোপান-শিখরে রাখি' একটি সে দীপ—
শুকতারকার, ছড়াইয়া চারিদিকে
রতনভূষণরাজি আকাশ-কুট্টিমে!
কাঞ্চন-কঞ্চুক 'পরে মুকুতার সিঁথী
রাখিয়াছে আবরিয়া জরীর প্রাবারে ;
কোথাও বা একরাশি সদ্য-চয়নিত
নব-সিন্ধুবার। গাঁথিবে বিনোদ কাঞ্চী
মাধবী-মুকুলে বুঝি? কেশর-কলাপে

গড়িবে গুণ্ঠন ? হেরি' তায়, পুরূরবা
কি যেন আশ্বাস-সুখে, স্বপন-রভসে,
মুদিল মদিরদৃষ্টি ; মেলিল যখন—
সুবঙ্কিম দীর্ঘায়ত আঁখির তোরণে
ফুরিছে অমৃত-ভাতি দিব্য-চেতনার !
তখন সুদূর দিক্-চক্রবাল-তটে
ফুটি' উঠে ধীরে ধীরে জ্যোতির বলয়,
ধূম্রগিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা—
ক্ষৌমবস্ত্রপটে যেন চিত্র-ঘনাবলী !
পলে পলে নব শোভা উঘারি' উঘারি'
কে করিছে নেত্র-সেবা ? মুগ্ধ পুরূরবা
বিস্মৃতি-বিস্মিত,—ভুলিয়াছে এত ত্বরা
কামরূপা অপ্সরার অপার মোহিনী,
অসীম ছলনা !
সহসা সরসী-বুকে
দুলিল সলিল, ভিন্ন কুহেলির ফাঁকে
ফুটিল আভাসে কার স্তনাংশুক যেন,
মনোহর বাহু-ভঙ্গি !—কি মধুর হাসি
মুহূর্ত্তেকে মিলাইল পাটল অধরে !
তখনি চিনিল তারে ; বর্ষ সহস্রেও
যার সাথে নিত্য ছিল নবপরিচয় !
তখনি প্রসারি' বাহু, উন্নমিত মুখে,
উচ্চারিল পুরূরবা—সত্য-সমুজ্জ্বল
প্রেমের প্রাণদ-মন্ত্র তাহারি উদ্দেশে ।—

'কোথায় চলেছ, অয়ি জীবিত-রূপিণী
জায়া মোর !—শূন্য করি' এ দেহ-দেউল ?
হের ওই পূর্ব্বাশার উদয়-দুয়ারে
দাঁড়া'বে এখনি আসি' চির-উদাসিনী
স্বপ্নসুখ-হন্ত্রী উষা । কোন্ অপরাধে

কি ছলে ত্যজিলে মোরে, কহ তা', উর্ব্বশি।
নিত্য-জ্যোৎস্না নিত্য-পুষ্প নন্দনের লাগি'
বিরহী হৃদয় তব? তাই উদাসীন
মর্ত্ত্য-সুখে—সদ্যঃপাতি ধরার কুসুমে?
কভু নহে! রচিয়াছি, হৃদয় প্রসারি'—
তোমার মন্দির ঘেরি' নন্দন-অধিক
রূপময় উপবন, আনন্দ-হিন্দোলা!
স্বপ্নাঞ্জন পরা'য়েছি নেত্র-ইন্দীবরে—
মোর মুখে চেয়ে তব অকুণ্ঠিত আঁখি
শিথিল নিমেষ-পাত! পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিরীষ-কেশরে
শিশির যেমতি! সুনিবিড় আলিঙ্গনে
উপজিল হৃদিতলে মধুর বেদনা,
নীল-ভৃঙ্গ বিলসিল উরস-কমলে—
সফল হইল তব যৌবন-প্রসূন!

ষষ্টিশত-শতাব্দের অযুত রজনী
এই হৃদিপাত্র ভরি' যে-সুধা ঢালিয়া
পিয়াইনু এতকাল—তারি মোহাবেশে
নিদাঘ-যামিনী কত রহিতে জাগিয়া
বিলম্বিত চন্দ্রোদয়ে, অলিন্দের 'পরে—
হেরিবারে জ্যোৎস্না মোর সুখসুপ্ত মুখে,
অধর অধীর হ'ত চুম্বন-লালসে!
ছিলে না কি সুখী? তোমার অম্লান রূপ—
দেবতাকাঙ্ক্ষিত, ধন্য, অনির্ব্বচনীয়!—
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি' চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি, তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল—
অ-স্বর্গীয়, দেবতা-দুর্লভ! স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান

মানবের প্রেম,—এ দোঁহার বড় কে যে,
বুঝিবারে নারি! তবু কহ সত্য করি',
আর কেহ ওই ফুল্ল রক্তাধর পানে
নিমেষে-সর্ব্বস্বহারা চেয়েছে এমন?
ও-কটাক্ষে সুধাপাত্র হাত হ'তে খসি'
পড়েছে কভু কি কারো ত্রিদশ-মণ্ডলে?—
তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! এত ত্বরা ফিরা'য়ো না মুখ!
অয়ি মানস-নিষ্ঠুরে! কর অন্তরাল
আমার নয়ন হ'তে ঊষার অঞ্চল!
ওই না হেরিনু সেই মরণ-মোহিনী—
অনির্ব্বাণ কামনার অশেষ ইন্ধন—
উর্ব্বশীর বিবসনা-শোভা! কি বলিলে?
দৈবাধীনা তুমি? ফিরিতেছ দেবাদেশে
দুখস্বর্গে, দেবতার সুখচর্য্যা লাগি'?
তোমারো নয়নে অশ্রু! থাক্ থাক্ তবে,
আমার সকল ব্যথা নিয়েছ হরিয়া
অশ্রুমুখি! কিন্তু ওই মর্ত্ত্য-মনোহর
অনুপম নেত্র-ভূষা কোথায় লুকা'বে
অমর-সভায়? যেয়ো না, যেয়ো না প্রিয়ে!
মাগি' লও স্বর্গ হতে চির-নির্ব্বাসন,
চেয়ো না অমৃত, এসো মরি দু'জনায়!
অজর-অমর হ'য়ে নিত্যের নন্দনে
থেকো না অরূপ রূপে—অনিত্য-সদনে
অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া!
নব-নব জন্ম-বিবর্ত্তনে আঁখিযুগ
চিনি' ল'বে আঁখিযুগে, চির-পিপাসায়!
বার বার হারা'য়ে হারা'য়ে ফি'রে পা'ব
দ্বিগুণ সুন্দর! আবার বিচ্ছেদ-কালে
ফুটিবে চুম্বন যেই মর্ম্মান্ত হরষে
ওষ্ঠপুটে, তারি গন্ধ-মকরন্দ-লোভে

লুকা'য়ে নামিবে মর্ত্ত্যে সকল দেবতা।
নিত্যেরে কে বাসে ভালো ?—চিরস্থির ধ্রুব
অনন্ত-রজনী কিম্বা অনন্ত-দিবস ?
নহি তা'য় অনুরাগী ; আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে ; চাই ছন্দ, চাই গতি,
রূপ চাই ক্ষুব্ধ-সিন্ধু-তরঙ্গ-শিয়রে—
ধরিতে না ধরা যায়, পলকে লুটায় !'

নীরবিল পুরূরবা, —কোথায় উর্ব্বশী !
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে
করুণ-কোমল,—বিদায়ের মত নয় !
আবার কোথায় যেন হইবে মিলন।
সেই কথা লিখি' দিয়া সোনার অক্ষরে,
মিলাইল মধুবর্ণ বিবাহ-দুকূল
মেঘস্তরে ; শূন্যমনা মুগ্ধ পুরূরবা
হেরিল গরল-নীল মৌনী গিরিমালা
বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান !

বসন্ত-আগমনী

যাই-যাই করে' শীত চলে' গেল সেদিন কুহেলি-প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল, পঞ্চমী-চাঁদ সাথে !
কত দিন পরে আজিকে ফিরিল ধরণীর বরণীয়—
দক্ষিণ-বায়ে উড়িয়াছে তার পরাগ-উত্তরীয় !
রাজার নকীব বাসন্ত-পিক ফুকারিল দিক্-পথে—
হয়েছে সময় ঋতু-অধিপের আসিবার ফুল-রথে !
পতঙ্গ-পাখী-মধুপপুঞ্জে মুখরিত দশ দিশি,
কি নেশা বিলায় মাতাল বাতাস গানে ও গন্ধে মিশি' !

সারা দিনমান গাইয়াছে গান—বসন্ত-আগমনী,
অরুণ উঠেছে তরুণ-বদন নবীন আশার খনি।
পল্লব-মুখে চুম্বন সম আলোকের পিচ্‌কারী,
সুরভি নেশায় মশ্‌গুল্‌-করা মধুভরা ফুলঝারি—
আম্র-মুকুলে ভরেছে দুকূল সকল বনস্থলী,
গ্রাম-পথে-পথে সজিনার ফুলে দিয়েছে লাজাঞ্জলি!
আলিপনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চমী-আবাহন—
ঘরে-ঘরে আজ হ'য়ে গেছে পূজা, সুমধুর আয়োজন!
কাননে কাননে শুনিয়া ফিরেছি সকল পাখীর শিস্‌,
ধান্যবিহীন ক্ষেত্র-সীমায় আহরি' যবের শীষ;
স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
গুঞ্জন-ভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক,
ডাহুক-ডাহুকী পক্ষ ভিজায়,—এমন সরসীতীরে
আর্দ্র-শীতল মৃত্তিকা 'পরে শরবনে এনু ফিরে'।
আতপ্ত দিবা-দ্বিপ্রহরের আলোক-মদিরা পিয়ে
রসালসে দেহ এলায়েছি মোর ছায়া-তরুতলে গিয়ে—
শিয়রে আমার চেয়ে ছিল দুটি আঁখি-সম নীল-ফুল,
তাহারি স্বপন দেখেছি জাগিয়া, কেবলি করেছি ভুল!

পথ দিয়ে যবে ঘরে ফিরিয়াছি দিবসের পরিশেষে,
বালকের মত বাকস-বৃন্ত চুষিয়া, একেলা হেসে—
ধুলার উপরে হেরিলাম ছবি, অফুট রেখায় আঁকা
ছায়াখানি মোর চলিয়াছে পাশে! মদনের ধনু বাঁকা—
উদিয়াছে চাঁদ, দেখিনু তখন আকাশের পানে চাহি',
অলখিতে ওঠে মাঠ-বাট ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় অবগাহি'!
বনবালাদের কবরী-কুসুম ঘোম্‌টা-আঁধারে ঢাকা,
মৃদু-সৌরভ কোনোমতে তবু যায় না লুকায়ে রাখা!
নেবু-মঞ্জরী-মন্থরবাস অন্তরে গিয়ে পশে,
কেদারবাহিনী—দখিনা-বাতাসে কত কথা কহিল সে!

কতদিন পরে ঘরে ঘরে আজ বাতায়ন খুলিয়াছে !
সোহাগিনী ওই করবীর ঝাড় পাশে তার দুলিয়াছে !
ঝির্ ঝির্ ঝির্ বহিছে সমীর, বাঁশীর রাগিণী ভাসে,
আজিকে চাঁদিনী-চাঁদোয়ার তলে প্রাণ খুলে' কারা হাসে !
এমন সময়ে যদি কেহ ডাকে কানে-কানে, 'প্রিয়তম' !—
গীত গেয়ে পারি উত্তর দিতে প্রতিধ্বনির সম।
মরমের কথা কহেনি যে-জন, আজিকে কহিবে যে সে,
কঠিন-হৃদয় আজিকে হইবে কৃতার্থ ভালোবেসে !
মনে হ'ল, আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব—
রঙীন এ রাতি—বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব !
তৃণভূমি 'পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চমী-চাঁদ সাথে।

চূত-মঞ্জরী

কালি রজনীতে এসেছিল কারা ধরণীর উপবনে—
নন্দন হ'তে বসন্ত যবে নামিল সঙ্গোপনে ?
নূপুর তা'দের শোনে নাই কেহ নীরব গভীর রাতে ?
—মৃদু-সঙ্গীত মিলাইয়া যায় বাসন্ত-বন-বাতে !
সহকার-শাখে আঁকা ছিল বুঝি মঙ্গল-আলিপন—
মুকুলোন্মুখ পল্লবদলে মৌন-নিমন্ত্রণ ?
তাই বুঝি তারা জ্যোৎস্না-চিকণ কুয়াশায় ঢাকি' দিশা,
চূত-মণ্ডপে যাপিল গোপন মধুর মাধবী-নিশা !
চুম্বন-মধু কনক-হাস্য বিতরিল তারা কত—
আদর-সোহাগ মান-অভিমান সব আমাদেরি মত !
প্রণয়-রভসে মুকুতাকলাপ মালা হ'তে পড়ে খসি'—
ভ্রূক্ষেপ নাই, পিন্ধন-বাস ভুলে' যায় দিতে কসি' !
অপরের বুক বাহুডোরে বাঁধা, শিয়রে কবরী খোলা—
প্রেমিক-প্রেমিকা মিলন-শয়নে চিরদিন আলাভোলা।

রজনীর শেষে জ্যোৎস্নার দেশে পরীরা মিলা'য়ে গেল,
প্রতি পল্লবে রতি-পরিমল পরীরা বিলা'য়ে গেল !

কিশোরী

'নাকের নোলক কোথা রেখে এলি ? হ্যাঁলা ও পোড়ারমুখী !'
দিদি শুধালেন, রাধারাণী বলে—'আমি কি এখনো খুকী ?'
কাঁচপোকা-টিপ কপালে এখনো, ছাড়েনি পুতুল-খেলা ;
রাগ-অভিমান, কাঁদাকাটা-হাসি লেগে আছে সারাবেলা !
সেধে' ভাব-করা যেমন, তেমনি চিম্‌টি কাটিতে পটু,
বৌদিদিদের পরিহাসে হারি' রাগিয়া কহিবে কটু !

সকলের আগে শিব-পূজা তার ; ভিজাচুল একরাশ
পিছনে গোছানো, পাছে সরে' যায়—চুলেরি ফিতার ফাঁস।
চুড়ী কয়গাছি ক্ষণে-ক্ষণে বাজে, ঝম্‌-ঝম্‌ বাজে মল,
আধ-মুকুলিত উরস পরশি' হার করে ঝল্‌মল্‌।
জোড়াভুরু আর অলকার মাঝে পঞ্চমী-চাঁদ পাতা,
ডাগর চোখের সরল চাহনি অশ্রু-হাসিতে গাঁথা !
ফুল জিনি' নাসা পেলব নিখুঁত—নিশ্বাসে কেঁপে উঠে,
অতি পবিত্র চিবুক-ভঙ্গি, কি ভাষা ওষ্ঠপুটে !
ললিত-কোমল কপোল তাহার শত চুম্বন-আঁকা—
বাপের, মায়ের, সোদরা-স্নেহের আদর-সোহাগ-মাখা !

অঞ্জলি-ভরা জবাটি ছিঁড়িয়া ভরিল যখন ডালা,
জবা সে ত' নয়— আমারি হৃদয় হরিল কিশোরী-বালা !

নারী

রাজার ছেলে তোমায় নিয়ে সোনার রথে তুলে'
প্রাসাদে তার প্রবেশ করে সিংহ-দুয়ার খুলে ;
রতন-ভূষণ মণির মালায় সাজিয়ে ছাখে মুখ—
বুকের ভিতর জাগছে তবু দুঃখহীনের দুখ !

পথের পাশে পর্ণ-কুটীর বেড়ায় আড়াল-করা,
শাঁখা-শাড়ীর অতুল শোভায় ঘরটি আছে ভরা !
তৃণের ডালায় ফুলের মতন সেই যে আয়োজন—
রাজার ছেলে ভাবছে তবু—সেই বা কেমন ধন !

কোথায় নারী ! কোথায় তারি হৃদয়-রতন খানি !
বিশ্ববিজয় সিংহাসনের কোথায় ঠাকুরাণী !
সেই যে সিঁথায় নখের মুখে একটু সিঁদুর টানা—
দেখছে তেমন উজল কিনা রাণীর মুকুটখানা ।

* * *

ভিজা মাটী কাদার 'পরে শিউলি যেমন ঝরে—
তেমনি যখন রূপের রাশি লুটায় দুখীর ঘরে,
রাণীর মুকুটখানির কথা প্রেমীর মনে জাগে—
নারীর পূজার তরেই সে যে রাজার বিভব মাগে ।

শ্রাবণ-রজনী

সেদিন বরষা-রাতি,
ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি !
সাঁই-সাঁই করে' গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল ।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—

সকলেরি পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।
আকাশে কোথা'ও মসীর মতন জমাট মেঘের স্তূপ,
কোথা'ও ধূসর মুক্তাবরণ আলিপনা অপরূপ !
আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুধের বান,
কালো মেঘ-আড়ে চন্দ্রবিম্ব তিলকের উপমান !

একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁসে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পারশে, মুখখানি আছে নুয়ে ;
তুলিয়া ধরিয়া বারেক চাহিনু—কি করিল বলি শুন,
নয়নে নয়ন বারেক রাখিয়া দু'হাতে ঢাকিল পুনঃ।
নাকের নোলক দোলাইয়া দিয়া চিবুক পরশি' যবে
কহিলাম, 'কিবা মানায়েছে তোমা !—নোলক পরিলে কবে ?'
উপহাস ভাবি' নোলক তখনি নাকের ভিতরে গুঁজি'
লাজে মরে' গিয়ে মুখ লুকাইয়ে প্রিয়া রহে চোখ বুজি'।
যখনি কিন্তু মুখ-পানে চাই তখনি পড়ে গো ধরা—
চুরি-করে'-চাওয়া চপল নয়ন ভয়ে মুদে' যায় ত্বরা।

এমনি করিয়া অর্দ্ধ-রজনী আলস-বিলাসে কাটে,
জ্যোৎস্না-রূপসী মেঘ-গুণ্ঠন খুলিল আকাশ-বাটে।
চরাচর-জোড়া ছায়া-আলো-বোনা মিহিন্ জরীর জাল্
অসীম শোভার স্বপনে বাঁধিল ধরণীরে সুবিশাল !
মেঘ-আড়ে যবে জ্যোৎস্না ফুটিয়া সিক্ত ধরণী-মুখ
চুম্বন করে, মনে পড়ে মোর কবেকার সুখ-দুখ !
শ্রাবণ-নিশীথে নবীনা রাধার প্রাণখানি ধুক্‌ধুক্—
জানিয়াছি কেন ভরি' আছে হেন বাঙালী কবির বুক।
আমারি দেশের আষাঢ়-গগনে নবীন-নীরদ-ছায়া
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু আমারি শ্যামল দেশে—
"চাঁদিনী উঠিলে ফুলটি ফুটিলে কদমতলায় কে সে !"
মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, অভিসার অভিরাম—

যাহারে ঘেরিয়া উছলিছে গীতি যুগ-যুগ অবিরাম,
মুকুল-বয়সী, গোকুলে বসতি, হৃদয়ে পীরিতি-মধু—
রাইকিশোরীর রূপ-গুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ !
মেঘের আঁধারে সাঁজের আঁধার কিছু নাহি চেনা যায়,
প্রদীপ সাজায়ে শাঁখটি বাজায়ে প্রণমে দেবতা-পা'য় :
বিকালে-কুড়ানো বকুলের রাশ, ছিল যা' থালায় ঢালা—
তাই নিয়ে সারা সন্ধ্যাটি কাটে গাঁথিয়া দীর্ঘ মালা।
রাধিকারি সখী সে কমল-মুখী কিশোরী বঙ্গবালা,
তাহারি স্নেহের সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ঘরে হয় জ্বালা !
নবনীত জিনি' রূপের নিছনি, পুষ্পকেশর কেশ,
কবরী ঘেরিয়া যূথিকার মালা, নীলাম্বরীর বেশ ;
মিলনের বুকে বিরহের ভয়, হাসিতে অশ্রু মেশে—
এমন হাসিতে এমন কাঁদিতে কেবা পারে কোন্ দেশে !

বাহিরে ঝরিছে জল অবিরল, বায়ু করে মাতামাতি ;
এত কাছে শুয়ে বুকে মাথা থুয়ে তবু ভয় সারারাতি !
কণ্ঠ আমার বেড়িয়া ধরেছে কখন ঘুমের ঘোরে,
অতি সুকোমল 'নোয়া'-পরা ছোট একটি বাহুর ডোরে।
ঘুমন্ত মুখে ঘোম্‌টা খসেছে, উস্কখুস্ক চুলগুলি
সন্তর্পণে নয়ন হইতে ললাটে দিলাম তুলি' ;
কপোলে জ্বলিছে মাণিকের মত কানের রতন-দুল,
শিথানে পড়েছে কখন খসিয়া খোঁপার দু'চারি ফুল।
ঈষৎ-ভিন্ন অধর-পাতায় হাসিটি করিছে খেলা,
মুদিত চোখের পাপ্‌ড়ি-কিনারে স্বপন-শোভার মেলা !
বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণী-পানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার, ঘন চিকুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিশ-আলিশে, হৃদয়ে ধরিনু তাকে ;
শ্রাবণের গান, কবিতার ভান—সকলি হারা'য়ে গেনু,
বিভোর-পরাণে নিমীল-নয়ানে চুমিয়া সকলি পেনু !

চুড়ির আওয়াজ

চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি—
কতবার যে কতই সুরে বাজে তাহাই শুনি!
সোনার হাতে সোনার চুড়ি—কে কার অলঙ্কার?
নয় সে শোভা, বধূই জানে চুড়ি কি ধন তার!
ঘুরিয়ে দিয়ে ছোট্ট দুটি কোমল কর-মূল,
আড়াল থেকে চম্‌কে দিয়ে করায় কতই ভুল!
শব্দ-তাড়িত প্রাণের তারে জানায় কত কথা—
কেউ জানে না লাজুক বধূর চুড়ির মুখরতা!

নিশীথ-রাতের গোপন-গভীর মিলন-মধু'র আশে
তরুণ যুবার নিদ্রাকাতর নয়ন মুদে' আসে;
চম্‌কে ওঠে, কোথায় যেন বাজ্‌ল কাঁকণ কার!
কই—কোথা নয়! ওই যে বাজে, শুনছি পরিষ্কার!
সকল নীরবতার মাঝে কি-ওই বাজে কানে?
দুয়ার-পাশে ওই যে বাজে, বাজ্‌ছে সে কোন্ খানে?
কান সে বাজায় আপন মনে, শাসন নাহি মানে,
সত্যি-বাজায় মিথ্যা-বাজায় প্রভেদ নাহি জানে!
এমন সময় ঝুন্‌ঝুনিয়ে বাজ্‌ল বারান্দায়
চুড়ির আসল সাততারাটি, তন্দ্রা ছুটে যায়।
কি সুর বাজে সকল শিরায় শির্‌শিরিয়ে রে!
একটু শুধু রুন্‌ঝুন্ আর রিন্‌ঝিনিয়ে রে!
গুমট্-ভাঙা দম্‌কা-হাওয়ার পরশ লাগে গা'য়,
সকল ফুলের সকল সুবাস জাগ্‌ল লহমায়!
আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্ ফোটে!
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে!

মানভরে আজ আছেন তিনি—কথা নাইক' মুখে,
তিনটি দিনের পরে বোধ হয় প্রাণ গলেছে দুখে।

দোষটি আমার ছিল যাহা, দেখেন তাহা নিজের—
বুকের ব্যথা বাড়ছে, তবু যায় কি মানের সে জের !
ঘন ঘন বাজিয়ে চুড়ি সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া,
আমার ঘরেই খুঁজ্‌তে আসেন, যায় না কি যে পাওয়া
চুড়ি বলে, 'একবারটি কওনা কথা ডেকে,
জুড়াই ব্যথা বুকের 'পরে মাথা বারেক রেখে' !
কইব কেন ? হ'বই আমি হ'বই বেরসিক,
শুন্‌ব চুড়ির মধুর আওয়াজ, থাক্‌ব এখন ঠিক !
বাজুক এখন ঝন্‌ঝনিয়ে, বাজুক রেগে কেঁদে,
বাজুক আবার নরম স্থরে—'মার্‌ছ কেন বেঁধে ?'
মিথ্যে করে' ঘুমিয়ে যখন পড়ব ধীরে ধীরে,
এটা-সেটা রাখার ছলে বাজুক ঘুরে ফিরে।
হাতের চুড়ি এমন যখন বল্‌ছে মুখের বোল—
কাজ কি কথায় ? শুনছি বেশ ওই মধুর গণ্ডগোল !
মনে পড়ে, শেষবার সেই এগ্‌জামিনের পড়া—
দুই ঘরেতে দু'জন আছি, শাসন বড়ই কড়া !
বল্‌লে ডেকে, 'কাল সকালে ঘুমটি ভাঙার পর
মুখটি তোমার দেখার যেন পাই গো অবসর।
থাক্‌ব আমি দুয়ার ধরে' তোমার দুয়ার চেয়ে,
দেখ্‌ব শুধু একটি পলক, লাজের মাথা খেয়ে।'
রাত্রি জেগে' ভোরের সে-ঘুম ভেঙেও ভাঙে না,
কানে আসে কিসের আওয়াজ ? থেমেও থামে না।
বুকের ভিতর কেমন বাজে চুড়ির রিনিঝিনি,
ভোরের ভজন এ কোন্ স্থরে গাইছে ভিখারিণী !
আকুল হ'য়ে কাঁদন যেন ফিরছে নিরাশায়—
"ওগো জাগো, ডাকছি আমি, সময় বয়ে যায় !"
দুয়ার খুলে' তাকিয়ে দেখি, বিউনি খোলার ছলে
ভোম্‌রা-কালো চুলের মূলে আঙুল দ্রুত চলে !
একে একে সাপ-কাঁটা আর চিরুণ, প্রজাপতি,
সব নেমেছে—খোঁপার সে কি অপূর্ব্ব দুর্গতি !

খুল্‌ছে না ক' ফিতার গিরা, ফাঁসটি ধরে' টানে,
অম্‌নি চুড়ি বালার 'পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক হ'য়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্ট চুড়ির দুষ্টামী সে, নূতন দূতিয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি!—
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

ভাদরের বেলা

ভাদরের বেলা আদরে কাটিয়া যায়—
এটা, ওটা, সেটা—প্রাণ তবু কি যে চায়!
ভিজা বায়ু বয়, দিন মেঘময়,
এমন আঁধারে একরাশ চুল কেমনে শুকা'বে হায়,
কেন ভুল কর? কি হবে বাঁধিয়া—কেবলি যা' খুলে যায়!

এলো-খোঁপা আজ দু'হাতে বাঁধিয়া নাও,
যূথিকার হার উহাতে দুলা'য়ে দাও।
কাণে দোলে আজ ওই যে দোদুল দুল্—
আঁখি দু'টি মোর হেরিয়া হরষাকুল!
গণ্ড-গ্রীবায় নবনীত ভায়!
কেতকী-কেশর-গৌর তোমার ভুজ-শাখা সবলয়
মনটি আমার কেমন করিয়া আজিকে কাড়িয়া লয়!

নীলশাড়ী খুলি' পোরো না খয়েরী খানি।
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও, রাণি!
মুখর নূপুর করি' দাও দূর!
আজ শুধু ভালো—কালো চুড়ী আর কাঁকনের রুনিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি' বালা, দেখি, আর তাই শুনি।

পরম-ক্ষণ

তোমার সাথে একটি রাতে
বদল হ'ল মিলন-মালা—
একটি প্রহর সুখের লহর,
একটি নিমেষ সুধায়-ঢালা !
তোমার খোঁপার পাপ্‌ড়ি চাঁপার
ঝর্‌ল আমার শিথান 'পরে,
টুট্‌ল শরম, রূপটি পরম
ফুট্‌ল তখন ক্ষণেক তরে !
বাহুর শাখা—পরীর পাখা !—
বুকের পরশ সব ভোলায় !
আলস-রসে আবেশ-বশে
চাউনি দোলে চোখ-দোলায় !
কালো-ফুলের গন্ধ—চুলের—
উথ্‌লে ওঠে নিশাস-বশে,
ঠোঁটের ঠোঙায় চুমায়-চুমায়
চুমুক দিলাম হাসির রসে !

তোমার সাথে মিলন-রাতে
সেই পরিচয় নিবিড়তম !—
ক্ষণেক লাগি' দুজন জাগি
গৌরী-হর-মূর্ত্তি সম !
দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ
নয় যে কভু—এক সমান !
তাই ত' তোমায় দেহের সীমায়
ধরতে পারি আলিঙ্গনে—
দুই'এর ক্ষুধা একের সুধা

কেবল ত' সেই পরম-ক্ষণে !
সকল প্রাণে পুলক-বানে
স্বর্গ আসে ধরায় নামি'—
একটি বোঁটায় ফুল সে ফোটায়
তোমার তুমি, আমার আমি !

কবি-ভাগ্য

আমার স্বপন যাহা—ওরা তা সফল করে,
আমার কাহিনী যাহা, ইতিহাসে তাই গড়ে।
আমার বাঁশীর সুরে অতি দূর দূরান্তরে
পুরী মহাপুরী কত উঠে পড়ে থরে থরে !
বিকাশে জীবন কত মরণের মহিমায়—
আমারই জীবন নাই, আমারই মরণ নাই !
গান মোর শোনে সবে, মুখ পানে নাহি চায় ;
জানিতে চাহে না কেহ—কেন গায়, কেবা গায়।
আমি প্রদীপের আলো, নাহি মোর কায়া-ছায়া—
সে আলোকে ফেলে ছায়া জগতের যত কায়া !
নয়নের আলো আমি, আমারই নয়ন নাহি,
আমা দিয়ে দেখে সবে, আমি কোন্ দিকে চাহি ?
গান আর নাম মোর এক হ'য়ে যায় শেষে—
আমি যত ডুবে যাই গান তত উঠে ভেসে।

সাগর ও বাঁশী

নীরব গভীর নিশীথ-রজনী—নির্জ্জন বেলাভূমে
ধূ ধূ চারিধার, বারিধি অপার বালুর কিনারা চুমে।

জ্যোৎস্না-তুফানে তারকা লুকায় অচপল জাগে শশী,—
অসীম আকাশে তারি মুখে চেয়ে সাগর উঠিছে শ্বসি'।

বুঝিতে নারিনু, বিরাট বাসর সাগর-শশীর একি!
এ কি রহস্য অতল অপার—এ কোন্ স্বপন দেখি!
চন্দ্র-বদনে মৌন-মাধুরী, সিন্ধুর অধীরতা—
এত কলরবে তবুও প্রকাশ হয় না সে কোন্ কথা!

মনে পড়ে শুধু একখানি মুখ—বহু বহুদিন আগে
চেয়েছিল বটে এমনি করিয়া যামিনীর শেষ ভাগে;
মুহূর্ত্ত লাগি' প'ড়েছিল ধরা সাগর-শশীর ব্যথা,
চকিতে ফিরায়ে লয়েছিনু আঁখি, কহি নাই কোন কথা।

একখানি চিত্র দেখিয়া

নয়নের মণি-মুকুরে ফলিত নিখিলের রূপ-রেখা—
বিশ্ব-কবির-কাব্যখানি যে ছায়া-আলোকেই লেখা;
রস—সে যে রূপে পড়িয়াছে ধরা, কোথা' নহে নিরাকার,
অরূপ-রূপের উপাসনা—সে যে অন্ধের অনাচার!

যে-রূপ নিত্য নেহারিছে কবি—বাণীর পূজারী যারা,
স্বরূপ তাহার করিতে প্রকাশ হয়ে যায় দিশাহারা;
প্রেক্ষণ তার উৎপ্রেক্ষায়! রূপ-কে রূপকে বাঁধি'
উপমায় গাঁথে নিরুপমা ফুল, বাণীপূজা-পরসাদী!

শ্রবণে করিতে নয়ন-সহায়, ধ্বনিরে বর্ণ-যোনি
কত না করিল শব্দ-চাতুরী কবিকুলশিরোমণি!
প্রকাশের ব্যথা চির-নবীনতা বিতরিল মহাগীতে—
ভাষায় যত সে অভাব ততই গভীরতা ইঙ্গিতে!

কিছু কথা নাই, হে কবি, তোমার তূলিকারই আজি জয় !
এ যে সুখসম হৃদয়ঙ্গম—কাব্য ইহারে কয়।
এ কোন্ আসব ?—আঁখির চষকে এক চুমুকেই ভোর !
তার পরে যত করিতেছি পান, মিটে না পিপাসা ঘোর।

নিমেষে যেমন পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা-সমুদয়,
শ্রেষ্ঠ চেতনা তড়িৎ-চকিত প্রাণ যথা পরশয়,
জনম-অন্ধ নয়ন মেলিলে হেরে সে যেমন করি'—
তেমনই বিভোর করিল তোমার অপরূপ কারিগরি !

অজানা পথের পথিক যেমতি—অন্তর-দেশবাসী—
চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়ায় সাগর-বেলায় আসি',
মুহূর্ত্ত আগে জানে না সমুখে রয়েছে কি বিস্ময়—
পটের মাঝারে লভিনু তেমনই অপূর্ব্ব পরিচয় !

তারকা ও ফুল

সে ডাকি' কহিল, পথের ধূলায় লুটি',
শেফালির মত সকরুণ আঁখি দুটি—
'লহ, ওগো মোরে লহ,
নিষ্ঠুর তুমি নহ !'
সুন্দর ফুল ! কেন উঠেছিলে ফুটি' ?
কেমনে কুড়া'ব—জোড়া যে এ হাত দুটি !

সে ডাকি' কহিল সাঁঝের গগনে ফুটি',
তারকার মত সুগভীর আঁখি দুটি—
'বন্ধু, তোমারে চাই,
এই আকাশের ঠাঁই !'

সুদূর স্বপন! কে দিবে আমারে ছুটি?
মাটির ঢেলায় চাপা যে চরণ দুটি!

সে যবে কহিল, নখেতে কাঁকন খুঁটি',
রমণী আমার—আনত নয়ন দুটি—
'ব্যথার নিশীথে প্রিয়,
আমারে জাগা'য়ে দিও!'—
তারা আর ফুল এক-সাথে ওঠে ফুটি'!
বিরহে স্বপন, মিলনে সে ভরে মুঠি!

মৃত্যু

মৃত্যুরে কভু চোখোচোখি দেখিয়াছ—
শিহরি' সভয়ে সহসা কাঁধের কাছে?
দুইটি আঙুলে পরশি' তোমার দেহ
দুটি কথা বলি'—শোনেনি সে আর কেহ—
কি যেন সে ভাষা, অর্থ কিছু না আছে,
ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনির মত,
নিমেষের মাঝে করিয়া মূর্চ্ছাহত—
আঁখি না মেলিতে আঁধারে সে মিশিয়াছে?
অথবা যেন সে পথের প্রান্তে আসি',
এতখন চলি' অচেনা সাথীর প্রায়,
সহসা আপন পরিচয় পরকাশি'
চেয়েছে কভু কি উপহাসি' ইসারায়?
চতুর চাহনি কুটিল হাসিতে ভরা—
যেন সে তোমারি কুশল-প্রশ্ন-করা,
ভীষণ-নীরবে বারেক বাঁকায়ে গ্রীবা
সমুখে ঝুঁকিয়া চোখ দিয়ে চোখ ধরা,
জিজ্ঞাসে যেন—মধুর ভঙ্গি কিবা!—

'চিনিলে না মোরে, কেমনে ভুলিয়া আছ।'
—মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ ?
কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্ম্মের নামে পরিচয় করে' থাকা—
সে কথা বলি না, দেখেছ কভু কি তারে
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে ?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিশ্বাসে বাক্ হরে !
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-বহ্নির জ্বালা—
এ সব দেখেছ, আহ্বান শুনেছ ?
ডেকেছে কি নাম ধরে'
সুপ্ত-রজনীর ভোরে ?
আঁধারে তাহার দীপ্ত-নয়ন
ঝাঁকা'য়ে দেখেছে তোরে ?

জীবনের আশা কিছু পূরে নাই,
মেটে নি প্রাণের কোন কামনাই,
স্বজন-সখারা দূরে,
নির্ব্বান্ধব পুরে
হঠাৎ ধরিয়া কেশেতে তোমার
টানিয়াছে বার বার ?
জীবন-চক্র হয় নাই ঘোরা,
খোলা হয় নাই একটিও ডোরা
মায়ার মদিরা-মোহে,
অতি চঞ্চল ছুটিতেছে স্রোত হৃদয়-ধমনী-লোহে
আদি ও অন্ত কিছু নাহি বুঝি,
চলিয়াছি পথে অতি সোজাসুজি,—
শ্যেনসম হেন কালে,
পাখা-ঝটপট রক্ত-নখরে

তুলে' নিয়ে যাবে আপন বিবরে,
আঁধার গহ্বরে তার!
আমি জেগে র'ব, সকল চেতনা
রহিবে, সহিব সকল বেদনা—
এত ভালবাসা, এত চেনা-শোনা,
সকলি স্বপন-সার!

ঘাতকের অসি ঝলসিছে দিনরাতি,
আঁধার কারায় কঠিন শয়ন পাতি'
মরণের সাথে সন্ধি করিতে চায়,
গণিতেছে দিন ভীষণ প্রতীক্ষায়—
বন্দী-জনের জীবন-শেষের মত
মরণ-লগ্ন নিকট হইছে যত,
জীবন-চেতনা ততই বাড়িছে হায়!

অথবা যক্ষ্মা-রোগীর মতন
পেয়েছে যে জন দরণ-নিমন্ত্রণ—
বিষকটু সেই মরণ-পাত্র
লয়ে বসে' আছে দিবস-রাত্র,
সারা প্রাণ শিহরায়,
চুমুকিতে চমকায়;
দর-দর-ধারা নয়নের জল
মিশিছে তাহাতে শুধু অবিরল
নিদারুণ বেদনায়!
জীবনের আলো কত মধুময়
নিবিবে এখনি নাহি সংশয়,—
পাণ্ডুর মুখ, শুষ্ক অধর,
দিন-দিন ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর,
মৃদু-উত্তাপে তনু জর-জর,
নিশ্বাসে ব্যথা লাগে;

আকুল নয়নে সবারে সে চায়,
এত লোক সব হাসিয়া বেড়ায়—
কাতর কণ্ঠে সব দেবতায়
জীবন-ভিক্ষা মাগে !
নাহি কোনো পথ, নাহিক উপায়,
মরণ টানিছে ধরিয়া দু'পায়,
জীবন তাহারে করেছে বিদায়
বহু বহু দিন আগে !
ক্রমে দেহ হয় অস্থি'র মালা,
স্ফীত নাসিকায় অগ্নির জ্বালা,
ওষ্ঠ কালিমাময় !
ললাটে শিশির—ঘর্ম্ম-বিন্দু,
চক্ষুর জ্যোতি প্রভাত-ইন্দু,
যেন পৃথিবীর নয় !
যেন সে ঢুকেছে সমাধি-গহ্বরে,
অতিদূর কোন পাতাল-বিবরে—
স্তব্ধ বিজনালয় !
সেথা হ'তে দুই গবাক্ষ খুলে'
চাহিয়া দেখিছে গেছে কিনা ভুলে'
মানবের মেলা, মানবের খেলা,
—কি যেন সে বিস্ময় !

দেখেছ কি হেন মৃত্যুর বিভীষিকা
ক্ষণেক টুটিয়া জীবনের মরীচিকা—
নিবিয়াছে দীপশিখা
হঠাৎ প্রমোদরাতে ?
বল দেখি সে কি ভীষণ আঁধার !
রুদ্ধ-নিশাসে সে কি হাহাকার !
আছে কি তাহার কোনো প্রতিকার-
আছে মানবের হাতে ?

ধর্ম্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে-তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে!
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি' ল'ব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক, জীবনের দুখ,
জীবনের আশা, জীবনের সুখ—
পরাণ আমার চির-উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি'!
উচ্ছল-ফেন মদিরার মত
কানায় কানায় বুদ্বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।
শিরা-উপশিরা স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
কীচকরন্ধ্র যেমন বায়ুতে—
ভরিয়া লইব জগতের শ্বাস
সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী-তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটা'ব ঝরা'ব ফুল-পল্লব বারমাস।
নিশীথ-আকাশে তারকার রাজি
ভরি' দিবে মোর স্বপনের সাজি,
নীরব আঁধার-রাতে!
ঈশানের কোণে মেঘ হবে জমা,
ধরণী হইবে অতি মনোরমা!
দিগঙ্গনারা পিঙ্গল হাসে,
শাখা তুলি' তরু নাচে উল্লাসে
বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতে—
তাণ্ডবে মাতি' জাগিব বিপদ-রাতে।

তার পর যবে কবে—
দুখে দুখ নাহি র'বে,
সুখ, সেও আর নাহিক ছলিবে,
জীবন-ক্লান্ত চরণ টলিবে,
বাহুযুগ ক্ষীণ হবে—
ঝিরি-ঝিরি নিশা-বায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি'—
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক !

ক্ষ্যাপা

শিশুর মত সরল হেসে উঠ্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে—
জ্যোৎস্না-মেয়ের ওষ্ঠ চুমি', ঝড়ের সাথে দিল্ মিলিয়ে !
প্রাণের গানের মন্ত্র গেয়ে ক'র্‌লে সোনা ইট-পাথর,
ফুলের মুঠি উঠ্‌ল ফুঁসি' সাপের ফণায় কিল্‌বিলিয়ে !
"সোনার লোভে আসিস্ ছুটে' ?—বিষের ভয়ে পিছ্-পা তোর !"
—বলে'ই আবার দুধের হাসি হাস্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে।

উঠ্‌ল নিশায় কাঁদন তাহার আকাশ-সেতার ঝুন্‌ঝুনিয়ে,
ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে তারার আগুন-ফুল বুনিয়ে !
চোখের কোণে ফিন্‌কি ফোটে, রক্ত কিনা যায় না চেনা—
ভালোবাসার লোকটি যে তার কোলের উপর যায় ঘুমিয়ে !
"দিল্-পিয়ারা, ঘুমাও, ঘুমাও ! রাত্রি অনেক, আর নাচে না !"
—বলে'ই বুকে বসিয়ে ছুরী, ডুক্‌রে কাঁদে কোন্ খুনী এ !

কিসের কাঁদন, কিসের হাসি ? কে বলে' দেয়—কোন্ সেয়ানী ?
বাঁধন-হারার ছন্দ-মাতন—ব'লবে কেবা—খুব সে জানি !
এক তালে সে আগুন জ্বালায়, আরেক তালে ফুল ফুটিয়ে
অবাক করে', বেহুঁশ করে' সবার হিয়া নেয় সে টানি' !
বুঝ্মানেরা বুঝ্তে নারে, দিল্দারই দেয় শির লুটিয়ে ;
কে যে ক্ষ্যাপায় !—কোন্ ক্ষ্যাপা সে লুকিয়ে বাজায় বংশীখানি !

অমৃতের পুত্র

নীরব জ্যোৎস্না-রাত্রি, গ্রাম-পথ দিয়া
গেয়ে চলে পান্থ একা আপনার মনে ;
বনের প্রাচীর যেন আছে দাঁড়াইয়া
দুইধারে—খোলা ছাদ !—পড়িছে নয়নে
ঊর্দ্ধাকাশ, আলোকিত চন্দ্রতারাগণে।
নাহি কেহ, কোথা নাই ! নিম্নে প্রসারিয়া
গেছে পথ কতদূরে !—আজ তার হিয়া
জানিবারে নাহি চায়, আর কতক্ষণে
পঁহুছিবে ঘরে ; চলিয়াছে নিরুদ্দেশে
ঊর্দ্ধমুখে গেয়ে গান, প্রাণ মুক্ত করি',
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের রৌদ্রতাপ-শেষে—
প্রাণ তার গান হ'য়ে পশে কোন্ দেশে !
'অমৃতের পুত্র তোরা !'—ঋষিমন্ত্র স্মরি'
আনন্দ-বিষাদে মোর আঁখি এল ভরি' !

অ-মানুষ

ওগো আমার হাত ধোরো না,—যে হ'ও তুমি—সরো, সরো!
আমার মুখে কেউ চেয়ো না—মানুষ যে নই! এ কি করো?
চক্ষে দেখ—কিসের নেশা?
সে-রস ত' নয় আঙুর-পেষা!
পূজার প্রসাদ আমার লাগি' আবার কেন থালায় ধরো?
ওগো আমার হাত ধোরো না, বন্ধু! প্রেমিক!—সরো—সরো!

আমার লাগি' কাঁদ্‌ছে বসে' বিজন-অকূল-অন্ধকারে,
সব-হারানো পথের শেষে—সর্ব্বনাশের হাহাকারে—
ঘোমটা-পরা মিথ্যাময়ী,
সেই যে আমার সর্ব্বজয়ী!
জনমকালে কখন সে যে জড়িয়েছিল কণ্ঠহারে—
একটি চুমায় বন্ধ করে' রাখ্‌ল প্রাণের নিশাসটারে!

মিথ্যা কেন গন্ধ-প্রদীপ জ্বালো মিলন-শয়ন-ঘরে?
গুঞ্জরিলে বৃথাই তোমার সোহাগ-গাথা কানের 'পরে!
ভেবেছিলাম হয়ত' এবার
বুঝ্‌ব দরদ প্রেমের সেবার—
কাচের মতন নয়ন-তারায় এবার বুঝি পলক পড়ে!
মিথ্যা আশা! চাঁদের কিরণ ঠিক্‌রে সেথায় আগুন ঝরে!

আমি তোদের কেহই যে নই! দেহের আমার নেই যে ছায়া!
আমি যাহার আপন—তা'রো নেই যে আমার মতন কায়া!
নদীর ধারে ভাঙন যেথায়,
ঘরখানি মোর বাঁধব সেথায়—
শ্মশান-স্বপন-বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর জায়া!
জনম-জনম এমনি কাটে, ঘুচ্‌ল না ত' ছায়ার মায়া!

অঘোর-পন্থী

কাচের পেয়ালা ভেঙে ফেল্ তোরা, লও রে অধরে তুলি'
—শ্মশানের মাটি লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি !
ভাবে বুঁদ হয়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙে রাঙা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যা'য়—বহ্নির প্রায় সুরায় পড় গো ঢুলি' ;
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি' ।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার !
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি'-সার !
তখন মাথাটি ঝিম্ ঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে !
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন, সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি' !

জ্বলে' যাক্ বুক—বুকের পাঁজর ! ঢালো খাও, ঢালো খাও !
কঙ্কাল-ভাঙা করোটির বাটি সবারে ঘুরায়ে দাও !
শুনিছ কি গান গায়িতেছে তারা—
মরণের পারে গিয়াছে যাহারা ?
—সে-গান শুনিয়া শিহরি' আকাশে তারকা উঠিছে দুলি' !
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, তবু আমরা তাহাতে ভুলি !
টিট্‌কারী দাও, দাও টিট্‌কারী—
পড় গো সবাই ঢুলি' !

জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হ'য়ে যাক্ হিতাহিত-জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি।
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'!

দেহের সকল রক্তকণিকা উতরোল উতরোল!
ওকি ও মধুর হাস্য বিকাশি' জগৎ দিতেছে দোল!
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা!
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা—
সোনা হয়ে যায়, সোনা হয়ে যায় শ্মশানভস্ম—ধূলি!
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি!
চুমুকে চুমুক দাও বার বার—
পড় গো সবাই ঢুলি'!

পাপ

পাপ কোথা' নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা—মধুমান্!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু? হবে তা'য় অপযশ!

সাগর যখন মন্থন করি' উঠিল অমৃত, শশী—
দেব-দানবের ঈর্ষার জ্বালা তখনি উঠিল শ্বসি';
ছিল না যখন কোজাগর-শশী, ছিল না যখন সুধা,
রূপের পিপাসা ছিল না তখন, ছিল না তখন ক্ষুধা!

শশী-পাশে রাহু, অমৃতে গরল—আদিম সে অভিশাপ—
তাই হ'তে শেষে লভিল জনম সুখ-পরিণাম পাপ ;
কলঙ্ক তবু করে কি আবিল শশধর-কররাশি ?
ওটুকু নয়ন-সলিল বিহনে মধুর হ'ত কি হাসি ?

দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা,
লুকায়ে রাখিল অমৃত-ভাণ্ড, জীবনে আনিল জরা।
অজর হইতে চাহিল দানব, স্বরগে পাতিল থানা,
মানবের রূপে দেবতা ভরিল প্রেমের পেয়ালাখানা।

তবু সে ভুলিতে পারিল না আজও দানবের রোষ-ভয়,
ঈর্ষার জ্বালা এখনো দহিছে, ঘুচিল না সংশয় !
তবু চেয়ে থাকে স্বরগের পানে অমর জীবন লাগি',
আপনারি মায়া—মরণের ছায়া—হেরিয়া সর্ব্বত্যাগী !

দানবের দল হাসে খল খল, হেরি' তার পরাজয়—
যে-প্রেম তাহারা ভুঞ্জিতে নারে, তারে তারা পাপ কয়
যে-মরণ তারা মরিতে জানে না, তাহারে গরল বলে !
জানে না, গরল নীল হ'য়ে আছে মৃত্যুজিতের গলে !

কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানে না—জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী !
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ !
ওইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ !

পাপ কারে বলে ?—হৃদয়ে ফোটে যা' যৌবন-মধুমাসে ?
যার সৌরভে অবশ পরাণ কভু কাঁদে কভু হাসে ?
সাগরের মত আকুলি-ব্যাকুলি পূর্ণিমা-চাঁদ লাগি ?
যে-তৃষা জুড়াতে চাহে এ-হৃদয় পায়ে ধরি' কৃপা মাগি' ?

পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনী-ফুল ?—
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল !
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত-পরাগ ভরা—
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা !

চিররোগী—সেও চাহে তার পানে, তৃষিত নয়ন দুটি !
বুড়ারও অরদ-অধরে মধুর হাসিটি উঠিছে ফুটি' !
হায়-হায় করে চিরদুখী যেই—সেও কি ছেড়েছে আশা ?
বিমুখ হইয়া বসে' থাকে যেই—নাই তার ভালোবাসা।

পাপ কারে বলে ? সুখ-খুঁজে'-ফেরা আঁধার কুটিল পথে ?
কে বলেছে তার ঘুচিবে না ঘোর, জাগিবে না কোনো মতে ?
আছে তারো শোভা, আঁধারের বিভা—সেও যে অমৃতরস !
দেবতাত্মার অগতি কোথায় ? সকলি যে তার বশ !

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ !
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয় নি নিমন্ত্রণ।

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি',
ধরণী-মাতার স্তন সে আঁকড়ি' তুলিবে অধরে ধরি' ;
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয়, ক্রন্দন করি' শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে !

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে—
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে !
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ-সুখে।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান ;
গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্ !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ !

নাদিরশাহের জাগরণ

স্থান—পারস্যের
উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত।
কাল—নিশাবসান।

নাদির ! নাদির !-
কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ !—
মেঘে-চাপা বাজ ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ !
চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরাট প্রেতের কায়া !
আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া।
কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার
পায় নি পরশ তুরাণী টুঁটির রক্তের ফোয়ারার !
খিভা হ'তে সিস্তান্—
সারা মুল্লুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফগান !

নাদির ! নাদির !—
ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জ্বলে !
থির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে !
মনুচেহরের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে
'হেল্‌মদ্'-বারি, পান করি' তায় কি আশা জাগিছে প্রাণে !
রোস্তমেরি সে বিশাল মুষ্টি দেখা'ল কৃপণ-ধরা—
বক্ষে-বাহুতে একি উল্লাস, বিজয়-অশনি-ভরা !
দিকে দিকে জয়রব—
হাহাকার করে ফেরুপাল যত—নরবলি-উৎসব !

নাদির ! নাদির !—শুনিয়াছি আমি উঠিয়াছি তাই জাগি'—
ইস্পাহানের গুলাব বাগান—কে ছোটে তাহার লাগি' ?
সিরাজী-শরাব, দ্রাক্ষার চুনী করে নাই চোখ রাঙা—
শাহ জামসীদ-প্রাসাদের ভিত—হেরি নাই সে কি ভাঙা !
উত্তর হ'তে হুহু-হুহু—হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,
লাফাইয়া ছোটে ঝরণার জল শ্বেত-চমরীর পারা !
তুহিন, তুষাররাশি !—
বাজ-বিদ্যুৎ !—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি' ।

নাদির ! নাদির !—আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে—
মাটীতে এ মাথা রাখিবার আগে—দলে' নেওয়া পা'র তলে ।
পশু-মেষ যেই পালন করেছে—মানুষ-মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল !
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্ব্বলতার গ্লানি—
লুটাইব পা'য় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী !
—কাবুল কান্দাহার
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্‌নী নিশাপুর পেশাবার !

ইস্পাহানের ইস্পাত হ'তে রক্তের ধোঁয়া-ধার
নিভিবে না কভু—প্রাণের মমতা ঘুচাইব সবাকার !
কোহি-রহমতে 'চেহেল্-মিনার' গড়েছিল জান্‌জান্—
আমিও গড়িব কাঁচা মাথা দিয়ে, দেহ করি' খান্ খান্ !
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,
তখ্‌তের পরে চড়িয়া শুনিব, বান্দারা গায় নীচে—
'ধন্য নাদির শাহ !
মারিবে, তবুও একবার দেখি—অভাগারে ফিরে' চাহ !'

'নাদির ! নাদির ! নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয় !'—
পাপ-শয়তান কুহরিছে কানে কাপুরুষ-সংশয় !
খোদার বান্দা এন্‌সান্ যেই, নাই তার নিস্তার—

চিবাইয়া খাবে আপন কলিজা ! যদি সে ফেরেস্তার
'আখেরি-জমানা'-দিনের নিশান তুলিবারে চায় ধরি'—
মরণের পরে 'দোজোকে' নামিবে, দু'বার করিয়া মরি' !
—হাহা, মোর হাসি পায় !
মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি দুনিয়ায় !

বুলবুল্ আর বস্‌রার গুল্ নয় শুধু আল্লার—
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার !
শুধু মিট্‌মিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা !
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা ?
শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারী-বিষ থলে-জলে !
বাহবা কি বাহবা রে !
আল্লার মত দিলাওয়ার যেই—এ খেলা খেলিতে পারে !

বাম হাতখানি তুলিয়াছে উষা 'পামীর'-পাহাড়-চূড়ে,
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াসা ফুঁড়ে' !
আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীল-বালুচরে দাঁড়াইল রাঙা-মুখে !
উহারি মতন উর্দ্ধে উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,
'হিন্দু-তাতার-তুরাণী-শোণিত !'—চীৎকার করে' ডাকি' ।
—ইরাণ ! গানের রাণি !
রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি !

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, চোখ জলে ভেসে যায় !
মূর্খ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত বোখারায় !
গজ্‌নীর রাজা দিয়েছিল দাম ? মনে নাই তার ব্যথা ?
তারি শোকে কবি তেয়াগিল প্রাণ, হাসি পায় শুনি' কথা ।
সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক দুই-চারি—জীবনের দান এই !
নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই !

দাস যারা গান গায়—
ভীরু-হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটা'তে চায়!

দূর করে' দাও গোলাবের মালা! পেয়ালা ভাঙিয়া দাও!
'নাদির! নাদির!'—শুধু ওই-সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষ-কারায় শুধু সেই কামনাই!
বর্শা-ফলকে ঝলসি' উঠেছে মধুর রক্তরেখা,
ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে—যতদূর যায় দেখা!
—কাবুল কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার!

নাদিরশাহের শেষ

স্থান—প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির।
কাল—হত্যা-রাত্রি, নিশীথ।

তুমি চলে' যাও এখনি এ রাতে উজ্‌বেগ্‌-সর্দ্দার!
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেরী আছে মরিবার!
কে মারে আমারে!—এখনো ছেঁড়েনি আকাশের গ্রহতারা!
জমিন্ ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আল্‌বুরুজে'র চূড়া,
সুলেমান আর হিন্দুকুশের পাঁজর হয়নি গুঁড়া!
আমি না শাহান্-শাহা!
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি?—বাহা রে বাহা!

চলে' যাও ফিরে ইমাম জাফর! ডেকে দিও দুরাণীরে—
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে'!
কাল, কোহিনুর-তাজ শিরে, আর তখ্‌ত-তাউসে চড়ি',
আর একবার খুন্-খুশ্‌রোজ্ খেলিব পরাণ ভরি'!

দিল্লীর শাহ রেখেছিল পা'য় উষ্ণীষ তরবার,
তাই নিয়ে যাও, পরে যেন কাল আব্‌দালি-সর্দ্দার।
আলির বংশধর!
মনে থাকে যেন ইমাম হোসেন, কারবালা-প্রান্তর!

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত—বাঁচে না যেনই কেহ,
কাটিয়া পাড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ!
ওমরাহদের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ!—
ভাঙা-মগজের চর্ব্বি-চেরাগে রোশ্‌নাই হবে খুব!
জাফর! তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,
'রোজ্‌ কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে!
—কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার!

আঃ বাঁচা গেল! তবু মনে হয়, কে যেন রহিল পাছে!
না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দ্দায় পড়িয়াছে!
একি হ'ল, একি! বড় তাজ্জব!—ছায়া নয়, ও যে ছবি!
একবার সেই দেখেছিনু ও'রে, ভুলে গিয়েছিনু সবি!
দিল্লী-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,
একা বসেছিনু, মস্‌জেদ সেই রুকনোদ্দৌলার,—
হঠাৎ দেয়ালে ছায়া!
ঠিক এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চৌপায়া!

দূর দূর! আরে দেখ দেখ—যেন পাহাড়ী সাপের চোখ!
অবশ করিয়া বেহুঁস করিল, হরিল সকল রোখ!
ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে আফ্‌সোস,
মনে পড়ে' যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দ্দোষ।
দেখ, শয়তান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা আনি'—
চোখ দিয়ে বুকে বিষ ঢেলে' দিয়ে, মাথায় মুগুর হানি'!
—এ কি হ'ল, হায় হায়!
এ বুড়া-বয়সে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায়!

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুষে' নেয় নাভি-শিরা,
কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার গিরা!
'হাশিশ্' খাওয়া'য়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল এতদিন—
'জম্‌জম্'-জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন্ জিন!
রক্তের নেশা একেবারে যেন ছুটে' যায় লহমায়—
পরীর আঙুলে পরাইল চোখে স্বাম্বুলি সুর্ম্মায়!
—ডুবে' যাই গলে' যাই!
তাজ শম্‌শের ফেলে দিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।

নাদির! এখনি ভুলে' গেলে—তুমি দুনিয়ার দুষ্‌মন!—
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম্ম-সিংহাসন!
কোটী শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আশ্‌মান্
আঁধারিয়া, তুমি দিনের জলুস্ করিয়া দিয়াছ ম্লান!
পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিশু, জননীর কোল ছিঁড়ে!
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিয়েছ মানুষের সুখ-নীড়ে!
আপন ছেলের চোখ—
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক!

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে!—খোদারি সে কারসাজি!
শয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি?
স্থির হও মন! ভেবে দেখি আজ, কে করেছে সেই খেলা—
আমি ত' মানুষ সবারি মতন, কাদা ও মাটীর ঢেলা!
বুকে মারো ছুরি, গল্ গল্ করে' বাহিরিবে রাঙা জল,
এই দেখ—চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টল্‌টল্,
—এত কুদ্‌রৎ তার!
আল্লা তা'লা-আকবর! এ যে মতলব বোঝা ভার!

বারুদের মত কালো-মেঘে বাজ তোপ্ দাগে—দেখ নাই!
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে—কত দেশ হ'ল ছাই!
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যাঁর

হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বারবার—
ইসারায় তাঁরি জেগেছিল দূর ইরাণের সীমানায়
যুবা আফ্‌সারী, নাদির—এ নাম দিয়েছিল বাপ মা'য় !
মেষ-পালকের আজি
দুনিয়ার সেরা দুষ্‌মন্‌ নাম,—এ কাহার কারসাজি ?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কা'রো
ভুলেছিনু, আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো !
লক্ষপরাণ হানিবার কালে ভুলেছিনু এক প্রাণ—
সে যে সেইমত করে ধুক্ ধুক্‌ তেমনি দয়ার দান !
তারি সাথে আজ মুখোমুখি করে' দিয়ে গেল মাঝরাতে—
দেখিতেছি তা'য় আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে !
রহিমর্ রহমান্‌ !
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক্ বেইমান্‌ !

নাদির ! নাদির !—সাড়া নাহি দেয়, একেবারে মরিয়াছে !
অরে শয়তান ! শয়তানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে !
সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল !
তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নখ যে এখনো লাল !
বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নর-শির-পর্ব্বত
করে নাই খুশী, ক্ষীণ মনে হ'ল দরবার-নহবত !—
আজ তার হ'ল ভয় !
নাদির ! নাদির ! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয় !

মরিয়াছি আমি ! চলে' গেছি আজ সেই পাহাড়ের ধারে—
প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে ভুলেছি যা'রে !
জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রৌদ্র মিশে আছে কুয়াসায়,
ঝিক্-ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি পাহাড়ের পা'য়-পা'য়,
দেবদারু-শাখে জড়ায়েছে লতা সোনালি-ঝুমুকাভরা,
আখরোট্-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আপেল পাকিবে ত্বরা—

এই সেই গ্রামপথ,
এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মস্‌নদ !

নওরোজ্‌-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে সুতালী চাঁদ—
তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিয়াছে ফুল-ফাঁদ !
কস্তুরী-কালো পশ্‌মিনা চুলে বিনায়ে 'লালা'র মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন ? গজল্‌ গাও নি বালা ?
আঙুরের রস কোথা পেয়ালায় ?—তহ্‌মিনা ! তহ্‌মিনা !—
চাও, কথা কও ! কোথা' সুখ নাই নাদিরের তোমা বিনা !
আজ নওরোজ্‌-রাতে
আশেক এসেছে, যৌতুক দিতে দিল্‌ তার ওই হাতে !

কবেকার কথা ! আমি ভুলেছিনু, তহ্‌মিনা ভুলিল না—
স্বপনেও তার চোখদুটি মোর মুখ'পরে তুলিল না !
সে নয়ন যেন তুষার-রশ্মি সন্ধ্যাতারার মত—
চাহিল বিঁধিতে বড় ঘৃণাভরে হৃদয়ের এই ক্ষত ।
লুটাইনু পা'য়, বলিনু—বাঁচাও ! তুমি জানো সেই পাতা
যার রসে এই যাতনা জুড়ায়, আর কেহ জানে না তা' ।
তহ্‌মিনা চলে' যায়,
দূরে—দূরে, শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকায় ।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পার্‌বিন্‌' 'মুশ্‌তারা'—
একি থম্‌-থম্‌ করে আশ্‌মান্‌ নীল ইস্পাত পারা ।
মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে !
জ্বলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে মুর্দ্দারা তাঞ্জামে !
ঘূর্ণি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে—রক্তের দরিয়ায় !
দব্‌ দব্‌ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মূরছায় !
ঢাল যেন তলোয়ারে—
সারা ময়দান ঝন্‌ ঝন্‌ করে, ফেটে যায় হাহাকারে !

কি ঘোর পিপাসা! জিহ্বা-তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার,
কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই ভিজাবার!
দূরে দেখা যায় ঝর্‌ণা ঝরিছে, কাছে গেলে আর নাই!
এ কি দিল্‌লগী আল্লা গাফুর! মাফ চাই, মাফ চাই!—
আঃ বাঁচা গেল! বোখার ছুটেছে!—কি যেন আওয়াজ হয়?
বাহিরে বুঝি বা পাহারা-বদল? নাঃ, ও কিছুই নয়!
খোদা যে মেহেরবান্—
ভয় নাই—ও যে স্বপনে দেখিনু 'হাশরে'র ময়দান।

কে পশিল ওই চোরের মতন? কারা আসে পাছে পাছে?
তুরাণীর লোক—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি—এস ভাই, এস কাছে।
কিরীচ খোলা যে! আরে বেতমিজ্ বুজ্‌দেল্ কাপুরুষ!
নাদির দাঁড়ায়ে সমুখে তোদের, এখনো হয়নি হুঁস্!
হা হা, হঠে' যায়!—মারিবে, তবুও স্বর শুনে' হঠে' যায়!
আয় চলে' আয়, ধর্ গর্দ্দান, কাজ নাই তামাসায়!
আফ্‌সারী সর্দ্দার!
তুমিও এসেছ!—বংশের কাঁটা ঘুচাইবে এইবার?

ভয় নাই, এস—নাদির মরেছে! নহিলে এখনো তুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ মাথা না নোয়ায়ে—জানু পাতি', মাটী চুমি'!
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার—
তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু-ফেরেস্তার।
এসেছিস বড় ওক্‌ত বুঝিয়া, তা' না হ'লে—কুক্কুর!
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর!
নসীবের কেরামত!—
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ!

তক্‌রার রেখে ধর্ তরবার! আহমদ্ আব্‌দালি
এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি'!
পিঠে কেন? আহা, ঘাড়ে মারে ফের! স্থির হ'য়ে মার্ বুকে—
বড় সে কঠিন!—খুব করে' ছুরি বসাও, মরিব সুখে।

আহাহা আল্লা ! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !—
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুনা কিছু মাফ হ'বে ?
শেষ হয়ে গেল—বাপ !—
ইরাণের ধ্বজা—ইরাণের গ্লানি—বিধাতার অভিশাপ !

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে—
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে !
সর্ব্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তা'রাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তা'রা !
তার পর তুমি যুগে-যুগে এলে মূরতি ধরি'—
অমৃত পিয়া'লে মৃত্যু-সাগর মথিত করি' !
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে !
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে !
পাপ-পশ্চিমে ভগবৎ-কৃপা দানিল ঈশা !
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখা'ল দিশা !
সেই এক বাণী-মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তুমি !
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ ! তোমার চরণ চুমি ।

হে প্রাণ-সাগর ! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি' !
হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে !
ধন্বন্তরি ! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ !
জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়া'য়ে সবি—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবি !

পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্ম-টীকা,
জীবন তোমার হোম-হুতাশন ঊর্দ্ধশিখা !
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি !
যজ্ঞ-জীবন দৈবত ! তব চরণ চুমি !

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার !
তুমি নমস্য, সবারে করিছ নমস্কার !
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়ন-কূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু তুলে !
অর্দ্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়া'লে আসি' !
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত—
হে মহাজাতক ! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত ?
কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে—
ছোট-'আমি'গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে !
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি !
হে বোধিসত্ত্ব ! বুদ্ধ ! তোমার চরণ চুমি !

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন,
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরম-ক্ষণ !
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্ত্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্ত্তন হয় দেউলে মঠে !
পরে যেই দিন তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে' গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্ত্তি গড়ে—
জগৎ-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটীর ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্ত্তি ধরিয়া এস গো তুমি !
মানব-পুত্র ! মৈত্রেয় ! তব চরণ চুমি !

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত!
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত!
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া, মানব-রাজ!
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ!
মহাব্যাধি-ভার কর গো হরণ পরশি' কর—
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর!
আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে!'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক', মৃতক-নাথ!
প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ!
সূতিকালয়ের শোভা ধরে যত শ্মশানভূমি—
মহাদেব নয়—মহামানবের চরণ চুমি'!

আবির্ভাব

আঁধার-রজনী বাঁধা প'ল যবে নিশীথের হি
হোরা, পল—সব অচল হইল অস্ত-উদয়-তীরে।
গঙ্গা-কাবেরী-কৃষ্ণার কূলে কলহীন জলরাশি—
ক্ষত-দেহে শুধু ফুৎকার করি' কাঁদিছে শ্মশান-বাসী;
গলিত শবের বসার মশালে নিবারিয়া নিশাচরে,
কোনোমতে তার প্রাণটি ধরিয়া রেখেছে দেহের ঘরে!

আকাশে কোথাও জ্বলে না প্রদীপ, উদাসীন দেবতারা!
প্রাচী-মালঞ্চ পুষ্পবিহীন, বায়ু সে শিশিরহারা!
রঞ্জনহীন বক্ষ-শোণিত উছলিয়া নাকে-মুখে,
হেথা-হোথা ঝরি' আমিষের লোভে ভুলাইছে জম্বুকে।
চীৎকার করি' উঠিছে কেহ বা ভাক্ত-সূর্য্য হেরি'—
নাচে উল্লাসে পাগলের মত মরণ-শয়ন ঘেরি'!

পশ্চিমে হোথা—আঁধার ছাড়ায়ে, জীবনের ঐ-পারে—
প্রলয়-রাত্রে দ্বাদশ সূর্য্য উদিয়াছে একেবারে !
আলো নাই, তার উত্তাপে গলে অনাদি সে হিমালয়—
অগ্নি-বাষ্প, তরল অনল ছুটিছে ভারতময় !
বিধাতার আদি-কীর্ত্তির এই সব-শেষ জঞ্জাল
এতদিনে বুঝি মুছিয়া ফেলিবে নির্ম্মম মহাকাল !

দশ-সহস্র-বর্ষের সেই অপূর্ব্ব অভিনয়
শেষ হ'য়ে গেছে—এখনো তবু যে শেষ হইবার নয় !
দেব-দানবের বিষম-বীর্য্যে মহাপারাবার মথি'
কালো-কালকূট কণ্ঠে ধরিয়া অমৃত মিলা'ল তথি !
পুরুষোত্তমে বরিল হেথায় বিশ্বের মনোরমা !
সত্য রাখিতে আপনা বেচিল—সুত, জায়া নিরুপমা !

আপনি করেনি স্বর্গ-কামনা, তবু সে স্বর্গ লাগি'
মহাতপস্বী দানিল অস্থি দেব-কল্যাণ মাগি'।
পিতার আদেশে মৃত্যু-সদনে সত্যের সন্ধানে
পশিল বালক-ব্রাহ্মণ সেই, চির-নির্ভয় প্রাণে !
রাজা আর ঋষি—দু'এর সন্ধি ঘটিল একের নামে !
গোলোক-নিবাসী রাজা হ'ল আসি', কমলারে ল'য়ে বামে

এইমত কত পুরাণ-কাহিনী—কল্পনা সে ত' নয় !
প্রাণের মাঝারে অহরহ তার করিয়াছে অভিনয় !
ইতিকথা হেথা দেবতার লীলা, দেবলীলা ইতিহাস—
(মানব-মনের গহন-গুহায় নটনাথ করে বাস ;)
সেই সে বিরাট নাট্যশালায় তুলিতেছে যবনিকা—
নাটকের শেষে চলে প্রহসন, নাম তার বিভীষিকা !

হেথায় ললাটে প্রথম ফুটিল তৃতীয়-নয়ন-তারা !
গঙ্গোত্তরী-ফেন-তরঙ্গে উথলিল হাসি-ধারা !

মন্ত্রদ্রষ্টা মানবে শুনা'ল অমৃতের অধিকার—
আপনা ও পর, দ্যুলোক-ভূলোক আনন্দে একাকার!
শিব-সুন্দর-সত্য-স্বরূপ আপনারে চিনি' ল'য়ে
মুক্তি-সাধন শক্তি-মন্ত্র সাধিল অকুতোভয়ে!

দেবতাদমন মানব-মহিমা—এই তার পরিণাম!
অন্ধ-কারায় সভয়ে জপিছে প্রেত-পিশাচের নাম!
বুকে হেঁটে আর লালা-পাঁক ঘেঁটে কোনোমতে বেঁচে থাকা!
মুখে মুখ দেয় পথের কুকুর—তা'ও যেন সুধামাখা!
আঁধারে হাতাড়ি'—হাত-ধরাধরি—টলিছে এ ও'র গা'য়!
পিপাসা মিটায় নয়নের জলে, তবু না মরিতে চায়!

এমন সময়ে কোথা হ'তে ওঠে তিমির-গগন ভেদি'
আবাহন-গান, স্তোত্র মহান্—'আবিরাবির্ম্ম এধি!'
কাহার কণ্ঠে কুমারী-উষার বোধন-মন্ত্র-বাণী
বাণের মতন প্রাণ-কোদণ্ডে ভীম টঙ্কার হানি',
ধ্রুবলোকে পশি' ফিরিয়া আনিল আলোকের সন্ধান—
চেতন-দুয়ারে ভ্রান্তি-কবাট ভেঙে হ'ল খান্-খান্!

আড়ষ্ট-শির পঙ্গু-সমাজ বাড়া'য়ে শীর্ণ গ্রীবা,
স্পন্দবিহীন স্তিমিত নয়নে লভিল কি যেন বিভা!
উষার বাতাস ব'য়ে গেল যেন শিহরিয়া কলেবর—
ভয়ের স্বপন ছুটে যায় আজ শত-শতকের পর!
অমৃত-সায়রে গাহন করিয়া এ কোন্ গগন-চারী
নিবিড় নিশীথে নেমে এল হেথা, 'শিবোঽহং' উচ্চারি'।

অসিত আকাশ নীল হ'য়ে এল আত্মাহুতির শেষে,
ম্লান হ'য়ে এল মোহের দীপালি প্রভাতের উদ্দেশে!
নর-নারায়ণ-পদরজঃ মাখি', মাটিতে লুটায়ে শির,
বদ্ধ-জনেরে বক্ষে বাঁধিল আপনি-মুক্ত বীর!

শুষ্ক হৃদয়-তমসার তীরে অগ্নিহোত্র জ্বালি'
সাগর-পারের তীর্থ-সলিলে আঁখি দিল প্রক্ষালি'।

শিহরি' সভয়ে হেরিল তখন বিশ-কোটী নর-নারী—
হ'ল না প্রকাশ মুক্তি-বিভাত কোন্ বাধা অপসারি'!
উদয়-তোরণে অসাড়-শরীর পড়ে' আছে ঊষা-সতী—
দিব্যহাসিনী নির্ম্মলা ঊষা—পরমা সে বেদবতী!
লঙ্ঘিতে নারি' লাঞ্ছিতা সেই সত্যের ঘরণীরে
আঁধার-বিজয়ী অরুণের রথ বার-বার যায় ফিরে'।

কত-না দম্ভ করেছিল কত প্রাণহীন মতিমান্—
পিশাচ-সিদ্ধ, আঁধার-বিলাসী—মুক্তি করিবে দান!
কম্পিত করে পলিতার বাতি মলিন কামনা-ধূমে—
ধরিছে কখনো পরের সমুখে, আপনি ঢুলিছে ঘুমে!
তর্ক-কুটিল পাটোয়ারী-নীতি—মৃতজনে জীয়াইতে!
শকুনের সাথে রফা হয় শেষে শবদেহে ভাগ নিতে!

কত-না মন্ত্র পড়িল আবেগে কত-না মনীষী ঋষি—
সুপ্তি-গভীরে ক্ষণিক চেতনা—স্বপনে যায় সে মিশি'!
কত-না সাধক বীর-বিক্রমে দুয়ারে হানিল কর—
এক-সে মন্ত্র পড়িল না মনে, লুটাইল ভূমি'পর!
কোন্ জাদু জানে এ নবপন্থী!—একি ভাব, একি ভাষা!
অনলদগ্ধ শুদ্ধ চরিত! উদ্দাম ধায় আশা!

জয়ভেরী তার বাজে কি বাজে না—সে ভাবনা নাই বটে;
লিখিল না কেহ নামটি তাহার উদ্ধত ধ্বজ-পটে!
কোন্ পথে সে যে কোন্ দিক দিয়ে হেথায় দাঁড়া'ল আসি'-
মৌসুমী-বায়ু সঙ্গে যেমন সুমেদুর মেঘরাশি—
সে কথা কেহই জানিবার আগে হঠাৎ দেখিল দেশ,
নব-শ্রাবস্তি—জেরুজালেমের—অপরূপ একি বেশ!

অধরে তাহার মৌন-মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি !
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাতি !
ক্ষীণ তনু, তবু বজ্রে রুখিতে—ঝড়েরে বাঁধিতে জানে !
উদ্যতফণা কালিয় তাহার বাঁশির শাসন মানে !
জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—'অবতার ! অবতার !'
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নব লীলা বিধাতার।

দেবেন্দ্রনাথের সনেট

হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে !
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত-মুকুলে !
একবাটী পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস !
কবিতা-বিহগী যেন বসে ক্ষুদ্র ফুলে—
নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার বেদনা-বিবশ !
গোলাপী আতর যেন !—একরাশ চুলে
এক ফোঁটা করি' দেয় সুরভি-মধুর !
দখিনা বাতাসে রাখি বাতায়ন খুলে'—
তবুও তেমনি বাস অলকে বধূর,
সারারাত্রি বিছানায় গন্ধ ভুর্-ভুর্ !
বঙ্গ-কবিভারতীর সিত-সিঁথিমূল
সনেট-সিন্দূরে কবি করেছ অতুল !

কবি করুণানিধানের প্রতি

['শান্তিজল' পাঠ করিয়া]

তোমার কবিতা নহে লীলা-পুষ্প, কুঙ্কুম কেলির—
অগুরু-গুগ্‌গুল-ধূমে মিশে গন্ধ চম্পা-চামেলির !
অমরী-মঞ্জীর-গুঞ্জ মিশে' যায় আরাত্রিক-গানে—
সৌন্দর্য্য-স্বপনে চিত্ত ডুবে' যায় মঙ্গলের ধ্যানে !
রূপ-পিপাসায় তব অরূপের তৃষা জেগে রয়,
প্রেম মহামহিমায় মরণে হাসিয়া করে জয় !
প্রেম যেথা ধরিয়াছে সুধা-শুভ্র বৈজয়ন্ত-বিভা,
যে-কবি ধরায় প্রেমে আনিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিবা—
প্রেম-ধর্ম্মী ভারতের সেই দুই দুর্ল্লভ সম্পদ,
প্রেমযোগী চণ্ডীদাস, মমতাজ প্রেম-কোকনদ—
হিন্দুর সে ভাবমূর্ত্তি, মোস্‌লেমের গম্ভীর গম্বুজে
অর্পিয়াছ উপায়ন, ভক্তি-প্রেম-শতদল—অম্লান অম্বুজে !

রূপ-রসে টল্‌মল্—কবে তব হৃদিপাত্র ভরি'
উছলিল ভাবধারা ? কোন্ স্বপ্ন দিবা-বিভাবরী
ভরিয়াছে আঁখি তব ? সারদার শ্রীচরণমূলে
সর্ব্ব-সমর্পণ করি' আছ তুমি দুঃখ-সুখ ভুলে' !
কবে মাতা তুলি' নিলা অঙ্কে তোমা, চুমিলা নয়নে—
অধরে চুমিলা শেষে !—নেহারিলে ভুবনে-ভুবনে
শতচন্দ্র আলোকিছে অপরূপ রূপ-বৃন্দাবন !—
বাজিল ও বাক্‌যন্ত্রে সুমধুর মুরলী-বাদন !
দিল কি অঞ্জলি ভরি' দেবীর সে মানস-মরাল
চয়নিয়া চঞ্চুপুটে পুণ্ডরীক ফুল্ল সমৃণাল !
তাই তব গীতি-পুষ্পে নিত্য হেন মধু-পরিমল !
তাই হেন সুবিশদ স্বচ্ছ ভাষা—পূর্ণস্ফুট, উজ্জ্বল, অমল !

সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্নাঙ্কিত একপদী লয়েছে তোমারে
বনভূমি-শেষে চিরসুন্দরের দেউল-দুয়ারে!
যেথায় মধুর মন্দ্রে মন্ত্রারতি হয় দেবতার—
বসিয়া পড়েছ সঁপি' আপনার নৈবেদ্য-সম্ভার!
চঞ্চল সে চন্দ্রদ্যুতি—সসীম সে সুষমার শেষে
পঁহুছিতে আকিঞ্চন কবি তব, শাশ্বতের দেশে!
রস-সাগরের কূলে উদিয়াছে একটি অরুণ—
সেই শোভা হেরিবারে কবি, তব ক্রন্দন করুণ!
জন্ম-মৃত্যু দুই দ্বারে করিবারে এক হরিদ্বার,
জীবাননে চন্দ্রানন হেরিবারে আকুতি তোমার!
তোমার বৈষ্ণবী গীতি, সুবিচিত্র বরগুঞ্জমালা
নবরঙ্গে নব বঙ্গ-বাণীকুঞ্জ চিরদিন করুক উজালা!

উচ্চৈঃশ্রবা

প্রাণপণে তার রশ্মি পাকড়ি' ধরিনু পক্ষিরাজে—
পেশীগুলা ফুলে' শিরায় ধরিল গিরা;
অতি-দুর্দ্দম উন্মদ-বেগ রুদ্ধ করার কাজে
কুঞ্চিত ভাল, আঙুলেতে কালশিরা!

*　　*

ঐরাবতের মত উঠেছিল সাগর-ফেনার স্রোতে,
মহাতেজা সেই দিব্য তুরগবর!
আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর!

অতুলন গতি! অমিত মহিমা!—কিছুতে মানে না বশ-
ক্রমাগত ধায় ঊর্দ্ধ-আকাশপানে!
গভীর-স্বনন হ্রেষারবে ভরি' প্রতিপলে দিক্-দশ,
গগনের নীল খিলানে সে খুর হানে!

এই অপরূপ অদ্ভুত প্রাণী—চড়িয়া তাহারি 'পরে,
স্থরার পাত্র স্বর্গের দিকে ধরি',
তারার শিখায় মশাল জ্বালায়ে লইয়া যে যার করে—
কবিরা সবাই ছোটে বায়ু সন্তরি' !

তারি নিশ্বাসে বহে মৃদুগীতি, গরজয় মহাগান—
সে কি ভয়রাশি, বাসনার সন্তাপ !
পিধান হইতে ঝলসিয়া উঠে তরবারি দ্যুতিমান্—
নৃপতি-হৃদয়ে উলসয় মহাপাপ !

সৃষ্টির শেষ-ভবিষ্যতের প্রলয়ের নীল-রাতে,
মৃত্যু, নিরাশা—দুই দানবেরে বহি'
উধাও ছোটে সে, কালো ডানা মেলি' নিসাড় ঝঞ্ঝাবাতে-
চাঁদ নিবে যায় তাহারি আড়ালে রহি' !

অন্ধমুনির রোদনের রবে, ভীমের কঠিন পণে,
যেমন উচিত—নাসা-বিস্ফার হয় ;
কবি যে-ছন্দে বিশ্বরূপের ধেয়ান গীতায় ভণে—
তারি তালে-তালে পড়িছে চরণচয় !

গলিত ফলের উপরে—দেখ, সে নোয়ায় তরুর শাখা,
জননী যেন সে—মৃত-স্থত লয়ে কাঁদে !
তাহারি কারণে অশোক-কাননে আনন অশ্রুমাখা !
গান্ধারী তাই নয়নে বসন বাঁধে !

কল্পলোকের যাত্রী মহান্ !—থামেনা অর্দ্ধ-পথে,
উড়িছে কেশর, সদাই ত্বরিত গতি !
অসম্ভবেরি অতল-পরশ নহিলে সে কোনমতে
অধীর-গমন-শাসনে করে না মতি !

তড়িতের চেয়ে চকিত-গমনে ধেয়ে চলে দিশি-দিশি,
লোকালোক-গিরি-শিখরে সহসা বসে !
হেম-স্যন্দনে বাহন হয় সে, যখন সপ্তঋষি
প্রহরক্লান্ত, বিবশ তন্দ্রালসে !

মহানীল ব্যোমে বিহরে স্বাধীন উদাস অকুতোভয় !
একমুখে ধায় কভু সে মেরুর পানে !
রাশিমেখলার নাগর-দোলায় দোল খেতে সাধ হয়—
ভীম ঘূর্ণনে ভয় নাই তার প্রাণে !

করে সে প্রয়াণ ঊর্দ্ধ-আকাশে কুজ্ঝটি ভেদ করি',
উতরিতে চায় অসীম-পন্থ-শেষে—
অন্ধ-তমস ঘনমসীময় সঙ্কোচে যায় সরি'
হেরিয়া নবীন দিবালোক যেই দেশে !

অবাঙ্মনসগোচর তাহার সেই পথ হ'তে ফিরে',
অতি-অসহন দহন-দৃষ্টি দিয়া
নিরখি' বারেক ক্ষীণপ্রাণ এই মানুষ-কীটাণুটিরে,
হিম করি' দেয় ভয়-কম্পিত হিয়া !

অশান্ত বটে !—ধরি' তবু তা'য় চালায় আপন পথে,
বহুসাধনায়, কত কবি মতিমান্ !
মহাগহ্বর পার হ'য়ে যায় চড়ি' তায় কোনোমতে,
—জ্ঞানী নয় যেথা এক পা'ও আগুয়ান !

জগত-জনের প্রাণমন শুধু তাহারি শাসন মানে,
যম—সেও নমে, হইবারে নির্ভয় !
তারি প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করি' সারাদিন অবসানে
বিদুর নীরবে খুদ-কুঁড়া খুঁটি লয় !

প্রাণ চমকিয়া যার পথে কভু দেখা দেয় একবার,
সেজন জীবনে পাবেনা সুখের লেশ!
তার দিবসের সকল প্রহরে গোধূলি-অন্ধকার—
প্রাণ জর্জ্জর, নিরাশার নাহি শেষ!

পিঠ থেকে পড়ে' অনেক সওয়ার বহুদূর পশ্চাতে
কোথায় হারায়—ধূলায় ধূসর দেহ!
ক্ষমা সে জানে না, দয়া নাই তার,—ফলে তাই হাতে হাতে
স্পর্দ্ধার ফল—আঁটিতে পারেনি কেহ!

আগুনের-ফুল-ঝল্‌মল্‌-করা বক্ষের দুই পাশ
স্ফুরিত গর্ব্বে, নিজ বিক্রমে ধায়!
বীর ভবভূতি, শেক্ষপীয়র, কৌশলে ধরি' রাশ
দিয়েছিল বটে কবিতার বেড়ী পায়!

* * *

আমি তবু তা'র ঘুরাইয়া দিনু ভাবনা সে দিশাহারী—
স্বর্গ-নরক, রাজাদের ইতিহাস!
নিয়ে গেনু তারে—আঁধার-বিলাসী অসীম-আকাশচারী—
মাঠে-মাঠে যেথা ফুল ফোটে বারোমাস।

নিয়ে গেনু ধরে' মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে,
যেথায় মধুর প্রভাতে পুলক-ভরা
ফুটিছে-টুটিছে রাখালিয়া-গীতি চুম্বনে কলহাসে,
অমরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা!

নিকটে তাহার নদীতীর-ভূমি, সেখানে লইনু তারে—
যেথায় জনমে সুকোমল পদাবলী!
সুনীল সলিলে কণ্টক শোভে শ্লোকের কমল-হারে,
ত্রিদল-ত্রিপদী ফুটে' আছে গলাগলি!

অক্ষি-গোলকে বিদ্যুৎ হানি' তরজে তুরগবর,
বিদ্যুৎ সে যে খড়্গ-ফলক প্রায় !
সিন্ধুর বুকে ঝড়ের দাপটে গর্জ্জে যেমন স্বর—
সেইমত তার পঞ্জর উথলায় !

সে যে হাহা করে, ছুটে' যেত পুনঃ অজানার উদ্দেশে,
পৃথিবীর মায়া-বাঁধন কাটিতে চায় !
নীলশিখা সম নিশ্বাস তার ফুঁসিছে সর্ব্বনেশে,
চোখে তার তিন-ভুবনের জ্যোতি ভায় !

সুরার সাধক তান্ত্রিক যত নর-নারী অগণন
সেই সাথে সব চীৎকার করি' ওঠে !
সহসা আকাশে একসারি মুখ গম্ভীর-দরশন—
থির-কটাক্ষ নয়নের পাঁতি ফোটে !

তারকারা এবে জ্বলিতে জ্বলিতে গগনের গম্বুজে
শিহরি' কাঁপিল শুনি' সে আর্ত্তস্বর,
কাঁপে যথা দীপ, রমণী যখন তুলসীর বেদী পূজে,
—থরথরি' হাতে, সন্ধ্যাপবন 'পর !

যতবার রুষি' ঝাপটিল তার দু'পাখা আঁধার-কালো—
আঘাতি' অধীর পাংশু আকাশ-গায়,
ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবা'য়ে তাদের আলো,
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায় !

*　　*　　*

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন !

দেখাইনু তারে ছায়া-তরুদল সুদূর মাঠের শেষে,
আষাঢ়ের-ধারা-পরশে-রঙীন ঘাস—
নন্দন বলি' বাখানে যে ঠাঁই কবিগণ সবদেশে,
যার গানে তারা বাঁশীতে ভরিছে শ্বাস।

এ-হেন সময়ে দেখিলেন পথে কবিগুরু বাল্মীকি,
শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে?'
কহিলাম, 'তাত! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিকী-
চরাইতে যাই স্বর্গ-তুরগরাজে!'

কলস-ভরা

ফাগুন-বেলা পড়ে' এল বুকটি জলে না জুড়া'তে—
কলস-ভরা শেষ হবে সই, মনের কথা না ফুরা'তে!
শাড়ীর রাঙা-পাড়ের রেখা
জলের তলে যায় যে দেখা,
এখনো যে ছায়ায় নাচে চোখের তারা ঢেউয়ের সাথে!
কালো নদী আলোয়-ভরা, মন যে আমার তাইতে মাতে!

থাকতে নারি জল্‌কে এসে চোখের উপর ঘোমটা ফেঁদে,
একটুখানি সাঁতার-খেলায় বিউনি আমার নিইনি বেঁধে।
পদ্মটিরে ভাসিয়ে দিতে,
ভেজা এ-চুল নিংড়ে' নিতে—
একটু সবুর সইবে না তোর! প্রাণ যে আমার উঠছে কেঁদে!
সাঁজ না হতেই কি হবে তোর আল্‌তা পরে' বিউনি বেঁধে?

এখনো দেখ্ অনেক বেলা—বনের মাথায় জ্বলছে আলো!
গানের তরী যায় যে ভেসে—সুদূর সে সুর শোনায় ভালো!

এম্‌নি কি তোর কাজের ত্বরা ?—
সত্যি হ'ল কলস-ভরা !
হ'লই যদি, কাঁখের ও-জল নদীর জলে আবার ঢালো !
জলের কালোর চেয়ে ভালো ঘরের আলো !—বল্ না, হ্যাঁলো ?

ফিরব ঘরে অলসপ্রাণে মন্দপদে বন্ধ্যাপারা—
পশ্চিমে ওই ফুলবাগানে তুলবে গোলাপ সন্ধ্যাতারা !
ঘোম্‌টা টেনে লাজের ভানে,
চেয়ে আপন পায়ের পানে,
কলস ভরে' উঠ্‌ব যখন, আকাশ তখন আলোক-হারা,
যাবার পথে প'ড়বে ঝরে' সিক্ত-দেহের কাঁদন-ধারা !

ঘরের বাঁধন

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা ?—বারে বারে তুই যে বলিস ?
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্ !
পাঁয়জোরে তোর ঝম্‌ঝমাঝম্
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-শরম !
কাল্‌-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্ !
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্ !

তোমার মাতাল-দেহের দোলায় মূর্চ্ছা হানে বাঘের চোখে !
বাদল-রাতের নিবিড় কাজল গল্‌ছে অলখ্‌-চন্দ্রালোকে !
আকুল তোমার কেশের রাশে
জোনাক-পাঁতি যখন হাসে—
খুনীর ছুরী, বাঁধন-ডুরি—শিথিল যে হয় ঘুমের ঝোঁকে,
চাইতে নারে কেউ যে তোমার সাগর-নীল ঐ ডাগর চোখে
—পাগল-চোখে !

বেরিয়ে-পড়া নয় ত' সহজ!—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে!
মধুবনের মঞ্জরী সে
ভর্‌ছে নিশাস মন্দ-বিষে,
কামনা যার মনের কোণেই গুম্‌রে মরে শতেক লাজে—
বেরিয়ে-পড়া তার কি সাজে নিশীথ-রাতে পথের মাঝে,
স্বপন-মাঝে!

শ্যাম যে আমার নামটি ধরে' ডাক দিল না, হায় অভাগী!
সারা জনম গোঁয়াই একা—মনে-মনেই শ্যাম-সোহাগী!
কুলকে আমি সাধে ডরাই?
শক্ত করে' তারেই জড়াই!—
বাঁশীর ও-সুর বলছে না ত'—আমার তরেই সে বিবাগী!
নাম ধরে' ডাক ডাকল না ত'—এমন কপাল! হায় অভাগী!
—ঘর-সোহাগী!

গজ্‌ল্ গান

গুল্‌নার-বাগে ফুল বিল্‌কুল,
নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল
বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আব্‌ছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোশ্‌-গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের
নওরোজা!

ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের
বও বোঝা ?'
সে কোন্ শরাবে করিলি বেহোঁশ-
মস্তানা—
নাগিসাক্কি ! কি কথা আমার
কো'স্ কানে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

তার সে ভুরুর এক্টুকু চাঁদ
আধ্-ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন
'ইদ্'-রাতে !
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশ্না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্ প্রাতে !
ইয়ারা ! তোমার পিয়ালা শপথ—
সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম
নেই চিনি' !
পথে বাহিরিনু, পিরাহান মোর
মদ-মাখা—
সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর
'ঈদ্‌গা'-তে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

কালো-কস্তুরী—জুল্‌ফি যে তার
ঘা'ল্‌ করে—
বিছার মতন নড়ে সে গালের
গুল্‌বাগে !
চিবুকের সেই তিলটি যে তার
দিল্‌-দাগা' !—
এতদিনে মোর স্বস্তি-সুখের
ভুল ভাগে ।
পিয়ারী ! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি
লাল চুনী
জুড়াবে দরদ্‌,—আমি সে স্বপন-
জাল বুনি !
মজ্‌নুঁর গোরে এখনো যে তার
বুক জুড়ে'
লায়লী-অধর-'লালা'-ফুলটির
মূল জাগে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী !
হর্‌দম্‌ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

গোলাব গুলো যে লাল হয় লাজে—
মউ-ভরা
পিয়ালা কা'রেও পিলায়, এমন
দেখ্‌ছি নে !
পিয়াসী চামেলি বেলী যে মু'খানি
চুণ করে !
কতদূর হ'তে বুল্‌বুল্‌ আসে
দেশ চিনে' !
শিরীন্‌ শরাব বড় যে রঙীন্‌ !—
কয় সাকী

যত নেশা হোক্, রাতটি ফুরালে,
রয় তা' কি ?
তোমার সুরত্-সুরায় যে জন
মস্তানা,
হুঁশ হবে তার 'আখেরি-জমানা'-
শেষদিনে !

বড় মিঠা মদ ! ফের্ পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্দম্ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্সা কি ?

হাফিজের অনুসরণে

আগর আঁ তুরকে শীরাজী
বেদস্ত্ আরদ দিলে মারা।
বখালে হিন্-তুয়শ্ বখ্শম্
সমরকন্দ ও বোখারারা ॥

শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বে-দরদী,
যদি কোনদিন দরদ্ বোঝে এ সুখ-হারার,
লাল সে গালের কালো তিল্টির বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর !
যেটুক্ শরাব পড়ে' আছে শেষ—ঢালো সাকী !
বেহেশ্তেও সে জায়গা এমন আছে না কি ?—
রোক্নাবাদের নীল নহরের
কিনারাটি,
গুল্-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার ?
বে-শরম এই ছুঁড়িগুলা সব চারিপাশে,

সারাটা শহর গুল্‌জার করে—ভারি হাসে !
ধৈরয মোর লুটে নেয় এরা—
করিব কি ?
তাতার-দস্যু ভেঙে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার !
পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী !—চাহে না সে—
এমন গরীব-অভাজন তারে ভালোবাসে,
কাজ নাই তার সুর্ম্মা-মেহেদী,
জরী-ফিতা—
চায় না পরিতে টিপ্‌, পুঁতিমালা খোঁপায় তার !
চলুক শরাব, রবাবে ছড়িটি টানো, সাকী !
আঁধার-ধাঁধার জওয়াব মেলে না—জানো না কি ?
কেউ সে বোঝেনি, কেউ বুঝিবে না
কথাটা কি—
সারা দুনিয়ায় পাবে না খুঁজিয়া সমঝ্‌দার !
য়ুসুফের রূপ দিন দিন যে গো ফুটে' ওঠে,
কুমারী-ধরম শরম যে তার পায়ে লোটে !—
জুলায়্‌খার ঐ আব্‌রু এবার
গেল টুটে',
ইজ্জত্‌ রাখা ভার হ'ল সেই লজ্জিতার !
আখেরে যাদের ভালো হয়, সেই যুবারা যে
প্রাণের অধিক জ্ঞান করে এই ধরা-মাঝে—
বুড়াদের কথা, নীতির বচন !
তবে শোনো—
মন রে ! তোমার প্রাণের কথা সে চমৎকার !
গা'ল দিলে তুমি !—সেই যে আমার ভালো কথা !
বেঁচে থাকো তুমি, এমন সুহৃদ্‌ পাব কোথা ?
তবু মনে হয়, চিনি-গড়া ওই
চুনী দুটি
কেমনে ঢালে গো বিষ-কটু এই বচন-ধার !
গীত শেষ হ'ল—সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা !

এস গো হাফিজ ! গাও দেখি হেন সুধা-ঢালা—
শুনিতে শুনিতে নিশীথিনী যেন
দিশাহারা,
খুলে ফেলে দেয় তারার জড়োয়া সিঁথিটি তার !

ইরাণী

যৌবনেরি মউ-বনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝর্ণাতলায় এক্‌লা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারি ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে—
থির রহে না মোতির মালা, উঠ্‌ছে কানের দুল্ দুলি' !

ফুলের ফিতায় বিনায় বেণী ফাল্‌গুনেরি দিনটিতে,
দুষ্ট-অলক বশ মানে যে কঙ্কণেরি কিন্‌কি-তে !
হাত দু'খানি খোঁপার 'পরে, বাহুর বাঁকে জওসমের
ঝুম্‌কো দু'টি দুল্‌ছে, সে কি আলিঙ্গনের ইঙ্গিতে ?

মখ্‌মলেরি বিছনা'পরে ঘুমায় কোলে সারঙ্গী,
নীল্‌-রঙিলা কাচের থালায় আনার-আঙুর-নারঙ্গী—
একটি ছোট টুক্‌রা-ফালি টুক্‌টুকে-লাল তরমুজের
রাঙা ঠোঁটে ঠেকায় শুধু, মুখে দেওয়া বারণ কি ?

কালো-ডানার শ্বেত-মরালী !—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্‌-বামে !
গোলাবফুলের তাজটি মাথায়, জাফ্‌রাণী-রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে !

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ ছাখে,
কাঁচলখানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে !

দর্পণে সে চুম দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা—
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাই ত' প্রাণে দুখ থাকে।

বাসর-দোসর বরের বুকে অঘোরে ঘুম যায় না সে—
স্বপন ভেঙে হঠাৎ জেগে প্রিয়ের পানে চায় না সে ;
সুর্মা-ধোয়া দুখের শিশির গোলাব-গালে গড়ায় না—
ফুটলে হাসি বঁধুর মুখে, সুখের গজল্ গায় না সে !

আপন প্রেমেই আপ্নি বিভোর, পর্-পিয়াসা পায় না যে !
রূপের ছায়া ধর্‌বে চোখে—পুরুষ শুধুই আয়না যে !
হাওয়ায়-ওড়া ওড়্না-আড়ে দৃষ্টি কি তার দুরন্ত !
গুরু উরুর গুমর-ভরা জোড়-পায়েলা পা'য় বাজে !

* * *

জ্যোৎস্না-জরীন্ ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে' !
তারার-চোখে আলোর ধাঁধা—ঠাউরে' না পায় কোন্ তিথি !
বুঁদ হ'য়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদ্শা-বাড়ীর গম্বুজে !

'নিশি'র ডাকে তখন যে তার মন্-মহলের খিল খোলা !
সেতারখানায় কি সুর হানে ! দুল্ছে নিশার নীল দোলা !
ঝাঁপ্টাখানা দুল্ছে মাথায়, ফণীর ফণায় মণির প্রায় !
শিরায় শিরায় গানের গমক—সুরের সুরায় দিল্-ভোলা !

গানের শেষে হাতটি ধরি, হেনায়-রাঙা তুল্-তুলে—
সকল বাঁধন শিথিল তখন, নিবস্ত চোখ ঢুল-ঢুলে !
সাহস-ভরে অধর 'পরে দিলাম চুপে দিল্-মোহর—
নুইয়ে প'ল গোলাব-শাখা, ঘুমিয়ে প'ল বুল্‌বুলে !

শেষ-শয্যায় নূরজাহান্

স্থান—লাহোর।

কাল—দিবাবসান।

[প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রোগশয্যায় নূরজাহান্; পায়ের দিকে খোলা-জানালার ধারে প্রধানা সহচরী জোহ্‌রা বসিয়া আছে। ভিতরের দিকে বড় বড় খিলানময় জাফ্‌রি-দার অতিদীর্ঘ বারান্দা। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশে বিশেষ করিয়া সাইপ্রেস (সরো) গাছগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে দূরে জাহাঙ্গীরের সমাধি শাহ্‌দারা]

জোহ্‌রা

সারারাত কাল ঘুমাওনি বুঝি? সারাদিন আজ জাগিলে না যে!
বেলা পড়ে' এল, শাহী-নহবত্‌ প্রহর-ঘণ্টা মহলে বাজে।
নট্‌কান্‌-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার-চূড়ায় শাহ্‌দারায়,
এমন সময়ে তুমি যে গো রোজ বসে' থাকো থির আঁখি-তারায়!
মুয়াজ্জেন্‌ ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান্‌ মগ্‌রবের,
পিলু-বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায়—কোথায় বিদায়-উৎসবের!
ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে—শোনা যায় যেন আরো সে কাছে!
টুক্‌টুকে-নথ নীলা কবুতর্‌ আলিসার 'পরে আর না নাচে!
ঘরের দেয়ালে দূর-বাগানের পাতা-ঝিল্‌মিল্‌ কাঁপিছে ছায়া,
দুধে'-পাথরের খিলানের গা'য় আকাশের লাল মেঘের মায়া!
ওঠো একবার! নওরাতি আজ—শেষ-নওরোজ হয়ত এই!
এদিনের মত স্মরণ-বাসর তোমার নসীবে আর যে নেই!
পাদিশা-প্রেয়সী নূরজাহান্‌!

জেগে আছো মাগো—তাই ত'! দেখি যে চোখের কোণায় জল গড়ায়ে—
গোস্তাখি মাফ কর হজ্‌রত! প্রাণ যে আমার ভুল করায়!

শুভদিনে আজ চোক চাহিলে না, ওক্ত যে সব বহিয়া যায় !
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ-প্রার্থনায় ?
এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব গজল্-ইলাহী—তোমারি গান,
আজ নওরাতি—জ্বালাবে না বাতি ? সাজাবে না তাঁর গোলাব-দান ?
ওকি হাসিমুখ !—চাহনি তোমার হঠাৎ হ'ল যে কেমনতর !
হঠাৎ অচেনা মনে হয় তোমা !—আজিকে কেন মা এমন কর' ?

নূরজাহান্

কেন মিছে ভয় করিস্ জোহরা ? তুই যে আমার ছোট বহিন্ !
শাহ-বেগমের গরব কোথায় ! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন ।
আজ নওরাতি ?—জ্বালাস্‌নে বাতি মরণ-শিয়রে আমার ঘরে—
যত বাতি আছে জ্বালা'তে বলে' দে শাহান্-শাহার সমাধি 'পরে !
মোর তরে আর নামাজ নাহি রে, পাতিস্ নে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ্ আজ ফুরায় !
দেহের-মনের ঈদ্‌গাহে মোর—মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর চির-মিলনের সে নওরাতি !
তুই জেগে থাক্ সেহেলি আমার—শেষ সহচরী !—মাথার পাশে,
বাদামের জলে আফিম্ মিশায়ে দিস্ বারে-বার—যাতনা নাশে !
আজ রাতে আর ঘুমা'ব না আমি, ঘুমেরি মাঝারে রহিব জেগে,
তুই চেয়ে দেখ্—কবরে কখন্ বাতি নিবে যায় বাতাস লেগে !

জোহরা

ঘুমাও ঘুমাও ! আর জাগা'ব না, মেজাজ তোমার ভালো যে নাই—
সারাদেহে এ যে আগুনের জ্বালা ! উঠিতে আজিকে পার নি তাই ?
বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন ?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে বলে' দেই—থাকে হাজির যেন ।

নূরজাহান্

এত করে' বলি, বুঝিস্ নে তুই ! বোস্, কাছে আয়, হয়নি কিছু !
বুড়া হ'লি তবু বুদ্ধি হ'ল না, মিছে ঘুরে ম'লি আমার পিছু !

আজ যে আমার সব ঘুচে গেছে—সব শোক-দুখ, সব বালাই !
এ-বিশ বছর যার ধ্যান করি, কাল তার দেখা পেয়েছি ভাই !
মাফ্ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার !
সারারাত কাল স্বপন পেয়েছি, দিনে তা' জপেছি ঘুমের ভানে,
মগ্‌রব্-বেলা ডাকিলি যখন, শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে।
আর বেশীখন নয় রে জোহরা, রাতটাও বুঝি হয় না ভোর—
মিছে শোক তুই কেন বা করিস্, আজ শেষ—আজ ছুটি যে মোর !
কাঁদিসনে তুই—এত সুখে তবু কান্না দেখিলে কান্না আসে !
স্নেহমমতার সব শেষ, তবু দুঃখের নেশা ঘুচিল না সে !

জোহরা

কি যে বল তুমি আলি-হজ্‌রত্ ! এত-বড় শোক মানুষে পায় !
কি হ'য়ে, কি বেশে, ধরা হ'তে আজ চুপে-চুপে তুমি নাও বিদায় !
সুখ কোথা রাণি ?—মহারাণী মোর ! হিন্দ-রাজের শাহ্-বেগম !
চেয়ে দেখ, ওই তাঁহারো শিয়রে আলো যেন আজ জ্বলিছে কম !
অগাধ আকাশে ওই যে হোথায় টুক্‌রা যেন সে জরীন্ ফিতা—
ওরি মত হাসি তুমিও হেসো না, ভুলে গেলে তুমি আছিলে কি তা' !
আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ রুমাল খুলিয়া পড়িত খসে'—
একাকার হ'ত ঝিনুক-বসানো আব্‌লুসে-গড়া তখ্‌তপোষে !
চোখের পাতার রেশ্‌মী ঝালরে হামামে দাঁড়া'ত জলের ফোঁটা !
সুর্ম্মা আঁকিতে হ'ত না কখনো, হাসিতে ঝরিত মুক্তা গোটা !
ওই হাতে ধরি' হাতিয়ার, ফের আঙুলে বুনেছ ফুলের ছবি !
ওই পায়ে তুমি পায়েলা পরিয়া বীর দলিয়াছ !—ভুলেছ সবি ?
মরণ-ডঙ্কা কণ্ঠে বেজেছে, বেজেছে সাহানা—পরীর সুর !
চাহনি তোমার শের-মোগলের শরাবের নেশা করেছে দূর !
সেই-চোখে আজ আঁধার নামিছে, সেই-মুখে আজ স্বপন-হাসি—
এত দুখ তব সুখ হ'ল আজ ! সেইগুলা ছিল দুঃখরাশি ?
কারে ভুলাইছ ?—কার কাছে তুমি হাসিয়া রুধিছ চোখের জল ?
কায়-মনে আমি সেবিনু তোমায়, আমারে ভুলাতে কেন এ ছল ?

ওই হাসি তুমি পোরো না ও মুখে, বাঁধিও না ওই চোখের বাঁধ,
পায়ে মাথা রেখে কেঁদে নিই আজ, মিটাইয়া মোর মনের সাধ।
মরেছে বটে সে ভাইঝি তোমার—আরজমন্দ ভাগ্যবতী,
অমন তখ্‌ত-তাউসে বসিয়া কাঁদে তারি লাগি' দুনিয়াপতি!
ষোলটি-বছরে-জমানো অশ্রু জমাট্‌-পাথরে হ'তেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা!
দীন্‌-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার!—
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার!

নূরজাহান্‌

চুপ চুপ! ওরে অবোধ ভিখারী! বলিস্‌ নে আর অমন কথা!
আমারি মনের শেষ মলাটুকু তোরও প্রাণে দেখি জাগায় ব্যথা!
যা' ছিল আমার সব ভালো ছিল—খোদার শ্রেষ্ঠ দো'য়ার্‌ দান!
যা' ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ—সব সমান!
এক তিল তার দেখিনা যে তিত!—সবই যে শিরীন্‌!—করিনা শোক,
সব পাপ-তাপ, দম্ভ-বিলাস—কামনার পথে অমৃতলোকে!
জন্ম যাহার পথের মরুতে, মেটেনি প্রথম স্তনের তৃষা—
তনুটি তাহার অনলের শিখা, মনটি যে তার হারায় দিশা!
আগুনের লোভ করেছে যে-জন, আপনি সে-জন ভস্মশেষ!
মনখানি বুঝে' মাতাল যে-জন—পরা'য়েছে সেই রাণীর বেশ!
আমার পিপাসা সেই নিয়েছিল—আপন পাত্র গরলে ভরি'!
ভুলা'য়ে রাখিল হীরার মুকুটে, নিজে তখ্‌তের পায়াটি ধরি'!
কোনো জ্ঞান মোর ছিলনা তখন—কোথায় চলেছি কিসের খোঁজে,
চিনেছিল শুধু একজন সেই, প্রেম যার আছে সেই যে বোঝে!
রংমহলের হুর্‌-পরী-দলে নামটি দিল সে—নূরমহল!
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি? যৌবন শেষ—তবু চপল!
আমর মাথায় তাজ দেখেছিলি—হুর্‌-মর্‌জান্‌-মোতি-বাহার?
তারি শোকে তোর ধারা বয় চোকে! বেইমান্‌, দাও দোষ খোদার!
তোর দোষ নেই, আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন করে'—
শাহ্‌-বেগমের নকল খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে'!

মমতাজ !—আহা, রুহু যেন তার খোশ্‌হালে রয় আল্লা তা'লা !
গগন-সমান গম্বুজ গড়ি' খুরম্‌ সাজায় অশ্রু-ডালা !
মরণের পরে শোকের নিশানা অমর যে-জন করিতে চায়—
আপনারে তার দেয় নি বিলা'য়ে—প্রেমেও গর্ব্ব ! হায়রে হায় !
আমারে যে-জন ভালোবেসেছিল, নিজের মাথার মুকুট খুলে'—
হিন্দুর মত প্রতিমায় তার—অর্পিল সব, আপনা ভুলে' !
মহলের নূর ছিল যেই তার, তাহারে করিল নূরজাহান্‌।
জীবনেই তারে জয়মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান !
আল্লারে মোর হাজার শোকর্‌—চলে' গেল আগে আমায় রেখে—
সেই দিন হ'তে বুঝেছি জোহরা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে !
যে-বাতাস তোর নাকের নিশাস তার চেয়ে বড় দখিনে-হাওয়া !
মরিয়া যেদিন বুঝাইয়া দিল, ছেড়ে দিনু সব দাবী ও দাওয়া।
রূপের গর্ব্বে ধিক্কার হ'ল—মরিল যেদিন শের আফ্‌কন্‌,
'নার্‌' গেল, 'নূর'—সেও ঘুচে' গেল, নির্ব্বিষ হ'ল এ দেহ-মন !
তার পর হ'তে এ বিশ বছর একে একে সব গিয়েছে ধুয়ে,
জীবনের যত সুখ-দুখ-ফুল ফল হ'য়ে আজ পড়িছে নুয়ে !
বোস্তান্‌ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্‌—
সাপ-শয়তান বুল্‌বুল্‌ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত !
যত শোভা,—সে যে বাসনারি রূপ ! রূপের জগৎ কী সুন্দর !
বাসনায় বাঁশী বেজে উঠে যার, ঘুচে যায় তার ইহ ও পর !
আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি—
কামনার কালি তাহার পরশে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে—হীরার কুচি !
তবু একটুকু আছিল আমার কলিজার তলে ব্যথার দাগ,
কোনোমতে তারে মুছিতে পারিনি—সেইটুকু ঘোর রক্তরাগ !

জোহরা

আম্মা-বেগম, কহিও না আর—ভয় ভয় করে এসব শুনে'।
এ যেন তোমার জ্বরের খেয়াল, এত জোর পাও কিসের গুণে ?
আরে একি হ'ল ! দেখ, দেখ !—যেন আগুন লেগেছে শাহদারায় !
এত আলো হোথা কিসে হ'ল আজ ? এত বাতি আজ কারা পোড়ায় ?

আহা, তুমি কেন ?—উঠো না, উঠো না !—আহা-হা, আবার ঘুরিল মাথা !
কি যে চাও তুমি আমারে বল' না ! কেন এতখন বকিলে যা'-তা' ?
শরবৎ দিব ?—ঘুমের আরক ?—শামাদান্ তবে শিয়রে দিই ?
ও-দেহে তোমার আছে আর কিবা ! চোখছুটি এই মুছায়ে নিই।

নূরজাহান্

আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে সে কথা আর একজন ;
ছুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায়, করিবে অশ্রু বিসর্জ্জন !
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায় গুমরি' গভীর রাতে,
অমনি আলো সে জ্বলেছে দ্বিগুণ—আগুনের মত ঝঞ্চাবাতে !
একটু সে দাগ কিছুতে মোছেনি—তখ্‌তে বসিয়া ভুলিনি তবু !
তা'ও মুছে গেছে এপারে থাকিতে—স্বপনে সে আশা করিনি কভু !
জানিস্ জোহরা ! দর্শন দিতে বসেছি যখন দেওয়ানি-খাসে,
ঝরোকার তলে প্রজারা দাঁড়ায়—সেও দেখি আছে দাঁড়ায়ে পাশে !
সেই আলিকুলী শের-আফ্‌কন্—দৃপ্ত-সাহস, অমন বীর !
বক্ষকবাট যেমন বিশাল তেমনি ললাট, উচ্চশির !—
ম্লানমুখে সে যে রয়েছে দাঁড়ায়ে, ধূলায়-রক্তে ভরেছে বেশ !
বুক-ফাটা সে কি নীরব চাহনি !—কি যেন আরজ্ করিছে পেশ !
মূর্চ্ছার বশে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরে' গেছি পাঙাশ মুখে,
চীৎকার যেন গলায় চাপিয়া লাইলীরে মোর টেনেছি বুকে !
কতকাল হ'ল আর ত' দেখিনি ! তবু ভুলি নাই—ভোলা কি যায় !
মরণ-ধূসর মূরতি তাহার মনের মাঝারে মূর্চ্ছা পায় !
সব ছুখ যবে সুখ হয়ে গেল, সব সুখ হ'ল মুক্তি-সেতু,
মরণে যখন লভিব বিরাম—সেই হ'ল শেষ ছুঃখ-হেতু !
তাঁর সাথে মোর মিলনের পথে মরণেও বাদ সাধিল সেই !
এ কি এ বিষম গজব্ তোমার—প্রেমময় ! প্রেমে মাফ্ কি নেই ?
কাল রাতে তার জবাব পেয়েছি, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার !
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার !
চোক যদি থাকে দেখে নে জোহরা, আজিকার এই সুখের হাসি—
শিশিরে-ধোয়া সে গুল্‌শন্ নয় ?—নওশার লাগি' ফুলের ফাঁসি ?

আলিকুলী আর আসিবে না ফিরে, আসিলেও আর চিনিবে না সে ;
জরা-যৌবন এক যার কাছে—সেই বাঁধি' ল'বে বাহুর পাশে।
এই শাদা-চুলে সিঁথির সীমায় চুমা দিবে সে যে অশেষ স্নেহে—
চিরযৌবন-রৌশন্ রূপ ফুটিবে আমার জীর্ণ দেহে !
জোহরা ! জোহরা !—

জোহরা

কি বলিবে বল, চুপ কর কেন আম্মাজান্ ?

নূরজাহান্

ওই শোন্—ওই !

জোহরা

এশার ওক্ত—মস্জিদে ও যে দেয় আজান !

নূরজাহান্

না না, ও যে দূর বাঁশীর আওয়াজ !—শোন্ দেখি তুই কানটি পেতে—
মাঝে মাঝে আমি কেবলই শুনি যে—শুনি ওই সুর দিনে ও রেতে !
জ্যোৎস্নায় যেন জুড়াইয়া দেয়—ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসে,
কখনো গভীর আঁধার-নিশীথ, দুই চোকে দেখি শিশির ভাসে !
না, না—কাজ নেই, সেই ভালো—আমি একাই ঘুমা'ব !—সে যদি কাঁদে
কোথায় !—কোথায় ! দূর—বহুদূর ! মাটির বাঁধনে তা'রে কি বাঁধে ?

জোহরা

আর কথা নয়—চোক জলে ভাসে ! কপালে তোমার হাত বুলাই—
ঘুমাও দেখি মা একটু এখন, আমি বসে' হেথা পাখা ঢুলাই।

নূরজাহান্

তবু, দেহখান—যেখানে সে থাক্—তাঁর দেহ থেকে রবে না দূরে,
দেখিস্ তাঁহার কবরের ছায়া পড়িবে আমার বুকটি জুড়ে' !

ওরা যে বোঝে না, ভাবে—কত পাপ!—কত সে পিপাসা প্রেমের নামে!
শা'জাহান্ তাই বিচারে বসেছে, দিবে না আমারে শুইতে বামে!
আমি ত' চাহি নি' মর্ম্মর-বাস—শাদা-ধব্‌ধবে পাথরে-গাঁথা!
ধূলামাটী, সে যে জীবের জননী!—আর কার কোলে রাখিব মাথা?
এই ধরণীর তুলালী আমি যে, ধূলায়-কাদায় ভরি' আঁচল,
ঢেলা ভেঙে আমি বুনেছি ফসল—রাঙা হৃদি-ফুল, অশ্রু-ফল!
শুধু পাশটিতে, একটু সে কাছে,—তা'ও সহিল না শাহজাহান্!
মমতাজ বুঝি দিব্য দিয়েছে? তাজের মহিমা হইবে ম্লান?

জোহরা

ওই দেখ দেখি, ব্যথা নাকি নেই? সব মুছে গেছে—সকল জ্বালা?
বুকের ভিতরে সব চাপা আছে, কপালে বিঁধিছে কাঁটার মালা!
আমি যে তোমার মন ভাল জানি, কেঁদেছি কত যে ও-মুখ চেয়ে—
চোক ফেটে জল দেখেছি গড়ায় আপনি তোমার গণ্ড বেয়ে!
শেষ সাধটুকু, তা'ও পূরিবে না? মানুষের বুক এত পাষাণ!—
পাথরের রূপে মজিয়া করেছে কঠিন আপন কলিজাখান!

নূরজাহান্

খসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
লাল হ'য়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!
চেনাবের তীর—পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী,
তোমার-আমার চেনা সে চেনার—এই গাছ-তলে বস'গো যদি!
বন্-গোলাপেরা চেয়ে আছে দেখ, হাসিমুখে নাই ভাবনাটুক্,
সুন্দরী ওরা, রূপের পসরা!—তবু কোনো দিন পায়নি তুখ!
অশ্রু-শিশিরে আতরের বাস, ঝরা পাপড়িও কেমন চায়!—
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ?—রূপ র'বে বিনা তুখের দায়!
কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহি?—কওসর হ'তে আবে-হায়াত্?
তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত!
স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা!—আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে?
চুমুকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে! সব স্মৃতি নাকি উদাস করে?

তুমি চাও না সে !—কোনো দুখ নেই ?—এখনো নয়নে নেশার ঘোর !
কোন্ মদ পিয়ে মাতোয়ারা তুমি—এত অচেতন, হে প্রিয় মোর ?
আমি যে পারি না সহিতে সকল, দাও দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'—
শুধু দুখ নয় !—সুখ, সেও যাবে ?—সব বুকখান করিয়া খালি !
শুধু যাবে না সে নূরজাহানের শাহী-দরবার—শের-আফ্‌কন্ ?
যাবে তারি সাথে কুমারী-মেহের—শাহজাদা—আর সে-চুম্বন ?
নিষ্ঠুর তুমি !—টলিছে না হাত !—মিশা'লে না ফোঁটা আঁখির জল !
ব্যথা নাই তবে, সুখও নাই বুঝি ? তবে কেন এলে—কেন এ ছল ?
'ভালোবাসিয়াছি তোমারে পিয়ারী, তার বেশী মোর চাহি না সুখ,
'কওসর্-বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক !
'আমার বলিয়া কিছুই নাহি যে—আমার পুণ্য, আমার পাপ—
'যা' করেছি ফের করিতে যে পারি, কিসের দুঃখ, কি পরিতাপ ?
'তুমি পান কর, ভুলে যাও সব, কাঁদিও না আর সে সব স্মরি'—
'মাগিয়া এনেছি তোমারি লাগিয়া এ-পানি খোদার আরশ ধরি'।
'দুখ যদি সুখ না হয় সাধনে, প্রেম—সে যে শুধু পিয়াস-জ্বালা !
'কর পান কর, সব ভুলে যাও ! নামাইয়া দাও ব্যথার ডালা।'
আর বলিও না ! বুঝিয়াছি সব—ওরে অভাগিনী অবোধ নারী !
আজ শেষ ! আজ সকল গর্ব্ব-অভিমান দিনু চরণে ডারি' !
আমারে কুড়া'য়ে নাও ধূলি হ'তে, গেঁথে নাও বুকে মোতির সাথে—
কণ্ঠে দুলিব, ধুয়ে গেছি আজ তব নয়নের আলোক-পাতে !
মিটিয়াছে ক্ষুধা, চাহি না ও সুধা !—ফিরাইয়া দিও দয়ার দান !
আর জাগিবে না, কাঁদিবে না আর জাহাঙ্গীরের নূরজাহান্ !
আজ নওরাতি !—জ্বেলে দে রে বাতি, হেনা দিয়ে দিস্ দুখানি হাতে—
সুর্ম্মায় চোক ডাগর করে' দে—চুমিবে সে মোর নয়নপাতে !

জোহরা

আম্মাবেগম, বাতি নিবে যায়,—জ্বালাইয়া ফের দিব কি তবে ?
আকাশে দেখি যে বাদল নেমেছে !—বাতাস উঠেছে—ওমা কি হবে !
ঘুমাইলে বুঝি ? ঘুমাও ঘুমাও ! কাজ নাই মিছা জাগিয়া আর—
ওই-যা !—হোথায় আলো নিবে গেল ! কবর আঁধার শাহদারার !

বেদুঈন

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা !
আমাদের গ্লানি হিংসা যে করে—আমাদের হাতে পাবেই সাজা !
তাঁবু আমাদের পশ্চিমে পূবে কালো করে' আছে সফেদ বালি,
শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ—পোড়া-হাঁড়ি আর চুলার কালি !
কোমরে-বাঁধা সে ভারী তলোয়ার আধা-সিধা আর আধেক-বাঁকা,
হাতে জল-তোলা দড়ির মতন দীঘল বর্শা রক্ত-মাখা !
বকর্‌-জোসম্‌-মা'দের গোষ্ঠী—জানে তারা খুবই মোদের কিরা—
শত্রু-নিপাত না করে' আমরা ভিজাই না চুল, খুলি না গিরা !
হেজাজ্‌ বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট—দুধে-ভরা-বাঁট, চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে !
এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা !
আমাদের সাধে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা !

ভোরের তারাটি ওঠে নি যখনো—পাহাড়ের তলে শিকলে-বাঁধা,
হাওয়ারা সবাই ঘুম থেকে জেগে সবে ফের সুরু করেছে কাঁদা ;
বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে খিম্‌খিম্‌-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে পেয়ালায় ঘোড়ারই দুধের শরাব সদ্য ফেনায়ে উঠে !
ভোরের পেয়ালা কানা-ভোর ভরি' হাতে হাতে দেয় হাসিনা-সাকী,
চোক জ্বলে' ওঠে, আকাশেরো কোলে জ্বলে' ওঠে লাল পূবের চাকী !
মস্‌লা-বাটা সে পাথরের মত, চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে—
মালেক, কায়েস্‌, আমি—তিন জন লাফাইয়া ঠুকি পায়ের গিঁটে।
ছোট-করে'-ছাঁটা চুলগুলি তার, গলাটি যেন সে তালের কোঁড়া—
পালক-লাগানো তীরের মতন ছুটে' যায় মোর আরব-ঘোড়া।
সাম্‌নে বালুতে দড়ি বুনে' দেয় ঝির-ঝির ধীর ভোরের হাওয়া,
পিছনে কিছু না—সব মুছে যায়, ধূলা-কুয়াশায় যায়না চাওয়া।
ডাহিনে মিলায় মোগেমির-গিরি, সিতাব্‌-কাতান-তবির্‌-চূড়া,
'কানাবেল্‌'-বনে দাঁড়ায় সাথীরা, ধুয়ে লয় মুখে বালির গুঁড়া।

আমার ঘোড়া সে ছোটে পূরা দম—টগ্ বগ্ সেই আওয়াজ বা কি!
বন্ বন্ বেগে উড়ে যায়, যেন ছেলেদের হাতে ঘুরণ-চাকী!

মাজেল্-পাহাড় ওই দেখা যায়,—হোথা কেহ নাই, কেহই নাই।
ওইখানে ছিল তব্রেজ্-দলে দুধে-ধোয়া এক চমরী-গাই।
দড়ি-দড়া-খুঁটি উপাড়ি' তুলিয়া চলে' গেছে কোন্ ভোরের রাতে,
রুটি সেঁকিবার পাথরের টালি ফেলে গেছে শুধু তাঁবুর খাতে।
নীল শিরা যেন ডেরার নিশানা লেগে আছে ওই বালির গায়,
খমামের পাতা ঝরে' গেছে সব, মুড়া তালগাছ—হায় রে হায়।
ওগো সুন্দরী সোখাম্-কুমারী—নবারা! আমার নয়ন-তারা!
কোন্ বালিয়াড়ি-গিরির আড়ালে, সব্জির বাগে হইলে হারা?
উটের দোলনে দুলে' দুলে' কেঁদে, হুম্ড়িয়া ভেঙে বালির ঢেউ,
কোন্ দূর কালো রাত্রির দেশে চলে' গেছ তুমি—জানে না কেউ!
নিঝুম মরুর কোথা সাড়া নেই, শব্দ মিলায় পায়ের তলে—
তোমারি গোঙানি-ফোঁপানির তালে ঘুন্টি বাজে সে উটের গলে!
বুঝি বা সে-দিন আকাশের জিন্ তুলেছিল নীল-তাঁবুর সারি—
পর্দ্দার ফাঁকে হাত-ছানি দেয় দশ আঙুলের ঝিলিক্ মারি'!
হঠাৎ তাদের তলা থেকে যেন আগুনের ধোঁয়া এগিয়ে আসে,
মাথার উপরে মেঘ-শকুনেরা ডানা মেলে যেন হাওয়ায় ভাসে!
মুখখানি গুঁজে' প'ড়েছিলে গিয়ে কোন্ সে কঠিন্ পাহাড়-পায়—
কত কি যে লেখা ভীষণ আখরে রাজাদের নাম তাহার গা'য়!
সেইখানে বুঝি ফুরিয়েছে সব, শত্রুর হাত এড়া'তে গিয়ে—
চলে' গেলে তুমি রাত্রির দেশে ঐ আকাশের কিনারা দিয়ে!

দূরে দেখা যায় ওই যে দেয়াল, মিনার উঠেছে কুয়াসা ফুঁড়ে'—
খাপ-খোলা যেন খাড়া তলোয়ার—আলোটি ঝলিছে তাহার চূড়ে!—
হিন্দার বেটা অম্রু হোথায় পেতেছে শহর—গোলাম-খানা,
ওইখান থেকে—বাচ্ছা বাঁদীর!—আমাদের 'পরে দেয় সে হানা!
মাটির বুরুজ, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া—
ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া!

ঘরে-ঘরে করে দুষ্‌মনী ওরা, পিঠে মারে ছুরী পিছন থেকে !
বুকে বল্লম বেঁধেনি কখনো—লড়াই-এর কথা কাগজে লেখে !
কমজাত্‌ যত !—রক্ত রেখেছে ঠাণ্ডা দেহের পিপেয় ভরে'—
এক শরা তার্‌ করেনি খরচ, বুড়ো হ'য়ে শেষ শুকিয়ে মরে' !
রং-বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা-চোখে হয় সুর্ম্মা-টানা !
মজলিসে বসে' মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা !
রেশম পশম মুক্তার মালা ঘরে বসে' ওরা সওদা করে,
খুনের বদলে সোনার টাকায় ভোলায় ইমন্‌-সওদাগরে !
ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর, ভন্‌ ভন্‌ করে মাছির পারা,
দিল-তোলপাড় জান্‌-আন্‌-চান খুনের সোয়াদ পায় নি তারা !
বান্দামহলে সর্দ্দারী করে হিন্দার বেটা অম্‌রু-রাজা—
আমাদের পায়ে জিঞ্জির দেবে !—শির-দাঁড়া দেখি বেজায় তাজা !
একবার পাই !—দাঁতে টুঁটি কেটে খাল খানা তার ফেলাই ফেড়ে !
হাড়-মাস করি পাখীর খোরাক, মুণ্ডুটা ফেলি বালিতে গেড়ে !

খুনে জ্বলে' ওঠে বাজারে আগুন, সাপটিয়া ধরি ঝড়ের ঝুঁটি !—
আশ্‌মান-জোড়া পেয়ালায় মোরা রৌদ্র-শরাব দুপুরে লুটি।
বালির পাথার-কিনারায় ওঠে ঢেউ সে—মোদের তাঁবুর সারি,
পলকে মিলায়, কোথা ভেসে যায় !—দেখেছে এমন দুনিয়াদারী ?
মাটির বাঁধনে বাঁধে না মোদের, পথহারা মরু-পান্থ মোরা ?
বালির মালিক !—বুনিয়াদ কোথা ? কোনোখানে নেই স্মৃতির ডোরা !
ঘর-বাঁধা আর মন-বাঁধা আর জান-বাঁধা-রাখা কাহারো কাছে ?—
ধিক্‌ ধিক্‌ ওরে হিন্দার বেটা !—মোর হাতে তোর মৃত্যু আছে !
শমশের ?—সে ত' মেয়েদের হাতে পাক-দেওয়া ফিতা রেশ্‌মী দড়ি !
ঝক্‌ঝকে-মুখ বল্লম ?—সে ত' ছেলেদের হাতে খেলার ছড়ি !
মরণের ভয় নেই আমাদের, মুর্দ্দার তরে কে শোক করে ?
বড় ঘৃণা হয়—মরদ কেহই মরে' উঠে' লড়ে' ফের না মরে !
'নূর' কাজ নেই ! 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্‌-জ্বল্‌-চোখ—একদম-খাড়া সাপের ফণা !
একটি নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা-ফাটা !

এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক্ !—এক লাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা ?
চুপ করে' থাকা মাটি পানে চেয়ে, একঘেয়ে বাঁচা দিনের দিন—
'আয়লা'র মাঠে সোঁতার মতন শুষে' যায়, শেষে থাকে না চিন্ !
বুজ্‌দেল্ যত কমবক্তেরা !—চোরের মতন বাঁচিবি কি রে !
এই হাতে আয় গর্দ্দান নিই, এই ছোরা আয় বসাই শিরে !
বান্দার দল ! গর্ব্ব কিসের ? আমাদের চেয়ে তোরা না বড় !
বুকের রক্ত মাথায় ওঠেনা, শিরাও ফোলে না—কাঁদনে দড় !
পাঁজরে বিঁধিলে বর্শার ফলা—ভেঙে যায় যবে হাড়ের পাশে,
দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্ত গড়ায়, তবুও মোদের কান্না আসে ?
জোয়ান যে-জন শত্রু জিনিয়া বেঁধে নাহি আনে দু'দশ বাঁদী,
রমণী তাহার ধিক্কার দেয়, তাঁবুর দরজা রাখে সে বাঁধি' !
হারিয়া যে-জন পলাইয়া আসে, লুঠের বখ্‌রা ফেলিয়া দিয়া—
সন্তানে তার আছাড়িয়া মারে, স্তন মুখ হ'তে কাড়িয়া নিয়া !
চোখের ভিতরে কুটার মতন শত্রুর রিষ বুকেতে পোষে—
আপনার হাত ছুরিতে কাটিয়া খুন দেখে লয় অধীর রোষে !
রাত্রে যখন পুরুষেরা ফিরে' মদের পেয়ালা ভরিয়া তোলে,
বীরের জবান শুনিয়া তাদের মাতালের মত দেহটি দোলে !
দুনিয়ার সেরা আওরাত এরা—রমণী মোদের, কন্যা, মাতা—
এদের কণ্ঠে শিকলি পরা'বে ? অম্‌রু, তোমার কয়টা মাথা ?

ওই দেখা যায়, চলিয়াছে কা'রা 'ওগারা'-বনের পথটি ধরে'—
উটের বহর দুলে' দুলে' চলে, বালির উপরে ছায়াটি করে' !
নামাল জমির পা'ড় বেয়ে চলে, কখনো আড়াল, কখনো নীচু—
মালেক, কায়েস্ ওই যে হোথায় !—আরও তিন জন নিয়েছে পিছু !
এই ত' আগুন-খেলিবার বেলা, খুনের ওক্ত বাতাসে বাজে—
চরাচরময় তলোয়ার যেন আকাশে ঘুরায়ে কে ওই ভাঁজে !
খুনে-রোদ্দুর দু'চোখে আমার ঠিকরিয়া হানে আলোর ধাঁধা,
ঠেলা দেয় বুকে আগল ভাঙিতে—পাগল রক্ত মানে না বাধা !
ঝিম-ঝিম্ করে আকাশ-কিনারে অলখ-সেতার আগুন-গানে !
মায়াবী-মরুর ইবলিশ ওই আর না কাহারো শাসন মানে !—

দিকে দিকে নাচে তা-থেই তা-থেই, বালু-দেহ ধরি', দু'বাহু তুলি',
এক পায়ে শুধু আঙুলে দাঁড়ায়ে শিস্ দেয় দেখ ডাহিনে দুলি'।
তখনি আবার লুটাইয়া পড়ে, কিছুখন রহি' পারিল না যে—
সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে।

'হুর্ হুর্-হু-উ—' ডাকে দূরে ওই সাথীরা আমায় বর্শা তুলি',
রক্তে আমার তুফান তুলেছে, বক্ষ আমার উঠিছে ফুলি'
আগুনের কণা দু'দিকে ছিটায়ে বাতাস ফুঁড়িয়া ছুটেছে ঘোড়া,
মাথার উপরে চাকা ঘুরে' যায়, বোঁও-বোঁও করে কানের গোড়া।
ওরা আসে ওই।—ওই যে হোথায় দাঁড়াইল নামি' বালুর 'পরে,
মেয়েরা র'য়েছে উটের উপরে পর্দ্দায়-ঘেরা হাওদা-ঘরে।
'হিরা'য় চলেছে?—নোমানের প্রজা? গিয়েছিল কোথা বাঁদীর হাটে—
রূপ-জহরতে বোঝাই নিয়েছে, সোনা বেশী আর নেই ক' গাঁটে।
চট্‌পট্ সেরে নাও এই বেলা—আকাশে দেখি যে আঁধির ঘটা!
—হয়রান্ করে আরে বদ্‌জাত্! ছিঁড়ে ফেলে দিই মুণ্ড ক'টা।
কেয়াবাত! আরে সাব্বাস্ ভাই। লড়াই? বাহবা!—এই ত' চাই!
খুন্-পিচ্‌কিরী চোখে মুখে দাও—জান দাও, জান নাও রে ভাই!
খাঁ-খাঁ চারিদিক, ঝাঁ ঝাঁ ঝিমি-ঝিমি—আওয়াজ যেন সে আলোয় বাজে,
চিঁহিঁ-হিঁহিঁ-হিঁহিঁ—চীৎকার, আর হুঙ্কার ঘন তাহারি মাঝে!
আরে এই বার—বাস্!—বল্লম ঢুকে গেছে কেটে মাথার খুলি—
কাঠের হাতল শিহরিয়া ওঠে, শিড়-শিড় করে আঙুলগুলি।
ফাঁক হ'য়ে গেল মাথার খিলান, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে—
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস-ফুল কুটি-কুটি হ'য়ে দু'ধারে ঝরে!
পর্দ্দার ফাঁকে একখানা মুখ পলকে বাড়া'য়ে লুকা'ল ফের—
চোখে জল তার, হাসিমুখ তবু!—এমন তামাসা দেখেছি ঢের।
ছ্যাঁৎ ক'রে তবু খুনের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে—
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফরান-রংটি ধরে!
বাহবা!—অম্‌নি মেরেছে পাঁজরে দুষ্‌মন ওই জোর্‌সে ছুরী।—
ভেঙে গেল সে ত কাঁটার মতন—লাথি খেয়ে নিজে পড়িল ঘুরি'।
ঝুঁটি ধরে' তার মাথাটি নামা'য়ে লইল মালেক একটি ঘা'য়ে—

ধড়ফড় করে ধড়টা শুধুই, ঠোকাঠুকি করে দুইটা পায়ে।
সব শেষ! আর একটা মরদ খাড়া নেই, সব ভির্মি গেছে ;
নাও দেখে নাও, জেবে ও থলিতে, ছালার ভিতরে কি সব আছে।
মদের মোশক, চামড়ার শিশি, ডোর-কাটা ওই ঘাগ্‌রিগুলা।—
ওরে আর নয়! আঁধির পাহাড় দেখা যায়—ওই উড়েছে ধূলা।
সব পয়মাল—লোকসান ভাই! দিন যে নিবায় দুপুর-রাতে—
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে আসে কারা ওই চাবুক হাতে!
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই, জিন-সর্দ্দার পাগলা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আশ্‌মানে ওই দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে!
থাক্ প'ড়ে থাক্ উটের বোঝাই, সারি সারি ওই গোলাব-দানি—
পেয়ালা ভরিতে ঘাগ্‌রি ঘোরাতে বড় মজবুত—খুব সে জানি!
তবু ফেলে চল্—দেখ না দখিনে ডাকাতের দল গর্জ্জে' আসে,
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হ'য়ে যায় ধোঁয়ার রাশে—
ছেড়ে দাও ঘোড়া, রাশ ফেলে দাও, ছুটে' যাক্ ওর যেথায় খুশী—
আরে বেল্লিক! কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথায় রুষি'!
কথা না বলিতে ছুট দিল দেখ!—জানোয়ার নয়—এরা যে পরী,
বাতাসেরও আগে আগাইয়া যায়, বিপদের পানে পিছন করি'।
গলাটি বাড়ানো—সিধা একরোখা, রক্ত-চক্ষু ঠেলিয়া ওঠে,
চার-পায়ে বাজে একটি আওয়াজ, যেন সে মাটিতে ঠেকে না মোটে!
এইবার এল!—দমকি' দমকি' বালির ধাক্কা ধমক মারে,
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে।
বাপ, একি জ্বলে! চোখে-মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা!
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা, বাহাদুর দেখ—মানে না মানা।
কোন্ পথে যায় কিছু বুঝি না যে, যায়—শুধু এই সাড়াটি আছে,
আর সবাকার হাল কি যে হ'ল!—কত দূরে তারা রহিল পাছে!
আঁধির জোয়ার থেমে গিয়ে শেষে একাকার হ'ল রাত্রি-দিবা—
আকাশের কানা ছাপায়ে এখন থির হ'য়ে দেখ রয়েছে কিবা!

থেমে যায় কেন হঠাৎ এখানে? দম হারাল কি?—লুটাবে ভূঁয়ে?
ঘাড় বুক এ যে ফেনায় ভ'রেছে! এখনি সটান পড়ে বা শুয়ে!

জিতা রও বেটা !—মেরি জান্ ওহো !—বুক রাখ্ তুই আমার বুকে—
আর কোথা নয়, এক পা'ও নয় !—নহিলে আবার পড়িবি ধুঁকে' !
ঘোর কেটে যায়, আঁখিও ফুরায়— এইবার বুঝি ফর্সা হয় ?
সর্-সর্ করে' পাতার উপরে বাতাস যেন না হেথায় বয় ?
শুক্নো ডালের খড়্ খড়্, আর পাখীর পাখার শব্দ ও যে !
—ওরে শয়তান ! সারা ময়দান ছুটেছিলি বটে ইহারি খোঁজে !
ওই দেখা যায় ওশারের সারি, খেজুরের বন ওই যে হোথা—
এ যে দেখি সেই ওগারা-বাগান !—এমন ছায়াটি নেই যে কোথা !
কালো-পশমের বোর্কা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্জা-হুরী—
নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ার পুরি' ।
আয়, দুইজনে মুখ দেই জলে, পান করি ওই পিয়াস-পানি—
ঝর্ণা-ঝরা ও 'দারাত-জুলে'র খুব চিনি নীল আয়না খানি ।
এইখানে এলে ঘুম্-ঘুম করে—দেহখানা যেন এলিয়ে যায়,
আগেকার কথা সব মনে পড়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে চায় !
না না, মনে হয়—এখনি ছুটিয়া ফের বুকে কা'রো বসাই ছুরী !
ছায়া-শরবৎ লাগে না যে মিঠা, গন্ধটুকুন্ গিয়েছে চুরি ।
সেই মুখ আর সেই চোক, আর চাউনি সে তার ভুল্ব না যে—
বাচ্ছার পানে হরিণীর মত ফিরে-ফিরে চাওয়া পথের মাঝে ।
এই বনে, ঠিক ওই খানটিতে—জলের কিনারে প্রথম দেখা,
হয়রাণ হ'য়ে কেড়ে নিয়ে শেষে কত দূর ছুটে গেছিনু একা !
বুক ছিঁড়ে ফের কেড়ে নিয়ে গেল দুষ্মন্—তা'র তালাস করি,
এই ছোরা তার ছাতিতে বসা'ব,—শান দিই দশ বছর ধরি' !
বুড়া হই—তবু মরিবার আগে একবার যদি ভাগ্যে জুটে,
সারাটা জোয়ান-বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে' ।
অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি—আওরাত নিয়ে দিলের খেলা,
বর্শার চেয়ে ভর্সা-হারাণো চোট পেয়েছিনু তাহারি বেলা ।
তারি মুখখানি মনে করে' আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে—
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও,—ছুরী-ছোরা ? সে ত' গেছেই স'য়ে
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে—
'দারাত-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটি পরাণ ছাইয়া আসে ।

—গান—

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা-ফুল, চোখের দু'কোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিম-ভাঙা।
রংটি যে তার খেজুর-মেতি চাইতে চমৎকার—
তাঁবুর-ডেরায়-আগুন-দেওয়া রূপের জলুস্ তার।
চম্‌কে ফিরে চাইলে পরে
রাতের আলো দিনেই ঝরে!
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায় ইরাক্-দেশের গুল্!
চুমার সোয়াদ—হায়রে, সে যে তুহার জলের তুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্।

উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে?
নাচতে গেলে পলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে'।
কাঁধ বেয়ে সে খেজুর-কাঁদি—মেহেদি-রং চুল—
কোমর-বাঁধন পেরিয়ে যে যায়—পিয়াসে আকুল!
ধ'রলে কাঁকাল মুখ সে ফেরায়,
বাপের চেয়ে ভাইকে ডরায়,
কইতে কথা থম্‌কে' থামে বোল বলা বুল্-বুল্,
গলার আওয়াজ ঠিক যেন সে তোমারি কুল্-কুল্!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্!

গাল দু'খানি টুক্-টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নরম নজর যখন আধেক বুঁজে' গিয়ে—
জায়েদ্ তখন খেয়াল হারায়, দব্‌দবিয়ে রগ
নেশার আগুন ভেল্কি লাগায়—দিল্ করে ডগ্ মগ।
সবার মাঝে লাফিয়ে পড়ে'
ছিনিয়ে নে' যাই ঘোড়ায় চড়ে'—
পিঠে যখন বর্শা হানে—বুকে জড়াই ফুল!

তুহার পানেও চাইনে ফিরে', এম্‌নি সে হয় ভুল !-
দিল্‌-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্‌-জুল্‌।

*   *   *   *

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায় ?—আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি'।
রূপালি জলের ঝাপটায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারার ডালি।
রাত হয়ে গেছে, হাওয়ারা আবার থেকে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়ে,
ধূ ধূ চারিধার। শাদায়-কালোয় ঢেউ তুলে' যেন বাতাসে নড়ে !
কালি-ঝুল-ভরা খেজুরের ডাল, পিছনে সোনার মদের বাটী—
নীল শামিয়ানা উপরে ঢুলিছে, নীচে বালি-মোড়া দরাজ পাটী !
পরীদের রাণী ঘুম থেকে উঠে' খোলা পেশোয়াজ পরে না আর—
আশ্‌মান-গাঙে সিধা ঝাঁপ দেয়, দেখ না কেমন হ'তেছে পার !
স্বপনের মত শরাবের নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী।
সারা তুনিয়াটা গুল্‌জার করে, বুঁদ হ'য়ে যায় বনের পাখী।
এত আলো, তবু চোখে বেশী লাগে ছায়াটি—কেমন প'ড়েছে ঘাসে !
এত ঘন, আর এত কালো—সে যে দোসরের মত র'য়েছে পাশে।
দূরে মাঝে মাঝে ঢালু বালুচর চক্‌-চক্‌ করে জলের মত—
পিপাসায় ভুলে' ঘুরে' উড়ে যায়, ডানা ঝেড়ে' ওই পাখীরা কত।
এত রাতে আর কাজ নেই মিছে কত দূর সেই তাঁবুতে ফিরে',
ঘোড়া হুঁশিয়ার—কান খাড়া রেখে চরিবে হেথায় আমারে ঘিরে'।

রাতের চেরাগ নিবে' গেলে হ'বে এই ময়দানে আরেক খেলা—
হুতাশী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ-বেলা !
মরে' গিয়ে তবু গোরের আঁধারে ঘুম নাহি যায়—বেড়ায় রুখে',
দীঘল বর্শা আকাশে হানিয়া রক্ত ছুটায় তারার মুখে।
হুস্‌-হাস্‌ করে' কালো কালো ছায়া পলক ফেলিতে নিরুদ্দেশ—
জীবনে যাহারা বাঁচিতে জানেনি, মরাও তাদের হয়নি শেষ !
সাঁচ্চা জবান, জোয়ানের বাহু, বল্লম আর ঘোড়ার রাশ,
তুষমন-লোহু, দোস্তি-শরাব, আর খুলে-রাখা থলির ফাঁস—

এই সব নিয়ে খোশ্‌নাম যার রটেনি কখনো আপন দলে,
বুজ্‌দেল আর কম্‌জোরী হয়ে লুটিল না কিছু আকাশ-তলে—
হাল দেখ তার—হাওয়ায়-ছায়ায় হায় হায় করে, ঘুম যে নাই।
মরদ্‌ না হয়ে, মুর্দ্দা হয়ে সে সারা ময়দান ঘুরিছে তাই।

পূর্ণিমা-স্বপ্ন

মন্দ পবন বহিছে হেথায়,
সন্ধ্যা-তপন ওই ডুবে' যায়
সোনালি মাখা'য়ে মেঘে,
ফুলেরা উঠেছে জেগে।
রজনীগন্ধা-হেনার সুবাস
বিবাহের স্মৃতি—সুখ-অধিবাস
জাগাইছে আজ মনে,
পরশিছে মুখে বাতাসের শ্বাস
বহুবিধ চুম্বনে।

পশ্চিমে ওই বরণ-বিথার—
যেন নহবত-গীতি-উৎসার
অস্তাচলের বুকে ;
নয়ন আমার করে তাহা পান
মধুর স্বপন-আসব সমান !
সেই গানে টুটে বকুলের প্রাণ,
সেই সুরে ছোটে আবীরের বান
সন্ধ্যামণির মুখে।
লাল হ'য়ে উঠে গোলাপ-আনন,
ফুটি'-ফুটি' করে শেফালির মন
সোনার বোঁটায় সুখে ;

চলে' গেছি আমি স্বপনের পুরে—
জাগর-জীবন হ'তে বহুদূরে,
জগৎ-সীমার শেষে ;
নীল-ফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে—
হ'য়ে গেছি ভোর রূপসুধাপানে,
চেয়ে আছি অনিমেষে।

থির-বিজুরীর জ্যোতির বিভাস !
মাণিক ঠিকরে—অনুপম হাস,
কথা নাহি কিছু তা'য়—
নিখিল-মর্ম্ম-নীরব-আভাস
ভাসে আর ডুবে' যায় !
যে কথা বলিতে কথা না জুয়ায়,
মুখর কণ্ঠ মূক হয়ে যায়,
নাহি শ্রবণের অধিকার যা'য়,
নয়ন শুনায়, নয়ন বুঝায়—
সুন্দর সেই বাণী,
—তাহারি আভাস খানি
ও-রূপ মাঝারে যেন চমকায়,
স্বপন ধন্য মানি।

রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন—
সীমা নাই, সীমা নাই।
এক-এক করে' করিয়া চয়ন
দেখাবার নহে তাই।
সে ত' নহে শুধু দেহ-বিভঙ্গ,
কালো-আঁখি আর কেশ-তরঙ্গ,
বিম্ব-অধরে মুকুতা-সঙ্গ,
সে যে সবই রূপ !—সে যে অনঙ্গ—

দিব্য আলোক-বিভা !
শেষ-দিগন্তে পূর্ণ-প্রকাশ দিবা !

স্বপন মিলা'য়ে যায়,
জাগিতেছি পুনরায় ;
নীলফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে নাই আর রূপসীর পানে,
ধীরে উদিয়াছে ওই যে ওখানে,
আলোকিয়া নীলিমায় —
পূর্ণিমা-চাঁদ ! স্বপন মিলা'য়ে যায়।

কল্পনা

কবি যারে কাব্যে লেখে, পোটো যারে পটে—
কল্পনা সে নয় শুধু, জগতেরও বটে !
দুই জনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তারে—
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে-বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীত-কলায়,
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।
সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন—
জীবনরে উষা হ'তে সন্ধ্যা, সারাদিন,
কত স্থরে কত রঙে নারিল ফুটাতে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটাতে !
সেই সত্য এতবড়,—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা, তুলি শীর্ণ হ'য়ে এল !
কবি সে কাঁদিয়া মরে, শিল্পী উনমনা ;
মোরা বলি' এ'ও বেশী—এ শুধু কল্পনা।

প্রেম ও সতীধর্ম্ম

তোমায় স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি !
পঞ্চস্বামী-গর্ব্ব যার সে কি আর সতী !
সবা'পরে সমচিত্ত—সকলেই পতি,
নির্ব্বিকার, সমভাব—সতীত্বের ডালি !
তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরুষ প্রজ্বালি'
উদ্বোধিলে বীরবৃন্দে নায়িকা-মূরতি।
নহ—নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জ্জনী সঞ্চালি'
করেছ বিদায়। বীরের সহধর্ম্মিণী
তুমি শুধু—নারী-ধর্ম্ম প্রেম সে কোথায় ?
তা' হ'লে পারিতে কভু, হে বরবর্ণিনি,
লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—কুখ্যাতির প্রায় ?
কা'রেও বাস নি ভালো, হে পঞ্চরঙ্গিনী,
তোমার সতীত্ব—সে যে কেবলি বৃথায়।

তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
ব্যাস সে বিশালবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহায়—
একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভায়
করিলা তোমারে তবে মানস-মোহিনী—
বেদনাকামনাময়ী মানব-গেহিনী।
অর্জ্জুনেরে ভালোবাসা—পাপ-পসরায়
টানিতে চরণ টলে স্বরগ-সীমায়—
সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।
পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
মৃত্যুশরাহত সেও, মমতা-দুর্ব্বল !

কৃষ্ণসখা! গীতা-মন্ত্র ভুলি' একেবারে
লভিলে একি এ গতি?—সকলি বিফল!
এ কি চিত্র—ধন্য কবি! স্বর্গের দুয়ারে
দেবতা মুছিল অশ্রু!—মানব বিহ্বল।

কর্ম্মফল

কর্ম্মফলে ভিন্ন গতি তোমার আমার—
হবে না মিলন বুঝি জন্মান্তে আবার?
আমারে ত্যজিবে তুমি, উচ্চতর কুলে
লভিবে জনম, প্রিয়া, সব যাবে ভুলে'।
এই যে আমারে চেয়ে অনিমিখ-আঁখি,
ঘুমাইলে পাছে ভোলো—নহ যে একাকী,
তাই নিদ্রা নাহি যাও পারো যতক্ষণ,
নিদ্রিত আমার বক্ষে রাত্রি-জাগরণ!—
সেই তুমি পরজন্মে গৃহ-বাতায়নে—
আমি ক্লান্ত পান্থ এক পড়িব নয়নে;
সহসা সদয় হয়ে অতিথি-সৎকার
করিবে কি যেন ভেবে—কিবা চমৎকার!
বৃদ্ধ বিধি ভুলে' গেছে প্রেমের নিয়ম;
কর্ম্ম-বন্ধ? এ যে ঘোর অকর্ম্ম বিষম!

মুক্তি

তোমারে বেসেছি ভালো, সেই ভালোবাসা
কত জন্ম কত যুগ করিব সাধন;
কত ব্যথা, বিরহের অশ্রু অকারণ—
কত পাপ, কত তাপ, আশা ও নিরাশা!

তিল তিল করি' সেই প্রেম স্বার্থনাশা—
ঘুচা'বে সকল দ্বন্দ্ব, টুটিবে বাঁধন ;
ভবজন্ম-কল্পবৃক্ষে শ্রীহরিচন্দন
ফুটিবে, সার্থক করি' অমৃত-পিপাসা !
আমি যবে তুমি হ'ব—সাধনার শেষ—
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বুদ্ধ-অবতার,
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ,
ঘুচিবে বিরহ-মোহ, বৃথা অহঙ্কার।
লভিব নির্ব্বাণ-মুক্তি ভাঙি' দীপাধার—
র'বে আলো, নাহি র'বে অনলের লেশ।

লীলা

তুমি একদিন শুভদ-শারদ প্রাতে
মালতী-শেফালি তুলে' দিলে মোর হাতে—
দু'মুঠি চাপিয়া বুকে
না দেখে হাসিনু সুখে,
—কি আলো চুমিল নিমীল-নয়ন-পাতে !

তুমি একদিন ফাগুন-দিনের শেষে
লালে-লাল হোরি খেলিলে আপনি হেসে !
আমি ধরিলাম ডালা,
অশোক-চাঁপার মালা,
হৃদয়ে কি জানি পুষিনু সর্ব্বনেশে !

লুকাইলে সখা, দু'খানি আঁখির আড়ে—
তা' হেরি' আমার হিয়ার আরতি বাড়ে !
পিপাসা-পানীয়-তলে
কি গুঁড়া মিশালে ছলে—
পিয়ে পিয়ে তবু সে ঘোর নেশা কি ছাড়ে

তুমি একদিন গভীর বরষা-রাতে
টুটাইলে ঘোর, বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতে—
বিষ্ণুচক্র সম,
প্রিয়া-দেহ নিরুপম
কাটি' উড়াইলে মৃত্যু-কুঠারাঘাতে !

আজ সখা, তুমি চির-তুহিনের দেশে
বসায়েছ মোরে জরতী-লীলার বেশে !
তুষার-মরুর আলো—
তা'ও যে লাগিছে ভালো ।
আঁধারে তবুও 'অরোরা' উঠিছে হেসে !

* * *

তবু ভাবি সখা, একি এ তোমার রীতি !
ভাবি, কেন হেন চুরি-ছল নিতি-নিতি ?
একেবারে যদি বলে' ফেল'—'ভালবাসি',
আছে তায় হানি ? তাই ভেবে আমি হাসি !
এমন পাগল কভু হেরি নাই, ওরে !
এমন চপল হইলে কেমন করে' ?
দাঁড়া'লে না কেন স্বরূপ-অরূপ-বেশে—
একেবারে মোর প্রাণের তুয়ারে হেসে' ?
আবীরে ও ফুলে, নারীর নয়নে ঢুলে',
কত খেলা তুমি খেলিলে ধরম ভুলে' !
লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভালবাসিব তোমারে, হরি ?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি' ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা !
রচিলে পেয়ালা কত না মশলাদার !
তার পর ভেঙে করে' দিলে চুরমার !

তার পর যবে বিষের পিপাসা ঘোর
হুতাশে দহিল এ দেহ জনম-ভোর—
তখন গোপনে আঁধারের অভিসারে
বাঁধিলে আমারে তোমার বাহুর হারে!
সঁপিলে অধরে অমৃত-শিশির চুমা,
বুকেতে বাঁধিয়া কহিলে, 'ঘুমা রে ঘুমা'!
তার পর বুঝি জেগে র'বে সারারাত?—
এ-রূপ হেরিতে হবে না নিমেষপাত!
মরি মরি সখা, বলিহারি প্রেম তোর!
তবু হাসি আমি, হে শঠ-কপট-চোর!

ভ্রান্তি-বিলাস

তোমারে বাসিব ভালো, তাই বার-বার
এত ব্যথা-দাগা-দেওয়া—এত লুকাচুরি!
তোমারে যে বাসি ভালো—স্বভাব আমার!—
আপনা-হারানো সে যে ব্যথার মাধুরী!

তুমি স্থির নও কভু!—বার বার ফিরে'
শুনিতে বাসনা—আমি ভালবাসি কি না;
বিশ্বাস শোধন কর মোর আঁখিনীরে!
তুমি ভালবাস ফিরে'—আমি ত' চাহি না!

হায় সখা! সতী আমি,—কোন্ ভ্রমবশে
তুলে দিলে শিরে মোর কলঙ্ক-পসরা?
তাই যুগ-যুগ ধরি' কি মোহ-রভসে
রচিলে মায়ার সৃষ্টি—জন্ম-মৃত্যু-জরা!

আপনার প্রেম তুমি দিলে মোর বুকে,
আপনি হইলে নিঃস্ব ভিক্ষাসুখ লাগি' !
কাঞ্চনবরণী রাধা !—তুমি কালামুখে
দ্বারে তার দাঁড়াইলে প্রেমকণা মাগি' !

সব প্রেম তারে দিয়ে শেষে অবিশ্বাস !
—সে যে তোমা করিয়াছে সর্ব্ব-সমর্পণ !
অগ্নি-পরীক্ষারও পরে তবু বনবাস !—
বারে বারে তাই তার এ-হেন দহন !

সৃষ্টি হ'তে এতকাল এই যে পীড়ন—
এত কালি, এত ধূলা, এত পাপ তাপে,
তবু কি মরেছি আমি ? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে !

লোকে বলে, লীলা এই !—আমি সে মানি না !
তোমার বুকের 'পরে রেখেছি এ মাথা,
চেয়েছি ঘুমন্ত মুখে !—আমি কি জানি না,
তোমার মনের মনে জাগে কোন্ ব্যথা ?

তোমার নিশ্বাসে শ্বসি' দ্যুলোক-ভূলোক
মর্ম্মরিছে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
অশ্রু, আর যবাঙ্কুর-পাণ্ডুর আলোক
ব্যেপে' আছে দিক্-দেশ—অসীম বন্ধন !

আমারে সংহরি' লও আপনার মাঝে,
রেখো না পৃথক করে' বৃন্দাকুঞ্জবনে !
বিরহের ছল করি' নটবর-সাজে
ভুঞ্জিতে মিলন-মধু—মজিলে স্বপনে !

একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,
—তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে !
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো—
রাধার মরণ হোক্ তোমার জীবনে !

ঘুচে' যাক্ চিরতরে এ ভ্রান্তি-বিলাস—
মুক্ত হও, পূর্ণ হও, তৃপ্ত হও, স্বামি !
আমি-প্রেম, তুমি-প্রাণ—বারি ও পিয়াস
একপাত্রে রহে যেন,—দ্বন্দ্ব যাক্ থামি' !

বিদায়-বাদল

সারা পথ মোরা কহিনি একটি কথা ;
সাঁজের আকাশে ছিল না ক' তারা,
বাদলের হাওয়া যেন পথহারা,—
ভিজা-চুল সম চোখে মুখে লাগে
তাহারি সে সজলতা !
সারাপথ মোরা কহিনি একটি কথা !

আঁধারে আলোকে পথ চেনা গেল তবু ;
ঘুরে' গেনু কত নদীতট ধরি',
জলভারে সে যে উঠিছে গুমরি'—
বুক ফুলে ওঠে, তবু করিল না
কলমর্ম্মর কভু !
ভাঙনের ধার, পথ চেনা গেল তবু।

ফোঁটা ফোঁটা জল—তেমনি খোঁপার ফুল
পথের কাদায় পড়িল ঝরিয়া ;

পাছে পায়ে ঠ্যাকে গেলাম সরিয়া,
ফিরিয়া চাহিতে হ'ল না সাহস—
যদি হ'য়ে যায় ভুল !
কুড়ায়ে রাখিনি তার সে খোঁপার ফুল।

একবার শুধু থমকি দাঁড়ানু দোঁহে ;
অধরের কোণে মৃদু হাসি-রেখা—
আকাশেও দেখি ক্ষীণ শশিলেখা !
জানি না কেন যে সহসা এমন
ক্ষণিক স্বপন-মোহে
মুখোমুখি করি' থমকি' দাঁড়ানু দোঁহে।

কোমল তৃণ সে বাজিল কাঁটার মত !
আবার নামিল নয়নে আঁধার,
বিজুলী ধাঁধিল এধার-ওধার !—
মরম বিঁধিল শাণিত ফলকে,
শোণিতে ভরিল ক্ষত,
আঁখির চাহনি বাজিল বাজের মত !

ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ—
ধারা বরিষণে তিতিল যে দেহ,
শেষ-ক্রন্দন-ধ্বনিও তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
দুই পথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হ'নু যবে।

পরাজয়

এত যে দুঃখ দিলে তুমি মোরে—
করিনি তোমার নাম,
উল্কার মত জ্বলিল অক্ষি, তবু নাহি কাঁদিলাম!
কে চিনে তোমারে? কিসের করুণা?—বলি নাই, 'দয়া কর',
তব রোষ-ভয়ে করি নাই কভু নাম-জপ অবিরাম।

দুঃখের দিনে কে চাহে তোমারে?
আমি তোমা' চাহি নাই;—
ব্যর্থ-আশার গভীর আঁধারে সান্ত্বনা নাহি পাই।
হারায়েছি যাহা সে কি ফিরে'-দেওয়া তুমিও পারিতে কভু?
কিসের যাচনা? কাচের বদলে কাঞ্চন?—নাহি চাই!

আঁধারের 'পরে আঁধার নেমেছে,
অতল গহ্বরতলে
নামিয়াছি আমি, ক্ষীণ জানু মোর যতদূর টেনে চলে!
পদযোড়ে শেষে গড়ায়েছি, তবু করি নাই করযোড়,—
ভ্রূকুটি তোমার করে নাই বশ—লোকে 'নাস্তিক' বলে!

তাই ভাবি, একি! আজ একি হ'ল—
নিমেষে করিলে জয়।
একটু হরষ-পরশ মাত্রে রোমাঞ্চ সমুদয়!
ব্যথা-বেদনায় করি নাই সাথী, মানি নাই প্রয়োজন—
সুখ সঁপিবারে আজি এ পরাণ তোমারি শরণ লয়!

জন্মান্তরে

আবার ত' দেখা হ'ল! ওগো, এতদিন
কোথা একা সহিয়াছ অদৃষ্ট-লাঞ্ছনা?
বারে বারে খরস্রোতা মৃত্যুতটিনীর
পারাপার করিতে কি টলে না চরণ!
কেবা দেখাইল পথ?—কোথা পেলে আলো?
মৃত্যু পারিল না চোখে ধূলামুঠি দিতে!

এস, কাছে এস; কি দেখিছ, স্মেরাননা!
আঁখিকোণে অশ্রু আর কটাক্ষ-কৌতুক?
আমি কি চিনিতে পারি? আমি উল্কাসম—
আপনার অগ্নিবেগে ছুটে যাই সদা
গ্রহ-গ্রহান্তরে; শুধু ওই হাসিখানি—
মনোহর মমতার ওই উষালোক
জুড়ায় প্রাণের দাহ; জন্ম-জন্মান্তর
জাগে মনে—আপনারে আপনি যে চিনি;
সেই মুখ, সেই হাসি!—আমি চিনিব না!

কবে শেষ হয়েছিল দেখা? মনে আছে—
চির-বিরহের মূঢ়-আশঙ্কায় যবে
মুকুলিত আঁখি দুটি করিনু চুম্বন,
শুষ্ক মৃণালের মত দুই বাহু দিয়ে
জড়াইলে মহাভয়ে, অন্তিম কাকুতি
পাণ্ডুর অধর ভরি' উঠেছিল কেঁপে—
নীরব চাহনি, আর আঁখিকোণে সেই
দুই-বিন্দু বারি! তোমার দিবস-শেষে
তুমি গেলে চলি', বিলম্বিল মোর দিবা।

তার পর একদিন আমারো নয়নে
নামিল আঁধার ঘোর, হিম হ'ল তনু—
পড়িনু ঘুমায়ে। এ নিশান্তে আজি পুনঃ
উদিয়াছে পূর্ব্বাকাশে সেই শুকতারা!

কহ সখি, গত জনমের যত কথা—
হয় কি স্মরণ? যদি মনে নাহি পড়ে,
বস' হেথা অলিন্দের 'পরে, চেয়ে দেখ
ওই দূর দিগন্ত-সীমায়। শুনিছ না
ঝিল্লীর ঝঙ্কার? অদূর নদীর স্রোতে
মৃদু কলগীতি?—আরো কত অভিজ্ঞান!
এইবার চাও দেখি নয়নে-নয়নে—
আকুলি' উঠে না বক্ষ? আঁখির উপরে
কাঁপিছে না কবেকার ছবি একখানি?
দেখ চেয়ে, কি সুন্দর শারদী যামিনী!
কাননের তরুশাখাগুলি মর্ম্মরিছে
আধ'-অন্ধকারে; দ্রৌপদীর শাড়ী যেন—
ঊর্দ্ধে হের, অফুরন্ত আলোক-নীলিমা!
প্রান্তরের প্রান্ত হ'তে—কান পাতি' শোন—
ভেসে আসে কিবা এক মৃদুল গুঞ্জন!
মনে হয়, পরলোক-বেলাভূমি 'পরে
দোলে ঊর্ম্মি—স্বপ্নাতুর, সঙ্গীত-মন্থর!
এখনি জাগিছে তাই অন্তর-অন্তরে—
শ্যামল বিটপীশাখে বিহঙ্গের মত
মোরা দুটি প্রাণী; একটু আলোক-স্নান
নীলাকাশ তলে, দুটি গান গাওয়া শুধু
একটি প্রভাত ধরি'—তার বেশি নয়!
তারি মাঝে গাই মোরা অমৃতের গান—
শিয়রে মৃত্যুর ছায়া, চক্ষে ভাসে তবু
নন্দনের চিরন্তন আনন্দ-স্বপন!

একদিন কবে কোন্ শিশির-সন্ধ্যায়
আবার যে ঘুমাইব শেষ গান গাহি'—
জানি, মৃত্যু তারি নাম। মনে আছে তবু,
পান-শেষে চূর্ণ হয় শুধু পাত্রখানি ;
প্রেম যে আত্মার আয়ু!—ক্ষয় নাহি তার ;
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর!
মৃত্যু আসি' আর বার কহিবে যখন—
সন্ধ্যা হ'য়ে আসিতেছে এপারের কূলে,
কে আসিবে মোর নায়ে, এস ত্বরা করি',—
নিয়ে যাব শীত হ'তে বসন্তের দেশে।
তখন বাহুতে বাঁধি' ওই বাহু তব
নিঃশঙ্কে দাঁড়াব আসি' বৈতরণী-কূলে,
পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-সিকতায়
ম্লান চন্দ্রালোকে ; শীতে মৃদু শিহরিয়া
ঢাকিব দোঁহারে দোঁহে—গ্রন্থি বাঁধি' দিব
চঞ্চল অঞ্চল আর উত্তরীয়-বাসে।
এপারের যত জ্যোৎস্না, যত রবিকর—
নিশিশেষে শয্যাতলে পুষ্পমালা সম
পড়িয়া রহিবে হেথা, সাথে যাবে শুধু
একখানি স্মৃতি-মেঘ প্রেমধনু-আঁকা!
তারি ছায়া নিরখিবে তুমি নদীজলে,
হেলিয়া তরণী হ'তে, ওগো স্মৃতিময়ী!
ঘুমায়ে পড়িব আমি, তুমি জেগে র'বে—
স্থিরদীপ্ত ধ্রুবতারা! পার হ'তে পারে ;
তার পর কি আলোকে কোথা জাগরণ!

কেতকী

সাপের ডেরায় কাঁটার পাহারা—মঞ্জুল বঞ্জুলে
ঢাকা যার তট—সেই তটিনীর কর্দ্দমময় কূলে
তোমারে কেতকী দেখেছিনু আমি—অনেক দিনের কথা,
আজও যেন তাই বুঝিতে পারি সে তোমার মর্ম্মব্যথা।

প্রাবৃট-আঁধারে বিদ্যুৎ যবে বিদারিয়া নভ-তল
ঘোর গর্জ্জনে শিহরিয়া তোলে নিম্নে জলস্থল—
তুমি বন্দিনী রবি-বিরহিণী তাপসিনী ফুলবালা
সবুজ বাকলে ঢাকি' তনুখানি পর' যে কাঁটার মালা!

ফণী-ফণিনীরা ফুঁসিয়া উঠিছে সৌরভ-সংবাদে,
তাই সে তরুণী সারা তনুখানি নিবিড় নিচোলে বাঁধে;
গরল-শ্বাসে মেলিতে পারে না আপন দীর্ঘ-দল—
গোরোচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল!

*   *   *

আর্দ্রশীতল শ্রাবণ-সন্ধ্যা, চলিয়াছি গলি-পথে—
সহসা নাসায় সুরভি-নিশাস লাগে কেন হেন মতে!
শুনিনু অদূরে হাঁকে ফিরিওলা—'চাই কেয়াফুল, চাই!'
মাথার ঝুড়িতে ফলের মতন ফুল সে পেয়েছে ঠাঁই।

বাদল-তিমিরে বেদনার মত গন্ধের আবেদন
সারা প্রাণ-মন নিমেষে হরিল, হয়ে গেনু অচেতন।
তবু বুকে করি' নিয়ে গেনু ফুল—পাইনু কি সন্ধান?
জনমে জনমে খুঁজে ফিরি' যারে এ তারি অভিজ্ঞান?

তাই বটে, এ যে তাহারি লিখন—সবুজ-মলাটে-মোড়া
পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া।
কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদল-রাতের গানে।

আঁধারের লেখা

আঁধারে আঁখর চিনিতে নারিনু, কি লিখিনু নাহি জানি—
আঁখির সমুখে ধরি নাই তারে জ্বালা'য়ে প্রদীপখানি !
আঁধারের কালি কালির লিখন একাকার করি' দিল,
ধরা পড়িল না—মনের আঁধারে যে কথা লুকা'য়ে ছিল !

আমার পরাণ গাহে যেই গান, কে দিবে তাহাতে সুর ?
যমজ হৃদয় কোথা' পাব খুঁজে' ?—সবই যে পৃথক দূর !
আলোকে সবার চোখের উপরে লিখিতে নারিনু তাই,
আঁধারে লুকা'য়ে কি কথা লিখিনু—সরমে মরিয়া যাই !

থাক্, পড়ে' থাক্ এ লিপি-লিখন, কাজ নাই ঠিকানায় ;
আলোক জ্বালিয়া কি হবে পড়িয়া আঁধারের রচনায় ?
কি কথা লিখিনু—অর্থ তাহার পড়িবে না কভু ধরা,
যাক্ উড়ে' যাক্ পথের পাথরে, বাতাসের মুখে ত্বরা !

* * *

যদি কোনোদিন পহুঁছিতে পারে কাহারো সে ফুলবনে,
পুঁথি মুদি' রাখি' আলসে চাহিয়া বসে কেহ বাতায়নে—
ঘরের প্রদীপ বাতাসে নিবেছে, আকাশে আসে নি শশী,
শুধু সে মধুর আঁধার-মদিরা পিয়িছে একেলা বসি ;

নহে সে যোজন—যুগ-যুগান্ত—দূর নিকষের পাতে
অলোক-আলোক-আঁখরের পাঁতি ফুটিতেছে কার হাতে !
চেয়ে তারি পানে, অমৃতের ধ্যানে অপলক আঁখিদুটি—
প্রাণের পিপাসা-পাবক তাহাতে অচপল রহে ফুটি' !

নিম্নে নিবিড় আঁধারে লুকা'য়ে ফুটিয়াছে যেই ফুল—
দখিন-সমীরে সৌরভ তার আলোড়িছে প্রাণমূল !
প্রভাতে—না হয়, দুই দিনে—যার ঝরিবে কেশর-দল,
সে কেন এমন সোহাগ জানা'য়ে প্রাণ করে চঞ্চল !

ক্রমে ঢুলে' আসে বাতায়নপাশে চাহনি-ক্লান্ত আঁখি,
শিশির-স্বিন্ন তপ্ত-ললাট করতলে দেয় রাখি'।
স্বপনের রসে ডুবিল অবশে পিপাসা-আতুর হিয়া,
চেতন-গহনে ফুল-মধু সনে দুখ গেল মিলাইয়া!

টুকটুকে লাল, কেহ বা গোলাপী, কেহ বা শুভ্রদল—
মদির-রভসে ওই পতঙ্গ জড়াইয়া পদতল
ঢুলিয়া পড়িছে অহিফেন-ফুলে, জোড় করি' দুই পাখা—
কত রং তা'য়—আমারি মনের বাসনার মত আঁকা!

গোলাপের মধু রহিল পড়িয়া—হ'ল না সে পান করা,
শুধু সৌরভ, রূপ তার যে গো সকল পিপাসাহরা!
কামিনী হোথায় ঝরে' যায়-যায়, ঝরাই যে তার শোভা!
মরণের ব্যথা কত সে সুরভি—মরণই যে মনোলোভা!

আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে,
পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তা'ও ভরে' গেছে ফুলে!
মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে হ'ল বর, হ'ল বধূ!

একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আর একখানি প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাপ্‌ড়ি, কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু—কার মুখ!
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! সুধাপান—শুধু সুখ!

* * *

এমনি স্বপন দেখিয়াছে রাতে—প্রভাতে তাহারি পথে
ছেঁড়া-পাতাখানি বাতাসে উলটি' পড়িবে না কোনমতে?
কৌতুকভরে উৎসুক-আঁখি বুলাইবে হেথা-হোথা—
আঁধারের লিপি এমন আলোকে পড়িবে কি কেহ কোথা?

কামনা

সবুজ বোঁটায় সব দলগুলি দুলাইব থরে থরে,
মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে ;
সার্থক হবে ক্ষণ-সৌরভ অসীম্ অর্থভরা,
মনোবীজরাশি ছড়াইব আমি নব-নবীনের তরে।

মাটীর পৃথ্বী বিদারণ করি' শত মুখে শত রস
স্নায়ুতে-শোণিতে শুষিয়া লইব, হোক তায় অপযশ !
হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে,
জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস !

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি !
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।

———

বিস্মরণী

'বিস্মরণী'র তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা যে সত্য নহে, ইহার প্রমাণ পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীমান্ সুরেশ আমার কাব্যগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া, এবং তাহাদের বহিরঙ্গের যথাসাধ্য প্রসাধন করিয়া, এই যে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনিই কাব্যামোদী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদভাজন। বহুকাল পরে গতবৎসর 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এবং অল্পকালেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। আমার কবিতার যে এরূপ বাজার-মূল্য আছে, তাহা আমি জানিতাম না—প্রকাশকই তাহা প্রমাণ করিলেন। কবিই বৃদ্ধ ও পুরাতন হয়,—কবিতা হয় না—ইহা সত্য; তথাপি আজিকার শর্টস্কার্ট্-পরিধানা নবীনা কাব্যবধূদের আসরে, আমার এই 'শ্রোণীভারাদলসগমনা', অতিদীর্ঘ-চেলাঞ্চলা ও সালঙ্কারা, পৌরাণিক কবিতা-সুন্দরীকে কেহ যে অনুরাগের চক্ষে দেখিবে, এমন আশা করি নাই। এখন বুঝিতেছি ভুল আমারই। কতক আমার নিজেরই কর্ম্মবুদ্ধির অভাবে, কতক বা প্রকাশ-কার্য্যের দোষে আমার অন্যান্য কাব্যগুলি দপ্তরী-নামক 'ফর্ম্মা'-রক্ষীর শুদ্ধান্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া আছে; একখানির অবস্থা এমনই যে, উপযুক্ত প্রচ্ছাদনের অভাবে তিনি পৌঁছিয়াও ক্রেতার মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন না; অধিকন্তু তাহার সেই মূর্ত্তিরও মূল্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে! একে কবিতা, তাহার উপর সে-কবিতা এমন পৌরাণিক, —তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া যদি কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকাশক—বিজ্ঞাপন দেওয়া ত দূরের কথা—তাহাকে এমন হতশ্রী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে ঐ বইখানির সম্বন্ধে তাঁহার এই মহাজনোচিত বৈরাগ্য অতিশয় আধ্যাত্মিক হইলেও, বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার নিকটে গ্রন্থকারই দায়ী। 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের আদর দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, বাঙালীর কাব্যরস-প্রীতির বরং আধিক্য দোষ আছে, বিপরীতটি সত্য নহে।

গতবারে (দ্বিতীয় সংস্করণে) নানা কারণে কবিতাগুলির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব আশানুরূপ হয় নাই, এবার, যতদূর সম্ভব সেই ত্রুটি সংশোধন করা গিয়াছে। প্রকাশকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কবির একখানি চিত্রও তাহার ললাটে যুক্ত হইয়াছে; শুধু তাহাই নয়, প্রত্যেক বহিখানি কবির 'স্বাক্ষর-নামাঙ্কিত' করা হইয়াছে। এইরূপ একটা ফ্যাশন আছে, জানি—আমি কোন ফ্যাশনের পক্ষপাতী নই। কিন্তু যেহেতু গ্রন্থকার অপেক্ষা প্রকাশকই পাঠক-পাঠিকার রুচির সংবাদ অধিক রাখেন, অতএব প্রকাশকের হুকুম মানিতেই হইল—এতদিন পরে এই বয়সে বে-আব্রু হইলাম।

বাগনান (হাবড়া) বি, এন, আর,
আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলে নি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'—
শাল্মলীর রক্ত-ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর !
নরত্ব দুর্ল্লভ জানি সুদুর্ল্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি ?   মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্তপদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে ?   ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান !
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও ?   প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক !
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান।

মাঠের বাড়ী, কাঁচড়াপাড়া
শ্রীপঞ্চমী, ২৩শে মাঘ,
১৩৩৩

মানস-লক্ষ্মী

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে !
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি',
বিজন-নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোম্‌টা ফেলি',
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন-কোণে,
আমারি মনের গহন বনে !

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা,
অস্ত-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে'-যাওয়া কোন্ ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা !

কত বিরহের বেদনা-তিমির
ঘনায় চুলে,
কত মিলনের রাঙা-উৎসব
অধর-কূলে !
তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা !
কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন,—
গিয়েছে ভুলে',
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে !

ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?—
কত জনমের—কত মরণের
দিবস-রাতি !
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণতলে,—
অজানা-আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি !
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা ?
হৃদয়-সায়রে হ'য়ে গেছে তার
কলস-ভরা ?
এ আলোকে যবে না হেরি' তাহারে, পরাণ কাঁদে—
মনো-বাতায়নে গোধূলি-বেলার বেণী সে বাঁধে !
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা।

ব্যথার আরতি

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর ! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা !
এই অবনীর বেদনা-নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে-বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি-ঢালা !

যত দিন যায়, আঁখি না জুড়ায়—অশ্রুর পারাবার
পূর্ণ-প্রাণের পূর্ণিমা-রাতে উথলিছে অনিবার
ওই গগনের নিশীথ-নীরব নীলিমার কূলে-কূলে
দীপ উঠে দুলে' দুলে'—
তারি পানে চেয়ে সোনা মনে হয় মৃন্ময় সংসার!

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালবাসি—
ধরণীর এই শ্যাম মুখখানি, আঁধার অলক রাশি।
ভয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহি না ত' নিশি-ভোর,
ভাঙে না যে ঘুম-ঘোর!
ঢুলে' পড়ি যবে বিষ-হাসি হাসে রূপসী সর্ব্বনাশী!

জীবনের নিশা জ্যোৎস্নায় ভরে মৃত্যুর ম্লান রাতে—
মরম-মুরজ মুরছিয়া বাজে নির্ম্মম করাঘাতে!
হারাই যাহারে তারি তরে হিয়া আরো করে হায়-হায়—
স্মৃতি-সুখ উথলায়!
মরণের ডালা সাজাইয়া ধরি অমরণ ফুলপাতে!

হাহা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি,
বাহিরে বিজনে হাস্নুহানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি!
সে মহাশূন্য ভরি' ওঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
—কেঁদে উঠি কলহাসে!
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি!

যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা!
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই!
সুখ-দুখ ভুলে যাই!—
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা' লাগি' কুলবালা।

স্পর্শ-রসিক

আমারে করেছে অন্ধ গন্ধ-ধূমে দেহ-ধূপাধার,
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায় !
বিষ-রস পান করি' স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার,
—চির-বন্দী আছি তাই স্বপন-কারায় !
অন্ধ আমি, দেহ তাই স্পর্শে হাহা করে,
ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে !
আলো—সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার-
সর্ব্ব-অঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায় !

অন্ধ আমি, দিশে দিশে গন্ধ তাই করে দিশাহারা,
চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা !
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়—হেরি না যে কাঁটার পাহারা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা !
সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হ'য়ে বাজে,
ব্যথায় বৃহৎ হ'য়ে সে ফুল বিরাজে !
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু-সাহারা—
প্রাণের পিরীতি মোর হয় নিরঞ্জনা ।

অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ নীপ !
মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহ-তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন !
অন্ধ হয় অন্ধকার !—অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে !
সে মুহূর্ত্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ !

স্নায়ুশিরা-শততন্ত্রী ঝঙ্কারিছে প্রাণের হরষে,
দীপহীন চিত্তে মোর দীপক-উল্লাস !
মিটাতে চাহিনা তৃষা নিস্তরঙ্গ অমৃত-সরসে,
চাই মৃত্যু, চাই নব-জনম-আশ্বাস !
দৃষ্টিপথে সৃষ্টি আরো হয় যে সুদূর !
—দেহ করে আলিঙ্গন, তবে সে মধুর !
আঁখি তাই মুদে আসে—তৃপ্ত যবে প্রিয়ের পরশে,
—মিলে যবে বাহুপাশে নিশ্বাসে নিশ্বাস !

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী,
দেবতারে স্পর্শ করি' করি যে প্রণাম !
ধরণীর স্পর্শ-মণি—মর্ম্মে আছে পরশ তাহারি,
সে পরশে জড়ে-চিতে ভুলেছে সংগ্রাম ।
পরশ-রসিক আমি, অন্ধ আঁখি-তারা,
আমার আকাশ তাই শশীসূর্য্য-হারা !
পদতলে পৃথ্বী আছে আলিঙ্গন চৌদিকে বিথারি'—
আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের আরাম ।

মোহমুদ্গার

দেহে তোর প্রাণ আছে ? তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য-উপবাসী-
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী ?
রুদ্ধ অশ্রু, শুষ্ক চোখ, ভস্মশেষ জঠরাগ্নিজ্বালা—
তাহারি বিভূতি মাখি', দেহে পরি' কণ্টকাস্থিমালা,
হৃদ্‌পিণ্ডে জ্বালাইয়া হোম-হুতাশন,
মমতা-আহুতি তায় করিয়া অর্পণ,—
প্রাণ তবু হাহা করে কার লাগি', হে কঠোর তাপস উদাসী ?
—চির-উপবাসী ।

রজনী তিমির-ঘোরা, কুহু-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে,
মন্ত্র জপি' শবাসন 'পরে,—
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল,
অট্টহাস্যে নিবারিয়া মমতার গলদশ্রুজল,
প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা,
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি' জয়-টীকা,
কি লভিলে, ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক, নাস্তিক তান্ত্রিক ?
—ধিক্ তোমা ধিক্ !

ঊর্দ্ধমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
—হে কবি-বাসব ?

জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হ'তে লভি' এই কায়া,
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া !
নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে,
সম্মুখে সে বিসর্জ্জন অন্তহীন তমিস্রার রাতে,—
দণ্ড দুই দেহ ধরি' পূর্ণ অবতার,
সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপে মহা অধিকার !
—তৃপ্তি নাই তবু তাহে ? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক
—মূর্খ মানবক !

একমাত্র সত্য এ যে !—ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা-পারাবারে—
মুক্তি-তীর্থ মৃত্যু-কারাগারে !

আলোকে পড়িল ছায়া, কত কল্প নিরাকার থাকি' !
অনঙ্গ লভিল অঙ্গ, এড়াইয়া সংহারের আঁখি !
দেহ-ক্রমে বিকশিল মনোজ-মন্দার !
শুক্তিগর্ভে সুদুর্ল্লভ মুকুতা-সঞ্চার !—
অবহেলি' তবু তায়, শূন্যে বাহু প্রসারিয়া নিত্য হাহাকার !
—একি মিথ্যাচার !

আকাশের ছত্র-পটে সোমসূর্য্যতারকার গ্রন্থি-দীপমালা
চিরদিন এমনি উজালা !
ধরণীর চেলাঞ্চল যুগান্তেও এমনি নবীন !
অক্ষয়যৌবনা শ্যামা নৃত্যচক্রে যতিভঙ্গহীন !
বিষ্ণুনাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা-প্রজাপতি,
তাঁরি আলিঙ্গনে বাঁধা বধূটি যুবতী !—
সেই হ'ল ক্ষণচ্ছায়া ! তাহারি সে মাতৃ-অঙ্ক—প্রত্যক্ষ ভুবন—
অলীক স্বপন !

কোটী-জীব কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন-বারিধি-বেলায়,
মোর চক্ষে অশ্রু উথলায় !
এই চিরসুন্দরের রূপ-হর্ম্ম্যে ফিরিব আবার ?
কক্ষে-কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার ?
নিরালম্ব বায়ুভূত ছায়ার শরীর
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির ?
হৃদয়-বাঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ-পঞ্চবটী-তলে,
তিতি' অশ্রুজলে ?

কারে চেয়ে ঠেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, রে চিরভিখারী ?
—আনন্দের ক্ষণ-অধিকারী !
মহাশূন্যে ফিরে' যেতে একি তোর প্রাণান্ত প্রয়াস !
সে যে তোর নিত্যসত্তা—সে যে তোর অন্তিম আবাস !

চির অভিশাপ সেই অন্তহীন আয়ু !
জীবন—সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু !—
আনন্দ-বিহ্বল বিধি একবার নির্ব্বিচারে করিয়াছে দান,
ওরে ভাগ্যবান !

এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী !
ছিঁড়ে ফেল' অদৃষ্টের ফাঁসী।
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি' লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দর্শন-আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর !

এ ধরার মর্ম্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
তাই র'বে ফিরিবার আশা।
দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি'—
মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি' !
ক্রোড়ে তার বার বার আহ্বান-আকুল—
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
তারি তরে, ওরে মূঢ় ! জেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ ভালবাসা
—নবজন্ম-আশা !

পান্থ

(দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauerএর উদ্দেশে)

১

জগতের বহির্দ্বারে পরিশ্রান্ত কে তুমি পথিক ?—
চলে না চরণযুগ, দাঁড়াইলে তোরণের তলে ;
যেতে মন নাহি সরে,—জীবন যে মরণ-অধিক !

মিটে না পিপাসা আর ধরণীর তিক্ত হলাহলে !
নেহারিলে ঊর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কের জ্যোতি অনিমিখ,
শশিহীন অন্ধকারে !—অনির্ব্বাণ শীতল অনলে
জুড়াল না তপ্তভাল,—স্বস্তি নাই !—বিশ্ব বাঁধা স্বপন-শৃঙ্খলে !

২

যুগ-যুগান্তর ভ্রমি' ক্লিষ্ট জানু, দেহ পরিক্ষীণ—
সংসারের পুরী-প্রান্তে নামাইলে বাসনার ভার ;
লালসার স্থলপদ্ম মুঠিতলে বিবর্ণ মলিন,
রূপের রজতরাশি মনে হয় মৃত্তিকা অসার !
হাসি যে রঙীন ধূলা !—অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন !
কীর্ত্তির কিরীট-মণি জঞ্জাল যে পথ-পরিখার !
প্রাণ তবু জ্বলে হের ধিকি-ধিকি,—ভস্মস্তূপে যেন সে অঙ্গার !

৩

জীবনের অগ্নিহোত্রে জাগিয়াছে তাই নিরন্তর
চিরমৃত্যু-নির্ব্বাণ-পিপাসা ! বেদনার বেদগান
গভীর উদাত্ত স্বরে ভরিয়াছে ও চিত্ত-কুহর—
জন্মান্তর-জলধির অতিদূর কল্লোল সমান !
মৃত্যুর নেপথ্যে শুধু পুনর্ভব !—ভাবনা দুর্ভর !
লোকে-লোকে কল্পে-কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিযান !
জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা অবনীর নবনীতে এ কি বিষপান !

৪

হানিল ত্রিশূল বুকে মহাকাল ?—স্বপ্নভঙ্গে তুমি
শিহরি' উঠিলে হেরি' দীর্ণ-রেখা মর্ম্মের মর্ম্মরে ?
বেদনার চেতনায় স্তব্ধ হ'ল সারা চিত্তভূমি,
সোমসূর্য্য-রথচক্র—নেমিহারা—অনন্ত অম্বরে,
জাগাইল মহাত্রাস—সিন্ধুশেষে দিগন্তর চুমি' !
অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা ! অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে !

৫

মানসের সরোবরে কলহংস ত্যজিল মৃণাল,
হেমপদ্ম মরে' গেল—সপ্তঋষি নিত্য ফিরে যায় !
ভাসে না সলিলে আর অপ্‌সরার মুক্ত কেশজাল,
পুষ্পহীন ধনু-তূণ,—মনসিজ সভয়ে লুকায় !
সন্ধ্যা আসে ম্লানমুখ, নিশীথিনী গম্ভীর ভয়াল !—
দিবসের পরিশেষে তন্দ্রা আছে—নিদ্রা নাহি তায় !
আছে ঘোর দুঃস্বপন—সাথী নাই, নয়নের লোর যে মুছায় !

৬

সেই স্বপ্ন ভাঙিবারে কি সাধনা তব, স্বপ্নহর !
কামনারে পাপ বলি', বিরচিলে তারি বিভীষিকা—
জীবন-দর্পণে তার নেহারিয়া মূরতি ভাস্বর,
আর্ত্ত-কণ্ঠে ফুকারিলে—'নিখিলের এ মনোহারিকা
শূলহস্তা নৃমুণ্ডমালিনী !—তার প্রহারে জর্জ্জর
কাঁদিতেছে সপ্তলোক ! ভ্রান্ত পান্থ হেরি' মরীচিকা
ঘুরিতেছে দেহে-দেহে, ভালে পরি' নিত্য নব মরণের টীকা !

৭

রুধিয়া রুধির-ধর্ম্ম, হইবারে প্রাণহীন শিলা
করেছিলে জ্ঞানযোগ, এবারের দীর্ঘ পথ-বাসে ;
নেহারিলে ক্ষুব্ধমনে জীব-যজ্ঞে প্রকৃতির লীলা,
একাকী জাগিলে, যোগী ! জগতের নিদ্রা-অবকাশে !
স্বপ্ন দেখে চরাচর, শুধু তব দৃষ্টি অনাবিলা
সারারাত্রি নির্নিমেষ !—নিরখিলে ব্যথারুদ্ধ-শ্বাসে,
সদ্যঃপাতি জীবনের বেপথু সে, মরণের উদধি উচ্ছ্বাসে !

৮

নভ নীল বেদনায় ! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল !
ধূসর উদাস কভু পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ !

স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ!
দণ্ডে ফুটি' দণ্ডে লয়—জীবাণুরা মরণ-পাগল!—
সহস্র মৃত্যুর 'পরে জীবনের উড়িছে নিশান,
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান!

৯

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল, ব্যথাতুর পরিশ্রান্ত হিয়া,
ললাটের স্বেদ মুছি' নেহারিলে স্তিমিতলোচন,
মানবের জীব-যাত্রা,—হেরিছে সে স্বপ্ন মোহনিয়া,
মৃত্যুর অমৃতরূপ!—কামমুগ্ধ পশু অগণন!
স্মরি' হতভাগ্য নরে শুষ্ক আঁখি উঠে সরসিয়া—
আত্মঘাতী প্রেম তার!—জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট, মানে না বারণ!

১০

গ্রহ-তারা যে নিয়মে চিরদিন ভ্রমিছে আকাশ,
তারি বশে যৌবনের স্বেচ্ছা-বলি পরিণয়-যূপে—
বিধির কৌতুক একি! নিয়তির ক্রূর পরিহাস!
জীব-চক্র ঘুরাবারে মজে নর রমণীর রূপে!
তারি লাগি' হাস্যমুখ! নেত্রে তাই বিদ্যুৎ-বিভাস!
তবু হের, চায় চোর প্রেয়সীর চোখে চুপে চুপে!
জানে মনে, আরো কত ভাগ্যহীনে মজাইবে জন্মজরা-কূপে!

১১

তাই তুমি পলাতক—রমণীরে করনি প্রণতি,
প্রকৃতির লাস্যলীলা হেরিয়াছ শান্ত কুতূহলে,
প্রেমের দিয়েছ নাম—জীবধর্ম্ম, দেহের নিয়তি,
মোহের মঞ্জরী-ঝরা বিষ-বীজ ধরার অঞ্চলে!
হে সন্ন্যাসী, বাণী তব—বেদনার অপূর্ব্ব মূরতি—

মূরছি' পড়িছে নিত্য অনুরক্ত মোর চিত্ততলে,
কেমন আত্মীয় তুমি বুঝি না যে, তবু ভাসি নয়নাশ্রুজলে !

১২

যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা !
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর !
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা !

১৩

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা !
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল !—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ !—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা !—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে !
মুহূর্ত্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল !
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল !

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে!—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা!
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জ্জনা!
নিঙাড়িয়া মর্ম্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে!
পরশে চন্দন-রস! মালাখানি দু'ভুজে রচনা!
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি 'পরে দেয় আলিপনা!

১৭

তবু সে মোহিনী! আহা, তাই বটে!—হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ জ্ঞান কোথায় পেলে?—মর্ম্মে-মর্ম্মে তুমি মহাকবি!
রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী!
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে!—সেথা নাই নিশান্তের রবি!—
বিদ্যুৎ-গর্জ্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী!

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস?

পূর্ব্বজন্ম-বিভীষিকা ?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ ?
ব্যথার চাতুরী শুধু ?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস !
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ !

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো !
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু ! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো !'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো !

২০

আর যদি না-ই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাব তোমার ভবনে,
এই শোক এই সুখ নব-দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে !
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে !

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা !—
জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে

জলে দীপ, দোলে ছায়া, উর্ম্মিগুলি নাহি যায় গোণা,
ভেসে যাই তটতলে—এই দেখি, এই যাই ভুলে' !
স্তব্ধরাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢুলে !

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে ?
চলিয়াছি—এই সুখ !—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা !
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্‌চক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা !
আমারে হারাই যদি !— যদি মরি সুচির-মরণে !
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা !—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা ?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর !—
ঘুচিবে না ?—মরণের শেষ নাই, বল আর-বার !
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা !—বলিয়াছ, এ দেহ অমর !
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার !
যূপবদ্ধ পশু আমি—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার !

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি, হে বীর মনীষী !
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার !
করুণার সন্ধ্যাতারা !—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার !
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি',
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার !—
পরম-আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম্ম-বিদার !

২৫

কবির প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ ?—তাপস কঠোর !—
স্বপ্নহর ! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে ? ধূলির ধরায়
কামনা হয়েছে ধূলি ? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না ?—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায় ?
ওগো আত্ম-অভিমানী ! এত বড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায় ?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায় ?

২৬

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি' !
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল !
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি !

২৭

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা !
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন !
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ !
এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন !

২৮

তোমারে স্মরিনু আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায়,
হে বিরাগী ! হিন্দু বলি' পরিচয় দিলে বার-বার—

তুমি চিরমৃত্যু-লোভী ; মোর ভয়—দেহের ভেলায়
কবে ডুবি, পারাপার করিতে এ জন্ম-পারাবার !
জানি না হিন্দুর কথা,—জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার !
তুমিও বলেছ তাই !—হে উদাসী ! তাই তোমা করি নমস্কার

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল !
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল !
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা !
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা !
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার ?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড় !

বংশ যাহার বলি যোগাইল যূপে, যুগে-যুগে, ভয়-বিভল—
জাগিয়াছে তারি বীর-সন্তান হুঙ্কারে ভরি' জলস্থল !
পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান !
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ !—ধূলি-ধ্বজা তার মেঘ-সমান !
সেই আসে ওই !—বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড়
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার !
—কালাপাহাড় !

পাষাণ-পুরীর খিল খুলে' যায়, দূর হ'তে শুনি' হুহুঙ্কার !
পূজাবেদী-মূলে হেম-তৈজস ঝঙ্কার করে আশঙ্কার !
বেগে বাহিরায় লৌহ-কীলক বিরাট দেউল-কপাট-পাটে !
আঁধার-গহ্বরে জাগে হাহাকার, বিগ্রহ-শিলা আপনি ফাটে !

পূজারী-পাণ্ডা ঝাণ্ডা নামায়ে প্রাঙ্গণ-তলে খায় আছাড় !
ওই আসে—ওই, বাজায়ে দামামা, ভীম-নির্ঘোষ কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

অকাল-জলদ-উদয় যেন সে উদিয়াছে কাল !—কালাপাহাড় !
ডাকিনীরা ওই দলে দলে চলে, গলে দোলে নর-কপাল-হাড় !
রক্ত-শোষণ পাপ-বিভীষিকা, প্রাণ-শিহরণ মন্ত্র-গান,
আঁখি মুদি' ভয়ে জপ অনিবার, অন্ধ-আরতি, প্রদীপ-দান—
ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার !
—কালাপাহাড় !

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান !
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান !
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জ্জন মহোচ্ছ্বাস !
ভয় পায় ভয় ! ভগবান ভাগে !—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড় !
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড় !
—কালাপাহাড় !

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নির্ঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে !
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা !
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা !
আজ তারি শেষ ! মোহ অবসান !—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই ! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড় !
—কালাপাহাড় !

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড় !
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার !

অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া !
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া !
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগে না আর !
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড় !
—কালাপাহাড় !

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায় দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের' তার কি দুর্গতি !
কোথায় পিনাক ? ডমরু কোথায় ? কোথায় চক্র সুদর্শন ?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ !
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার !
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায় ! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক-ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয় !
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্ব্বিষহ !
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ !
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড় !

ভেঙে ফেল' মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন !
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন !
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে ! মানুষের বুকে রক্ত চাই !
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার !
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে!
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল!—কূল ভেঙে বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই!—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ-হার!
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে!—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়!

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল!
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়! কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে! ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

শব-সঙ্গীত

কল্‌জেখানায় কাবাব করে' চোখের জলে আঁজল ভরি—
আমরা যে তায় মিটাই ক্ষুধা, আমরা যে তায় পিয়াস হরি!
ঘরের উঠান শ্মশান করে' শব হয়ে এই শব-সাধনা!
নিজের মুখেই আগুন দিয়ে চিতার ধোঁয়ায় কাজল পরি!

অমানিশার মুখের 'পরে বৃষ্টিধারার ঝালর ঝরে,
সিঁথির 'পরে বিজ্‌লী-সিঁদুর, মরণ-বিয়ের বাসর-ঘরে!
বাজ যে তখন শঙ্খ বাজায়, হাওয়ার মুখে হুলুধ্বনি—
গলায়-দড়ির মতন ধরি বধূর বাহু আদরভরে!

সুখের সোয়াদ পাইনে মোটে, দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে;
আলোর আশা আর করিনে, অন্ধকারে সুর জেগেছে!

সদ্য-মরার মুখ যে হাসে—কোথায় আছে তেমন হাসি ?
শিবের চেয়ে শবের শোভা !—শিব যে হেথায় মূর্চ্ছা গেছে !

সুইন্‌বার্ণের অনুসরণে

তোরে লোক ভুলে যাবে ; দেয়ালের দগ্ধ মসী-রেখা—
তার চেয়ে বেশী কিছু তোর নামে নাহি র'বে লেখা
কালের দেউলে ! যথা ভোলে নর চেতনা-নিমেষে
প্রমাথী সে রিপুর রচনা—ভুলে যায় নিশাশেষে
দুঃস্বপন ; যেমতি সে অতি-পূর্ণ পাত্র হ'তে তার
স্খলিত মদিরাটুকু মদ্যপ চাহে না ফিরে আর,—
ভুলিবে তেমনি তোরে আগত ও অনাগত লোক,
তোর ছায়া ভুলে' যাবে হেথাকার এই সূর্য্যালোক !
শুধু, যেই অগ্নিকশা হানিয়াছি আমি তোর মুখে,
তার ক্ষত—সেই মোর বিষদিগ্ধ বিষম যৌতুকে,
সর্পদষ্ট মৃতসম মরিয়াও হইবি অমর—
শব হ'য়ে জাগিবি রে মৃত্যুহীন মরণ-বাসর !

আর আমি !—নেহারিবে যবে নর জলদর্চ্চিশিখা
লেলিহান, পশিবে শ্রবণে যবে শ্রুতি-বিভীষিকা
উদধির উন্মাদ কল্লোল, যবে সঙ্গীত তরল
আর্ত্ত হৃদি আর্দ্র করি' প্রণয়ীরে করিবে চপল,
যবে ওই কৃষিহীন নীল-নভ-উষর-অঙ্গন
দীর্ণ করি', শীঘ্রদ্যুতি ইরম্মদ করিবে লঙ্ঘন
যোজন সমান ব্যোম !—সে আলোকে, পুলকে, ক্রন্দনে
গীতোচ্ছ্বাসে, অধরে-অধর, আর বাহুর বন্ধনে,
সীমাহীন সমুদ্রের সারাদেহ-মর্ম্ম-শিহরণ
সেই আতট আক্ষেপে, আমারেই করিবে স্মরণ

সর্ব্বলোক! অর্চ্চিবে আমার স্মৃতি নিত্য-মনোরমা,
গাঁথিবে সকল সাথে মোর নাম—অনন্য-উপমা!

অকাল-সন্ধ্যা

এবার হ'ল না সখি, প্রাণ ভরে' গান-গাওয়া—
দিনভোর মেঘল-আলোকে,
বুকে লাগে বার-বার বাদলের ভিজা হাওয়া,
রূপ তোর লাগিল না চোখে!
এ দিবসে নাহি তাপ, শুকাল না পাতায় শিশির,
পথে-পথে পঙ্কিল পল্বল,
স্তম্ভিত-বর্ষণ মেঘে দিকে দিকে ঘনায় তিমির,
দিবা-দেহে নিশার বল্কল!
তোমার ও রূপ-সুধা পান করি যতবার,
আঁখি মোর জড়াইয়া আসে,
তোমার ও নীলাম্বরী—মুক্তাবলী মেখলার—
তারা যেন নিশীথ-আকাশে!
মর্ত্ত্য-পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
পিপাসার মৃত-সঞ্জীবনী—
নিবিড় চুম্বন যার—মুমূর্ষুর সূচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী—
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয়-মধূত্থ-বর্ত্তিকা
গলিল না, জ্বলিল না প্রাণ-যজ্ঞে সঘৃত ইন্ধন,
ধূম্রনীল বাসনার শিখা!

কোথা বর্ণ, কোথা আলো, কোথা তোর ফুল্ল-তনু
পরশ-হরষ-মোহকর?
ইন্দ্রনীল-ইন্দীবরে মদনের ফুলধনু-
আরোপিত কটাক্ষ সুন্দর?

হেম-পাত্রে সুরা হেন—নখমণি-বিখচিত
করপুটে আরক্তিম ছায়া ?
মর্ম্মর-মসৃণ তনু স্তনভারে আনমিত,
কামনার কল্পতরু কায়া ?—
যে-রূপ নেহারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
ফুকারিব সৃজনের গান,
সর্ব্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদভরে
বিধাতার প্রয়াস মহান্ !
ছায়া যত কায়া হ'য়ে বিহরিবে ধরণীতে,
চেতনার পূর্ণ অবতার—
মানস-নিখিলে কোথা' অনালোক সরণিতে
করিবে না বিদেহ-বিহার !
স্পর্শে-দর্শে শ্রুতি-হর্ষে হাস্য-অশ্রু-বেয়াকুল,
জীবনে জীবন্ত পরিচয়—
কোথা সেই আদ্যাসৃষ্টি ব্রহ্ম-স্বপ্ন-সমতুল,
দ্রষ্টা যার ঋষিঋভুচয় ?

সেই রূপ ধ্যান করি' অঙ্গে মোর জাগিল যে
স্ফুরৎ-কদম্ব-শিহরণ !
দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে
প্রীতি-প্রেম-সেতুর বন্ধন !
পাপ-মোহ-লালসার লাল-নীল রশ্মিমালা
বরতনু ঘেরিয়া তোমারি,
লাবণ্যের ইন্দ্রধনু শোভা ধরে—নাই জ্বালা,
মুগ্ধ হ'নু আনন্দে নেহারি' !
তার পর যতবার হেরিয়াছি, সখি, তোর
নগ্ন তনু শুভ্র অশোচন,
মানস-কলঙ্ক-মসী, লোক-শিক্ষা সুকঠোর
অকাতরে করেছি মোচন।

হৃদয়ে হৃদয় রাখি', ওষ্ঠে শুষি' সব রস
—কণ্ঠ সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ,
দেহ-দীপ জ্বালানু যতনে।
প্রেম আর পরমায়ু—এর লাগি' যত ব্যথা,
মানবের তৃষা চিরন্তন ;
দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা,
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুজয়ী জীবন-কাহিনী—
যুগান্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ
কষি' দিল, হে মনোমোহিনি !

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,
আজি এ দিনান্ত-বরষায়
নেমেছে অকাল-সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া,
ছন্দ নাই, ভাষা না যুয়ায় !
আমার প্রাণের কূলে উদিয়াছে সন্ধ্যাতারা,
মধ্যাহ্নের রবি অস্তমান,
আলোক-বিহীন দিবা হইয়াছে রূপহারা,
তুমি সখি স্বপন-সমান !
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিণী ?
বনপথে-পথে শিবাদের অশিব চীৎকার,
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী !
কভু বা করিবে নৃত্য শব্দহীন অর্দ্ধরাতে
নিশাচরী বিজন অঙ্গনে,
ঝঙ্কারিবে অলঙ্কার মালিনী কি স্রগ্ধরাতে,
কঙ্কালের কেয়ূরে কঙ্কণে !

তার মাঝে কোথা তুমি ? হা অভাগ্য পুরোহিত !
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা ? কোথা রক্ত সুলোহিত ?
সঞ্জীবন শক্তি-মন্ত্র ভাষা ?

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে।
সারাদেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বৃন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা !
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা !

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে',
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে' !
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে !

* * *

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্‌কির ফুল গাঁথে—
অবোধ্ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকীর হার মাথে!
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে!

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃদ্-স্পন্দন শুনি!
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদূর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে' শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিল্লির ঝুন্‌ঝুনি ;
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি!

আমি দীপশিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে ;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ!
উদ্‌গত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে!
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে।

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে ;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে!

অগ্নি-বৈশ্বানর

বিশ্বনরের বন্ধু যে তুমি, তাই নাম তব বৈশ্বানর !
তুমি অমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যের সাথে বাস কর তবু নিরন্তর !
নিত্য তোমার জন্ম নূতন, অরণি তোমারে প্রসব করে—
ওগো প্রমন্থ ! প্রসবি' তোমায় মাতা-পিতা যে গো পুড়িয়া মরে
তুমি হিরণ্যদন্ত, তোমার পিঙ্গল জটা, পৃষ্ঠ নীল,
তব অদ্ভুত জন্ম স্মরিয়া বিস্মিত মোর মরণ-শীল !
তুমি যবিষ্ঠ, দেব-কনিষ্ঠ, চির-নবজাত সগু-যুবা !
যজ্ঞ-সারথি, সোম-গোপা তুমি, তুমি ঘৃতাহারী ভরণ্যু বা ।
ঋষিদের ঋষি, তুমি যে অসুর, পুরোধা যে তুমি অশেষ-মেধা,
তুমি হুতাশন, অপাদশীর্ষ !—প্রণমি তোমারে হে জাতবেদা !

ওগো গৃহপতি, গৃহের অতিথি, ওগো দেবদূত হব্যবহ !
মৃত দারুদেহে অমৃত-অগ্নি—কেমনে বা তুমি লুকায়ে রহ !
ওগো জল-ভ্রূণ ! বৃষসম পুন লালিত যে তুমি জলেরি কোলে,
তুমি জলচর লোহিত হংস, জলে জ্বালাময় পক্ষ দোলে !
শ্যেনসম তুমি আকাশে বিচর, মহী 'পরে তুমি ক্রুদ্ধ অহি,
বিশ্বতোমুখ ! ওগো বরেণ্য ! পাবক তুমি যে—পাতক দহি' !
উদয় হও গো উজ্জ্বল রথে, বিদ্যুৎ-বিভা হিরণ্ময় !
ওগো তেজস্বী, নিয়ে এস তব অরুণবর্ণ অশ্বচয় !
হোতা সঁপে তোমা ইন্ধন নব, গ্রহণ কর গো এই সমিধ্—
মর্ত্ত্যের জ্ঞাতি, অমৃত-বন্ধু ! প্রণমি তোমারে বিশ্ববিদ্ !

আকাশে কৃশানু, বাতাসে অশনি, মর্ত্ত্যে অগ্নি-বৈশ্বানর—
মহা-অরণ্য-দাহন মূর্ত্তি স্মরি গো তোমার ভয়ঙ্কর !
শতগবীযুত পুঙ্গব যেন বাহিরাও তুমি বনের পথে,
অম্বরে ধায় ধূম-কদম্ব—কেতু সে তোমার মরুৎ-রথে !

চৌদিকে উড়ে উল্কার মালা, গ্রাস করে যত তৃণের রাশি,
পাখীরা শাখায় ভয়ে মূরছায়, পশুরা পালায় সহসা ত্রাসি'!
তব ক্ষুরধার দংষ্ট্রা-শিখায় মেদিনী-মুণ্ডে জটার ভার
ঘুচাও নিমেষে, শ্মশ্রু যেমন ঘুচায় নিপুণ ক্ষৌরকার!
সিন্ধু-সমান গর্জ্জন কর, সিংহের মত হুহুঙ্কার!
ওগো জ্বালাকেশ! কৃষ্ণবর্ত্মা! প্রণমি তোমারে বারম্বার।

আদিতে আছিলে অদিতির সাথে আকাশের নীল পদ্মবনে,
ঘর্ষণে কার গগনে গগনে উজলিয়া জাগো কি নিঃস্বনে!
আস্যে তোমার জ্যোতির্হাস্য, ঘোর তমিস্রা তুমিই হর,
নিবিড়-আঁধার নিশার ওপারে দৃষ্টি তোমার প্রেরণ কর!
হে মধুজিহ্ব! সপ্ত জিহ্বা প্রসারিয়া দাও আজি এ প্রাতে,
মিশে যাক তব পিঙ্গল জটা ওই বালারুণ-রশ্মি সাথে!
শত্রু মোদের নিপাত কর গো, বর দাও, দেব! বৃষ্টি দাও,
আর কৃপা কর কবিরে তোমার—মন্ত্র শোধন করিয়া নাও!
ওগো ত্রিজন্মা! ত্রিশিখ! ত্রিতনু! ওগো গৃহ-ভানু! রাত্রি-রবি!
পরমাত্মীয়!—প্রসীদ হে সখা! জুহূ ভরি' এই দিলাম হবি।

নূরজহান ও জহাঙ্গীর

মহবৎ খাঁ নূরজহানের শত্রুতায় ভীত হইয়া সম্রাটের কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি সম্রাটকে বশ করিয়া এবং কতকটা বাধ্য করিয়া নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর সম্রাজ্ঞী উক্ত আদেশপত্র হস্তে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

স্থান—কাবুলের পথে বাদ্‌শাহী শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

[বিস্তৃত গালিচার উপরে বাদ্‌শাহের গদী। সম্মুখে বহুমূল্য খাঞ্চায় নানাবিধ কাবুলি-মেওয়া, স্বর্ণপাত্রে শরবৎ ও মদিরা। বাদ্‌শাহ

নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে খোলা-কানাতের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল আকাশের নীচে তুষার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। মহবৎ খাঁ এইমাত্র প্রবেশ করিয়া বাদ্‌শাহকে নূরজহানের আগমন-চেষ্টা জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্জক, তেমনি বিষণ্ণ-গম্ভীর।]

জহাঙ্গীর

মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ্! হাতে দিয়ে পরোয়ানা—
এই বাদ্‌শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা!
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে!
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে!
এ-কাজ করিতে দুইবার ভাবে!—তবেই হয়েছে সাবা!
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ!—চোখ বুজে' ছুরী মারা!
বেহেশ্‌ত্ চাও ত চেয়োনা সে মুখে—নহে সে নূরজহান!
জাহান্নামের নূর বটে সেই!—সুন্দর শয়তান!
আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাবিদা!
এ সব কী ফুল? গুল্‌-আশ্‌রফি?—ফুলে কাজ নাই আজ,
রোদ ঢেলে হোক্ লাল-গালিচায় খুন্‌-খারাবির সাজ!
চাহি না বরফ, শর্‌বৎ মিঠা, খরমুজা কাশ্মীরী—
দিল্ করে' দাও শরাবে দরাজ—দেখাব বাদ্‌শাগিরি!...
ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর!—মাফ কিছুতেই নয়!
খস্রুকে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয়!
খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,—আমি কি আহাম্মক!
আমি রাজা, যার এত কোটী প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে,—
আমি কিনা ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে!
আর কথা নয়,—ঠিক, মহবৎ! বড় তুমি হুঁশিয়ার!

এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার !...
কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ্‌গবি !—
আমারই কেল্লা লাহোর যেন সে—তারি মত এক ছবি !
মাঝখানে তার মস্ত মিনার—আকাশে ঠেকেছে মাথা !
এত উঁচু,—তবু জমিন্‌ হ'তে সে সমান সোনায় গাঁথা !
নীচে চারিদিকে আলো-আব্‌ছায়া, আস্‌মানে একরাশ
কিসের আতস ?—দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাস !
হঠাৎ একটা হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা,—
থাম ভেঙে গেল, আলো নিবে গেল—এমনি তামাসা-খেলা !
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে—এ যে বড় বিপরীত !
পাগ্‌লা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত !
না, না, ভালো নয় ! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল ? কেমন লাগে ?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে !
কথা কও না যে ! বড় বেতমিজ্‌ !—
আরে, আরে !—একি ! একি !
মহবৎ ! ধর ! সরাও পেয়ালা !—সেই আসে, ওই দেখি !
এয় খোদা ! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ—
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন !—এত বিষ গুল্‌-রোখ্‌ !
জোয়ানী সাবাস !—সেই কালো-চোখ কালো-জহরের ছুরী !
ছেঁড়া-কলিজার খুন-মাখা সেই ঠোঁটের গোলাব-কুঁড়ি !
এতকাল পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার ?
আরে, আরে !—এই জান্‌খানা টেনে চিরদিন জেরবার !

* * *

মেহেরুন্নিসা ! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন ?
হুকুম ছিল না—আদব ভুলেছ ? ভালো নাই মোর মন !
শাহ-বেগমের ইজ্জৎ কোথা ? ওড়্‌নাও গেছে ঘুচে' !
খালি পায়ে নেই জুতাটুকু ! বুঝি শরম ফেলেছ মুছে' ?

নূরজহান

কার ইজ্জৎ আলী-হজ্‌রত ?—হাসি পায় শুনি' কথা !
এত অভিনয় শিখিলে কোথায়—কে শিখাল চতুরতা ?
সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা—
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা !
মুখে-বুকে এক !—মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি,
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অনুমানি' !—
আজ এতদিনে একি পরিচয় !—বুকে এক, মুখে আর !
নূতন পীরের নূতন মুরিদ !—বাহবা, চমৎকার !
বাদ্‌শার সাথে বেগমের দেখা !—বড় তার ইজ্জৎ !—
এখনো সমুখে দাঁড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ !
তামাসার কথা ভালো নাহি লাগে, সে সময় আজ নাই,
বুকে যাহা ছিল, মুখ ফুটে' তার কিছু ক'য়ে যেতে চাই।
শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ ঘৃণা হয় আপনারে !
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দরবারে !
জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর—মৃত্যু-মূরতি তার
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিসার।
স্বামী বটে, তবু আজ আমি তাঁর নই যে সীমন্তিনী—
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি !—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
খুলিয়াছি তাই,—জীবনে আব্রু, মরণে পর্দ্দা নাই !—
দুনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ ?—ওড়্‌না পরিনি তাই।
মরণের ঘাট পিছল নহে কি ? জানো না কি জাহাঁপনা ?-
কতটুকু পথ ? কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরীতে বোনা ?
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু, দাও তারো তরে সাজা,
মরণের বাড়া সাজা আছে জানি, তাই দাও তবে, রাজা !

জহাঙ্গীর

বৃথা অভিমান, মেহের !—তোমার স্বামী শুধু নই, নারী,
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি ?

ঘোর অপরাধে অপরাধী তুমি—রাজ্যেরি দুষমন্ !
ন্যায়ের সূক্ষ্ম-বিচারে তোমার মৃত্যুই নিরূপণ !
তার লাগি' বৃথা দূষিও না মোরে—

নূরজহান

থাক্ থাক্, বুঝিয়াছি—
ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিয়াছি !
যে-আসনে বসে' দণ্ড ধরেছে আক্‌বর হুমায়ুন,
তুর্কীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ—
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয় !
অসহায়া এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয় !
এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর !
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম !—এই কি পুরুষ তোর !
অপরাধ মোর যত বড় হোক, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়ায়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী !—রাজারে রেখেছে বাঁধি' !
জল্লাদ কোথা ? শূল পোঁতে নাই ? মরা-মহিষের খালে
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে !
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি !

জহাঙ্গীর

কহিও না আর ! চুপ কর ! একি পাগলের চীৎকার !
মহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্ব্বিকার !
জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোন পাপ,
কোন কথা এর লই নাই মনে, করিও না অনুতাপ ।
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারী—শেষ করে' লও সব,
গালি দিও নাক' অকারণ মোরে, কেন মিছা কলরব ?
এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে—ব্যথার উপরে ব্যথা !

নূরজহান

হা মোর কপাল ! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয় !
মাফ চাহিবারে আসিয়াছি আমি—এতই মরণ-ভয় !
এই পরোয়ানা পায়ে দ'লে ছিঁড়ে, ফিরে' দিতে আমি চাই !—
মহবৎ ! ওই বন্দী, না তুমি বাদ্‌শা—শুনিতে পাই ?
তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুলতানা !
তুমি হবে তার জানের মালিক !—খুন কর—নাই মানা।
পরোয়ানা কেন ?—ছুরী হানো ! এই বুক পেতে দিই আমি,
নারীহত্যার পাতক তোমার—সাক্ষী তাহারি স্বামী !…

মরণের ভয় করি না যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম,
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম।
বল শুধু তুমি—আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে—
জীবনের বোঝা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে !
বল, তুমি নও বাদ্‌শা এখন—এ দাসী বেগম নয়,
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয়।
বল, সুখী হবে—রাখো মিছা কথা—দোহাই তোমার স্বামী !
বল শুধু মোরে, 'মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি'।
সেই আশ্বাসে আসিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে—
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও লড়েছি, ঝিলামের স্রোত ঠেলে,
হাতীর উপরে,—জানে মহবৎ—একদিকে তারে ঢাকি',
আর দিকে ধনু, যতখন তূণে একটিও তীর বাকি।
সেও তোমা লাগি'—ভেবেছিনু বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে,—
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে !
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি—তোমারি কি প্রয়োজন ?
বল একবার !—শুনি' সেই কথা শান্ত হউক মন।…

মনে পড়ে সেই খুশ্‌রোজ-রাতি ?—সুর্মা-কেনার ছলে,
মোতি-মস্‌লিন-জহরত্‌ ফেলে চাহিলে ওড়্‌না-তলে।

হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম—"উহার নমুনা নাই,
রংমহলের রং নয় ওযে, ও-কাজল কোথা পাই ?
তবু চিনে রাখ—তুমি যে হুনরী !—দেখ দেখি ভালো কিনা ?
এর চেয়ে ভালো—মর্ম্মরে ফোটে কালো পাথরের মিনা ?
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে 'সোরু'-তরুটির মূলে—
ঘাসের জাজিমে, জ্যোৎস্না-চাদরে—যমুনার উপকূলে ?"
মুখ খুলে দিয়ে, খুঁতি তুলে ধরে', চাহিলেন রাজ-মাতা,
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে ঢুলে' নুয়ে প'ল মাথা !
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাণ্ডুর বেদনায় !
শুনিনু, সেলিম শাহজাদা সেই !—হারাইনু চেতনায় !
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আজি শেষ !
এখনো আঁখিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ ?
চাও একবার !—মিনতি তোমায়—কোন ভয় নাই আর,
এখনো কি হয় খুশ্‌রোজ-খেলা, বাদ্‌শাহ দুনিয়ার ?
খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাদুকর !—
লজ্জা কি তায় ? কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর !
একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো,
হয়তো তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো' !
আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,
রংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—
নিবাইয়া দাও আপনার হাতে !—ডেকো না চেরাগ্‌চীরে !
যে-হাতে জ্বেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে !
আঁচ লাগিবে না, তাপ নাহি তায় ! জ্বালা কোথা জুড়াবার ?
দেখ—হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর ?

জহাঙ্গীর

ভয় করে, নারী, আজও ভয় করে !—চেয়ো না অমন করে' !
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে' !
মেহের ! তোমার মোহনী সুরত্‌ !—পরীরাও ফিরে চায় !

আজও মনে হয়, সেই খুশ্‌রোজ ওই চোখে চমকায় !
কোথা হ'তে এলে, মরু-মঞ্জরী ! আগ্রার উদ্যানে ?
ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে !
ছিল যে মাতাল, মদের নেশায় দিনরাত মশ্‌গুল—
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে ?—একি নসীবের ভুল !
বাদ্‌শার ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বস্‌রাই গুলে !
খোদার বান্দা বুত্‌-পরস্ত্‌—আখেরের ভয় ভুলে' !
কোথায় ইমান পৌরুষ গেল ? কি মোহিনী জানো, নারী !
মোগলের তখ্‌ত্‌ ফুলদানী হ'ল ! কালো-চোখ তরবারি !
রুটী ও পেয়ালা সার হ'ল শুধু—স্বপনে কাটাই দিবা,
রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা !
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাঁড়াবে সে বুকে—
কার তরে আজ এ দশা আমার ? মজেছিনু কোন্ সুখে ?
সেই সুখ আজও উথলিয়া ওঠে—ওই মুখে যদি চাই !
দোজোখ্‌ বেহেশ্‌ত্‌ এক হয় দেখি, জ্ঞান-হারা হয়ে যাই !
আমি অপরাধী—এ কথাও ঠিক !—কি হ'ল ? কাঁদছ ! ছি !—
শুনিছ না কিছু !—ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি ?

নূরজহান

কিছু নয় !—শুধু ওই ফুলগুলা—গুল্‌-আশ্‌রফি বুঝি ?
বাংলা-মুলুক মনে পড়ে' যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি !
ওরি মত ঘোর-সোনেলা গোলাব ফুটিত বর্দ্ধমানে,
কি জানি কেন যে—ওই রং চোখে হুহু করে' জল আনে !
তাই ভুলেছিনু হঠাৎ কেমন !—শুনি নাই শেষ-কথা,
গোস্তাকী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা !

জহাঙ্গীর

আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ !—মহবৎ ! মহবৎ !
ভরা-দুপুরেই দিন ডুবে যায় !—ঝুটা তেরি শর্‌বৎ !

পেয়ালার পর পেয়ালা ভরেছি—বেহুঁশ করেনি দিল্‌!
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ্‌ বাড়ে না যে একতিল!
যাক্‌! সব যাক্‌! লাথি মেরে ভাঙো! কর সব চুরমার!
কাজ নাই মোর বাদ্‌শাহী তখ্‌ত্‌—দিল্লীর দর্‌বার!
ঘোড়া নিয়ে এস—খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান!
শহর-কেল্লা জ্বালাইয়া দিয়া রাঙাইব আস্‌মান!
তৈমুর! আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা নাই?
বিষের জ্বালায় বুক জ্বলে, তবু বসে' থাকে এক-ঠাঁই!
যেথা যত আছে সুন্দর মুখ—কাটিয়া পাহাড় কর!
কালো-চোখ সব ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাজার থলিতে ভর'!
মস্‌জিদ্‌ হোক্‌ ঘোড়া-ঘর, আর হারেম কসাই-খানা!
আল্লার নাম করে যদি কেউ টুঁটি কেটে কর মানা!
বুক ফেটে যায়!—এও কি আমার শাস্তির শেষ নয়!—
ওরে হতভাগী! নাই তোর মুখে এতটুকু বিস্ময়!
চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়া নাই মনে তোর!
রাক্ষসী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর!…
মহবৎ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর—
এত বড় এই বাঘের পাঁজরে তুমিই বিঁধিলে তীর!
তবে আর কেন? বাঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও!

নূরজহান

ছি-ছি, ছি-ছি! এই দাঁড়াইনু আমি, নড়িব না এক পা'ও!
কেন অপমান কর আপনার?—তোমারি হুকুম ঠিক!
মহবৎ তারে ফিরাইয়া দিবে!—ধিক্‌ তায়, ধিক্‌! ধিক্‌!
মরিতে চাহিনি একদিন বটে—এমনি সে পরোয়ানা
পেয়েছিনু, সে যে পাঁচ-আঙুলেই রক্তের সই টানা!
সঙ্গে তাহার দিয়েছিল ছুরী—জ্যোৎস্নায় তুলে ধরি'
দেখি সে কঠিন ইস্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি'!—
সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাঁচিবারে পুনরায়,

সারারাত তাই বুকে করি' শেষে ফেলে দিনু দরিয়ায় !
পিছনে যেন কে চুলে ধরি' মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি'—
তারি বেদনায় মূরছিয়া ফের জাগিলাম রাজরাণী !
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটীকা—
মোতিমহলের শামাদানে জ্বলে আলেয়ার আলো-শিখা !
রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত ?—
তোমার তাজের কোহিনূর নয়—হৃদয়ের সেলামত !
রূপের কদর জানি খুব জানি !—তস্‌বীরে হয় আঁকা,
রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্‌বীর লাখ-টাকা !
কেউ ঝরে' যায়, কেউ বা লুকায় অশ্রুর কুয়াসায় !
বাঁদী-হাটে কেউ শিকলিতে বাঁধা, হতাশ নয়নে চায় !
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা নিয়া
দ্বারে-দ্বারে কেঁদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া !
নূরজহানের রূপ বড় নয়—বড় ওই বুকখানা !
তাই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ানা !...
হে মোর বিধাতা ! নিয়তি আমার ! দরদী গো নির্দ্দয় !
জনমের মত ঘুচাইয়া দাও তোমার প্রেমের ভয় !
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা ?—ঘুমাইতে পাব সুখে ?
কবরে আমার ভালো করে' দিও পাথর চাপায়ে বুকে !
যদি কোনদিন আবার কখনো নাম ধরে' ডাকো তায়—
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি' বসিবে যে পুনরায় !
দোহাই তোমার !—যা-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা,
বল, বল—এই প্রাণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা ?

জহাঙ্গীর

ভালো করে' কাঁদো ! ঢাকিও না মুখ—এত শোভা, মরি মরি !
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি' !
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দর্‌বারে,
'রোজ্‌-কিয়ামত্‌'-ভেরীর আওয়াজ থেমে যাবে একেবারে !

যত পাপ, 'গোনা',—দুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ হয়ে যাবে ! শয়তান এসে দাঁড়াইবে যোড়পাণি !…
মহবৎ, তুমি পাথর বনেছ ! কোনো কথা নাই মুখে !
এত বে-দরদ্ !—কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে ?
এখনো দাঁড়ায়ে কি দেখিছ বীর ? আরো কি বিচার চাও ?
বলিও না কিছু—আর বলিও না !—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার !—কি ভাবিছ মহবৎ ?

মহবৎ খাঁ

যেমন আদেশ বান্দার 'পরে—তাই হোক্ হজ্ রত্ !

মাধবী

শরতের রবি প্রহরে প্রহরে ঢেলেছে তপ্ত সোনা,
নীলের পাথারে শাদা-মেঘেদের সারাদিন আনাগোনা।
সন্ধ্যা তখনো হয় নাই, পথে চলেছি মাঠের পানে,
থমকি' দাঁড়ানু ডাহিনে অদূরে ইঁদারাটি যেইখানে।
উঁচু পাড় তার, তলাটি বাঁধানো, তক্‌তকে চারিধার,
একটি সে বড় বকুলের তলে একটু সে আঁধিয়ার।
সেইখানে দেখি, অপরূপ একি ! তখনি লইনু চিনি'—
অস্ত-মেঘের লাল বাস পরি' দাঁড়ায়ে সৌদামিনী !
নট্‌কনা-রং শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা !
মুখটি আড়াল, খোঁপাটি আতুল—দোপাটির ফুল তায়,
গণ্ড, চিবুক, একটু সে গ্রীবা, হাতখানি—দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র সে ফুলতনু—
সবটুকু তার দেখা নাহি যায়—শরতের রামধনু !

তবু মনে হয়, হেরিলাম যেন সবটুকু আঁখি ভরি',
ষোলকলা যেন নিমেষে পূরিল সপ্তমী-বিভাবরী !
না-দেখা সে মুখ আভাসে হেরিনু অন্তর-আঁখি দিয়া—
কত জীবনের পরিচয় সে যে, চির-জীবনের প্রিয়া !
তাহারি মূরতি গড়িয়া তুলিনু সকলের-গাওয়া গানে,
ধরিলাম তায় ছায়া-আলো-আঁকা অবনীর মাঝখানে !
কালো কেশতলে ললাট-নিটোলে আঁকিনু যে ভুরু দুটি,
চেয়ে তার পানে উদ্ধত জনে চরণে পড়িল লুটি' !
অনলে-সলিলে মিলায়ে রচিনু উজল আঁখির তারা,
ওষ্ঠে বহিল বিষ-নিশ্বাস, অধরে পীযূষ-ধারা !
আমার মানসী মানবীর রূপে, বকুলের ছায়াতলে,
দাঁড়াইল পুন, মুখখানি আর ঢাকিল না কোন ছলে !
আজ মনে হয়, একি পরিচয় ! আঁকিনু এ কার ছবি !—
সকলে যে মুখ বাখানিল, হায়, তারে ত দেখেনি কবি !

হায় কবি, হায় ! এমনি করিয়া জীবনের যত ফাঁকি
কল্পনা-রঙে রঙিন করিয়া ঢুলায়েছ দুই আঁখি ।
আধখানি দেখে' বাকি আধখানি ভরিয়া গানের সুরে,
যাহার প্রতিমা গড়িতেছ তুমি, সে যে থেকে যায় দূরে !
লাজ ভেঙে দিয়ে, মুখটি ফিরায়ে, খুলিল নয়ন-তারা,
আপন পুতলি হেরিয়া সেথায় হওনি আত্মহারা ।
সারাটি রজনী দীপ জেলে রেখে, বাঁধিয়া বাহুর ডোরে,
স্বপন-মগন সে-রূপ তাহার দেখনি নয়ন ভরে' ।
হৃদয় যাহারে দাও নাই, তারে মনের মুকুরে ধরা !
ডুব নাহি দিয়ে, শুধু রূপ-জলে গানের গাগরি ভরা !
ভালো যারা বাসে তারাই চিনেছে, তুমি আঁকিয়াছ তারে-
সে-দিনের সেই তরুণীরে নয়—নিখিলের বনিতারে !
যার তনু ঘেরি' আরতি করিল শরতের আলো-ছায়া—
মানস-বনের মাধবী সে হ'ল ?—ফাগুনের ফুল-কায়া !

কন্যা-শরৎ

দোপাটি ফুল—চুট্‌কি পায়ের,
সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
গোট পরেছে অপ্‌রাজিতার,
কুন্দকলির সাতনরী-হার,
আঁচল-খুঁটে রিংটি-ভরা
কৃষ্ণকলির লাখ চাবি !

সাদা মেঘের গামছা ভাসে
আকাশ-দীঘির ডুব-জলে,
সাঁতার দিয়ে কে ধরে তায় ?—
স্বপন যে ছায় আঁখির পাতায় !
নাইতে নেমে বাড়্‌ছে বেলা,
দুপুর-রোদে রূপ জ্বলে !

মাটির পরে লুটোয় যে তার
বারানসীর সেই চেলি—
আলোয়-কালোয় ওই যে বোনা
কল্কাখানির সাঁচ্চা সোনা—
পথের ধূলোয়, বনের ফাঁকে,
হেথায় হোথায় দেয় মেলি' !

শিউলিগুলি খোঁপায় প'রে
সাঁজের প্রদীপ নেয় জ্বেলে,
ভোর-আঁধারে চুলটি খুলে'
আবার সে সব দেয় ফেলে।
লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমাতে

আল্‌পনা দেয় আপন হাতে,
রাত পোহালে জল্‌কে চলে—
সোনার ঘটে কাঁখ চাপি'!

শিউলির বিয়ে

বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেল্‌বে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডালটি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে!
বেল-মালতী, জুঁই-চামেলী—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের—যেমনটি চাও, জুট্‌বে তেমন বর।
শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখ্‌ত তারে পাতার আড়াল থেকে।
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, "বিয়ের বয়েস হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি-ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।
বাপ তো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই!"
শিউলি বলে, "তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে' দাও।"
শুনে' সবাই ছি-ছি করে—'এমন দেখিনি!
কুলীন বলে' লজ্জা-সরম একটু রাখে নি!'
সন্ধেবেলায় ফুল-বাবুরা বল্‌লে মীটিঙ্‌ করে'—
শিউলিরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে এক-ঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটীতে, থাক্‌বে না জাত মোটে

শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা! ভাব্‌না কিসের, শুনি?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয় ত' এখ্‌খুনি!"

* * *

দখিন-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে' যাই চল্‌—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল;
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে!
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্‌বি মনোহর!
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাঁধন খুল্‌ব নাকি, সই?"—
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ-কুসুম হই!"

জ্যোৎস্না এল, জরীর চাদর ধূলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে;
সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে!
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বল্‌লে, "তোমার নেই পাউডার?—দেখায় সে কি ভালো?
রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।
নিশুত্‌ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আস্‌বে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,
বনে বসে'ই পারবে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয় না দেখে' জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্বপন ভুল্‌তে ধরণীরে।'

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,—

শিউলি শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে—"ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ।
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি?*
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি?
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্‌তাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য আশিস্ যে সে!
মেঘের মতন, শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।"

শিউলি বলে, "থাম্ না তোরা, দুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠবে জেগে, বল্‌বে—গলায় দড়ি!—
সইতে আমি পার্‌বো না সে,—তবু দোয়েল ভাই,
কুলীন হ'য়েও কেমন করে' এমন ঘরে যাই!
বুঝ্‌ছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাক্‌ব না এইখানে।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলেম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার!
তাই ত আমি মনে-মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হ'ল—ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্‌নি কপাল!—দেখ্‌তে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!…
বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি? মিহিন্ কুয়াশায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়্‌নাখানির প্রান্ত?
সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।"

* * *

সকালবেলার ঘুমটি ভেঙে সবাই দেখে আসি—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি !

বাদল-রাতের গান

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে,
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে—
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।
গভীর রাতে নিদ্রাহারা—
মনের ঘরে বেড়ায় কারা ?
চম্‌কে ওঠে বাতির আলো,
দেয়ালে সব কালো-কালো
ছায়া নাচে—হাতটি হাতে,
বাদল-বাঁশীর সাথে-সাথে !
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।

বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
বৃষ্টি-ধারায়, বিজন বাসে।
হারা-দিনের স্বপনগুলি
চোখের পাতা দেয় যে খুলি' !
যা' ছিল, যা' হবে না আর—
সেই গানেরি সুরের বাহার
বাজায় বাঁশী বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে !

বৃষ্টি পড়ে ঘরের ছাতে—
জ্যোৎস্না নামে আঁখির পাতে!
বাদল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদ ওঠে যে!—কোকিল ডাকে
বাদল-ধারায় বাঁশী বাজে
দুপুর-রাতে প্রাণের মাঝে!

একটি সে পথ ছায়ায়-ঢাকা,
আঁধার-আলোর মায়ায় মাখা—
সেই সে পথে এক তরুণী
(এখনো তার কাঁকণ শুনি!)
ভর্‌তে আসে কলসটিরে
হাসির গাঙে, সুখের নীরে!
হঠাৎ গেল পথ হারিয়ে—
কার ঘরে সে উঠ্‌ল গিয়ে!
আজ্‌কে যে তা'র সে-মুখখানি,
অধর-ভরা মৌন-বাণী,
নিদ্রাহারা আঁখির পাতে
স্বপন দেখায় বাদল-রাতে!

বাদল-মেঘের অশ্রুজলে
দেখ্‌ছি যে তার কুম্ভ ভরা!
উছ্‌লে ওঠে কক্ষতলে—
আঁক্‌ড়ে তবু বক্ষে-ধরা!
দাঁড়িয়ে ঝুঁকে শিথান 'পরে,
বৃষ্টিধারার গান সে করে!
কালো চোখে পলক যে নাই,
কালো কেশের দিশা না পাই!
কেবল অধর তেমনি আছে—
তেম্‌নি রাঙা, বুকের আঁচে!

সেই সাহসে মনের ভুলে
দিতে গেলাম মুখটি তুলে—
জান্‌লা ঠেলে দম্‌কা-হাওয়া
ধম্‌কে বলে, "আবার চাওয়া!
সিঁদূর ও যে সিঁথির সীমায়—
পরের ঠোঁটে চুমু কি খায়!"

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে,
বৃষ্টিধারার একটানাতে,
'হ'ত যা'—তা' আর হবে না'—
গাইছে তারি সাথে-সাথে!
আবার স্বপন ঘনিয়ে আসে
বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
গাছের মাথায় বাতাস মাতে,
গভীর দুপুর-বাদল-রাতে।
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।

বাঁধন

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
দীপ মিটি-মিটি, শেষ হয় রাত,
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠে জড়ায়,

ছোট হাতখানি
বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে।

আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর
জাগরণ!
একি আঁখি-সুখ আহরণ!
কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন্ সুখে প্রাণ তুলিছে আকুলি'
রমণীর মুখে নূতন মহিমা—
নিমেষে টুটিল
আবরণ!
আজি নিশা-শেষে এক সুমধুর
জাগরণ!

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন
অনিমেষে—
স্বরগ-সুধার রসাবেশে!
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে—
শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝল্মল্ করে হারখানি তার
পয়োধর-মূলে
সরে' এসে!—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন
অনিমেষে।

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—

রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা !
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
একি অপরূপ রূপের লাবনি !
সুন্দর ! তব একি ভোগবতী
মরম-পরশী
রসধারা !
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা ।

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ।
জনমে-জনমে ওই বাহুপাশ,
শিশু-কণ্ঠের ওই কলভাষ,
বাঁধিয়াছে জানি গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া
দৃঢ়-ফাঁসে—
তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর
বাহুপাশে ।

পথিক

জানি শুধু—যাব বহুদূর,
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে !
জানিনা কোথায় কবে
পথ-চলা শেষ হবে—
লুকাইবে লোক-লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে ।

যত চলি তত ফিরে ফিরে
চেয়ে দেখি দূর বনরেখা—
ফেলিয়া এসেছি যারে
রাতি-শেষ আঁধিয়ারে,
স্মরি' তায় ঝরে আঁখিনীর,
আবার যে-একা—সেই একা !

পড়ে' আছে নব উষাপানে
দূর দেশ, কোথা নাহি কেহ !
তারি মাঝে তরু-ছায়া
রচিবে নূতন মায়া,
পুন কোন্ অচেনার গানে
ভুলে যাব কালিকার স্নেহ ।

শুধু চলা !—পিছনে সমুখে
পথখানি আদি-অন্তহীন !
সমুখেরে করি পিছে—
কাল ছিল, আজ মিছে !
মেতে উঠি ক্ষণিকের সুখে—
ভালোবাসি, তবু উদাসীন !

তবু এই জনম-জাঙাল
চাহি না যে শেষ করিবারে !
জানিতে চাহিনা কবে
দেহ-যাত্রা শেষ হবে—
মুছে যাবে লোক-লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে ।

মৃত-প্রিয়া

কাল রাতে সে স্বপ্নে আবার দাঁড়িয়েছিল এসে,
তেমনি করে'—তেমনি মলিন হেসে !
মুখখানি তার ছোট-বেলার মত—
নতুন-বিয়ের বধূর মতন নত,
শিশির-ধোয়া ফলটি যেমন—অশ্রুজলে মাজা'
গাল দু'খানি তেম্‌নি নিটোল তাজা !
দাঁড়াল সে জান্‌লাটিতে এসে,
স্বভাব-সরল বালা-বধূর বেশে।

দুই হাতে তার মুখটি তুলে' ধরে',
দিলাম শুধু দৃষ্টি-চুমায় ভরে'।
চোখের কোনায় ঘুমের কাজল টানা—
ঘরের ভিতর আস্‌তে যেন মানা !
ইচ্ছাটি তার—বাঁধি বাহুর ডোরে,
আমি কেবল মুখটি দিলাম দৃষ্টি-চুমায় ভরে'।

যাবার বেলায় শেষ-বিদায়ের রূপটি সে ত নয় !—
সে যে আরো অনেক বয়স—অধিক পরিচয় !
এ যেন সেই আদর-চাওয়া নিত্য-অভিমানী—
প্রথম-প্রেমের ফুল-ফাগুনের সোহাগ সুখের রাণী !
এ যেন সেই কিশোর-কালের বৃন্দাবনের সাথী,
—ভরা-দুপুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি !
ছিল যখন বুকের মানিক বাহুর হারে গাঁথা,
গাল দু'খানি ধর্‌লে হাতে, বুজ্‌ত চোখের পাতা !
মুখখানিতে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে-ওঠা একটু অনাদরে—
ফুট্‌ত হাসি তেম্‌নি আবার একটি চুমার পরে !

এ যেন সেই দীঘির জলে সকালবেলার ফুল,
বোঁটায় যেন ভার সহে না—পাপ্‌ড়িতে আকুল !

চাঁদ ছিল না, বোধ হয় যেন শুধুই তারা জলে—
স্বপন-সাঁজের আলো-ছায়ার তলে
চেয়ে মুখের পানে—
মনে হ'ল, সে বা কোথায়, আমিই বা কোন্‌খানে !
এত কাছে, এত আপন !—প্রাণের পরিচয় !
তবু যেন আমার সে নয়, নয় !
তারে যেন হারিয়ে গেছি, আর পাব না ফিরে—
সে যেন কোন্ পরদেশিনী—আর-এক সাগর-তীরে,
কোন্ সে মহা রহস্য-মন্দিরে
বাস করে সে একাকিনী—বল্‌তে আছে মানা,
আমার সে যে নিতান্ত অজানা !

কইলে শুধু একটি কথা—কণ্ঠ যেমন মধুর,
তেমনি করুণ বুক-ফাটা স্বর অভিমানী বধূর !—
আদর করে' হাত দু'খানি হাতের মুঠায় ভরে'
জিজ্ঞাসিলাম, "হাঁগো, তুমি এলে কেমন করে' ?"—
চোখ নামিয়ে মাটির পানে চেয়ে,
বল্‌লে যেন কতই ব্যথা পেয়ে—
"এসেছি যা' করে' !"
—কান্নাতে তার কণ্ঠ এল ভরে'।
আমি যেন কতই নিঠুর, কতই উদাসীন—
একটিবারও দেখ্‌তে তারে চাইনি এতদিন,
তারই যেন একার জ্বালা—তারি যেন মরণ !
টানতে গেলাম বুকের কাছে—হয় না যে আর স্মরণ !

হঠাৎ গেল ঘুমটি ভেঙে, রাত্রি তখন অনেক—
বাইরে এসে আকাশ পানে রইনু চেয়ে ক্ষণেক ;

মনে হ'ল, এই ছিল সে দাঁড়িয়ে আমার পাশে,
এখনও তার কথার আভাস কানে আমার আসে!
কৃষ্ণা রাতি—মাথার উপর মস্ত শামিয়ানা—
সোনার-কুচি-ছিটিয়ে-বোনা কালো কাপড়খানা!
তারি তলায় বিজন অন্ধকারে,
দুটি কথা চুপি চুপি বলিই যদি তারে—
শুন্‌তে দেবে নাকি?
মৃত্যুপুরীর প্রহরীদের ঢুল্‌তেছে না আঁখি,
এমন গভীর নীরব নিশুত্‌-রাতে?
আকাশের ঐ একটি কোণা একটু তুলে' হাতে,
চায় যদি সে একটি পলক,
সরিয়ে দিয়ে আঁধার-অলক,
সেবারের সেই ছাদ্‌না-তলায় শুভ-দৃষ্টির মত!—
বাণীটি তার বাজ্‌বে নাকি গহন-রাতির বীণায় অনাহত?
হ'লই বা সে অনেক দূরের
একটুখানি বাঁশির সুরের—
ঝর্ণা-ঝরার—শব্দ যেন, সুদূর-পরাহত!
তারায়-তারায় পৌঁছে দেবে চোখের চিঠিখানি—
অকূল হ'তে আকুল-করা কাতর দিঠিখানি!

ওগো, তোমার পথ খুঁজে আর আস্‌তে হবে নাক',
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো!
স্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জেলে,
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে,
পৌঁছব যে তোমার ঘরে আমি—
সেদিনের সেই চার-চোখেতে প্রথম-চাওয়ার স্বামী!
জানি, তুমি আর ভুলেছ সবি—
দেহ-মনের সকল কালের ছবি,
অভিনয়ের সজ্জা যত—সব ফেলেছ খুলে,

বাঁধা-বেণী এলিয়ে এলোচুলে,
মৃত্যু-সিনান শেষে এখন পর্‌লে নিয়ে টানি'—
প্রেমের যেটি আসল বয়স তারি বসনখানি !
নও গৃহিণী, নও ঘরণী—সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল !
সংসার ত' তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পল্‌কা বোঁটার ফুল !
একটু আছে গন্ধ-মধু, তা'তেই করে অমর—
পরশ-মণির পরশ সে যে—বধূ-বরের অধর !

সেই ভরসার তরীখানি আঁধার অভিসারে
এপার হ'তে বাইব আমি তোমারি ঐ পারে।
তোমায় আবার আন্‌তে যাব চতুর্দ্দোলায় চড়ি',
ফুল-শয্যা যাবে আবার চাঁদের আলোয় ভরি'।
ঘোমটা-খোলা মুখখানি সে দেখেও বারম্বার,
মনে হবে নতুন-দেখা, চির-চমৎকার !
যে-কথাটি বল্‌তে বাধে—লজ্জা করে কত—
বল্‌তে তবু কতই না সাধ—সেইটি অবিরত
লজ্জা-রাঙা মুখটি তোমার দুইটি হাতে তুলে',
জিজ্ঞাসিব অধীর হয়ে, ভালোবাসার ভুলে।
সত্যিকারের সেই ক'টা দিন—চিরদিনের অতীত—
তারাই রবে সাথে সাথে—মরণ-মোহন অতিথ !
জগৎটারে রাখ্‌ব আমি দুয়ার হ'তে দূরে—
অজর হব স্মরণ-সুধায় পাত্রখানি পূরে' !
নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপন পাঠিয়ে দেব তোমায়,
আমায় তুমি হারাওনি ত !—সিঁদূর নিয়ে গেছ সিঁথির সীমায়।

মৃত্যু-শোক

এই মর্ত্ত্যের মূর্ত্তি-মেখলা
যে-রূপে বাঁধিল যারে,—

সেই অপরূপ রূপখানি যবে
মিশে যায় নিরাকারে,
সারা ধরণীর বায়ু-মণ্ডল
প্রেমিকের চোখে করে ছল্‌ছল্‌,
দিবসের ছায়া-আলোকাঞ্চল
অশ্রু মুছাতে নারে,
একটি সে রূপ না হেরি' নয়নে
বুক ভরে হাহাকারে।

যেমনি সে হোক্—তাই সুন্দর,
কেহ নহে তার মত!
জগতে কোথাও নাই সমতুল—
তাই কাঁদি অবিরত।
বহুর মাঝারে সেই একজন,
এক সে দেহের একটি গঠন—
তার যাহা-কিছু তাহারি মতন,
—একবার হ'লে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর গড়িবে না
কায়াখানি তার মত!

হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ!—
দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে!

তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা !—
প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে,
তোমারে নমস্কার !
দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব !
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব ?
হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব !
পিরীতির পারাবার !
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার !

যাহারে হারাই তার মত নাই—
এই শুধু মনে জাগে,
তাই আমরণ স্মৃতি-মন্দিরে
নাম জপি অনুরাগে।
দেহ নাই আর, তবু দেহ দিয়া
প্রেতলোকে তারে রেখেছি বাঁধিয়া,
রূপ অরূপের দুয়ারে কাঁদিয়া
তারি দরশন মাগে—
কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার
রাখি নয়নের আগে !

দেহ নশ্বর, নহে তাঁর মত—
ভুবনেশ্বর যিনি,
তাঁরে পাওয়া যায়, যোগী-সাধকেরা
সাধনায় লয় জিনি'।
আর তুমি, প্রেম !—দেহের কাঙ্গাল !
হারাইলে আর পাবে না নাগাল,
শতযুগ এই জনম-জাঙ্গাল
ঘুরিলেও কোন দিনই

পড়িবে না চোখে সেই রূপ-রেখা—
স্বপনের সঙ্গিনী !

যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও—
কি তার মূল্য আছে ?
তাই মহেশের অচল বক্ষে
মহামায়া ঐ নাচে !
গলে দোলে, হের, মুণ্ডের মালা,
লোল রসনায় পিপাসার জ্বালা,
পিঠের তিমিরে মৃত-দিক্‌বালা
দশদিক্ ব্যাপিয়াছে !—
মথিয়া চিত্ত, মহা অনিত্য
নিত্যের বুকে নাচে !

যার সাথে দেখা শুধু একবার,
অসীমের সীমানায়,
জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ
মৃত্যুর মোহানায় !—
জল-তরঙ্গ তটের কিনারে
আছাড়ি' পড়িয়া গড়িছে যাহারে,
তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে
স্রোতোমুখে পুনরায় ?
তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক
দুর্ল্লভ-কামনায় !

অসীম আঁধারে সে যে বিদ্যুৎ !
—অদ্ভুত পরকাশ !
সাগরে-গগনে ক্ষণ-আহ্বান—
সৃষ্টির উল্লাস !

তাহারি বিহনে বিদারি' শ্মশান
কাঁদে সতী-হারা শিবের বিষাণ,
তারি নখকণা তীর্থ-নিশান
—অমৃতের আশ্বাস !
পীঠে পীঠে তারি পাদপীঠ 'পরে
পাষাণের পরিহাস !

তাই মনে হয়—দিবসে নিশীথে,
তন্দ্রায় জাগরণে,
হারা-মুখ যবে ধেয়াই একেলা
বেদনার তপোবনে—
যেন চলিয়াছি তরণী বাহিয়া
অস্ত-রঙ্গীন আকাশে চাহিয়া—
যেন সে গোধূলি-আলোকে নাহিয়া,
সৈকত-অঙ্গনে,
মিলিতেছে আসি নব-নব বেশে
নরনারী জনে-জনে।

তটভূমি 'পরে রয়েছে দাঁড়ায়ে
মুরতি সে অগণন,
যেন মায়াময় ছায়া-পুত্তল—
জুড়াল না দু'নয়ন !
বুঝিনু তখনি, সে কোন্ পিপাসা—
কার অকারণ দরশন-আশা
আঁখিতে পরায় অশ্রু-কুয়াসা,
—কুণ্ঠায় ভরে মন,
এ মিলন-মেলা বিরহেরি খেলা,
বৃথা এই আয়োজন !

একটি মুরতি খুঁজে খুঁজে ফিরি
জনতার মাঝখানে—
নব-মহিমায় নেহারি তাহারে,
স্বপনের সন্ধানে !
পলক ফেলিতে সে ছায়া মিলায়,
আপন শূন্য সবারে বিলায় !—
উৎসব-শোভা ম্লান হ'য়ে যায়
আলোকের অবসানে,
মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে।

ঘুঘুর ডাক

দুপুর-রাতের জ্যোৎস্না যেন—দুপুর-নিঝুম রৌদ্রখানি
অলস-শিথিল বাহুর ডোরে
ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে',
এলিয়ে দিয়ে আলোক-তনু স্বপন দেখে কার না জানি !
বিজন-বনের বুকের ব্যথা,
তরু-লতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায়-পাতায় কাণাকাণি
দূরে—হোথায় নদীর 'পরে
নৌকা চলে পালের ভরে—
থির-নিথরের মধ্যিখানে চলনটি তার ঘুমপাড়ানি !

এমন সময় অশথ-শাখে
ওই না হোথায় ঘুঘু ডাকে ?—
রূপালি-সুর উঠ্‌ল বেজে দুপুর-বীণার সোনার তারে !

আব্‌ছা' হ'ল আঁধার যে তায়,
নীল মেড়ে দেয় সবুজ পাতায়,
টুক্‌রা-রোদের আল্‌পনাটি ফুটিয়ে কে দেয় ত্রুধের ধারে !
বদ্‌লে গেল আলো-ছায়া,
দুপুর-দিনেই রাতের মায়া—
ঝাঁ-ঝাঁ-আকাশ জুড়িয়ে গেল হঠাৎ-ফোটা তারার হারে !

ঘুঘু ডাকে, আবার ডাকে—
ঘুমের বনে, স্বপন-শাখে !
এক নিমেষে মিলিয়ে যে যায় সহজ-চোখের শ্যাম-সোনালি !
দাঁড়িয়ে সে কোন্ সাগর-কূলে,
চোখের উপর হাতটি তুলে'
দিগন্তরের ধূসর সীমায় দেখ্‌ছি দিনের শেষ-দীপালি !
যে-সুখ আমার নেইক' জানা,
যে-দুখ বুকে দেয় নি হানা—
তারই পরশ করায় বুকে আঁধার-আলোর ঐ মিতালি !

রূপ-কথারি রূপের রাণী, পাথর-পুরীর প্রাচীর-তলে,
সাঁজের আলোর আব্‌ছায়াতে বন্দী-যুবার বক্ষে ঢলে !
রাত-প্রভাতের কঠিন মরণ
আপন মাথায় কর্‌লে বরণ—
তার চরণের শিকলখানি জড়িয়ে বাঁধে আপন গলে !
বিদায়-বেলার সেই যে হাসি,
নয়ন-ভরা চাউনি-রাশি—
গভীর রাতের চাঁদের মতন, নীল-আকাশের অগাধ জলে !—
সেই চাহনির কালো-ফিতায়,
সেই হাসিটির জরীর সুতায়,
দুপুর-দিনের ঘুমের শাড়ীর পাড় বুনে দেয় সুরে সুরে—
ঘুঘু ডাকে ওই যে দূরে !

ঘুঘু-ঘুঘু! ঘুঘু-ঘুঘু!—
তেপান্তরের মাঠের 'পরে মরুর হাওয়া বইছে হুহু!
পেলেম দেখা সেই বিদেশে
ছায়া-পুরীর প্রান্তে এসে—
একটি যে গাছ তারি তলায়—তারি শাখায় ডাক্‌ছে ঘুঘু!
পেলেম দেখা—চিন্‌লে না সে!
বাঁধ্‌তে গেলাম বাহুর পাশে—
পিছিয়ে দাঁড়ায়, মাঝখানে সেই মাঠ যে দেখি কর্‌ছে ধূ-ধূ!
অস্ত-পারের একটি তারা
তাকায় যেমন পলক-হারা—
তেম্‌নি করে' রইল চেয়ে মুখের পানে সে-জন শুধু!

ঘুঘু—ঘুঘু—ঘু!—
পোড়ো-বাড়ীর আঙিনাতে,
শিউলি-ঝরা শরৎ-প্রাতে,
সোনার জলের ছড়া কে দেয়?—সেই কথা কি ঘুঘু বলে!
ঝুলে-পড়া বারান্দাতে,
ভাঙা-ছাতের আলিসাতে
চাঁদের আলোর হাহা-হাসি—ঘুঘু শুধায়—কিসের ছলে?
শ্মশান-পথে যাবার বেলায়
বধূর দু'পায় আল্‌তা বুলায়—
কেমন শুভ-সিঁদূর দিয়ে সাজায় তারে এয়োর দলে!

ঘুঘুঘু—ঘু—ঘু!—
ঘুঘুর ডাকে অলস দুপুর
একটি পায়ের বাজায় নূপুর,
আওয়াজটি তার থিতিয়ে ওঠে গভীর নীরবতার বুকে;
কোন্‌ বিধবা রুক্ষ-কেশে
জান্‌লাটিতে দাঁড়ায় এসে,
ঘুঘুর ডাকে উলুধ্বনি শুন্‌ছে সে কি স্বপন-সুখে?

স্বরটি ঝিমায় বুকের তলে—
রৌদ্র যেমন দীঘির জলে,
কান্না-চাপা' গানের মত ক্ষণেক ভোলায় সকল দুখে!
চির-রোগীর পাণ্ডু ঠোঁটে
পান-খাওয়া লাল-রংটি ফোটে,
অন্নহীনের প্রেমের চুমা উপোস-করা প্রিয়ার মুখে!

ঘুঘু ডাকে?—আর ডাকে না!
স্বরটি যে তার যায় না চেনা,
রৌদ্র-পাথার নিথর হ'ল, বনের ছায়া ঘনিয়ে আসে।
ঘুঘুর ডাকের স্বরের তুলি
আঁক্‌ছিল যে স্বপনগুলি—
মেঘের শাদা ননীর মত মিলায় তারা নীল আকাশে!
ঘুঘু ডাকে কেমন স্বরে?—
ডাকে সে যে অনেক দূরে!
মনের মাঝে হারিয়ে যে যাই—সে স্বর এখন কোথায় ভাসে!

সত্যেন্দ্র-বিয়োগে

'শরৎ-আলোর সোনার হরিণ' ছুট্‌ল না ত' গগন-পারে!
কে ভুলালো তোমায় কবি, অমানিশার অন্ধকারে?
পারের পারিজাতের স্বপন ছাইল নয়ন-দুইখানিতে—
সারা ভুবন পেরিয়ে গেলে কোন্ অচেনার হাতছানিতে
হঠাৎ বুঝি পড়্‌ল চোখে মেঘের কোলে মরাল-সারি—
মানস সরোবরের পথে চল্‌লে উড়ে' সঙ্গে তারি?

হায় কবি হায়, ফুলের ফসল ফুরায় নি যে! দিন ফুরালো!
শিউলি-বকুল সবগুলি ওই হাত দু'খানি কই কুড়ালো?

মনের বনের যে-সব কুঁড়ি ফুট্‌ল না আর গানের বোঁটায়—
দূর-বাগানের হাস্নুহানার গন্ধ হ'য়ে হাওয়ায় লোটায়!
আঁধার-রাতের হাস্নুহানা!—হাস্‌বে না আর জ্যোৎস্নারাতে!
মরণ-সাপের গরল-নিশাস জড়ায় যেন কেয়ার পাতে!

বঙ্গবাণীর প্রাণের দুলাল!—বুক-জুড়ানো কোলের ছেলে!
মায়ের আঁচল-বাঁধা প্রসাদ সবটুকু যে তুমিই পেলে!
ঘুমপাড়ানি-গানের ছড়া শিখ্‌লে তুমি ঘুম না গিয়ে—
বাংলা-বুলির বুল্‌বুলি গো!—হাজার সুরে সুর মিলিয়ে!
মায়ের মাথার সিঁথির পাটি, মায়ের হাতের পৈঁছা-খাড়ু
অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে চেয়ে, ভর্‌লে হাতে মিঠাই-নাড়ু!

তাপস তুমি! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি',
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠ্‌ল জীয়ে ভস্মরাশি!
মৌন-মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়-জয়ন্তী গাইল তারা নতুন করে' তোমার সুরে!
শব্দ-সাগর যেথায় ছিল—মিলিয়ে দিলে সেই মোহানায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগ্‌লা-ঝোরা, সর্‌যু সাথে শোণ-যমুনায়!

আন্‌লে ভরে' ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলীল!
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোণার বীণায় হার মানালো,
'কুহু-কেকা'র ফুল-ফাগুয়ার চম্‌কে' ওঠে বিজ্‌লী-আলো!
'অভ্র-আবীর'-অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি—
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'!

পুরাতনের বিপুল পুরী—ভিতর-আঁধার দেব-দেউলে,
মণিকোঠার দুয়ার ঠেলে ধর্‌লে স্মরণ-দীপটি তুলে!
যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগ-সারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধূপ-আরতি!

কোন্ সে-কালের রাজবধূরা চুলগুলি দেয় 'ধূপের ধোঁয়ায়'—
তাদের বসন-ভূষণ-ছটায় উচ্চশিরও কুবের নোয়ায় !

বাদল-দিনের ছুই পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুন্‌ছি তোমার কাজ্‌রী-গাথা—মন-আঁধারে মাণিক জ্বলে !
কান্না-সুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা ?
কাজল-নয়ন সজল তাদের, কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা !
বাদল-বায়ে ছুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের 'পরে,
তোমার-দে'য়া গানের ধূয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে !

গৌড়-সারং বাজ্‌বে না আর ?—গান-গাওয়া কি থাম্‌ল তবে !
শুক্লা-তিথির গান-দশমী অর্দ্ধরাতেই আঁধার হবে !
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি ?—প্রহর-শেষের মরণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখ্‌লে চেয়ে ?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে,—সবার সেরা গর্‌বা-গানে—
প্রাণের নিশুত্‌-নিদ্‌-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে !

ছাতিম-গাছের তলায় তলায়, পঞ্চমুখী জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণ্‌বে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে ?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়্‌বে যখন শালিক-ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়্‌বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধরে' যুগে-যুগেই ফির্‌বে ডেকে,
গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর ছ'পার থেকে।

নব তীর্থঙ্কর

[বীর-যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের
অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ উপলক্ষে]

মরণ দিতেছে হানা অনুদিন দুয়ারে দুয়ারে,
আমরা নয়ন মুদি' ভয়ে তারে দিই না যে সাড়া,
জীর্ণ কন্থা দিয়ে ঢাকি কম্পমান প্রাণ-পক্ষীটারে—
পঞ্জর-পিঞ্জর টুটি' কখন্ বা হয় দেহ-ছাড়া!
জানি, এই পূতি-পঙ্ক অন্ধকূপ হ'তে বাহিরিয়া
দাঁড়াতে শকতি নাই তরীহীন তমসার পারে—
যেথায় মিলিছে আসি', দলে-দলে মর-দেবতারা,
ঊষার উষ্ণীষ মাথে, লোকালোক-গিরিরে ঘিরিয়া!

প্রাণ নাই, ভাণ আছে—জন্মমৃত্যু দু'ই বিড়ম্বনা,
মরণ যে হত্যা শুধু, বেঁচে-থাকা বিধাতার গ্লানি!
শাস্ত্র আছে—শিখিয়াছি ভালোমতে করিতে বঞ্চনা
মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগে অতি সাবধানী।
দিবসে তারকা খুঁজি দীপ্ত রবিরশ্মি পরিহরি',
ধর্ম্ম জানে পুরোহিত!—মোরা জানি তাঁহারি অর্চ্চনা!
ভুলেছি ওঙ্কার-নাদ, আত্মার সে আদি-ব্রহ্মবাণী,
মুক্তা নাই, শুক্তি আছে—মুক্তি নয়, মন্ত্র জপ করি!

হে সুপর্ণ! হে গরুড়! কোথা হ'তে সুধা সঞ্জীবনী
হরিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মথন পাথারে?
আমরা শুনেছি শুধু আঘাতের আশু বজ্রধ্বনি,
আহুতির হোমশিখা হেরি নাই নিকষ-আঁধারে!
কোন্ শাস্ত্র শিখাইল অবহেলে আত্ম-বলিদান?
মোক্ষ সেকি? স্বর্গ-লোভ? বলে' দাও ওগো বীরমণি!
ধর্ম্মধ্বজী নর-পশু হঠে' যাক্ কাতারে-কাতারে,
পুঁথি আর পৈতা-পূজা চিরতরে হোক্ অবসান।

মৃত্যু ও নচিকেতা

ঔদ্দালকি-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতা পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য যমপুরে গমন করেন। সে সময়ে যম গৃহে না থাকায় তাঁহাকে তিন রাত্রি অনশনে থাকিতে হয়। অতঃপর, যম গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং অতিথিসৎকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।

নচিকেতা

বৈবস্বত! অতিথির করিবে তর্পণ
বরদানে? অন্য বর দিও না আমায়—
আমি চাই নিরখিতে চির-অগোচর
তোমার স্বরূপ-রূপ, অমৃত-বান্ধব!
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!
অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে দৃষ্টি-পিপাসায়!
বাণী তব কর্ণে পশে প্রতিধ্বনিসম,
বৈতরণী-জলস্রোতে নাহি কলরব—
বায়ু যেন নহে শব্দবহ!—নাহি হেথা
ছায়াতপ, নেত্রে মোর কুহেলি দুলিছে!
বিশাল তোমার পুরী, দিবানিশাহীন—
তারি মাঝে ধূম্রনীল স্থির স্থাণুসম
কত কাল দাঁড়াইবে, হে মৃত্যু-দেবতা!

[নেপথ্যে পিতৃগণের গান]

হেথা স্নান করি মোরা অমৃত-সাগর-জলে—
মর্ত্ত্য-নদীর মুক্তির মোহানায়,
হেথা পান করি সুধা তারকা-তরুর-তলে,
কৃষ্ণা-তিথির জ্যোৎস্নার সীমানায়।

এবে   তরিয়াছি মোরা অশ্রুজলের লবণ-অম্বুধি,
এ যে   নয়নে ঝরিছে সোম-দেবতার স্বপন-কৌমুদী !—
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্চ্ছনায় !

হেথা   ঋতু, হোরা, পল, নৃত্য-চপল নহে,
থির-আঁখি 'পরে তুলিছে না আলো-ছায়া !
হেথা   দিবা নিশা দোঁহে মধুরে মিলিয়া রহে—
বিথারি' বদনে গোধূলির ম্লান মায়া !
এবে   দিক্-দিগন্ত উদয়-বিলয় হয়েছে অস্ত রে !
এ যে   সুখদুখহীন মরণানন্দে চেতনা সন্তরে !
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্চ্ছনায় !

মৃত্যু

হে বালক ! বৃথা নয় তব অনুযোগ—
তবু সৌম্য ! আমি মৃত্যু, তুমি মর্ত্ত্য-জন !
এখনো নয়ন দুটি মমতা-মেদুর,
আরক্ত অধরে যেন কাঁপিছে কাকুতি !
পৃথিবীর পাণিস্পর্শে সুন্দর ললাট
সুমসৃণ, নাসিকায় এখনো শ্বসিছে
মর্ত্ত্য-শ্বাস ! রূপরসগন্ধভারাতুর
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিছে গভীর
সুললিত কলভাষে ! পিতার আদেশে
আসিয়াছ যমপুরে, কেন এ কামনা ?
তপন-আতপ্ত ফুলতনু সুকুমার
উপবাসে পথশ্রমে হয়েছে কাতর—
লহ পাদ্য-অর্ঘ্য এই, ক্ষম অপরাধ
অতিথির বিলম্ব-সৎকারে। সুস্থ হও ;
চাহিও না, নচিকেতা, মৃত্যু-পরিচয় !

যাহা কিছু বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, ভূমণ্ডলে,
তাই দিব, সেই বর লহ, প্রিয়তম !

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু ! কহিয়াছি কামনা আমার—
হেরিব স্বরূপ তব ! স্নিগ্ধ কি নির্ম্মম,
করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল
হেরিতে বাসনা চিতে !—সহস্র জনম
জন্মিয়া মরেছি আমি, তবু মনে নাই
কেমন তোমার মুখ ! আজ প্রাণে মোর
জাগিয়াছে সেই আশা, দেখিব তোমায় !
তোমারে চিনি না, তবু দিবা-বিভাবরী
হেরিয়াছি ওই ছায়া রবি-শশি-করে—
হরিৎ, শ্যামল, পীত, লোহিতের মাঝে
উড়ে তব উত্তরীয়, পদচিহ্ন তব
গণিয়াছি কতবার জীবযাত্রাপথে !
বৈবস্বত ! করিও না অবিশ্বাস মোরে,
প্রাণে জাগে নিরন্তর তোমার মূরতি !—
পূরাও কামনা মোর—খোল' আবরণ !

মৃত্যু

কি দেখিবে নচিকেতা ?—মৃত্যুর স্বরূপ ?
মৃত্যু মহা-ভয়ঙ্কর, জানে সর্ব্বজীব ;
জীবনের সুখশয্যাতলে দুঃস্বপন
মরণ-কল্পনা !—সেই মৃত্যু দাঁড়াইয়া
তোমার সম্মুখে, আবরিয়া সর্ব্বদেহ
কহিতেছে সুনৃত-বচন, তাই তব
হৃদয় নির্ভয়, সাহস অপরিসীম !—
জগতের লঘুলীলা ভুলায়েছে তোমা,
হে গৌতম, নহি আমি জীবনের মিতা !

আমারে দেখিতে চাও ?—প্রদোষ-আঁধারে
দারুণ ঝটিকাবর্ত্তে ছিন্ন ক্ষণপ্রভা
হেরিয়াছ—দাঁড়াইয়া তরণীর 'পরে
তরঙ্গ-দোলায় ? মহারণ্যে পথহারা,
সহসা সম্মুখে তব হেরিয়াছ কভু—
ধাবমান অগ্নিকেতু বনস্পতি-শিরে ?
অর্দ্ধরাত্রে, নিদ্রোত্থিত ঘোর কলরবে,
করিয়াছ অনুভব—দুলিছে মেদিনী ?
সেও তুচ্ছ ! তারো চেয়ে কত ভয়ঙ্কর
মৃত্যুর আসন্ন মূর্ত্তি কালান্ত তিমিরে !
বালক কিশোর তুমি, নবীন বয়স—
ধরণীর স্তন্যরসে স্তিমিত চেতনা,
কি বুঝিবে মরণের রীতি সুকঠোর ?
কহ মোরে, এ কামনা কেমনে পশিল
চিত্তে তব, কীট যথা প্রস্ফুট প্রসূনে !

নচিকেতা

শুনিয়াছি, মর-জ্যেষ্ঠ পিতৃলোকে তুমি—
পশেছিলে মৃত্যুপুরে তুমিই প্রথম,
তাই দেবগণ, বসাইয়া সিংহাসনে,
প্রেতরাজ্যে তোমারেই দিল অধিকার।
হে রাজন্ ! কহ মোরে—সে কি বিভীষিকা—
সৃষ্টির প্রথম মৃত্যু !—তুমি দেখেছিলে !
নহ মর-জ্যেষ্ঠ শুধু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বটে—
তোমারে প্রণমে আজ অমৃত-সমাজ,
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে সূর্য্যতনয় !
মৃত্যু যদি মহাভয়, দ্যুলোক-দুয়ারে
কেন আছ দাঁড়াইয়া ? কেন রাখিয়াছ
সুধাভাণ্ড করতলে ?—বৃথা ভয় তুমি
দেখাও বালকে !

বয়সে নবীন বটে,
তবু, মৃত্যু ! জেনো আমি জনম-স্থবির !
আমারে করেছে বৃদ্ধ তোমারি ভাবনা।
জাতিস্মর নহি,—তবু আবাল্য আমার
নয়নে জ্বলিছে কোন্ দিব্য দীপশিখা !
সে আলোকে জীবনের চারু চিত্রপট
বিবর্ণ মলিন ! সে আলোকে নিশিদিন
হেরিয়াছি কার যেন সুগম্ভীর ছায়া !
প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ যাহা—সে যেন স্বপন,
নদীজলে প্রতিবিম্ব সম ! সত্য কহি,
হাসিও না ! ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়
মিথ্যা নাহি জানে।

মৃত্যু

অদ্ভুত কাহিনী বটে !
সতেজ সরস বৃন্তে এ শীর্ণ কুসুম
কেমন ফুটিল ? পিতার ভবনে কভু
হের নাই সোম-যাগ ? বেদমন্ত্রধ্বনি,
উদ্গাতার উদাত্ত সে উচ্চ সামরব,
অগ্নিস্তুতি, ইন্দ্রস্তব, বৃত্রজয়গাথা
দিল না হৃদয়ে বল ?—সোমরস-পানে
দেবতা-দোসর হয় ক্ষীণজীবী নর !
এ সব জানো না বুঝি ! করিও না শোক—
লহ দীক্ষা, শিক্ষা কর অগ্নিহোত্র-বিধি
আমার সকাশে। কেমনে করিতে হয়
সে অগ্নি-চয়ন—নির্ম্মাণ করিবে চিতি,
কোন্ মন্ত্রে হবিঃশেষ করিবে গ্রহণ—
শিখাইব সমুদয় ; হে সত্য-পিপাসু,
আমি সেই সত্য-মন্ত্র দানিব তোমায়
এইক্ষণে—না চাহিতে দিনু এই বর।
আরবার কহ, বৎস, কি তব প্রার্থনা ?

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু সুদক্ষিণ! দাক্ষিণ্য তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা; অগ্নিহোত্র-বিধি
যা' কহিলে বুঝিয়াছি, রহিবে স্মরণে।
সে যে মোর নিত্যকর্ম্ম—জন্মিয়াছি আমি
মহাঋষি-কুলে! জানি, সে সাবিত্রীমন্ত্র
বলহীনে করে বলদান—তবু দেব!
শুধু মন্ত্রে, স্তোত্রগীতে, হবিঃশেষ-পানে
ভরে না আমার চিত্ত; অগ্নি বৈশ্বানর
জ্বলিছেন অহরহ অন্তর-আলয়ে!
আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমে—আলোক-আঁধার,
উদয়াস্ত অতিক্রমি', পহুঁছিতে সেই
জ্যোতির্ম্ময় দেশে—যেথা নাই দুঃস্বপন,
যেথা দেবগণ নিয়ত অমৃত-পানে
জ্যোতিষ্মান, যথাকাম করে বিচরণ!
ব্রহ্মবাক্য-পূত হ'য়ে যেথা সোমরস,
বিনা যাগযজ্ঞবিধি, বিনা আহরণ
ক্ষরিছে নিয়ত! বৈবস্বত! সেই লোকে
শাশ্বত অমৃত-পদ দিবে না আমায়?
দেখাও স্বরূপ তব! জানি, যেই জন
হেরিয়াছে ওই রূপ, ছিঁড়ি' মোহপাশ
যায় সে যে ধ্রুবলোকে—যথা বৎসতরী
ছিঁড়িয়া বন্ধন-রজ্জু ধায় নিরুদ্দেশে!

জানি না কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তুমি মনোহর! বাহিরিয়া গোচারণে,
প্রথম-প্রাবৃটে যবে নবমেঘোদয়
হেরিয়াছি নদীপারে, চন্দ্রভাগা-তীরে—
চাহি' তার অভিরাম সুনীল বয়ানে

অকারণ অশ্রুবেগে হয়েছি কাতর,
মুহূর্ত্তে জাগর-স্বপ্নে হারায়েছি জ্ঞান !
কোথায় সে পদে পৃথ্বী, রুক্ষ ক্ষেত্রতল,
গবীদের হাম্বারব নাহি পশে কানে,
মাধ্যন্দিন সবনের কথা ভুলে গেনু !
হেরি' সেই ঊর্দ্ধাকাশ নবঘনশ্যাম
ভুলে গেনু কেবা আমি, কোথায় বসতি,
কি নাম আমার ! জন্ম-মৃত্যু-ইতিহাস
নিমেষে পাইল লয় ! যেন সৃষ্টি-প্রাতে
ফিরে গেনু—বাজিল এ বক্ষে যেন মোর
আত্মীয়ের আদিম বিরহ !—মেঘ নয় !
যেন ওই আকাশের বিমল দর্পণে
দোলে নীল স্মৃতিখানি !—শুধাই তোমায়,
সে কি তব প্রতিচ্ছায়া ? তোমারি আভাস ?

মৃত্যু

নচিকেতা ! মৃত্যু নীল নহে, নাহি তার
বর্ণ-রূপ ! জানো না কি, করে সে হরণ
নেত্র হ'তে সর্ব্বশোভা ?—সে যে অন্ধকার !

নচিকেতা

তাই বটে ! দিবা, নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণ-বাস আলোক-দুকূলে !
অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্নিমেষ—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন !—অন্ধকার !
সান্দ্র স্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার !
বুঝিয়াছি, তারি তলে তোমার আসন।

মনে পড়ে, একবার আমি, রিষ্টিশেন—
দোঁহে মিলে গিয়েছিনু পর্ব্বত-ভ্রমণে ;
শালবনে সূর্য্য অস্ত যায়—বহুক্ষণ
দাঁড়াইনু দুইজনে অরণ্য-সীমায়,
মালভূমি 'পরে। দূর পশ্চিমের পানে
উঠিয়াছে অভ্রভেদী চতুঃশৈলচূড়া
তুষার-ধবল—যেন স্তম্ভ-চতুষ্টয়
ধরে' আছে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ !
তারি তলে আলুন্ঠিতা মুমূর্ষু উষার
হেরিলাম মৃত্যুশয্যা ! পূর্ব্বাচল হ'তে
ছুটিয়া এসেছে সে যে সারাটি আকাশ
সবিতার আগে আগে—দেয় নাই ধরা !
এতক্ষণে, প্রণয়ীর প্রগাঢ় চুম্বনে
খুলে গেল কালো কেশ, রক্ত চেলাম্বর !
আর সে কুমারী নহে, নহে সে অহনা,
কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী !—বধূবেশী সন্ধ্যা সে যে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরা ! তখনি সে অন্ধকারে
মুছে গেল রক্তস্রোত, তবুও মানসে
বহুক্ষণ নেহারিনু শোণিত-উৎসব !
মনে হ'ল, পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়
দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
উষা তায় নিত্যবলি, সবিতা-ঋত্বিক্
হোম করে আপনার পরাণ-বধূরে !
এ রহস্য বুঝি না যে ! তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, পশুর শোণিত-পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু ! তোমারি ও আঁধার ললাটে
লোহিত তিলক ?

মৃত্যু

জানো দেখি এত কথা,

তবু কৌতূহল ? হে বালক ! বুঝিলাম
বিজ্ঞ তুমি, বহুদর্শী, সহজ-প্রবীণ !
তবুও চপল চিত্ত সংশয়-আকুল ?

নচিকেতা

তাই বটে—মূঢ় আমি ! তাই প্রাণে-মনে
এখনো বিরোধ। প্রাণ বলে, নহে নহে—
এক নহে মৃত্যু আর মরণ-দেবতা।
মৃত্যু—সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি,
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল !
মনে তবু জাগে সদা সভয় ভাবনা,
তোমারেই স্মরে নর আয়ুঃশেষ-কালে।
গতাসুর শূন্যদৃষ্টি অক্ষি-তারকায়,
শমিতার সমুদ্যত অসির ফলকে,
হেরে জীব মরণের মূরতি করাল—
একি মোহ ! জীবনের একি প্রবঞ্চনা !
তথাপি তোমারে আমি করিয়াছি ধ্যান
চেতনা-গহনে, তুমি নিঃশব্দ-সঞ্চারে
স্বপন-শিয়রে মোর দাঁড়ায়েছ আসি'
সুনির্জ্জনে—আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী
শব্দহীন কলস্বনে, গগন-অঙ্গনে,
দু'কুল প্লাবিয়া। অতিক্ষুদ্র বীচিমালা
তরঙ্গিয়া ধরে শিরে ফেনপুষ্পসম
নিযুত নক্ষত্ররাজি, স্তব্ধ-মনোহর !
করি' সন্ধ্যা সমাপন, কুটীর ছাড়িয়া
পশিয়াছি কতদিন দেবদারু-বনে ;
বিরাট ন্যগ্রোধ এক আছে দাঁড়াইয়া,
প্রসারিয়া শাখা-বাহু শতস্তম্ভময়—
সে বিশাল পত্রঘন আতপত্র-তলে

কাননের অন্ধকার রচিয়াছে যেন
বিশ্বের রজনী মাঝে আরেক রজনী !
সেইখানে মাথা রাখি' বাহু-উপাধানে,
ওগো মৃত্যু ! হেরিয়াছি তোমার স্বপন !
অন্ধকার ভরিয়াছে অন্তর-বাহির,
স্তব্ধ চরাচর, শুধু শোনা যায় দূরে—
গভীর গর্জ্জন-স্বনে পর্ব্বত-নির্ঝরে
ঝরে বারিধারা—যেন বায়ুহীন ব্যোম
শিহরি' উঠিছে তার 'ওম্, ওম্'-রবে !
সেই ক্ষণে মনে হ'ল, আত্মার নিশীথে
সহসা জলিয়া ওঠে প্রভাত-প্রদীপ !
জন্মান্ত-তিমির টুটি' কে আসি' দাঁড়ালে
আমার নয়ন-আগে ? সে কি তুমি নও ?—
কহ, দেব ! কহ মোরে, ঘুচাও ভাবনা।

মৃত্যু

ঋষির তনয় তুমি, বাল-ব্রহ্মচারী—
এ বয়সে করিয়াছ কঠিন সাধনা
মানস-নিগ্রহ ; তাই কৃচ্ছ্র-তপস্যায়
নিপীড়িত কামনার ক্ষোভ সুগভীর
করিয়াছে অন্যমনা, বিষয়-বিরাগী।
নচিকেতা ! ধরণীর বিপুল সম্পদ
হেরিয়াছ ? জন্ম, মৃত্যু—দুই সীমান্তের
অন্তরালে আছে সুখ, দেবতা-দুর্ল্লভ !
দেহের রহস্য নয় সহজ-সন্ধান !
অল্পভোগী দরিদ্রের দীন কল্পনায়
ক্ষুদ্র বটে জীবনের কামনা-পরিধি—
অতৃপ্ত-ক্ষুধার ব্যাধি, নিত্য-উপবাস
করে তারে মর্ত্ত্যসুখে ঘোর উদাসীন ;
তাই তার সর্ব্বদুঃখ, দুরাশার আশা,

সফল করিতে চায় মৃত্যু-পরপারে—
তুমিও কোরো না সেই বৈরাগ্য-সাধনা।
তরুণ তাপস তুমি, ভোগ-আয়তন
ফুল্লতনু যৌবন-উন্মুখ!—দুই চক্ষু
নীলোৎপল—ঢল-ঢল, পীযূষ-পিয়াসী!
উদার তোমার মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়—
ভুঞ্জিবে সকল সুখ তুমি মহীতলে।
মহাভূমি, হস্তী, অশ্ব, হিরণ্য প্রচুর
দিব তোমা—পরমায়ু সহস্র শরৎ,
দেহে কান্তি, বক্ষে বীর্য্য, বল বাহুযুগে;
দিব নারী অগণন—মোহিনী অপ্সরা,
রথারূঢ়া বাদিত্রবাদিনী! কর ভোগ
সমুদয়, রতি আর প্রমোদ-কৌতুকে!
অমৃত?—সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা!
দেহের বিনাশ হয় কাল পূর্ণ হ'লে,
তার পর আবার জনম; শস্যসম
জন্মিয়া পাকিয়া ঝরে, জন্মে পুনরায়
পৃথ্বী'পরে মর্ত্ত্যজন, বর্ষঋতুক্রমে!
আমি শুধু করি উৎপাটন প্রাণ তার
মুঞ্জা হ'তে ঈষিকার মত। নচিকেতা!
দেহীর সহজ ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন,
নাহি পন্থা অন্যতর, জন্মান্তে আবার
জন্মিতে হইবে ধ্রুব!—কর পরিহার
বিফল বাসনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ বর
করিতেছি অঙ্গীকার—বিত্ত আর আয়ু,
তার চেয়ে বড় কিবা, দেখ বিচারিয়া!

নচিকেতা

বিত্তে নহে তর্পণীয় চিত্ত পুরুষের!—
ওগো মৃত্যু! জীবনের ঐশ্বর্য্য-আড়ালে

তুমি কেন চিরদিন আছ দাঁড়াইয়া ?
ধরার অমরাবতী, রুধি' বাতায়ন,
চিতা-ধূম নিবারিতে পারে ?—উৎসবের
আনন্দ-বাঁশরী, মিলনের মঞ্জুগাথা
কেন বা গুমরি' ধরে বিদায়ের স্বর ?
ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা ? এই মোর দেহ
জরিবে না গুপ্তচর জরা সে তোমার ?
অন্তক তোমার নাম—তুমি কহিয়াছ,
প্রাণীদের প্রাণ-ধন কর উৎপাটন,
শস্য হ'তে ঈষিকার প্রায় !—কহ তবে,
কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ ?
সহস্র-শরৎ আয়ু ? তার বেশি নয় ?
যম বুঝি বাঁধা আছে নিয়ম-শৃঙ্খলে ?—
তাই তুমি নিয়তির কঠিন নিগড়
ঢাকিতেছ ফুলদল দিয়া ?—ধিক্ মৃত্যু !
ধিক্ প্রতারণা !—দেহ অন্তে এক পথ !
নাহি পন্থা অন্যতর ?—শুনে হাসি পায় !
বৈবস্বত ! নচিকেতা জানে তোমা চেয়ে !
জানিয়াছি সেই সত্য—নহে বহুদিন,
শুনি নাই, হেরিয়াছি স্বচক্ষে আমার,
এখনো রোমাঞ্চ হয় সে কথা স্মরিলে !
শুন মৃত্যু ! সে কাহিনী কহিব তোমায়।

পিতামহ বাজশ্রবা বানপ্রস্থ-শেষে
প্রায়োপবেশন করি' ত্যজিলেন তনু
বিপাশার তীরে। কৃষ্ণা-দ্বাদশীর তিথি,
রজনী তৃতীয় যাম, দক্ষিণাগ্নি-শিখা
শুভশংসী—পরশিল স্তূপকাষ্ঠ-মূলে,
জ্বলিয়া উঠিল চিতা। নদী পূর্ব্বমুখী—

মিশিয়াছে একেবারে দিক্-চক্রবালে।
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে আমি চেয়ে ছিনু
অন্যমনে, অন্ধকার আকাশের পটে।
হোথায় সে মহাকায় কৃষ্ণ-তুরঙ্গমে
পিতৃলোকে পিতৃগণ দেন সাজাইয়া
তারার মুকুতা-হারে! সহসা হেরিনু
ভূমিতলে—চিতা হ'তে হতেছে উদয়
সুবৃহৎ শশিকলা, তরণীর প্রায়,
পূর্ব্বাকাশে! সেই ক্ষণে বিস্ময়-বিহ্বল
হেরিলাম সে কি দৃশ্য স্বপ্ন-অগোচর
দেহ-অন্তে পুণ্যবান বৃদ্ধ বাজশ্রবা
আরোহি' আলোক-যানে যান দেবলোকে!
ক্ষণ পরে চিতা ছাড়ি' কিছু উর্দ্ধে উঠি'
শোভিল সে চন্দ্রকলা সুদূর আকাশে
নদীসীমা-শেষে,—দিব্যচক্ষে হেরিলাম
আত্মার অমৃত-পন্থা মৃত্যু-পরিণামে!
ওগো মৃত্যু! পারিবে না ভুলাতে আমায়—
এ বিশ্বাস ত্যজিবে না মূর্খ নচিকেতা!

মৃত্যু

হে ব্রাহ্মণ, ত্যজিও না বিশ্বাস তোমার—
নহ মূর্খ! তোমা চেয়ে জ্ঞান-গরীয়ান
আছে নাকি আর কেহ সপ্তসিন্ধু-দেশে!
বালক! তোমার চিত্তে সত্য উদিয়াছে
অকলুষা পূর্ণশ্রদ্ধা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার!
তুমি ভাগ্যবান, প্রসন্ন তোমার 'পরে
আত্মা প্রেমময়! তাই ললাটে তোমার
জ্বলিয়া উঠেছে হেন শুভ্র জ্যোতিশ্ছটা!
প্রবচন, বহুশ্রুত, সুমহতী মেধা—
কিছুই পারে না তাঁরে লাভ করিবারে;

আপনি যাহারে তিনি করেন বরণ,
সেই লভে !—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয় !
লহ বর, যাহা ইষ্ট, ঈপ্সিত তোমার।

নচিকেতা

এইবার নয়নের মিটাও পিপাসা—
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান !

মৃত্যু

কোথা আবরণ, নচিকেতা ?—নেত্র হ'তে
আপনি খসিয়া যাবে সূক্ষ্ম মায়াজাল ;
মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে
শ্রবণ-উৎসুক চিত্ত হবে নির্ব্বিকার,
মুহূর্ত্তে সংশয়-মুক্ত নেহারিবে তুমি
আমার স্বরূপ-রূপ অন্তরে বাহিরে !

শুন নচিকেতা !—হৃদয় দুর্ব্বল যার,
মলিন, সঙ্কীর্ণমনা, স্বভাব-কৃপণ—
সেই নর যূপবদ্ধ পশুর সমান
মৃত্যুর আঘাত সহে জীবযজ্ঞভূমে।
ভয় তারে ক্ষুদ্র করে, মর্ত্ত্য-মরু মাঝে
তৃষায় হারায় দিশা মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
বারবার পড়ি' মৃত্যুমুখে, হয় তার
নিত্য অধোগতি ; দুই বদ্ধ করতলে
ধরিয়া রাখিতে চায় সর্ব্বস্ব আপন,
তাই মূঢ় অতি-লোভে হারায় সকলি !
মৃত্যু তার মহাভয় !—আমারে হেরিলে,
সঙ্কুচিয়া সর্ব্বদেহ, শশকের মত
রহে চক্ষু বুজি'—ভাবে বুঝি হেন মতে
এড়াইবে হিংস্র ক্রুর ব্যাধের সন্ধান !

সে-জন চাহে না এই রূপ নেহারিতে—
তোমা সম, নচিকেতা ! নয়ন বিস্ফারি'।

নচিকেতা

এখনো হেরিনি তোমা—তবু মনে হয়,
সরিছে কুহেলিজাল, ধূম্রনীল দেহ
ঈষৎ দুলিছে !—রজনীর শেষ যামে,
বাঁধিছে উষার রথে শুক্লা-পয়স্বিনী
অশ্বিনীকুমার বুঝি ? আর কিছুক্ষণে
উদিবে আঁখিতে মোর হিরণ্ময়ী বিভা
দিগন্ত-প্লাবিনী !

মৃত্যু

এইবার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ ! কহি তোমা
সেই বাণী, নিহিত যা' গহন গুহায় !
কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে !—ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি !
বলবান, আত্মাবান, প্রজ্ঞাবান যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞ-যূপে, মহোল্লাসে মাতি' !
বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষ-শোক চির-উপরতি
লভে বীর, সুমহান্ আত্মার আলয়ে।—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম !
যেই অগ্নি সেই সোম—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস ! যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে

আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার !
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান !
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে ; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুজয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া !—
করি' স্নান যজ্ঞশেষে, সর্ব্বগ্লানিহারা,
আশ্বিনের অভ্রসম, শুভ্র সুনির্ম্মল,
মিশে' যায় মহানভোনীলে !

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু !
কোথা আমি ? তুমি কোথা ?—নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া ! দৃষ্টি সৃষ্টিহারা
ডুবে' যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে !
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহামৌন-বাণী !
দেহ হ'ল স্পন্দহীন !—রোমাঞ্চ, পুলক,
স্বেদ, কম্প, শিহরণ—কিছু নাই আর !
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি !
ভয় নাই, নাই আশা !—এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি !—এই মৃত্যু !—ধন্য আমি !—
বৈবস্বত ! এতক্ষণে তোমার প্রসাদে
মরিলাম চিরতরে আমি নচিকেতা।

মৃত্যু

ধন্য তুমি !—শ্রুতিমাত্রে নিমেষে ঘুচিল
দেহ-পাশ !—সিদ্ধি যেন ভাবনা-রূপিণী !
কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্ত্য-শতদল !—

আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে!
মানিলে না যমের শাসন, পিতৃলোক
তব যোগ্য নহে!—আলো ভালো লাগিল না,
জীবনের অন্ধকার-দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর আঁখি,
সত্যের সন্ধানে! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,—উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী!
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ, মলিন!
হে ব্রাহ্মণ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে!—যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্দ্ধ হ'তে মহানিম্নে পশিছে আলোক,
নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয়।
অমৃতের পুত্র তুমি, হে মর্ত্ত্য-বান্ধব!
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির-জ্যোতিষ্মান্!

বিস্মরণী

আমারে তোমরা ভুলে' যেয়ো ভাই!
এসেছিনু পথ ভুলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্ত্তিনাশার কূলে!
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে, মনে ছিল আশা,

ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
　　পুরানো বটের মূলে ;—
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
　　কীর্ত্তিনাশার কূলে !

*　　*　　*

নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী-চাঁদ—
　　তখন কৃষ্ণা-তিথি,
কুহেলি-আকাশে কাঁদে দিক্‌বালা
　　হারায়ে তারার সিঁথী।
সেই কালে আমি বাহিরিনু পথে,
নদী-গিরি পার হ'নু কোন মতে,
উতরিনু শেষে স্বপনের রথে
　　বন-যূথিকার বীথি ;
পূর্ণিমা-চাঁদ ছিল না আকাশে—
　　তখন কৃষ্ণা তিথি।

তারার আঁখরে কে লিখিছে লিপি
　　ধরার ললাট-পটে !—
ভেবেছিনু আমি পড়িব তাহারে
　　দ্বিধাহীন অকপটে।
যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন,
যার অভিনয়ে দিবস মগন,
ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন
　　বসুধার বালুতটে—
তারার আঁখরে যে-লিপি বিহরে
　　নভোনীলিমার পটে !

মরণ আমারে দু'হাতে বাঁধিল
　　মুখ-চুম্বন লাগি'—

হিম হ'য়ে গেল বুকের পাঁজর
  শিশির-শয়নে জাগি'।
হেরিনু, জীবন আধেক স্বপন—
তারকার চোখে তাকায় তপন!
যে-আধা আঁধারে রয়েছে গোপন
  হ'নু তার অনুরাগী,—
বুকের আগুন জুড়াইয়া গেল
  হিমেল হাওয়ায় জাগি'।

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
  ধরার অরুণোদয়,
আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক,
  তারকার গাহি জয়!
যে আলো কাঁদিছে ঊর্দ্ধ ভুবনে—
তরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে,
তারি এক কণা মনের ভবনে
  করিয়াছি সঞ্চয়,
তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
  করিনু অরুণোদয়!

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
  মণি সে বিস্মরণী!
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
  বেদনার বন্ধনী।
যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে
ফেলে' দিয়ে যাই জনহীন বাটে,
জীবনের এই যৌবন-ঘাটে
  তরিনু বৈতরণী!
গাঁথি কামনার শতনরী-হারে
  মণি সে বিস্মরণী!

সুপ্তি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
　　স্ফুরিছে জ্যোতির্ম্ময় !
মনো-মৃদঙ্গে ধ্বনি অনাহত
　　নিবারিছে সংশয় !
কানে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে ! —
বেড়াই অতীত অনাগত লোকে,
সমুখে পিছনে—সুদূরের শোকে
　　ভুলি নিকটের ভয়,
যে সুখ স্বপন তাহারি রভসে
　　জগৎ জ্যোতির্ম্ময় !

হাসি হাহাকার না জানি সে কার—
　　প্রাণ করে উতরোল,
সেই কলরবে ভুলি জন-রব,
　　পথের কলহ-রোল।
অজানা-জনের আঁখির পাহারা
স্বজন-সভায় করে দিশাহারা—
তাই ফিরে যায় স্নেহরস-ধারা,
　　কেঁদে যায় ফুল-দোল !
যত হাহাকার হাসির মতন
　　চিত করে উতরোল !

ভুলিবার ছলে ভরিলাম ডালা
　　বাছা-বাছা বনফুলে,
সৌরভে তার মৃদু ধূপবাস,
　　আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে !
মুকুতা-মুকুলে কার আঁখি কাঁদে !
রাঙা-অশোকের হাসি কারা সাধে !
কেবা নীল নীবি নীপহারে বাঁধে
　　চম্পক-অঙ্গুলে !—

রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল !
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে !

রূপের আরতি করিনু আঁধারে
আবেশে নয়ন মুদি'—
হেরি, দেহে-মনে বাধা নাই আর,
—উদ্বেল অম্বুধি !
যে রেখা আঁকিনু তিমির-ফলকে,
যে-ছায়া ধরিনু নিমীল-পলকে,
যে-মুখ চুমিনু অলখ-আলোকে,
দিবসের দ্বার রুধি'—
তাহারি আবেশে উথলিল সুধা-
মন্থন অম্বুধি !

ভুলে গেনু শোক, ভুলিনু ভাবনা—
মমতার পরাজয়,
রাখীটির মত রাঙা হ'য়ে ওঠে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় !
বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ,
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ !
হয় ত' মনের এ মকরন্দ
সত্যের সুধা নয়—
তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় !

হোথা অস্ফুট উষার কিরীটে
শোভিছে হীরক-দুল্—
জানি সে আলোক-শিখার সকাশে
দুলিবে না মোর ফুল !
চাঁদের সোনা যে রূপা হয়ে আসে !

তারারা পলায় আগুনের ত্রাসে !
রথ-ঘর্ঘর ওই যে আকাশে
অরুণের—নাহি ভুল !
হোথা সে আলোক-শিখার সকাশে
ফুটিবে না মোর ফুল।

আমি ধরেছিনু নিশীথের গান
তোমাদের শেষ-রাতে—
জ্যোৎস্না যখন মিলাইয়া যায়
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।
গান শেষ করে' চলে' গেল সবে,
আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে,
দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে—
বাঁশিখানি ল'য়ে হাতে,
আমি বাহিরিনু বন-পথে একা,
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।

* * * *

আমারে তোমরা ভুলে যেয়ো, ভাই !
এসেছিনু পথ ভুলে'—
নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি
আতপ-উৎস-কূলে !
যে গান হেথায় হ'ল নাকো সারা,
সুরখানি তা'র হ'বে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে'—
নব-জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে !

———

স্মর-গরল

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'স্মরগরল' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে; তার মধ্যে ৫।৬ বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে—সে একটা দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি বলিলেই হয়। অতএব বাংলার রসিক-সমাজে ইহার যে কিছু আদর হইয়াছে, এমন কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই ভূমিকা সেজন্য নহে। আমার রচনা-হিসাবেও, এই কবিতাগুলি তেমন সরল ও স্বচ্ছ নহে, এমন একটা ধারণা অনেকের আছে। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী'র পরে 'স্মর-গরল';—এই কালের মধ্যে আমার কবিতা যে ক্রমেই প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক, কারণ, কবিমানসেরও একটা বয়স আছে। তাই, এই কবিতাগুলিতে যে প্রৌঢ়ত্ব আছে তাহা চেষ্টাকৃত, বা কৃচ্ছ্রসাধনার ফল নহে; ইহারাও কষ্টকল্পনাপ্রসূত নয়; অতিশয় স্বচ্ছন্দ এবং অদম্য আনন্দের আবেগেই এগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। কোন আর্টই কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আনন্দ-সাধন; তাহা না হইলে রচনা কোন রূপই গ্রহণ করিতে পারে না। 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সেই স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে যাহাকে রচনার 'form' বলে, তাহাই এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই ইংরেজী কথাটা কাব্যবিচারে যে অর্থ বহন করে, বাংলায় তাহা করাইবার প্রতিশব্দ নাই। 'form' বলিতে রচনার একটি পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বুঝায়—ভাষাও যেমন গাঢ়বন্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই সুসম্বদ্ধ, এবং আকার সুপরিমিত হইবে। এই সকলের সমবায়ে যে একটি 'রূপ' পাঠকের চিত্তগোচর হয়, তাহাই কবিতার 'form'। এই ফর্ম্মের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত—সনেট-নামক কবিতা, যদি সেই সনেট খাঁটি সনেট হয়। স্থূল বলিলাম এই জন্য যে, সনেটের 'form' কতকটা কৃত্রিম—উহা একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্যাটার্ন। কিন্তু কাব্য-সাধারণের ঐ 'রূপ' প্রত্যেক কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে তাহারই মত হইয়া ফুটিয়া উঠে। ঐ রূপের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, অথচ গুণহিসাবে সকল রচনায় উহা এক। উহাই ক্ল্যাসিকাল কবি-কর্ম্মের একটা লক্ষণ বটে, কিন্তু সেইজন্য আমার কবিতা শুধুই ক্ল্যাসিকাল নহে, অর্থাৎ ঐ একটি নাম দিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইবে না। যদিও এই 'form'-এর দৃঢ় বন্ধনে রোম্যান্টিক কাব্যের স্বধর্ম্মহানি হয়, তথাপি কবিতামাত্রেরই ঐ 'form' না থাকিলে যাহা হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একজন অতিপ্রসিদ্ধ আধুনিক কবির উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিতে, আমার পক্ষে, অনেক

কারণে বাধে। ঐ কবি একটিও 'রূপ'-সম্পন্ন কবিতা লেখেন নাই—নিছক ভাবাবেগের অতিশয় অসম্বদ্ধ ও অসংযত উচ্ছ্বাস তাঁহার কবিতায় কতকগুলি চমকপ্রদ পংক্তি সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। আমি এমন বলিতেছি না যে, কবিতায় ভাবাবেগটা কিছু নয়, ঐ সংযত সুসম্বদ্ধ সুডৌল গঠন-শ্রীটাই সব; কারণ, তাহা হইলে একটা শূন্য-বস্তুকে আকার দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কবিতা—ছোট বা বড় কাব্য—যে কারণে একটি রসরূপ ধারণ করে, তাহা—ঐ 'form'; সমগ্রতার এই সুষমা যেমন তাহার গঠনে, তেমনই তাহার প্রত্যেকটি শব্দযোজনায় যুগপৎ ফুটিয়া উঠে; কবির প্রকৃতি ও কাব্য-প্রেরণার প্রকারভেদে তাহা অজ্ঞান বা সজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহাই খাঁটি রসসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। যাঁহারা আবেগময় ভাববস্তুকেই কাব্যে অধিক মূল্য দেন, তাঁহারাও যদি সত্যই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, তবে ভুলিয়া যান যে, ঐ নিছক আবেগটাই মুগ্ধ করে না—মুগ্ধ করে তাহার ঐ 'form', এবং স্টাইলের অব্যর্থতা। কিন্তু সাধারণ কবিতা-পাঠক বা পদ্য-পিপাসু যাঁহারা, তাঁহারা ঐ আবেগের দমকা-উচ্ছ্বাস, ছন্দের উদ্দাম নৃত্য এবং দুই চারিটা রঙ্গীন শব্দ থাকিলেই কাব্যের চরম রসাস্বাদ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। তেমন কবিতারও প্রয়োজন আছে; উচ্চাঙ্গের কালোয়াতী সঙ্গীতে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের জন্য লোকসঙ্গীতের আয়োজন থাকা চাই বই কি।

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা আমার কবিতার সম্পর্কেই বলি নাই, প্রসঙ্গতঃ সাধারণ কাব্য-বিচারের দিক দিয়াই বলিয়াছি। আমি আমার কবিতারও ঐ 'form'-এর কথা বলিতেছিলাম; কাব্যরসের উচ্ছলতা, গভীরতা বা স্বাভাবিকতার সঙ্গে 'form'-এর সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া যদি রস মাটি হইয়া থাকে, তবে ঐ 'form'-টাও মিথ্যা হইয়াছে। কিন্তু সে বিচার আমিও যেমন করিতে পারি না, তেমনই একালের কাব্যরসিক সমালোচক যে করিতে পারিবেন, এমন ভরসা আমার নাই। কারণ, অতি-আধুনিক রুচি দুই বিপরীত প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে—হয়, কাঁচা হৃদয়াবেগের অশিক্ষিত উন্মাদনা; নয়, সর্ব্বআবেগ-বর্জ্জিত অতিশিক্ষিত মস্তিষ্কের মানসিক ব্যায়াম; এখন তাহাতেও মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, স্নায়ুমণ্ডলীর সূচিকাঘাত প্রিয়তর হইয়াছে। আমার ঐ কবিতায় যদি কোন রস থাকেও তাহা আধুনিক রস-পণ্ডিতের গ্রাহ্য বা উপাদেয় না হইবারই কথা। তৎসত্ত্বেও আমি আমার কবিতার ঐ 'form'-টার দাবী সর্ব্বাগ্রে করিব—রসের বিচারে তাহা যেমনই হোক। এই যে 'form'-এর কথা বলিতেছি, যদি কেহ এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আমার 'বিস্মরণী'র সহিত 'স্মর-গরল' এবং 'স্মর-গরলে'র সহিত 'হেমন্ত-গোধূলি'র ভাষা ও রচনা-ভঙ্গী তুলনা করিয়া দেখিতে বলি। আমার মনে হয়, 'হেমন্ত-গোধূলি'তে আমার কবিতার 'form' শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

যাঁহারা যে-কোন পাত্রে রস ঢালাঢালি করিয়া, ফেলিয়া ছড়াইয়া পান করিতেই অভ্যস্ত, তাঁহারা আমার এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় অবাক হইবেন, হয়তো একটু মুচকি হাসিয়া পরস্পরে দৃষ্টি-বিনিময় করিবেন,—ভাবিবেন, আমি নিজের শেষ কবিতাগুলির জন্য একটা বড় কিছু দাবী করিতেছি। সেটা তাঁহাদেরই ভুল, আমি এখানে কাব্যবিচারে 'form'-এর কথাটাই বলিতেছি, কবিত্বের কথা নয়। আমার নিজের কবিত্ব-খ্যাতির জন্য আমি যে কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, তাহা সত্যবাদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নিজের কাব্যের সমালোচনা নিজে করিলেই ভাল হইত; কারণ বাংলা দেশে এখন বিবাহের মত শ্রাদ্ধটাও নিজেই করিয়া লইতে হয়। ইহাও জানি যে, আমার কবিতার সমালোচনা—অন্তত আমি বাঁচিয়া থাকিতে—আর কেহ করিবে না, তাহার কারণ অনেক। অথচ আমার কবিতা যে কেহ পড়েন না তাহাও নহে; যদি বা নাও পড়েন, তবু পড়াইবার জন্য, এই 'স্মর-গরলে'রই কিয়দংশ উচ্চপরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্য করা হইয়াছে। ইহাতে আমি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে সম্মানিত বোধ করিতেছি, তেমনই একটু শঙ্কিতও হইয়াছি; কারণ ছাত্র ও অধ্যাপকের সঙ্গে এবার আমার কবিতাও পরীক্ষার্থিনী হইল। এইরূপ "বলাদাকৃষ্যমাণা" হইয়া তিনি যে কিরূপ মুখভঙ্গি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি। এই কারণে, আর কিছু না পারি, ঐ কবিতাগুলির সম্বন্ধে অতিশয় সাধারণ ভাবে দুই একটি কথা, আমার পক্ষ হইতে, নিবেদন করিব।

আমার মনে আছে, একদা এক বিদুষী মহিলা 'স্মর-গরলে'র সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই হইতে আমার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনিও মন্তব্য করিয়াছিলেন, এ যুগে এ কাব্যের রসগ্রহণ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ, তাহার কারণও অনেক। তিনি যথাসাধ্য প্রশংসাই করিয়াছিলেন, হয়তো দুই একটি অতিশয়োক্তিও করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অনেকগুলি কবিতার ভাষা ও ভাববস্তু এমনই সুরুচি ও সুনীতিবিরুদ্ধ যে, তিনি কবির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই এমন ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন যে, কাব্য ছাড়িয়া কবির চরিত্রের প্রতিও কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই। আবার, স্থানে স্থানে অর্থসঙ্গতির অভাবও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াও তিনি যে কেন এত কঠোর হইয়াছিলেন তাহার কারণ বুঝি। প্রথমতঃ, তিনি য়ুরোপীয় (জার্ম্মান, ফরাসী ও ইতালীয়) কাব্য-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইলেও, ভারতীয় সাহিত্যের—সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু তত্ত্বচিন্তার—সহিত সুপরিচিত নহেন; তাঁহার য়ুরোপীয় দৃষ্টি ও শিক্ষা-সংস্কারের দ্বারাই তিনি 'স্মর-গরলে'র ভাবধারা নির্ণয় করিয়াছিলেন; সেই সংস্কারও ইংরেজী নীতিজ্ঞান বা খৃষ্টীয় শুচি-বায়ুর দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত। দ্বিতীয়তঃ, ক্ল্যাসিকাল কাব্যরীতির প্রতি বিশেষ

অনুরাগিণী বলিয়া, 'স্বর-গরলে'র ক্ল্যাসিকাল form-এর অন্তরালে রোমাণ্টিক ভাবাবেগের প্রশ্রয় তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। অর্থসঙ্গতির অভাব, অথবা ভাববিরোধ লক্ষ্য করিয়াছেন এইজন্য যে, ঐ ভাষা ও ভাবের আকরগুলা তাঁহার জানা নাই—হিন্দু-ভাব-চিন্তার যে প্রসিদ্ধ বাক্‌পদ্ধতি আছে, তাহার সহিত পরিচয় নাই। আমার কবিতায় কবিত্বের দোষ-গুণ যেমনই থাকুক, রচনার অর্থ-সঙ্গতিও যদি না থাকে, তবে আমাকেই তাহার জবাবদিহি করিতে হয়; অর্থাৎ টীকা-ভাষ্য লিখিতে হয়। কবিতা লিখিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি।

তাই দুই-একটি কথা মাত্র বলিব। অনেকের বিশ্বাস, আমার কবিতাগুলির আদর্শ খাঁটি বিলাতী। একজন খাঁটি বাঙালী কবি সেদিন আমার 'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতাটিকে জারজ বলিয়াছিলেন। কেন বলিয়াছিলেন তাহাও বুঝিতে পারি। বাংলা কবিতা যদি এই অর্থে বিলাতী হয় যে, তাহার শিল্পরীতি, অলঙ্কার, রূপায়ণ প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যকলার অনুরূপ, তবে তাহা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যাবতীয় রূপকর্ম্ম ইংরেজী কাব্যকলার অনুসারী; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ কাব্য-প্রেরণাকে সেই রূপায়ণ-রীতির অধীন করিয়াই বাংলায় নবসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য একরূপ বর্জন করিয়াছিলেন। অতএব, আমার কবিতার বহিরঙ্গ বিলাতী কাব্যকলার অনুরূপ হইলেও, তাহা adaptation—তাহাও একরূপ সৃষ্টিকর্ম্ম, তাহাতে কোন অগৌরব নাই। কিন্তু কবিতার প্রেরণাও আমি য়ুরোপীয় কাব্য হইতে লাভ করিয়াছি, একথা সর্ব্বৈব সত্য নহে। বরং, যে কবিতাগুলিতে ভাব-বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ, আমার বাঙ্গালী-সংস্কৃতি বা রক্তগত প্রেরণার ফল। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন ও বাংলার বিশিষ্ট ভাবসাধনাকে কাব্যপ্রেরণার বিষয়ীভূত দেখিতে (দার্শনিক তত্ত্ব বা সাধনতত্ত্বরূপে নয়) অসম্মত নহেন, তাঁহারা 'নারী-স্তোত্র' বা 'বুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতার ভাববস্তু দুর্নীতিপূর্ণ বা বিজাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভুল করিবেন না; ইহাই মনে রাখিবেন যে, এমন কোন ভাব, এমন কোন চিন্তা নাই যাহা কোন-না-কোন রূপে এই ভারতের, তথা বাংলার জল-মাটিতে বিকশিত হয় নাই; কেবল, তাহার সকলগুলি কাব্যসাহিত্যের উদ্যানে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'স্বর-গরলে'র কবিতাগুলিতে যে একটি সুর বেশি করিয়া বাজিয়াছে, তাহাও এই বাংলার জল-মাটিতে নিহিত আছে—সে সুর 'বৈষ্ণব' নয়, অপর সাধনার সুর। যেহেতু গত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাংলা কাব্যে ঐ 'বৈষ্ণব' সুরই প্রধান হইয়া আছে, এবং অপর সুরটি জীবন-রসে রসায়িত হইয়া খাঁটি কাব্যের সুর হইয়া উঠে নাই, সেজন্য আমার কবিতা, ইংরাজীওয়ালা নীতিবাগীশের কাছেও যেমন, 'ললিতলবঙ্গলতা'-বিলাসীদের কাছেও তেমনই, উপাদেয় হইতে

পারে নাই। 'স্মর-গরলে'র ভূমিকার ছলে ইহার বেশি বলিবার উপায় নাই— বলাও শোভন নহে। সর্ব্বশেষে, যদি ইংরেজ কবির সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া বলি—"I shall dine late but the dining-room will be well-lighted, the guests few and select", তাহা হইলে কেহ অপরাধ লইবেন না।

দোলপূর্ণিমা
১৩৫৪

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল—
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধ-প্রাণ
পিয়েছিনু এক-সুখে, একটি সে গান
গুঞ্জরি' স্খলিত-ভাষে, দুরাশা-চপল!
এক দিন আছিল যা সফেন-তরল,
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! সে মধুর ঘ্রাণ
আছে কি না দেখ দেখি? পাত্র-শেষ পান—
তবু কি সহিবে কণ্ঠে এ স্মর-গরল?

গরল?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে
ঐ নামে আজো হায় বাসি যে মধুর!—
পিপাসার জ্বালা যত, বারি সে প্রচুর
অধর সরস করে নয়ন-আসারে!
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহ-দীপাধারে—
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ-স্বর!

মাঠের বাড়ি, কাঁচরাপাড়া
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৩

স্মর-গরল

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেহলী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে।

মধু-ঋতু সাথে মাধবের সখা দাঁড়াল দুয়ারে মোর,
অনঙ্গ পুন অঙ্গ ধরিল—বর-বেশে এল চোর!
ধ্বজ-পতাকায় অম্বর ছায়,
রাগ-রাগিণীরা বন্দনা গায়,
নাচে চারিভিতে কলা-বধূদল—পায়ে বাজে পাঁয়জোর।

হেরিনু তাহার কলঙ্ক শোভে কুঞ্চিত কালো কেশে,
মধুর অধরে মঞ্জু পিপাসা মিলাইয়া যায় হেসে!
অঙ্গদে ফুরে বিদ্যুদ্দাম,
ধনুখানি তার আজও উদ্দাম—
বুকে আছে তবু বিভূতির রেখা দাহনের অবশেষে!

নব-তনু তার নেহারি' নেহারি' আঁখি হ'ল অনিমেষ,
সারা যৌবন জপিনু তাহার অপরূপ যোগী-বেশ!
হর-নয়নের বহ্নির কণা
দেহ হতে তার আজও ঘুচিল না—
তাই মদনের হাসি-মুখে একি বেদনার উন্মেষ!

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি'—
একে একে মোর মনের নিশীথে উল্কারা গেল খসি'।
বাঁশীতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রতি হ'ল রাধা চির-বিরহিণী,

কেলি-কদম্ব-মূলে বিরাজিল উদাসীর বারাণসী !

স্মর-গরলের জ্বালা হ'ল তার বুকের নীলাম্বরী—
মোর কাম-বধূ বিধিমতে জাগে বিয়োগের বিভাবরী।
নীবি বাঁধা বটে মণি-মেখলায়,
আঁখির কাজলে বিজুলী খেলায়,
ফুল-বিছানায় তবু সে যে মোর চিতানল-সহচরী !

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট ! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস,
আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ !

দুই ভুরু মাঝে বিন্দুসমান আলো জ্বলে অনিমিখ !
রূপোন্মাদের তৃতীয় নয়নে হারায় দিক্-বিদিক !
পরশ-লালসে মদালস তনু—
ভেঙে কুটি-কুটি করি ফুল-ধনু,
তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্ !

আপনারি দেহ-শবাসনে বসি' শ্মশানের বিভীষিকা
নিবারিয়া জ্বালি' অমার আঁধারে অলকার দীপশিখা !
অঙ্গারে আর অস্থিমালায়
অতি অপরূপ রূপ উথলায়,
হেরি, দিকে দিকে খুলে যায় চোখে জীবনের যবনিকা !

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা !
এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম্ম দলি' কুতূহলে,

আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্চ্ছনা !

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত-
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ !
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না !
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত !

আর সে বিষাণে প্রলয়-নিনাদ তুলিবে না শঙ্কর—
রূপলক্ষ্মী যে বিরূপাক্ষের ভরিয়াছে অন্তর !
দেহ-লাবণ্যে হোমানল জ্বালা—
কর-কমলের জপ-বীজমালা
শ্মশানেশ্বরে করেছে উতলা—সুধা-বিষ-জর্জ্জর !

মিলনোৎকণ্ঠা

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার—
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার !
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধরে' আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই—অলঙ্কার !
শুনেছি সে রূপ চমৎকার !

পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলী, ডালিম-ফুলী ?
দুরু-দুরু হিয়া—মণি-হার তায় উঠিছে দুলি' ।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখু-ভুখু চুল পড়িছে খুলি'—
হিয়া দুরু-দুরু উঠিছে দুলি' ।

কত দিবানিশি কাটানু স্বপনে—সেই সে মুখ
দেখি নি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বুক!
প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালী, বিকালে বকুল,
ফুটিয়াছে নীপ—বরষা-আসারে ভরসা-সুখ,
সে মুখ আমার ভরেছে বুক।

এত দিনে বুঝি বিরহ-যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশী বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর!
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি?
এসেছে কি আজি সে সুখ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর?

পাতি' ফুল-শেজ বসিব দু' জনে কথা না বলি',
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম-কলি।
সে রূপ নেহারি' আঁখি অনিমেষ—
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে র'ব কথা না বলি'।

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন?—
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলী উজলি' তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার!

রূপ-মোহ

আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা-মানসের
শেষ-তীর্থে শুচি-স্নান করি'
দাঁড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু সিক্ত কেশ—
মুক্তাস্রাবী তিমির-নির্ঝর !
সিত হ'ল সিঁথিমূল, মৃগমদ-চন্দনের
পত্রলেখা উরস-উপরি
নাহি আর,—সর্ব্বরাগহারা এবে, তাই তার
রূপরেখা অনিন্দ্য-সুন্দর !
মৃত্যু সাথে জীবনের নিত্য শুভ-সন্ধিক্ষণে
যে আলোক চকিতে মিলায়
গোধূলির ম্লান মুখে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের
শেষ আভা ঈষৎ লোহিত
ভাতিল অধরে তার—উষার তুষারে যেন—
কুণ্ঠাহীন মৌন-মহিমায় !
হেরি' তায় মূরছিনু, মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে গেল—
মন তবু হ'ল যে মোহিত ।
অর্দ্ধ-স্বচ্ছ নীলাম্বরে তারার অন্তিম রশ্মি,
আধা-অশ্রু আধা-জ্যোতির্ম্ময়,
হেরিনু ললাটতলে—বড় দূর !—আছে তবু
একটুকু অতীত মমতা ;
না, সে বুঝি অশ্রু নয়, স্নান-শেষ নীর-বিন্দু
পক্ষ্মতলে লগ্ন হয়ে রয়—
একি মূর্ত্তি উদাসিনী !—সর্ব্ব অঙ্গ বেড়ি' তবু
লাবণ্যের একি নিষ্ঠুরতা !

মনে হ'ল, একি সেই ?—কণ্ঠে যার পরাইনু
সর্ব্বসুখ-বিনিময় পণে

কল্পনার পঞ্চনরী (ধুক্ ধুক্ করে বুকে
পাঁচখানি ধুক্‌ধুকি তার)—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত-রসে—এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার !
যার বেণীবন্ধ হতে মায়ার দর্পণখানি
সন্তর্পণে খুলি' লয়ে হাতে
হেরিলাম মুখচ্ছবি রন্ধ্রহীন অন্ধকারে,
দুর্ব্বিষহ হর্ষে শিহরিয়া—
আমারি নয়নে যেন তার দুটি আঁখিতারা
ফুটে আছে অসীম তৃষাতে,
বুঝি না, দোঁহার মাঝে কেবা নিদ্রা যায়, কেবা
জাগে কার চেতনা হরিয়া !
যার গুরু উরুতটে একদা পূর্ণিমা-নিশি
পরায়েছে চারু চন্দ্রহার
সরায়ে শিথিল নীবি, বধূ যবে সংজ্ঞাহারা
আদরের মধুর লগনে,—
সেই মোর প্রাণেশ্বরী আজ মোরে চিনিল না !
সর্ব্ব স্মৃতি পরিচয়-ভার
নিমেষে মোচন করি' চাহিল সে আনমনে
অন্তরীক্ষে, সুদূর গগনে !

বুকে ক'রে ছিনু তারে—সারা নিশি নিদ্রাহীন,
স্পর্শসুখে মুগ্ধ অচেতন,
আমারি স্বপনে তার নিমীলিত আঁখিপুট
বার বার দিয়েছিনু ভরি'
জ্যোৎস্না-পাণ্ডু যামিনীর গণ্ডে যথা উল্কা-চিহ্ন—
মুখে তার আঁকিনু চুম্বন

আপনার অগ্নিবেগে—সে সোহাগে সখী মোর
সচকিয়া উঠে নি শিহরি' ?
প্রেমের আকুতি যবে ফুরিল অধরে তার
কম্প্রকণ্ঠে, স্তিমিত প্রদীপে,
আড়ি পাতি' বাতায়নে আছিল যামিনী চুপে—
শুনে তায় হেসেছিল নাকি ?
আমি তো জানি নি কিছু ! কার ছায়া এত কাল
আগুলিয়া শয়ন-সমীপে
নেহারিনু অনিমিখ ? নারী কিংবা অপ্সরা সে ?—
আঁখি তার রেখেছিল ঢাকি' !
এই কি স্বরূপ তার ! এ নহে বাসর-বধূ,
সীমন্তিনী, ভবন-সারিকা—
সেই মুখে একি হাসি !—আরতির দীপ-ভাতি
প্রতিমার নিথর বয়ানে !
সহসা স্মরিনু সেই গঙ্গাতীরে শান্তনুর
স্বপ্ন-শেষ প্রেম-মরীচিকা—
দেবী সে, প্রেয়সী নয় !—এ যে তাই আরো রূপ !
একি মোহ স্নেহ-অবসানে ?

বিভাবরী

আজি তার যৌবনের জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী-
রাত্রি জাগে রজনী রূপসী ।
সোনার প্রদীপখানি জ্বলিছে শিয়রে,
তারার মল্লিকামালা, জুঁই থরে থরে
ভরিয়াছে ফুলশয্যা তার,
খুলিয়াছে কবরীর গজমোতি-হার ।

সোনার চুম্‌কি-দেওয়া নীল বারাণসী
পরিয়াছে রজনী রূপসী ।

সে যে শ্যামা, তবু তার লাবণি হিরণ,
রূপে তার ডুবে আছে কৌস্তুভ-কিরণ !
আলোকের পালঙ্ক-শায়িনী
মৌনবতী রাজবালা—ছায়া-মায়াবিনী !

বালা-বধূ ঊষা নাকি রবির প্রেয়সী—
কার প্রিয়া রজনী রূপসী ?
নয়নে পড়ে না তার জোছনা-পলক,
কেবা জানে কিবা তার প্রাণের পুলক ?
ছড়াইছে ধরণীর 'পর
মুঠি-মুঠি শুভ্র রেণু কুসুম-কেশর ।

আলোকের সভাতলে নহে সে উর্ব্বশী—
সুগভীরা রজনী রূপসী ।
যে মানস-যৌবনের বেদনা বিপুল
নিখিলের সর্ব্ব শোভা সুষমার মূল,
সেই গাঢ় গূঢ়তর ছায়া
বেড়িয়াছে রজনীর নীল-পাণ্ডু কায়া !

তাই তার এত রূপ—লয়ে তারা শশী
হাসে হের রজনী রূপসী ।
সে আলোকে আঁখি মেলি' দেখিনু স্বপন—
চেতনার পরপারে আছে যে ভুবন,
রাত্রি বুঝি রূপলক্ষ্মী তার,
মানস-নন্দিনী সে যে আদি বিধাতার !

জাগিছে বাসর একা তরুণী ষোড়শী
উদাসিনী রজনী রূপসী ।
অঙ্গ হতে মুছিয়াছে চন্দন কুঙ্কুম,
নূপুরে বাজে না আর ঝিল্লি ঝুম্-ঝুম্,

হের, সিঁথি-ছায়াপথ ’পরে
একখানি মণি নাই—সে যে ধূ ধূ করে !

প্রগল্‌ভ দিবার সে যে অধিক-বয়সী—
ধ্যান-রতা রজনী রূপসী।
কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত-শয়নে
জ্যোতির্ম্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে ?—
মুখে তার মোহিনী মহিমা,
আঁধারে খুঁজিছে যেন আলোকের সীমা !

নিশুতির নিস্তরঙ্গ শোভার সরসী
নেহারিছে রজনী রূপসী।
মনে হয় এই বার খুলিবে কাঁচলি—
স্ফটিকের দীপখানি তুলিছে উজলি’।
আঁখি হ’ল স্বপন-মদির,
খুলিতে রূপের বাঁধ হৃদয় অধীর।

হেরি পুন, পৃথিবীর শবাসনে বসি’
হাসে যেন ষোড়শী রূপসী !
মহাকাল-জায়া ও যে শবরী শর্ব্বরী—
পান করে আপনারি সংজ্ঞা অপহরি’,
ত্রিলোকের মৃত্যু-সুধারস—
আলোকের হাহা-রবে হাসে দিক দশ !

আজি এই রজনীর জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী
যাপি একা বাতায়নে বসি’।
কল্পনা যে হার মানে—হিমসিক্ত কেশে
ঢলে’ পড়ি রজনীর সে রূপ-আবেশে !
অবশেষে গুঞ্জরি’ গুঞ্জরি’
একটি যে নাম জপি—সে যে ‘বিভাবরী’ !

রতি ও আরতি

আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী—
আমারো যে আছে প্রিয়া, হৃদয়ের চিরতৃষাহারী,
এ কথা বুঝাই কারে, বুঝাতে কি পারি ?

কে রূপসী আলুলিয়া কেশপাশ তরল তিমিরে,
না রাখি' চরণ-চিহ্ন পীত-পাণ্ডু সিকতায় সন্ধ্যাকালে ফিরে
সিন্ধুতীরে !—
মৃদু-মন্দ জলোচ্ছ্বাস অলক্ষিতে বেলা-বালুকায়
দুগ্ধফেন-শুভ্রধারে পদে পদে এঁকে দেয় আলিপনা বুদ্বুদ-
মালায় ;
মাঝে মাঝে শুক্তিস্তরে ঝলসিয়া উঠে তার চরণ-নখর,
আনমিয়া তনু যবে আঙুলে পরশ করে শীকর-নিকর—
খসি' পড়ে কটি হতে সুবিচিত্র ঝিনুক-মেখলা,
অমনি দিগন্তে হোথা সলিল-শয়নতলে হেসে উঠে নব
শশিকলা !
—হেন রূপ যে করে সন্ধান,
সে কেমনে ভালবাসে ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, আঁখিকোণে
কাজলের টান !
সে কেমনে রুধি' বাতায়ন,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে থাকে সতৃষ্ণ-নয়ন ?—
রোমাবলী-সম কেশ শোভে যেথা গ্রীবা-তটে কবরীর মূলে,
পাশে তার এক-বিন্দু আলো যেন কনকের দুলখানি দুলে ;
পদনখ হতে তার অলক-অবধি
একটি সে নারীদেহে তরঙ্গিয়া উঠে যেই লাবণ্যের নদী—
তাহারি মাঝারে
মনের মাণিকখানি হারাইয়া বসে' থাকে তটের কিনারে !
এ রহস্য বুঝাতে কি পারি—
হৃদয় হরিল তার কি কুহকে সামান্যা সে প্রণয়িনী নারী ?

রজনীর অন্ধকারে যে-পিপাসা স্বপ্ন রচি' উর্দ্ধাকাশে জ্বলে বহ্নিহীন,
ভস্মাস্তৃত ছায়াপথে কভু বা বিলীন—
সে পিপাসা জাগে যদি মর্ত্ত্য-মরু-মৃগতৃষ্ণিকায়,
তখন সে বারিহীন সিন্ধু-সিকতায়
নৃত্য করে মায়াবিনী স্বপ্ন-নিশাচরী—
বায়ুর দর্পণে তার ছায়া কাঁপে, ঘন-নীল দীর্ঘ নীলাম্বরী
দেখা যায় বালু-প্রান্তে—নদী যেন সুনীল-সলিলা!
রূপসীর সেই নৃত্যলীলা
মৃত্যু হানে।—নিশীথের স্নিগ্ধ তারাহারে
যে আঁখি জুড়ায়, সে কি ধরণীর বালুকা-পাথারে
চেয়ে থাকে মধ্যাহ্নের মরীচি-মালায়?—
কাজলের লাগি সে যে মৃৎ-পাত্রে প্রদীপ জ্বালায়!

বল দেখি, কমলেরর বঁধু অলি, না সে ওই আকাশের রবি?—
রূপ যে স্বপন তার—কামনার ধন নয়, বাসনার ছবি!
রূপসীর করে পূজা প্রেয়সীরে ভালবাসে কবি।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয়—সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি!
সে তো নহে ভোগ-প্রয়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা—প্রেম নয়, নয় সে তো দেহ-পদ্মে
মধু-আস্বাদন!—
দুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, তুই-আমি এক-আমি হয়,
আত্মরস-রসাতলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নিখিলের লয়!
আঁখির অমৃত-বর্ত্তি বলি যারে, চাহি' তার মুখে সেইক্ষণে
আঁখি যে মুদিয়া আসে, চেতনা হারায়ে যায় প্রাণের গহনে—
তাই তার রূপে কি বা কাজ?
'কালা কিম্বা গোরা'—ভুলি, তনু-মন সমর্পিতে নাহি পাই লাজ।

তবু তার রূপ চাই? কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
মিটে না প্রীতির রসে—রূপ আগে, পরে ভালবাসা?

—এ হেন সংশয়
জাগে মনে সবাকার, তবু সে কি সত্য মনে হয় ?
যে প্রতিভা শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে রূপ দেয় চঞ্চলে তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে,
তার প্রিয়া রূপহীনা—হেন অপবাদ কভু তারে কি সম্ভবে !

যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ-স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রৎ ভুবনে।
আমারি ঐশ্বর্য্য তাই হেরি আমি তার দেহমাঝে,
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্ল ফুলসাজে !
যে-আঁখি ধরিতে চায় অসীমের সৃষ্টি-সীমা একটি পলকে !
সে-আঁখি যে রুদ্ধ হয় তার সেই অতি ক্ষুদ্র ললাট-ফলকে !
একমাত্র তারে হেরি, আর যেন কেহ কোথা নাই !—
অধরে বাসন্তী উষা, সিন্দূরে বালার্ক-ভাতি,
নেত্রে তার নীলাকাশ দেখিবারে পাই !

দেবদাসী

ওগো দেব ! তুমি চাহ না আমারে,
চাহ মোর বরতনু ?
কুটিল নয়নে কাজলের ফাঁদ,
নিতি নব-নব কবরীর ছাঁদ,
গ্রীবা কটিমূলে, ভুজ-ভঙ্গীতে
অতনুর ফুলধনু ?

বহিব কি শুধু বুকের উপরে
কঠিন কনক-গিরি ?
সলিল-তরল মুকুতার হার
উছলি' উঠিবে শুধু অনিবার—

উপলের তলে বহিবে না কভু
নির্ঝর ঝিরিঝিরি ?

তব দেউলের দ্বারে বন্দিনী
উৎসব-দাসী আমি !
আমি সে নটিনী, তুমি নটনাথ,
তোমার নয়নে অসি খর-ঘাত—
ছন্দে ও লয়ে তাল কাটে কিনা
নেহারিছ দিন-যামি !

চূড়া-কেশে বাঁধা কুসুম-কেশর
মলিন হ'ল যে ভালে !
বক্ষে শুকায় স্বেদ-চন্দন,
একি নিকরুণ নীবি-বন্ধন !
বলয়ে-নূপুরে কেঁদে উঠে দেহ
সঙ্গীত-সুর-তালে !

ছিঁড়ি' মমতার মৃণাল-তন্তু,
সরায়ে সরসী-জল—
দূর করি কাঁটা,—মধু পাসরিয়া,
পরাণের গূঢ় পরাগ হরিয়া,
চয়ন করিলে নয়নের লাগি'
ফুল-শোভা সুবিমল !

বাঁশী-সঙ্কেতে বরিলে যাহারে
বাসরের সঙ্গিনী,
আমি যে তাহার লীলা-শতদল,
ভরি করপুট, লভি পদতল,
খসে যাই চুপে—ফিরেও চাহে না
রাস-রস-রঙ্গিণী !

আমি দেবদাসী, দেবী নই আমি—
দাবি নাই সুধাপানে ;
আমি নারী নই—নরের গেহিনী,
আমি সবাকার মানস-মোহিনী,
আমি দেবতার ভোগের প্রসাদ
ভক্তের পূজা-দানে !

নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির—
নৃত্য-পুত্তলিকা !
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ,
নেচে ওঠে মোর সকল অঙ্গ,
প্রাণ নাই, তবু গান গাই আমি—
সৃষ্টির প্রহেলিকা !

তবু মনে হয়, কে যেন আমারে
ডেকেছিল কত বার—
নদীর কিনারে তরুতল-ছায়ে
মাটির উপরে আসন বিছায়ে ;
পিপাসার জল, দুটি স্বাদু ফল
সম্বল ছিল তার !

বাঁশের বাঁশীতে প্রভাতী রাগিণী
গেয়েছিল দূর হ'তে ;
শরতের দিন, বাদলের রাতি,
শিশুর অধরে স্বরগের ভাতি,—
কত কুলুকুলু কত মর্ম্মর
সে গীতলহরী-স্রোতে !

শুনি পুনরায়, মন্থর মৃদু
বাঁশীতে ভরিছে শ্বাস।

আকাশে ফুটিল একটি যে তারা
শেষ-বিদায়ের অশ্রুর পারা—
নীল-লোহিতের নিমীলিত চোখে
নিশীথের আশ্বাস !

নাট-দেউলের নটিনী যে আমি,
তোমারি দুয়ারে বাঁধা !
মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ
হানিবে আমারে সুকঠিন শাপ,
কটির মেখলা মূক হয়ে যাবে
নূপুরে বাজিবে বাধা !

যবে সে ক্ষণিক ধূপের ধোঁয়ায়
তোমারে আড়াল করে,—
পলকে লুটাই আপনার পায়,
নয়নের কূলে কুহেলি ঘনায়,
প্রাণের ভিতরে হাহা করে প্রাণ
ধরণীর ধূলি-তরে।

হেরি চমকিয়া—তোমারি সে ছায়া
বেড়িয়া রত্নবেদী
আরতির কালে করিছে নৃত্য,
মথিয়া পরাণ, মথিয়া চিত্ত—
একি ইঙ্গিত জাগে সঙ্গীতে
করুণ মর্ম্মভেদী !

ফুৎকারে যেন সহসা নিবায়
শতাধিক দীপমালা !
আলোকের পিছে হেরি সেই ছায়া—
বিরাট বিপুল অসীমের কায়া !

মনে হয়, যেন কেহ কোথা নাই
নীরব নাট্যশালা !

পূজা শেষ হয়, আরতি ফুরায়—
তখনি দাঁড়াই ফিরে ;
অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে,
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে,
গুরু উরু দোলে, নাচি তালে তালে
মুখরিত মঞ্জীরে !

এই ভালবাস ?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ ?
র'ব অচেতন রূপেরি শাসনে,
তুমি বসি' র'বে আপন আসনে—
নেহারিবে শুধু চারু কারুকলা
শত বরণের সাজ ?

দিবে কি আমারে চির-যৌবন—
হরিবে কি মোর জরা ?
কণ্ঠে আমার ফুরাবে না স্বর ?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর ?
র'বে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
চিরদিন মধুভরা ?

চিরদিন তুমি চাহিবে এমনি
অপলক অচপল ?
ওগো সুন্দর সুঠাম পাষাণ !
তব দেউলের চূড়ার নিশান
কভু টলিবে না ? টুটিবে না মোর
নিয়তির শৃঙ্খল ?

নারীস্তোত্র

তোমার চরিত, নারী, কত জনে কত যে বাখানে—
অযুতাঙ্ক নাটকের এক নটী—তুমি নিপুণিকা!
কত নিন্দা, কত স্তুতি!—স্বপনের সীমান্ত-সন্ধানে
ছুটিয়াছে পিছে-পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা
কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা
চির-শাস্তি মানবের—তনু তব নরকের দ্বার!
'শয়তানে'র মোহমন্ত্র, তুমি তার সহজ-সাধিকা—
আদি-মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বহিষ্কার!

দুষ্টমতি বিধাতার সৃষ্টি তুমি—সুর-তিলোত্তমা?
অসুরের সর্ব্বনাশ—স্বর্গনাশ—তোমারি কারণে!
রিপুর দর্পণে তুমি নর-চক্ষে দেবী নিরুপমা,
পুরুষের পুরুষার্থ হরি' লও—রহে না স্মরণে!
তুমি তন্বী জ্যোতির্লতা! নৃত্য কর নীল-নবঘনে—
কভু বজ্র, কভু বারি, নাহি তব ছলনার শেষ!
অনিন্দ্য-সুন্দর ফুল, বৃন্ত বাঁধা বিষধর সনে!
সে রূপ নেহারি' আঁখি নিদ্রাকুল, তবু নির্নিমেষ;
চরণে লুটায় নর, তবু তার বুকে সে কি বিষম বিদ্বেষ!

এ ধরার মরুমাঝে তুমি কি গো প্রস্তর-প্রতিমা—
পুরাতন মিশরের প্রশ্নময়ী মূরতি ভৈরবী?
অধরে অদ্ভুত হাসি—মানবের প্রতিভার সীমা,
প্রজ্ঞা ও পৌরুষ-দম্ভ, অমৃতের আস্ফালন—সবি
উপহাসি' চিরদিন আছ মূক ধিক্কারের ছবি
যুগান্তের বালুকা-শ্মশানে! কত রাজ্য অবসান,
অস্ত গেল অন্ধকারে কত নব-অভ্যুদয়-রবি!—

তুমি চির-প্রহেলিকা, আজও তার নাই সমাধান,
দেব, দৈত্য, নর—কেহ পায় নাই কভু তব রহস্য-সন্ধান !

ভূগর্ভের অগ্নি তুমি, ধরা-দেহে নিগূঢ়-সঞ্চার—
তোমারি অলক্ষ্য তাপে ঋতুলক্ষ্মী পুষ্পফলবতী ;
তুমি উৎস জ্বালামুখী, অকস্মাৎ অনল-উদ্গার—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস তোমারি সে প্রকট মূরতি !
গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব !
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্ত্তিমতী !
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সম্ভব !

তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়-রাধিকা—
ঘাট হতে চল পথে, নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
পরাণ তাহারি সাথে—তুমি সখী পরাণ-অধিকা,
নওল-কিশোরী প্রিয়া, পরকীয়া-বধূ বরনারী !
রুদ্রের ঘরণী কভু, সতী তুমি, দক্ষের ঝিয়ারী—
দশমহাবিদ্যা-রূপা—ধূমাবতী, ষোড়শী, কমলা !
তুমি শক্তি সংহারের, শিব নমে চরণে তোমারি—
অসুরনাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা !
তুমি মায়া মাহেশ্বরী, ত্রিসন্ধ্যা-সাবিত্রী তুমি লোহিতকুন্তলা !

তুমি নারী, নর-বধূ, তুমি তার দেহ-সহচরী—
কল্পনার কাম-স্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপ্সরা ;
তুমি দেবী, সুধাসিন্ধু-মন্থ-শেষ কল্যাণ-ঈশ্বরী,
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী রমা তুমি, বিষ্ণু-স্বয়ম্বরা !
অবিদ্যারূপিণী, ধনি, ধ'রে আছ মিথ্যার পসরা,
উড়িছে ঘাগরি তব দিকে দিকে বিবিধ-বরণ !
যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধরা—

জায়া-স্বসৃ-মাতারূপে কর যার মরণ বারণ,
মদন-সদনে তারে বাহুপাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ !

তাই দ্বন্দ্ব চিরন্তন, অন্তহীন কলহ সংশয়—
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড তাই বাম করে !
তুমি সত্য, তুমি মিথ্যা, তুমি ভয়, তুমিই অভয়—
প্রলাপ বকিছে কবি, যোগী শুধু অট্টহাস্য করে।
শাস্ত্র আর সংহিতায় বাঁধা তুমি নিয়ম-নিগড়ে !—
সৃষ্টির প্রাণের স্ফূর্ত্তি, বন্ধহারা আনন্দরূপিণী,
মৃত্তিকার সোমলতা, সুধাভাণ্ড মৃত্যুর অধরে—
সেই তুমি—আদিরস-উৎস-ধারা মুক্ত প্রবাহিণী !—
তোমারে বাঁধিবে কেবা ?—বিধি পরায়েছে যার চরণে কিঙ্কিণী !

দুই নয়, এক সে যে !—নহে বিষ, নহে সে অমৃত !—
জীবন মরণ নাই, আছে শুধু সৃষ্টির উল্লাস।
নাই মন, নাই মোহ ; আছে শুধু ছন্দ অনিন্দিত
আনন্দের ; নাই ভয়, নাই কোন স্বর্গের আশ্বাস !
ধরিত্রীর এই ধর্ম্ম, তুমি তার মর্ম্মের উচ্ছ্বাস ;
প্রলয় হয়েছে লয়, তুমি চির-সৃষ্টির সুষমা ;
তুমি কামনার কায়া, বিভু-হৃদি-পদ্মের পলাশ ;
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা—
রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা।

বেদনার বিষহরী ! মৃত্যু—তব মঞ্জীর মেখলা—
নেচে ওঠে তালে তালে, গাও যবে জীবনের গান !
অসীম ব্যথার ভারে তবু তব হৃদয় উতলা
মমতার মহোৎসবে আত্মবলি করিবারে দান !
নয়নের বারি তব কামনারি অভিষেক-স্নান—
যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন !
সন্তান মরিছে বুকে, তখনি যে নব গর্ভাধান !

রক্ত-রাঙা বেদনার আলিম্পনে ভরিছ ভুবন—
বেদনা সে ?—কে বলিবে সুখ নয় অসহ্য সে প্রীতির দহন !

তোমারে চিনিতে নারি' পুরুষের অশান্ত ক্রন্দন—
ধরণীর ঘরণীরে স্বরগের দেবী-সমতুল
হেরিবারে চায় নর—চক্ষে ভাসে অলীক নন্দন,
আকাশ-কুসুম হয়ে ফুটে তাই মাটীর মুকুল ।
তপনেরে তুচ্ছ করি' তারকার লাগি' সে আকুল !
ওই দেহ-রূপ-হ্রদে—টলমল রসের সায়রে—
জুড়াল না জ্বালা তার, ঘুচিল না জীবনের ভুল ?
সে চায় অমৃত-দীপ চিরনিশা-যাপনের তরে—
দেহহীন দেবতাত্মা !—দেবী চায় স্বরগের শয়ন-শিয়রে !

মিলনে মলিন তাই, তাই তুমি বিরহে শ্রেয়সী—
দুর্ল্লভ প্রেমের ধ্যানে কত গীত গুমরি' ধ্বনিছে !
পায় নাই যারে কভু, সেই তার পরাণ-প্রেয়সী—
ইতালীর মহাকবি, তুমি তার প্রিয়া 'বিয়াত্রিচে' !
কত স্বর্গ-নরকের পথে পথে ধায় তার পিছে,
চরণ টলিছে মুহু, মূরছিয়া পড়ে বারবার !
উন্মাদ হেরিল শেষে—সান্ত্বনার বঞ্চনা সে মিছে—
ঊর্দ্ধ-স্বর্গে স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী মূরতি প্রিয়ার !
অমর সে মহাকাব্য, অমরীর স্তবগানে মোহিত সংসার !

আরও এক রাজকবি রচিয়াছে মর্ম্মর-অক্ষরে
বিরহের মঞ্জু শ্লোক মমতাজ-মহিষীরে স্মরি' ;
আজও তার দীর্ঘশ্বাস হাহা করে কবর-গহ্বরে—
কবে প্রিয়া বেঁচে ছিল ?—চিরদিন রহিয়াছে মরি' !
মিলনে মিটে নি তৃষা, তাই দীর্ঘ বিরহ-শর্ব্বরী
জপিয়াছে নাম তার ! চিনেছিল কভু কি তাহারে—
একান্ত সে ধরণীর বৃন্ত'পরে আনন্দ-মঞ্জরী ?

তবে কেন আঁখি ধায় পিছে-পিছে মৃত্যু-পরপারে—
জীবনের জয়মালা রাখে কেন মরণের শ্বেত শবাধারে ?

হায় নর ! কে বলেছে নারী তব মানসের মিতা ?
উন্মাদ তাপস তুমি, সে তো নয় স্বেচ্ছা-তপস্বিনী !
তুমি শিল্পী, হেরিয়াছ নারী-মুখে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'—
দেহের সীমার শেষে তটহীন রূপ-মন্দাকিনী !
ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীরে জানি আমি—সে ব্রহ্মবাদিনী
ভুলেছিল নারীধর্ম্ম—মুখে তার পুরুষ-ভাষণ !
তুমিই করেছ তারে মূঢ়, মূক, নিয়ম-চারিণী—
অম্বপালী যাচে তাই যোড়করে বুদ্ধের শাসন !
যুগে যুগে কত নারী হেন মতে ত্যজিয়াছে নারীর আসন !

পতিতা সে ? দেহ তার শুচি নয় ?—পুরুষের মন
চায় রুক্ষ শমী-শাখা, গূঢ়তাপ যজ্ঞের সমিধ !
পর্য্যাপ্ত-স্তবক-নম্রা বসন্তের লতিকা শোভন
চায় বটে,—আপন মন্দিরে শুধু, ধূর্ত্ত স্থানবিদ্ !
মুক্তবায়ু-বিহারিণী কেড়ে লয় নয়নের নিদ,
মুক্তির বিমল মুক্তা চায় না সে ডুবিয়া অতলে—
পাপ-ভীরু কৃপণের লক্ষ্য শুধু পুণ্যের কুশীদ !
রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই আলোক উথলে—
জন্মান্ধের কিবা তায় ?—স্পর্শ করে মৃদ্‌ভাণ্ড শুধু করতলে।

তাই তনু তুচ্ছ করি' ফিরে তার অন্তর তপাসি'—
বরাঙ্গে যেথায় নিত্য বিরাজিছে দেবতা সুন্দর
প্রাণের প্রত্যক্ষরূপে, হেরিল না যেথায় উদাসী
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু-আঁকা সেই শোভার নির্ঝর !
মাটির প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর—
দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান !
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জ্জর

ভ্রমিছে প্রলয়-পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্ব্বাণ-তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান!

হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
অপাঙ্গে লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে;
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
কাংস্যঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ; মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি'—শুভ্রপক্ষ মরালী সে, ত্যজি' পঙ্ক-নীর!
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ও যে ভ্রষ্টা কামিনীর।

সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী—কালস্রোতে কমল-আসনা—
মুহূর্ত্তে ধরিল রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে;
হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী, সবে করে তারি উপাসনা,
জন্ম-মৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে!
সে যে চির-উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে
কামনার মধু-গন্ধ, দেহ-দীপে করিছে আরতি
সুন্দরের—মূর্ত্তি যার আত্মহারা কাম-সুখে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

সেই এক-মূর্ত্তি নারী!—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখ-তরে সেই নিত্য আত্মবলিদান!
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান!
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা;
সর্ব্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ!

নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্ব্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা!

নমি সেই মানবীরে—দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা;
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্ত্য-মায়াবিনী!
বহিতেছ হাসিমুখে পুরুষের পাপের পসরা—
তোমারে নরকে সঁপি' হতভাগ্য স্বর্গ লবে জিনি'!
মানসমোহিনী অয়ি, মানবের দেহ-প্রসবিনী,
কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে?—ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ?
তোমারি মাঝারে হেরি' নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিণী
লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য-বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ?

রুদ্র-বোধন

বজ্র কোথায় লুকাইয়া আছে নির্মেঘ নীল গগন-তলে?
ধূর্জ্জটি! যোগমগন তোমার নয়নে কোথায় অনল জ্বলে?
এ যে চারি দিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব!
এর মাঝে কোথা ফেলিবে চরণ, হে ভৈরব?
শ্মশান-বাহিনী নদী চলে ওই কল্লোল-হীন অশ্রুজলে—
বজ্র তবুও লুকাইয়া আছে পাথর-নিথর গগন-তলে!

চিতার ভস্ম ভালবাস, তাই ধূর্জ্জটি! তুমি শ্মশান-চর,
চারি দিকে শব, তারি মাঝে শিব! আসন তোমার স্বতন্তর
ধুতুরার বিষে ঘূর্ণিত আঁখি, কণ্ঠ নীল!
জটায় গঙ্গা বীচি-বিভঙ্গে নৃত্যশীল!
পিনাক তোমার ধূলায় লুটায়—কোথা গজাজিন, দিগম্বর?
কবে ধ্যান ভাঙি' দাঁড়ায়ে উঠিবে 'হর হর'-বোলে হে শঙ্কর!

সংহার-সুখে কবে, মহাকাল! আধেক মুদিবে অক্ষিতারা,
সারাদেহময় আলোড়ি' ছুটিবে অধরে রুদ্ধ হাস্য-ধারা!
তাণ্ডব-তালে ফেলিয়া চরণ—তুলিয়া ধরি',
বামে ও ডাহিনে আকাশ ছানিয়া দু বাহু ভরি'—
নিমেষে নিমেষে শত রবি-শশী উড়ায়ে অসীমে কক্ষহারা,
কবে মহাকাল! ঊর্দ্ধ-পলকে আধেক মুদিবে অক্ষিতারা?

কোটি বরষের জরা-জর্জ্জর ধরাবধূ হবে স্বয়ম্বরা—
হরি' লবে বুঝি মালাখানি তার ছয়ঋতু-ফুলে বয়ন-করা!
ঘুচে যাবে তার যৌবন-ছলা উন্মাদনী,
পলিত অলকে দু আঁখি ঢাকিবে পলকে ধনী,
অঙ্গ শিথিল—লোল পয়োধর না বাঁধি' বসনে বসুন্ধরা—
সুন্দরী নয়, সতীবেশে হবে দিগম্বরের স্বয়ম্বরা!

আর সে রূপসী পরিবে না রাতে তারা-ঝল্‌মল্ যামিনী-চেলী,
দিনে দহিবে না পুরুষের মন, আলোক-সিনানে বক্ষ মেলি'।
ঘুচে যাবে রূপ, ঘুচে যাবে তার অঙ্গরাগ,
ঘুচে যাবে কায়া—কামনার এই ব্যর্থ যাগ,
ঘুরিবে না আর মরু-মরুপথে প্রাণের দেবতা পাথর ঠেলি'—
দাঁড়াবে সমুখে কঠিন কুলটা ভ্রূকুটি-ভীষণ দশন মেলি'?

জাগো মহাকাল! রুদ্র-দেবতা! বর্ণ-বিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর সৃষ্টি লয়!
ফেটে যাক নীল নভোবুদ্বুদ—রঙের হাট!
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দ্দয়!
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়।

সৃষ্টির ভরা ভারী হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে!
তবু রূপ চাই স্নায়ু চিরে চিরে, আয়ু যে ফুরায় তাহারি দাপে!

রূপ নয় আর প্রিয়েরি লাগিয়া প্রেমের ছলা,
সে যে নিজ তরে কামনা-নটীর নৃত্যকলা!
সে তো নহে আর হৃদয়েরি দান—তারে পেতে হয় অশেষ পাপে!
মিথ্যার ভারে ভারী হ'ল ধরা, চূর্ণ কর গো চরণ-চাপে!

এই মিথ্যারে মন্থন করি' কালকূট পুন করিবে পান—
কবে অমৃতের শুভ্র ফেনায় নীল-অম্বুধি করিবে স্নান?
এ যে চারিদিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব,
কোথা অনুচর?—কারে নিয়ে হবে মহোৎসব?
কারে জাগাইবে? কোন্ মৃতজনে জীয়াইয়া তুলি' করিবে দান
মহা-মারণের মন্ত্র ভীষণ, কারে কালকূট করাবে পান?

মন্বন্তরে মারী-মুখে বুঝি দূর হবে যত আবর্জ্জনা?
শুষ্ক শবের মূর্দ্ধজে ধূপ-দীপ করি' হবে পূজার্চ্চনা?
নর-পশুদের হিহি-হাহাকার মন্ত্ররব,
নারী-শিশুদের ছিন্নকণ্ঠে গীতোৎসব,
উদ্বন্ধনে করিবে নৃত্য শূন্য-মঞ্চে রসিক জনা,—
ঘূর্ণাঝড়ের চামর ঢুলায়ে হবে কি তোমার পূজার্চ্চনা?

* * *

ভেবে নাহি পাই, কবে কোন ঠাঁই ঊষর ধরার উরস-মুখে—
শৈল-চুচুক বিদারি' ছুটিবে আগুনের স্রোত সকল বুকে!
তারি মাঝে দিক্-পিশাচেরা করে ডমরু-নাদ,
রবি মুছে যায়, কালো হয়ে যায় আকাশে চাঁদ!—
কবে সেই দিন উদিবে হেথায়—মমতাবিহীন মরণ-সুখে
নর-কঙ্কাল উঠিবে হাসিয়া লোহপান করি' লৌহ-বুকে!

বসন্ত-বিদায়

আমার সকল কামনা ফোটে নি এখনো—ফোটে নি গানের শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

আমি গোলাপের বুকে রেখেছিনু ঢেকে কস্তুরী-কর্পূর,
আফিম-ফুলের কৌটায় ছিল ললাটের সিন্দূর,—
নয়ন-নিমেষে গেল তারা ঝরি',
লয়ে ফাগুনের চূত-মঞ্জরী
অলকে পরিনু—অলি-গুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর।

শেষে লাল হয়ে ওঠে বন-বনান্ত পলাশে ও কিংশুকে,
দিকে দিকে পিক কুহু কুহরিল মহুয়ার মধু মুখে;
তরুশাখে-শাখে লতা-হিন্দোল,
পাতায় পাতায় ফুল-হিল্লোল,
সন্ধ্যা-আকাশে সাজিল কাহারা রক্ত চীনাংশুকে!

ওগো, এখনি হবে কি রঙের বাসর, ফুলের দীপালি শেষ?
নিশার নেশা যে এখনো লাগে নি—নয়নে ঘুমের লেশ!
কাজল-আঁকা এ আঁখির কোণায়
এখনি অরুণ-আভাটি ঘনায়—
রিনি-রিনি করে সকল শিরায় রজনীর রসাবেশ!

আমার কবরী এখনো হয় নি শিথিল—শিথানে পড়ে নি খুলে,
মুকুরে যে হাসি দেখেছি অধরে, সে হাসি যাই নি ভুলে।
ধূপের ধোঁয়ায় দিছি মিলাইয়া
দেহের দহনে সুরভি এ হিয়া—

প্রাণের গহনে জ্বলে নি যে দীপ বেদনার বেদীমূলে !

ওগো, মধু-যামিনীর জ্যোৎস্না-কামিনী এখনো যে কানে-কানে
স্মধাইছে মোরে স্মধার কাহিনী—সে কথা সেও না জানে !
সুখের স্বপনে সুমধুর ব্যথা
কেন জেগে রয়—সেই রূপকথা
শুনিবারে চায়, কেবলি তাকায় আমারি মুখের পানে !

আমি মরণেরে, তার নীল-তনু ঘেরি' জীবনের পীত-বাস
পরায়ে, সাধাব হৃদয়-রাধারে—কত না করেছি আশ !
হাসিয়া উঠিবে গোরোচনা-গোরী—
আবীরের ধূলি মুঠা মুঠা ভরি',
শ্যাম-মুখ তার রাঙায়ে রচিবে মরণের মধুমাস !

ওগো, সে কামনা মোর জ্বলে' নিবে গেল শিমুলের শাখে শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

চাঁদের বাসর

তারকার মুখে শুনিনু বারতা সন্ধ্যারাতে—
আজি রজনীতে চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে।
তাই উতরিল রূপসীরা বুঝি তরণী ভরি'—
অস্তাচলের ঘাটে ওঠে যত আলোর পরী ?
রঙের সানাই বাজিছে তখন ইমন-রাগে,
পরতে পরতে গোলাপী সোনালী সুর সে জাগে।
এত চুপিচুপি এয়োরা সাজায় বরণ-ডালা—
সিঁদুরের ঝাঁপি খুলে তুলে রাখে গোধূলি-বালা !

এক কোণে হোথা বাথানে কেহ বা কনে'র সিঁথি,
পরখিছে কেহ ঝাঁপ্‌টার মণি-মুকুতা-বীথি।
কেহ বা শাঁখটি অধরে তুলিতে আঁচল সরে—
জরির কল্কা পাঁয়জোরে পড়ি' কি শোভা ধরে!
চুল হতে ফুল ছিনাইছে কেহ হেলায়ে গ্রীবা—
হীরাখানি তার ঝকমকি' পুন উঠিছে কিবা!
দিবস-বিগমে দিগঙ্গনারা কি সুখে মাতে—
তারকার মুখে শুনিনু সে কথা সন্ধ্যারাতে।

বিবাহ দেখি নি, দেখিনু বাসরে বসেছে বর—
গাঁটছড়া-বাঁধা বধূর মু'খানি কি সুন্দর!
তারার চোখেও তারাটি যে কাঁপে, কাঁপিছে বুক—
চাহি' চাঁদ-মুখে জল ভরে চোখে, ধরে না সুখ!
আজ কারো নয়, আর কেহ নয়—চিত্রা চাঁদে
বহু রজনীর বিরহ বহিয়া বক্ষে বাঁধে!
শতেক রূপসী আছে পাশে বসি'—হেরিছে তারা
হাজার তারার একটি তারারে পলকহারা!
চাঁদ রোজই হাসে, এত হাসি তবু দেখেছে কেহ—
আর কারো লাগি' উথলে এ হেন জ্যোৎস্না-স্নেহ?
ইহারি হরষে বরষে বরষে ভুবন-বনে
ফুল-যৌবন একবার জাগে শুভক্ষণে।
উষা-অপ্সরী ইহারি স্বপন স্মরণ করি'
কুহেলি-ধূসর যবনিকাখানি রাখে যে ধরি'—
আধো-ঘুমঘোর ভাঙে না কিছুতে, যত সে ডাকে
চূত-মধু-পানে মাতাল কোকিল সকল শাখে!

আজ মনে পড়ে, এমনি আরেক বিবাহ-রাতি
কবে কেটে গেছে—নবযৌবন-জ্যোৎস্নাভাতি।
আমিও জেগেছি এমনি বাসর বাঁশরী-তানে,
বামে বসি' বধূ এমনি হেনেছে চাহনি-বাণে!

এমনি সে আলো, ফুলে ফুলময় শয়নখানি—
চোখে-চোখে চাহি' অধরে এমনি ছিল না বাণী !
কত সে রূপসী রতনে-ভূষণে নয়ন ধাঁধি'
আদর-সুধায় পাত্র ভরিয়া পিয়ালো সাধি' !
ভাবি' সেই কথা ভরিছে নয়ন অশ্রু-ভারে,
আরেক রজনী উঠে রণরণি' প্রাণের তারে।
কত উন্মনা মদিরেক্ষণা ওড়না তুলি'
চমকি' মিলায়, আকাশে উড়ায়ে জ্যোৎস্না-ধূলি !
হেরি সেই মুখ—এখনো পড়ে নি অধরে যার
প্রথম চুমাটি, কেঁপে ওঠে তাই বেসর তার !
তাই ভুলে যাই যে কথা শুনিনু সন্ধ্যারাতে—
ভুলে যাই, আজ চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে !

নিশি-ভোর

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন
হয় নি ভোর।
কৃষ্ণা-তিথির কালো-টুপি-পরা
আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে
ছায়ার ছাঁদ!
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়ে অতিথি—
দেখি নি ভালো,
মাটির উপরে ছায়াখানি তার
আলোয়-কালো!
দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,

মৃদুবিহসিত অধর-আধারে
রঙীন সুধা !
রজনীগন্ধা-ফুলের শাখাটি
শিথিল করে
ছিল বুঝি ?—তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে !
নখে মাটি খুঁটি' বাজালে নূপুর—
অধীর-থির,
আমি শুনেছিনু ঝিঁঝিঁর ঝুমুরে
সে মঞ্জীর !
ছায়ারি নেশায় জেগেছিনু সেই
জ্যোৎস্না-রাতি—
ওগো ছায়াময়ী, সে ছায়া তোমারি
রূপের ভাতি !

তুমি গেলে, যবে ঊষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি' শিশিরে শিশিরে
কাঁদিয়া সারা।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফোটা-ফুলে ফুলে মধু পান করে
মধুপ চোর।
নদী-পরপারে, আকাশে রাঙায়
রবির আঁখি—
নিমেষে মিলায় অজানার মোহ
যা ছিল বাকি !
যতদূর দেখি—কোথা সেই ছায়া
সজল-কালো ?

তার পাশে সেই ধুতুরা-ধবল
অস্ফুট আলো ?
কোথা সেই রূপ ?—চোখ দিয়ে যারে
যায় না ধরা,
যে রূপ রাতের স্বপন-সভায়
স্বয়ম্বরা !
কোথা সেই তুমি ? দেখেছিনু যারে
দেখারও আগে !
সে ছায়া মিলাল—কায়াখানি দেখি
সমুখে জাগে !
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলের স্বপন
হ'ল যে ভোর !

দিনশেষে

লাল হয়ে ওই নীল নভ-তল সোনালী হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়্না খসিছে রজনীর কালো কেশে !
সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
লই মোরা ভালবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।

দিন যে ফুরাল, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি-রাতি—
সে আঁধারে সখি, কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী !
নিশীথ-আকাশে আসিবে যে তারা,
চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা

সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্ব্বাণ! শেষে এল সেই রাতি!

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা?
—তারি পরে যম-যূপ!
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ!

রূপ যে অশেষ! যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট র'বে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধুসৌরভে!
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত-উৎসবে,
লইবে বিদায়, ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া র'বে!

তবু সেইটুকু মধু-পার্ব্বণ হেলা করি' কেটে যায়!
মধু-হ্রদ হতে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায়!
ঊষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া!—
হায় সখি, এ কি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পায়-পায়!
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায়!

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান!—

মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,
লতার বিতানে দোলে এলোচুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল—
বায়ু-মর্ম্মর গান!
সারা জীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোলতল।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখি-জল'।

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে—চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার —শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর!
ভুলে যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক!—
সলিলের তলে আছে যে পঙ্ক;
তুমি খুলে ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হয়ে আসে নীল বনরেখা, রাখ এ মিনতি মোর!

জ্যোৎস্না-গোধূলি

আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে—
জীবনের শেষে আলো মিলাইতে না মিলালো,
অন্ধকারে চেনা পথ হবে না ভুলিতে!
এই আলো, এই ছায়া রচিবে আরেক মায়া,
এই ছবি আঁকা হবে আরেক তুলিতে!—
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে।

রবি ডোবে লাল মেঘে ফুলঝুরি খেলি'—
রঙীন দীপালী-শেষে দিন যায় ম্লান হেসে,
তখনো রয়েছি চেয়ে তুই আঁখি মেলি' ;
মনে হয় এইবার নামে বুঝি আঁধিয়ার—
হেনকালে ফুটে উঠে আলোর চামেলি !

কখন যে আঁধারের হ'নু খেয়া-পার—
এক তীর পরিহরি' অন্য তীরে অবতরি'
হেরিলাম শুভ্র হাসি রাত্রি-বিধাতার ;
জীবন বিদায় নিল, মৃত্যু হেসে সুধাইল
'ভাল আছ ?'—সে কথা যে নাহি মনে আর !

চাহিয়ে ধরার পানে হেরিব আবার—
আলো আছে, রঙ নাই— এক শোভা সব ঠাঁই !
ফুলের সুবাস আছে, রূপ একাকার !
হেরিব আকাশতলে চন্দ্রকান্ত-মণি জ্বলে,
তৃণে তৃণে ঝরে তাই ঘুমের নীহার !

বড় ভয় বাসি আমি আঁধারে ঢুলিতে ;
ঘুমাইতে যদি হয় আলো যেন তবু রয়—
স্বপনেও চোখ যেন ঢাকে না ঠুলিতে ।
দিবা হতে নিশালোকে যাব আমি খোলা-চোখে—
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে !

নির্ব্বাণ

এখন যে এসেছে নিদাঘ—
ঝরিয়া পড়িছে ফুলদল,
ধূলি-পাংশু ফাগুনের ফাগ
উড়িছে বাতাসে অবিরল !

শুষ্ক হ'ল আনাভি-রসনা—
মরীচিকা মরুৎ-মুকুরে !
জীবনের বিফল বাসনা
প্রেত হয়ে ঘোরে দূরে-দূরে !

জ্বর-তাপে হৃদয়ের জতু
গলে' গলে' হ'ল অবশেষ,
সারাদেহে বেদনা-বেপথু,
আঁখি-তারা ম্লান অনিমেষ।

নিশীথের স্বপ্ন-বিভীষিকা,
দিবসের সুদীর্ঘ দাহন,
ভয়ঙ্কর বজ্রানল-শিখা
বৈশাখের ঝটিকা-বাহন,

প্রাণগ্রন্থি করিছে শিথিল—
নিবিড় আঁধারে অচেতন
করিবে না ?—এ বিশ্ব-নিখিল
হবে না কি নিদ্রা-নিকেতন ?

ঘুমাইব আমি অকাতরে—
নভ-তল রবিরশ্মিহীন !

জলধারা এ দেহ্-পাথরে
অঝোরে ঝরিবে নিশিদিন!

* * *

জাগায়ো না হে বঁধু আমারে,
বাজায়ো না ও দুটি নূপুর!
এসো না প্রাবৃট-অভিসারে,
ডাকিয়ো না বাঁশীতে, নিঠুর!

উল্লাসে নাচিবে যবে শিখী,
কদম ফুটিবে বনে-বনে—
এ বুকে দিও না পুন লিখি'
পীরিতির রীতিটি গোপনে!

জানি এবে, হে বর-নাগর,
তোমার সে নাগর-দোলায়—
হাসি চেয়ে আঁখিতে সাগর
কূলে কূলে নিতি উথলায়!

শরতের সোনার জুয়ার
আসিবে? আসুক পুন ফিরে;
শীত-রাতে রুধিয়া দুয়ার
জেগে-থাকা কুটীর-তিমিরে—

তারও লাগি' ডরে না হৃদয়,
ডরি সে ফাগুন-ফুলদোল—
সেই আঁখি—চাহনি নিদয়,
শোণিতে ক্ষণিক কলরোল!

সাজাতে চাহি না তার চিতা
জীবনের নিদাঘ-শ্মশানে।

মধু-শেষ মুখের সে তিতা
সারাপ্রাণে অরুচি যে আনে !

প্রীতি নাই, আছে শুধু স্মৃতি,
ব্যথা আছে, নাহি সে কামনা—
বাদলের ধারাজলে তিতি'
নিবে যাক প্রাণ-বহ্নিকণা।

নতুন আলো

একলা জাগি, শীতের রাতে রুদ্ধ বাতায়ন ;
ঘুম আসে না—ঘুমায় ধরা, ঘুমায় ত্রিভুবন !
বাতাস ধরে নিশাস চাপি',
শূন্য-প্রাণে প্রহর যাপি—
শ্রান্তদেহ, ক্লান্ত আয়ু, শুষ্ক দু নয়ন,
—রুদ্ধ বাতায়ন।

পূর্ণিমারি প্লাবন, তবু—জ্যোৎস্না-শ্রাবণ রাতি !
আকাশ-শেজে জ্বলছে হেথায় বিপুল বাসর-বাতি !
আমার যে আর নেই পিপাসা,
নেই যে আশা, নেই নিরাশা—
চাই নে আলো, চাই নে আঁধার, চাই নে সুখের সাথী—
ভয়ে কাটাই রাতি।

মহাভয়ের ভাব্‌না যে আজ রুদ্ধ করে শ্বাস—
এমনি করে' জাগা-ই কিগো অমর-সভায় বাস ?
দেহের সকল বাঁধন খোলা,
ফুরিয়ে যাবে প্রাণের দোলা,
রইবে শুধু চোখের আলো—শীতের জ্যোৎস্নাকাশ !
—হারাই যেন শ্বাস !

হঠাৎ বনে উঠলো ডেকে ঘুম-হারা কোন্ পাখী—
চম্‌কে উঠি, রাত ফুরালো? ঢুলবে এবার আঁখি?
চেয়ে দেখি দুয়ার-ফাঁকে,
চাঁদ উঁকি দেয় মেঘের বাঁকে—
আব্‌ছা-আলোয় ভুল করে' তাই ডাকছে থাকি' থাকি'
ঘুমহারা কোন্ পাখী।

রাত তখনও অনেক বাকি—চাঁদ যে মাথার উপর,
আকাশ-মরুর সবটা জুড়ে জ্যোৎস্না তখন দুপর!
এ যেন এক রঙীন আঁধার—
আর এক ফাঁকি চোখের ধাঁধার!
হাঁপিয়ে উঠি—মুখের উপর ঢাক্‌না যেন রূপোর!
—জ্যোৎস্না তখন দুপর।

অন্ধকারেও রইতে নারি—তেলের প্রদীপ জেলে,
বন্ধ ঘরে জাগছি একা, বালিশ 'পরে হেলে।
ভাবি আবার—এমনি যদি
পার হয়ে সে মরণ-নদী,
অনন্তকাল এক্‌লা জাগি, এমনি দু চোখ মেলে—
স্মৃতির প্রদীপ জেলে!

এ কি আলোর অট্টহাসি অন্ধকারের তীরে!
এ কি অসীম সোনার দেয়াল লোহার প্রাসাদ ঘিরে!
দাও ছেড়ে দাও! ঘুমাই খানিক,
ছিল যা মোর বুকের মাণিক—
দিলাম ছুঁড়ে পায়ে তোমার, চাই না সে আর ফিরে
—এপারের এই তীরে।

দিনের আলোয় দেখেছিলাম জ্যোৎস্না-ভরা নিশা—
স্বপন-সুখের রসাতলে হারিয়েছিলাম দিশা!

অন্ধকারের অন্তরালে
বাদল-মেঘে দিন ফুরালে—
এঁকেছিলাম ইন্দ্রধনু মিটিয়ে মনের তৃষা,
হারিয়েছিলাম দিশা!

তাই কি আমার রাতের 'পরে দিনের অভিশাপ?
এমনি করে' বইতে হবে মিথ্যা-মায়ার পাপ?
সারারাতের পৌর্ণমাসী
গগন ভরে' হাসছে হাসি—
আমার যে গো নয়ন-পাতে মধ্যদিনের তাপ!
—হায় কি অভিশাপ!

* * *

এতক্ষণে রাত পোহাল?—পাখীরা ওই ডাকে,
ভোরের হাওয়া বইছে ওকি জানলাগুলার ফাঁকে?
এবার বুঝি ঘুমিয়ে পড়ি!—
পূব-আকাশে রঙের ছড়ি
টানছে বোধ হয়, আসছে উষা—আল্‌পনা তাই আঁকে,
—পাখীরা ওই ডাকে।

জানলা-তুয়ার দাও খুলে দাও! জ্যোৎস্না গেছে উবে'!
জগজ্জ্যোতি আলোর-আলো ফুটছে যে ওই পূবে!
জীবনহরণ, মৃত্যুহরণ,
আঁধারভেদী, তুধের বরণ—
কৌস্তুভেরি কিরণ-গাঙে তারারা যায় ডুবে!
—জ্যোৎস্না গেছে উবে'।

চরাচরের শেষ সীমানায়, আলো-ছায়ার পারে,
নীল যেখানে উদাস-ধূসর ধুতরো-ফুলের হারে!—
সেইখানে ওই বেদের মেয়ে
নিত্যি আসে হঠাৎ ধেয়ে—

চোখ-ঢাকা চুল সরিয়ে পিঠে, চমক লাগায় কারে !
—নীলাম্বুধির পারে !

আদি-কালের কবির চোখে যে রূপ চমৎকার
বাণী হয়ে উঠ্‌ল বেজে কণ্ঠে বারম্বার—
আজও যে তাই উঠছে ফুটে
শীর্ণ আমার পরাণ-পুটে,
গহন-গভীর চেতন-তলে উদাত্ত ওঙ্কার
—চির-চমৎকার !

শুনছি না তো—দেখছি যেন মন্ত্র দু চোখ ভরে' !
নয়ন যে মোর শ্রবণ হ'ল জ্যোতিঃ-সিনান করে' !
বচনে যা দেয় না ধরা,
লোচনে হয় স্বয়ম্বরা—
সেই ভারতীর অভয়-আশিস পড়ছে হোথায় ঝরে',
—পেলাম দু চোখ ভরে' !

ঘুচবে এবার ছায়ার মায়া—মুছবে চোখের কালি ?
ছড়িয়ে যাব ধরার ধূলায় স্বপন-ফুলের ডালি ?
এই জীবনের রাত্রিশেষে
জাগব কি ওই উষার দেশে ?—
ওই যেখানে নীলের ডাঙায় মুক্তা-রঙের বালি !
—শ্বেত-করবীর ডালি !

এ পারে আর রইব জেগে—নাই সে আশা নাই !
প্রহর ধরে' রাত জেগেছি, ঘুমাই এখন, ভাই !
জেনেছি, কোন্ সাগর-কূলে
আলোক-লতা উঠছে দুলে—
পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস—আর কিছু না চাই,
—ঘুমাই এখন, ভাই !

শেষ-শিক্ষা

ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—
তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু ?—ভাবিয়া না পাই,
জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়—

ভাল যে বাসে নি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই!
কৈশোরের আদি হতে যত কথা মনে পড়ে আজ—
দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই

ভরিবারে চুপি চুপি এই মোর দুই মুঠি-মাঝ
তাহারি অশেষ স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, অমূল্য-রতন!
আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ!

বিফল হয়েছে তার এত যত্ন, এত আয়োজন—
আদর সোহাগ হাসি মমতার সেবা সুনিপুণ,
সারাটি যামিনী জাগি' নিদ্রাহারা আঁখির বেদন—

সকলি হয়েছে বৃথা! দিই নাই, তবু বহুগুণ
না চাহিতে পেয়েছিনু; কত জন চাহি' মুখপানে
আছিল আশায় বসি'—পাণ্ডু ওষ্ঠে মিনতি করুণ!

অপাঙ্গে চাহি নি কভু সেই মূক আকুল আহ্বানে!
পলাতক হিয়া মোর খুঁজিয়াছে একান্ত নির্জ্জন
আপন কল্পনা-কুঞ্জ, বুনিয়াছে বসি' সেইখানে

বাণীর বসনখানি—বিলাসের মায়া-আস্তরণ!
হেসেছি কেঁদেছি শুধু স্বপনের সখা-সখী সাথে,
সত্য যাহা—প্রাণের দুয়ারে তার প্রবেশ বারণ!

* * *

যৌবন-রজনী-শেষ আজি এই করুণ প্রভাতে
বসন্ত এসেছে পুন, হেরিতেছি মাধবী-মঞ্জরী
ভরিয়াছে বনস্থলী, হেমকান্তি কিরণ-সম্পাতে

বিবাহের চেলীখানি পরিয়াছে বসুধা-সুন্দরী ;
অজস্র আরক্ত-পীত গাঁদাফুল এখনো বিদায়
লয় নি অঙ্গন হতে—রূপে তার চক্ষু আসে ভরি'।

তবু সে মলিন শীর্ণ, তারি মত চেয়ে আছি হায়,
আজি এ বসন্ত-দিনে—রিক্ত-মধু, যাপি অলিহীন
সারাটি প্রহর একা, বিদায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

আর কি আসিবে ফিরে—আর এক বসন্তের দিন
সেই যারা অর্ঘ্য-থালি সুনিটোল ললাটে পরশি'
সন্তর্পণে নিবেদিয়া, দুরু-দুরু হৃদয় নবীন,

চেয়েছিল মুখপানে ?—কলামাত্র-অবশেষ শশী
যেমন মলিন হেসে দিক্-প্রান্তে যায় অবতরি',
তেমনি লুকাল তারা—চিত্রার্পিত আমি ছিনু বসি'!

ধর্ম্ম যাহা ধরণীর আমি তায় আছিনু পাসরি' ;
আমারো যে নিমন্ত্রণ হয়েছিল পূর্ণিমা-উৎসবে,
যৌবনের নিধুবনে নাম ধরি' ডেকেছে বাঁশরী !

চমকি' চকিতে উঠি' দ্বার খুলি' সেই বাঁশী-রবে,
চন্দ্রালোক-পুলকিত নভ-তলে মেলিয়া নয়ন
খুঁজি নাই কভু কারে—কেন, হায়, কে আমারে ক'বে ?

আত্মার নিশীথ-রাতে প্রেম বুঝি স্বপ্ন-সঞ্চরণ—
বাঁশীখানি বেজে ওঠে অচৈতন্য প্রাণের অতলে ?

প্রেম কি 'নিশির ডাক'—গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ ?

বিস্ফারিত অন্ধ আঁখি, তবু পথ চিনিয়া সে চলে,
বাহিরের ডাক শুনি' স্বপনে সে হয়েছে বাহির—
পথের পথিক-বালা নিজ মালা দেয় তার গলে !

কারো লগ্ন ভ্রষ্ট হয়—স্বপ্নভঙ্গে ব্যথায় অধীর ;
কারো স্বপ্ন ভাঙে না যে, সেই নর চির-ভাগ্যবান,
স্বপ্নশেষে আসে তার মহানিদ্রা মরণ-তিমির !

তাই বুঝি সত্য হবে ! শুনি নাই প্রেমের আহ্বান,
প্রাণেরে পাড়ায়ে ঘুম স্বপনেরে দিয়েছিনু ফাঁকি,
বাজে নাই দেহ-বীণে আত্মহারা কামনার গান।

আজ নিদ্রা অবসান—স্বপ্ন শুধু রহিয়াছে বাকি,
গাহিতেছি মনে মনে অপরাধ-ভঞ্জনের শ্লোক ;
বাসি নি যাহারে ভাল তার হাতে কবিতার রাখী

বাঁধিনু সুদূর হতে ; থাকে যদি কোথা পরলোক,
পরজন্ম,—সেইখানে একবার বাঁধি' বাহুপাশে
মুছাতে পারিব কারো অশ্রুভার-অবনত চোখ ?

* * *

পায় নাই ভালবাসা কেহ কভু এ মর্ত্ত্য-আবাসে—
মিথ্যা কথা ! ধরণী যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহের নিলয় !
বাসে নাই ভাল কারে যে অভাগা—তারি দীর্ঘশ্বাসে

দিনান্তে ডুবিছে রবি, ঘেরি' আসে আঁধার নিদয়
আসন্ন রজনীমুখে ; প্রাণ যার ছিল উদাসীন
জীবনে বঞ্চিত সেই—তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয় !

প্রেম ও জীবন

('চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'—গোবিন্দদাস)

আজ রাতে ঘুম নাই, ফাগুনের দোল-পূর্ণিমা যে !
রজনী পরেছে শাড়ী নীলাম্বরী জ্যোৎস্না-বারাণসী,
দু চারি তারার কুঁড়ি জড়াইয়া ওড়নার ভাঁজে
শাড়ীর সে কালো পাড় লুটায়েছে বনান্ত পরশি' !
নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া ;
যে জীবন-যৌবনের ক্ষয় নাই, খেদ নাহি যা'য়—
হাসি-অশ্রু দুই-ই এক—একই শোভা—গোলাপে শিশির !
—আজিকার আলো আর ছায়া
মিলায় মধুর করি' তারি রস প্রাণের সীমায়,
জীবন-বসন্ত শেষ, শেষ নাই পূর্ণিমা-নিশির !

ভেসে আসে হা-হা হাসি, রহি' রহি' গীতবাদ্য-রোল—
জনপদ-যুবজন মাতিয়াছে মদন-উৎসবে ;
সে শব্দতরঙ্গ যেন দূর হতে হানিছে হিল্লোল
হেথাকার স্তব্ধ তটে, রাত্রি ওঠে রোমাঞ্চিয়া নভে !
জীবনের জয়গাথা গাহে মুগ্ধ মৃত্যুভয়হীন
অধীর যৌবনমদে ; রাধা-শ্যামে আজি হোরী-খেলা—
বনে বনে শীর্ণ শাখা শ্যাম-রূপে উঠিছে শিহরি',
মরণের বদন মলিন !—
জরা কেহ মানিবে না, আজি সমবয়সীর মেলা—
পল্লীপথে হুলাহুলি, উথলিছে প্রমোদলহরী !

রজনী গভীর হ'ল ; এ নির্জ্জন নিরালা কুটীরে
একা জাগি, সমুখে সে যত দূর দৃষ্টি মোর ধায়—
জ্যোৎস্নাম্বরা তৃণভূমি, মাঝে মাঝে শ্বসিছে সমীরে
তন্দ্রাহত ছায়া-তরু, দূরে দূরে প্রহরীর প্রায়।

চাহিনু আকাশ পানে, মনে হ'ল এ কোন্ স্বপন
রচিছে নিশুতি-রাতি ?—হোলিখেলা পলকে হারাই
রাধার ফাগের থারি কোথা গেল, কে লইল হরি' ?
শূন্য করি' সারা বৃন্দাবন
শ্যামরূপ-হ্রদে বুঝি ডুবিয়াছে উন্মাদিনী রাই—
নীল জলে জলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী !

ঢুলে আসে আঁখি-পাতা, যামিনীর মায়া-যবনিকা
খুলে গেল ক্ষণতরে, ঘনতর অন্ধকারে ঘেরি'
ভুলাইল দেশকাল ; নিমীলিত নেত্র-কনীনিকা
স্ফুরিল অরূপ-রসে, নেপথ্যের নট-লীলা হেরি'।
ভুলে গেনু নীলাকাশে হেমকান্ত কৌস্তুভ-আভাস—
শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী ;
মনে হ'ল, ঊর্দ্ধে ওই অকম্পিত চন্দ্রাতপ-তলে
—স্তব্ধ যেথা নিশার নিশাস,
যেন কারা মেলিয়াছে অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী
অতীতের, মৃত্যুর ময়ূরকণ্ঠী উত্তরীয় গলে !

সহসা পশিল কানে শতাব্দীর সঙ্গীত-মর্ম্মর—
আলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিল কি শত পিকরব !
শুনিনু গাহিছে গাথা—পুরাতন ব্যথার নির্ঝর—
চিরযুগজীবী কবি, বাঙলার বাউল বৈষ্ণব।
সেই সুর !—যার রসে যুগ যুগ গোঙাইল কাঁদি'
জীবন-পূর্ণিমা-নিশি, হেরি' রূপ মনোহারিকার।
'নয়ন না তিরপিত', ঘুচিল না সুচির বিরহ—
বক্ষে চাপি' বাহুপাশে বাঁধি' !
সেই সুর !—ভাষা যার বাণী-কণ্ঠে গজমোতি-হার—
'প্রেম সে চপল, থির এ জীবন তুরন্ত অসহ' !

সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই নীল-লাবণ্য-লালসে

মূর্চ্ছি' আছে চরাচর—ভাল নহে শুধু ভালবাসা!
সে সুধা-সাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে বুঝি তার নাই যাওয়া-আসা!
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্ত্তা বহি' আনে
জীবনের বাতায়নে—'ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্ল্লভ
সুন্দরের পারিজাত কোন্ বনে, কোন্ নদীপারে!'
—শুনি' পুন সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পীরিতির খর-তাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার।

হে চিরযৌবন কবি! লভিয়াছ অমর-জীবন
কবিতার কল্পলোকে, নাই সেথা জরা, মৃত্যুভয়!
প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরে আজও তাই পূর্ণিমা-যাপন
কর সবে,—কীর্ত্তনের সুরে শুনি সুন্দরের জয়!
যে রূপের পিপাসায় প্রেম হ'ল জীবন-অধিক,
এক দিন এই পথে তার নেশা ঘুচে নাই, কবি?
রাত্রিশেষে এই শশী ডুবে নাই দিক্-চক্রবালে?
সশরীর হে স্বর্গ-পথিক,
পশ্চাতে চাহ নি কভু?—আর কারো ম্লান মুখচ্ছবি
তব দেহচ্ছায়াতুর, হের নাই অপরাহ্ণকালে?

সেই কথা জাগে মনে, তাই হায় পারি না ভুলিতে—
প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল!
যৌবন-বসন্তশেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে
হেরি সবি রঙ-ছুট, প্রেমেরও যে মিনতি বিফল!
তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে!
শেষে রচি ঝরাফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ!
—বৃন্দাবন চির পরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ্ম-পরশে,

কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ!

আজি এই রজনীর রূপমধু-পিয়াসে বিহ্বল—
মরণেরে মনে হয় রমণীয়, মদির-মধুর!
শুনি যেন সমীরণে মৃদু শ্বাস স্বনিছে কেবল—
হায়, প্রেম ক্ষণপ্রভা, এ জীবন আঁধার-বিধুর!
জীবনের চেয়ে ভাল সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক,
অচেতন হয়ে ডুবি সুপ্তিহীন স্বপ্ন-রসাতলে।
হেনকালে ওই শুন—মর্ম্মভেদী একি পরিহাস!—
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক!
জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্র-বলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন, একান্ত উদাস।

বুদ্ধ

জরা-মৃত্যু—বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান—
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
বিষের ঔষধ বিষ পিয়াইলে, ভিষক-প্রধান!
ধরার পীড়িত জনে,—কামনার অঙ্কুশ দুর্জ্জয়
ভাঙিলে কৌশলে বীর, কামনার অঙ্কুর বিনাশি'।

হেরি মূর্ত্তি মঠে মঠে দেশে দেশে শিলা-ধাতুময়—
অধরে মূর্চ্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
মুদিত ঊর্দ্ধগ দৃষ্টি; ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল—
অনিন্দ্য আসন-ভঙ্গী! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
জয়োল্লাস—জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎসবে!
নির্ব্বাণ মমতাবহ্নি,—সে কি তৃপ্তি, নাহি তার তুল!

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ—একি দৃশ্য অলোকসম্ভব !
প্রকৃতির নৃত্য নাই, মুখ তার গুণ্ঠনে আবরি'
সরিয়া দাঁড়ায় নটী, কুলবধূ লজ্জায় মলিন !
মহাকাল আছে স্তব্ধ !—পুরুষের পৌরুষ-গৌরব
মানবের ইতিহাস যুগ-যুগ রহিয়াছে ভরি'—
সর্ব্ব ভয়, সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব সুখে সে যে উদাসীন !

সেই বার্ত্তা ওই মুখে আজও হেরি, বিস্ময়-বিহ্বল—
একটি মানুষ কবে একবার হয়েছে নাস্তিক !
নিবারি' নরক-ভয়, তুচ্ছ করি' স্বর্গ-সুখ-লোভ,
ধ্যানে বসি' দৃঢ়াসনে জরা-মৃত্যু করেছে নিস্ফল !
তার মুক্তি—সুখ নয়, জীব-জন্মে দুঃখ মর্ম্মান্তিক,
তাহারি নিবৃত্তি শুধু—দূর করি' বাসনা-বিক্ষোভ।

সে দুঃখ-দমন মন্ত্র এক দিন শ্রমণ গৌতম
বিতরিল সারনাথে, তার পর আর্ত্ত নর-নারী—
সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্ব্বাণ,
তৃষ্ণা, রতি, অরতির উচ্ছেদের পন্থা অনুত্তম
লভিতে আসিল ধেয়ে।—ত্রৈলোক্যের মুক্তির ভিখারী
আপামর সর্ব্বজনে শান্তিবারি করিল প্রদান !

শ্রাবস্তির জেতবনে শ্রেষ্ঠী-শিষ্য কোটি কার্ষাপণ
স্বর্ণমুদ্রা রাখি' ভূমে রচি দিল সৌধ-সঙ্ঘারাম ;
মগধের রাজগৃহে মহারাজ সেন-বিম্বিসার
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নিজে নিবেদিল বুদ্ধে 'বেণুবন' ;
বেসালির বেশ্যা মহাভিক্ষুপদে করিয়া প্রণাম
কৃতার্থ হইল সঁপি 'আম্রবণ'—বিপুল বিহার !

অশীতি-সহস্র মঠ নিরমিল নৃপতি অশোক
'বুদ্ধের শরণ' লাগি' ; ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর

পৃথ্বীরে করিল পাণ্ডু! প্রিয়দর্শী, দেবতার প্রিয়,
অরণ্যে গুহায় শৈলে স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মসূত্র-শ্লোক
প্রকৃতি-শাসন তরে লিখাইল, মহা মহীশ্বর—
রাজ-পুণ্যে শ্রমণ গৌতম হ'ল বিশ্ব-বরণীয়!

তার পর?—প্রাণ ছিল উপবাসী বর্ষ-পঞ্চশত,
(জীবনের পথ শেষ হয় না কি উপসম্পদায়?)
দশ শত বর্ষ সেই বুভুক্ষার করিল পারণ—
মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত!
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীঠিকায়
উন্মদ মিথুন-মূর্ত্তি—যতী পূজে রতির চরণ!

আত্মার অন্তিম দীপ্তি প্রকাশিল দেহ-রসাতলে,
আয়ুক্ষয়-সাধনায় ধরা প'ল মহা আয়ুর্ব্বেদ!
কামযজ্ঞে দেহ সঁপি' হ'ল তায় হবিঃশেষ-পান—
মিথ্যারে মন্থন করি' তার সেই তীব্র হলাহলে
কণ্ঠ নীল! ললাটের নেত্রে তবু হ'ল না নিষেধ
যোগীর অদ্বৈত-দৃষ্টি—তার পর ভারত শ্মশান!

বৈশাখী-পূর্ণিমারাত্রে এক দিন নিরঞ্জনা-তীরে
প্রহরে প্রহরে শুনি' তব কণ্ঠে গম্ভীর 'উদান'—
সেই যে পড়িল খসি' 'মার'-হস্তে বাসনার বাঁশী,
সে আর তেমন সুরে সাধিল না ধরা-বধূটিরে;
আর সে কামনালক্ষ্মী উদিল না পূর্ণ করি' প্রাণ,
তন্ত্রে-মন্ত্রে শিহরিয়া হাসিল সে উদাসীন হাসি।

দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিরে হেরি' তব রূপ মনোহর
মুগ্ধা কিসা গোতমীর কণ্ঠে সে কি প্রাণের উচ্ছ্বাস!-
'হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি,
কত সুখী তার প্রিয়া!' শুনি' সেই বাণী সকাতর,

চকিতে উদিল মনে—'সেই সুখী যে জন উদাস!'
দীক্ষা-গুরু বলি' তারে পাঠাইলে মুক্তামালাখানি!

নারী তায় পরি' গলে, সারারাত আধেক স্বপনে
জাগিল বাসর একা—রাজপুত্র বাসিয়াছে ভালো!
তুমি কিন্তু সেই দিন সত্য-সুখ বাসনা-নির্ব্বাণ
লভিতে ত্যজিলে গৃহ; পশি' নিজ শয়ন-ভবনে
পত্নীপুত্র-মুখ হতে নিবাইয়া শিয়রের আলো,
না বলি' বিদায়-বাণী, চিরতরে করিলে প্রস্থান।

প্রেমের লাঞ্ছনা সেই, মমতার সেই অপমান
জয়ী হ'ল! পণ শুনি দেবতারা কাঁপিল তরাসে—
'শীর্ণ হোক স্নায়ু-শিরা, রক্ত শুষ্ক, অস্থি ক্ষয় হোক,
এ আসন ত্যজিব না, না লভিয়া পূর্ণ পরা-জ্ঞান!'
কর্ম্ম-বন্ধ, ভব-ভয় ভেদ করি' প্রাণান্ত প্রয়াসে
দাঁড়াইলে বোধিমূলে, দূরে ফেলি' কামনা-নির্ম্মোক!

সেই মূর্ত্তি আজও হেরি, শুনি সেই মানুষের কথা—
ভাঙিতে চাহিল যেই দেবতারো দেবত্ব-শৃঙ্খল!
তার বেশি আর কিছু তোমা মাঝে হেরি না যে আজ!
'মার' কি মেনেছে বশ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা?
তোমার সে আত্ম-জয়ে ফুরায়েছে মৃত্যুর সম্বল?
ফোটে না কি রাধা-পদ্ম কৃষ্ণ-অশ্রুসায়রের মাঝ?

অচল সে ধর্ম্ম-চক্র মৃগদাব ঋষিপতনের,
যুগান্ত-সঞ্চিত ধূলি ঢাকিয়াছে শত চৈত্য-স্তূপ;
শুধু তুমি, ভূতসাক্ষী ভগবান শাক্য তথাগত!
মানস-মন্দিরে কভু দেখা দাও জগত-জনের।
তোমারি মহিমা স্মরি, স্মরি তব অমিতাভ-রূপ—
তোমারি উদ্দেশে মাথা শ্রদ্ধাভরে করি অবনত।

তবু সে নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম বহুদিন হয়েছে নির্ব্বাণ,
আছে শুধু ক্ষীণ-মর্ম্ম মৈত্রী আর অহিংসার নীতি !
যে রাজ্য বিস্তার করি' মন-মাঝে শাসিলে একেলা
বিশাল মানবগোষ্ঠী ;—করাইলে আত্ম-বলিদান
শূন্য-সুখ তরে শুধু, ঘুচাইয়া প্রাণের পীরিতি—
সে কি নহে দুর্ব্বলেরে লয়ে সেই সবলের খেলা !

বোধিদ্রুমতলে বসি' যেই স্বপ্ন দেখিলে, সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,—সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি দ্রষ্টা তার ;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবারে করিলে প্রয়াস—
রুদ্ধ করি' আঁখিজল, ম্লান করি' অধরের হাসি !
প্রাণ-হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার ?—
তার চেয়ে ক্রুর সে কি—তৈমুরের লক্ষ জীব-নাশ ?

মানবের সর্ব্ব কীর্ত্তি কালগর্ভে নিমেষে মিলায়—
ধর্ম্মরাজচক্রবর্ত্তী ! তব রাজ্য তেমনি বিলীন !
হিংসা-প্রেম-খরস্রোতা প্রকৃতির প্রাণ-কল্লোলিনী
বহে শুধু নিত্যকাল, জন্মমৃত্যু-লহরী-লীলায় !
তুষারে ফুটিছে ফুল ! মিথ্যা-সুখে হাস্য অমলিন !—
দুঃখ সত্য,—অমৃত সমান তবু তাহার কাহিনী !

আজ আর নাহি ভয় ; দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জন্মিতেও ভয় নাহি পাই—
স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা !
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই !
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা।

ওই যে ফুটেছে ফুল বৃতিপাশে, বিচিত্র-বরণ,
হরিৎ ব্রততী-শিরে—ঊর্দ্ধে নীল আয়ত আকাশ—

প্রভাতের হিমবিন্দু, মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি-পানে
হৃদয়ে ভরিছে মধু!—তার সেই জীবন মরণ
ফুরাইবে ক্ষণপরে, কেন বৃথা করি হা-হুতাশ
আদি-অন্ত-ভাবনায় ?—কেন ফিরি অদৃষ্ট-সন্ধানে ?

আছে কাঁটা ? হায়, সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন—
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ !
কীট ?—সে তো চিন্তা-শূল—মর্ম্মকোষে পরাগের ব্যাধি—
শীর্ণ দল, তিক্তমধু, পুষ্পপুট রাগরক্তহীন !
চারি পাশে বিকশিত স্নেহশ্যাম চিকণ পল্লব—
এত শোভা !—তবু সে শিহরি' উঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি' !

দেহ মিথ্যা, প্রাণ মিথ্যা, একমাত্র দুঃখ সত্য হবে ?
বাসনায় আছে বিষ ?—আছে সাথে বিষঘ্ন ওষধি !
অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা !
কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে ;
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই !—জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা !

সেই প্রেম !—জন্ম-জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই !
এই দেহ-পাত্র ভরি' যেই দিন উঠিবে উছলি'—
ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর !
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই ;
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার !

কবি-বরণ

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে)

আমারও পড়েছে ডাক আজিকার উৎসব-সভায়,
কবিতার অর্ঘ্যে, কবি, করিবারে তোমার বন্দনা—
জানি না কি দুঃসাহসে গাঁথি' মালা অতসী-জবায়
দুলাইব ওই কণ্ঠে—পারিজাতও পায় যে গঞ্জনা !
তোমারে বরণ করি' লয়েছিনু, সে যে বহুদিন—
কৈশোর-সীমায় সেই দুরাশার কুয়াসা-রঙীন
তারকিত চন্দ্রাতপতলে ! তখন ছিল না ভাষা,
শুধু তব বাণী-রূপ—অনবদ্য অনির্ব্বচনীয়—
নেত্র ভরি' লয়েছিনু ; দূর হতে তব উত্তরীয়
হেরিয়াছি কতবার—করি নাই পরশের আশা।

আজিও তেমনি আমি সুনিভৃত এ মন-ভবনে
একান্তে আসন পাতি' ভেবেছিনু আনন্দ-চন্দন
পরাইয়া দিব ভালে ; রাখীটি বাঁধিয়া সঙ্গোপনে
দিব যবে, এই ভাবি' উপজিবে সঘন স্পন্দন—
ভারতীর পাণিস্পর্শ-পূত তব ওই করমূল !
চরণ বন্দনা করি' বিরচিব মনোমত ভুল
দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে, মানিব না কোন ভয় লাজ !
আমারে ঘেরিয়া কত অপরূপ গীতি-বিহঙ্গম
কূজিবে যৌবন-বনে, জরামৃত্যু করি' অতিক্রম
উতরিব সেই দেশে, তুমি যেথা চির-ঋতুরাজ !

সেই কবি তুমি মোর, সেই গান আজো অবিরাম
শুনি আমি এ জীবন-যমুনার প্রতনু সলিলে ;
ভুলি নাই ধরিত্রীরে সেই মোর প্রথম প্রণাম,
যৌবনের মায়াবতী জাগে আজো ম্লান আঁখিনীলে !
সে গানে এখনো শুনি, ডাকে যেন মোর নাম ধরি'-

হারায়েছি যারে সেই বনপথ-যাত্রা-সহচরী
সখী মোর ! মন্ত্র-স্তব্ধ দ্বিপ্রহর জ্যোৎস্না-রজনীতে
আজো করে আমন্ত্রণ—খেলিবারে সে দিনের মত
ছায়া-ধরাধরি খেলা ; অন্ধকারে আজো তন্দ্রাহত
সে গানে চমকি' জাগি' হেরি দীপ জ্বলিছে নিশীথে !

যে সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে
আঙিনায় একা বসি', হেরি' মেঘে-মেদুর অম্বর,
যে রস অমৃত-বিষে মূরছিয়া মরমের মূলে
দ্বিজ-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর—
সেই রসে, সেই সুরে, এতকাল পরে তুমি, কবি,
যুক্তবেণী মুক্ত করি' বহাইবে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙলার ; এই জল, এই মাটি, এই ছায়ালোক
গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী।
এ জীবনে এত শোভা !—নহে শুধু শ্মশান-বাহিনী—
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী, ভূলোকে দ্যুলোক !

মোদের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখেছি তাহারে—
গ্রামান্তের বনরেখা-অন্তরালে, সায়াহ্ন-ধূসর
সীমন্ত-গুণ্ঠনবাসে ঢাকি' আঁখি, তিতি' অশ্রুধারে
খুঁজিয়া যে লয় নিতি বিস্মৃতির তিমির-বাসর।
তুমি তারে ফিরাইলে অস্ত হতে উদয়ের পানে—
সে মুখে পড়িল আলো, তব গীত-অভিষেক-স্নানে
মোহভঙ্গে দাঁড়াইল দেশলক্ষ্মী রাজ-রাজেশ্বরী !
স্যমন্তক-মণি শিরে, অঙ্গে বাস হরিত-হিরণ,
বাণীর মঞ্জীর-বাঁধা দুইখানি রাতুল চরণ,
ধরি' আছে বক্ষে তবু করপদ্মে নীবার-মঞ্জরী !

সেই রূপ-ধ্যানশেষে করি আমি তোমারে বরণ
হে বরেণ্য বঙ্গকবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী !

আজ তুমি বিশ্বকবি—সেই গর্ব্ব জানি অকারণ,
যা' দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরুপথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু, নীড়ের জগৎ।
রচিয়াছ যেই নীড় সুনিবিড় হর্ষে শিহরিয়া,
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান—
তারি গর্ব্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া।

বিদায়-বাসনা

এত দিনে সখি, মনে হয়,
আর নয় হেথা—বৃথা ব'সে থাকা আর নয়,
এবার বিদায় নিতে হয়!

কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা?
আয়ুহারা বায়ু হারাইছে দিশা,
আঁধার আকাশ তারাময়!—
এবার বিদায় নিতে হয়।

প্রতিপদ-শশী দশমীতে হ'ল সুধাকর—
আলোক-পুলকে কলঙ্ক-মসী-মনোহর!
যৌবন-বনে মায়াময় ছায়া
প্রতি দেহে রচি' কুসুমের কায়া
মোহিল মানস-মধুকর—
এই জীবনের যত-কিছু হ'ল মনোহর!

যে-ফুল ফুটিল পঙ্ক-সলিল শেহালায়,
তারি মধু মোরা ভরিয়াছিলাম পেয়ালায়;

যে গানের সুরে নাহি কোন ছল,
তাহাই সাধিনু, আঁখি ছল-ছল,
আমাদের বীণ-বেহালায়,
পঙ্কজ-মধু ভরিয়াছিলাম পেয়ালায় !

যাপিনু দু জনে জ্যোৎস্না-যামিনী দুরাশায়,
চাঁদেরে বেড়িল রামধনু-রঙ কুয়াশায় !
চাহি' তার পানে মদির-নয়ন
করিনু কত না স্বপন-চয়ন
সুখ-পূর্ণিমা-পিয়াসায়,
জ্যোৎস্না-যামিনী যাপিনু দু জনে দুরাশায় !

শেষে, হেসে ওঠে সেই পূর্ণিমা-কোজাগর,
আলোর প্লাবনে ভেসে গেল ইহ-চরাচর !
ভরি' ওঠে মধু ফুলে ফুলে ফুলে,
ভরি' ওঠে প্রাণ কূলে কূলে কূলে,
ক্ষুধাহর হ'ল সুধাকর !
এল যৌবন-পূর্ণিমা-নিশি কোজাগর !

একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ,
একে একে খুলে ফেলিতে হইবে রাজ-বেশ।
কি হবে আঁখিতে আঁকিয়া কাজল,
ওড়নায় ঢাকি' জরির আঁচল,
ভাল ক'রে বাঁধি' এলোকেশ
একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ !

যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার,
পাণ্ডুর মুখে সে শোভা চাঁদের নাহি আর !
গভীর নিশীথে সে যে প্রেত-সম
আকাশের কোণে হাসে ক্ষীণতম—

কিবা সুখে বুক বাঁধি আর ?
যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার !

সারা হ'ল সখি, এবারের মত সব গান—
পূর্ণিমা-নিশি অবসান !
কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা ?
মিটাবে কি প্রাণে আলোকের তৃষা
আঁধার-আকাশ তারাময় !
এবার বিদায় নিতে হয় ।

শেষ আরতি

মুকুতার সিঁথি খুলে রাখ, আজ বাঁধিও না কুন্তল,
কাজ নাই সখি, আঁখির কিনারে কুহকের কজ্জল !
সম্বরি' বেশ, বক্ষের বাস,
ঘুচাও মনের মহা মোহ-পাশ—
আজ রাখ সখি, মুকুলে মুদিয়া কমলের শত দল,
ত্যজ মঞ্জীর, মেখলা নীবির—মৃগমদ, কজ্জল ।

নত-নয়নের পক্ষ্ম-তিমিরে স্তিমিত আঁখির তারা
আজি এ নিশুতি-রাতিরে করুক প্রভাতী-প্রহরহারা !
শিয়রের দীপ একা অগোচরে
যে-হাসি নেহারে ওই মুখ 'পরে—
আজি এ বাসরে আপনা বিসরি' বিলাও সে হাসিধারা,
তাহারি রভসে যামিনী আমার হবে যে প্রহরহারা !

মনে পড়ে, সেই কৈশোর-শেষ চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে
দিবসের খেয়া পার হয়ে এলে এ পারের বালুকাতে !
কায়া আর ছায়া—হয়ে গেল ভুল,
পদনখ হতে অলকের ফুল

অতি অপরূপ শোভায় শোভিল জ্যোৎস্নার সম্পাতে—
প্রথম যেদিন হেরিনু তোমায় চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে।

মৌনবতী সে রাজকন্যারে আর কেহ চিনিল না—
শুধু মোর লাগি' সে মূক অধরে মনোহর মন্ত্রণা!
তনুর প্রভায় অতনুরে নাশি'
মোরে চিরতরে করিলে উদাসী—
ব্রত-অসিধারে বারিল আমারে কুমারী সে কল্পনা!
সে মূক অধরে মুখরিল সে কি মনোহর মন্ত্রণা!

কামনার ফণী ফণা বিথারিল ফেনহীন উচ্ছ্বাসে—
কণ্ঠ বেড়িয়া শিহরিল সে যে বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে!
অধরের মধু, আঁখির গরল
উছসিয়া উঠে যত সে তরল,
তত যে আমার পিপাসা নিবারি উপোসথ-উল্লাসে—
উচ্ছ্রিত ফণা মূর্চ্ছিত হ'ল বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে!

ললাটের তারা সিন্দূর হয়ে শোভিল না চন্দনে,
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোর গৃহ-বাতায়নে।
শুধু শিথিলিয়া বক্ষের বাস
পূর্ণ পীবর রূপের আভাস
ধরিলে সমুখে—রচিনু রাগিণী তাহারি স্বস্ত্যয়নে;
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোর গৃহ-বাতায়নে!

অয়ি সুন্দরী ভুবনেশ্বরী! আমি যে তোমারে চিনি—
আমার জগতে তবু তুমি হায় বাণী-রাগ-রঙ্গিণী!
পরশ-হরষ-পিয়াসী এ জনে
নিশি জাগাইলে গীত-গুঞ্জনে—
হেরিনু তোমারে মনোমন্দিরে রূপরেখা-বন্দিনী!
আমারে লইয়া এ কি লীলা তব? আমি যে তোমারে চিনি!

চির-বিনিদ্র অগ্নিহোত্রী কাল সে আবহমান—
রবি শশী তারা—শত আঁখি মেলি' যে রূপ করিছে পান,
যে মূরতি-রতি-রস-বিহ্বলা
এ তিন-ভুবন স্খলদঞ্চলা—
মেরু হতে মেরু পৃথ্বী-শরীর পুলকে বেপথুমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার আমি যে করেছি পান!

আকাশে আলোর অলকনন্দা—আজ বুঝি কোজাগরী?
চৈত্র-নিশীথে বলেছিলে আজ ধরা দিবে, সুন্দরী!
এ রাতি ফুরালে জানি এইবার
ধরারে ঘেরিবে কুহেলি-আঁধার—
ম্লান দীপালোকে পড়িবে না চোখে তব রূপ-শর্ব্বরী,
আজি এ নিশীথে শেষ কর মোর জীবনের কোজাগরী।

ভুলি' দেশ কাল, ওই কেশজাল-তিমির অন্তরালে
অধরে অধর সঁপিয়া স্বপিব চির ইহ-পরকালে।
শেষ-আরতির দীপ হাতে তুলি'
হের, কাঁপে মোর পাঁচ-অঙ্গুলি,
স্তবের মন্ত্র হয় না মধুর সুরের ইন্দ্রজালে—
শিথানের সাথী করে' লও মোরে চির ইহ-পরকালে!

প্রেম ও ফুল

She has lost me. I have gained her ;
Her soul's mine and thus grown perfect.
I shall pass my life's remainder.

—*R. Browning.*

হেথায় কেহই কহিবে না কোনো কথা,
কারে সাথে কারো নাই যে রে পরিচয় !
নিদারুণ এই জীবনের নীরবতা—
প্রণয় সে নয় নাম যার পরিণয় !

শুধু চেয়ে-থাকা অনিমেষ আঁখি তুলে
তারাটির পানে সারাটি গোধূলি-বেলা,
শুধু ব'সে-থাকা বিজন সাগর-কূলে—
আপনারি মনে ভালবাসা-বাসি খেলা !

তুমিও বাতাসে জালিও না দীপটিরে—
কতকাল রবে অঞ্চলতলে ঝাঁপি' ?
বক্ষ তাপিবে,—নিবারি' আঁখির নীরে
ওগো কতকাল রাখিবি তাহারে চাপি' ?

প্রথম পর্ব্ব

১

বয়স তখন এমন বেশি নয়—
সতরো কি আঠারোই হবে,
পল্লীবধূর লজ্জা তবু হয়,
পাশ কাটিয়ে ঘোমটা টানে সবে ।

লজ্জা তাদের যতই না সে হোক,
আমার কিন্তু বেশি তাদের চেয়ে—
মাটির 'পরে নুইয়ে যেত চোখ
পাছে দেখে ঘোমটা থেকে চেয়ে!

বাল্য-সখী—যাদের সাথে কত
বকুলতলায় ফুল সে কাড়াকাড়ি,
ছোট্ট মেয়ে—ছোট বোনের মত
গাল খেত সে 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী!'—

তারাই এখন মস্ত বড় যেন,
চোখের পানে চাইতে কেমন ঠেকে!
ভাবি এমন লুকোচুরি কেন?
সরল চোখের চাউনি কেন বেঁকে?

এমন সময় হঠাৎ দেখা হ'ল—
ষষ্ঠীতলায় ভাইটি কোলে ক'রে,
কপাল-ঘেরা কালো চুলের থোলো—
দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বরী প'রে।

সকালবেলা, চৈত্রমাসের শেষ—
আঁধার ভোরের 'আগুন-খেলা' দেখে'
ফিরছি তখন, ভজন-গানের রেশ
কানে আমার জাগছে থেকে থেকে।

সেই দিকেতে চাঁপার খোঁজে এসে
আর এক ফুলের পেলেম পরিচয়—
সবুজ পাতায় একটি উঠে হেসে—
আর একটি সে গাছের ভূষণ নয়!

ফুলের মতন,—ফুল কি যেমন-তেমন !
সকল ফুলের রূপটি তাহার মাঝে,
তুলির মুখে কে টেনেছে এমন
পাপ্‌ড়ি-রেখা, চিবুক-ঠোঁটের ভাঁজে !

হাওয়ায়-কাঁপা গাছের পাতার ফাঁকে
একটি সে গোল সোনার মতন আলো
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুখে নাকে—
গভীর গোলাপ-রঙটি ফোটায় ভালো ।

কিন্তু তারে ছোট হতেই জানি,
জয়ন্তী সে—মুখুজ্জেদের মেয়ে,
সুন্দরী সে, সবার মতই মানি—
এমন ক'রে থাকি নি তো চেয়ে !

ঠোঁটের এবং জোড়া-ভুরুর মিল
নতুন তো নয়—আগেও ছিল না কি ?
চোখের পাতায় পদ্মদুটি নীল
অতল দীঘির আভাস দিল তা কি ?

দেখেছি তায় অনেক অনেক দিন,
এমন দেখা দেখি নি তো আগে !
এ কোন্ সুরে বাজ্‌ল প্রাণের বীণ—
চোখে আমার এ কোন স্বপন জাগে !

২

বল্‌লে—কুলীন তারা,
আমরা ছোট ঘর,
বিয়ের নেইক তাড়া
আগে জুটুক বর ।

তিনটি বছর পরে,
অনেক সাধনায়
নিয়ে এলেম ঘরে,
ফাগুন তখন যায়।

সিঁথি কেমন রাঙা
রক্তচেলীর বেশ!
ডালটি থেকে ভাঙা—
গোলাপ-তোলা শেষ!

—যেমন আকাশ থেকে
রঙটি পটে তুলে
নিজের নামটি লেখে
পোটো তাহার মূলে।

লক্ষ্মী এলেন ঘরে,
নিত্য বসত তাঁর—
এখন কোজাগরে
নেইক তিথি বার!

বসন্তেরি ফুল
ফুটবে সারা বছর!
অমানিশাও ভুল—
নিত্যি চাঁদের বাসর!

ফুলশয্যার রাতে
সেই যে আলাপন,
হাতটি নিয়ে হাতে
প্রেমের গুঞ্জরণ—

'তোমায় ভালবাসি—
বাসবে আমায় ফিরে ?
পরাও ফুলের ফাঁসি
গলাটি মোর ঘিরে ।'

—যেমন বলিয়াছি,
অমনি আপন হাতে
গলার মালাগাছি
পরায় প্রণাম সাথে !

হিঁদুর মেয়েই এমন
ফুলের মতন ফোটে,
ঠাকুর হোক না যেমন—
পায়ের উপর লোটে !

ধন্য আমার জাতি,
ধন্য আমার দেশ !
প্রাণ যে ওঠে মাতি'—
সুখের নাহি শেষ !

৩

বছর পরে বছর ঘুরে গেল
একে একে তিনটি কেমন ক'রে,
চৈত্রশেষে বোশেখ ফিরে এল—
বনের রাঙা শিমুল গেল ঝ'রে ।

ভাবছি ব'সে, ভাবি এখন প্রায়ই
একলাটি এই সন্ধেবেলাটিতে—
স্বপন যখন স্বপন আর সে নাই-ই,
কি হয় তারে টাঙিয়ে ঘরের ভিতে !

বধূর আমার চোখের ভ্রমরদুটি
কেমন যেন ছবির মতই আঁকা!
পদ্মদুটি তেম্‌নি আছে ফুটি',
ভুরুও নয় একটু বেশি বাঁকা!

ধরণ-ধারণ বড়ই সাদাসিধে,
যা কিছু দাও সবই মনের মতন,
কিছুতে তার হৃদয় নাহি বিঁধে,
আপন ব'লে কিছুতে নেই যতন!

সাজার চেয়ে পরকে সাজাবারে
কেমন যেন অধিক আকিঞ্চন,
পৌঁছে দিতে শয়নঘরের দ্বারে—
লাজুক ক'নের সেই যে আপন জন!

নেই যে বিষাদ, নেই যে অভিমান,
হাসিটি তার যখনই চাও আছে,
অনাদরেও আদরসম জ্ঞান,
যেমন ডাকি, দাঁড়ায় এসে কাছে!

কেমন ক'রে এমন ছবি নিয়ে
এমনতর করি পুতুল-খেলা?
আঘাত 'পরেও আঘাত যারে দিয়ে
ঘোচানো দায় অটল অবহেলা!

সত্য সে কি এমন সরল হবে?
হৃদয়হীনা?—স্বভাব-উদাসীন?
শূন্যমনা?—কে আমারে ক'বে?
পাই নে কিছু ভেবেও নিশিদিন।

বুকের কাছে ঘুমিয়ে যখন পড়ে—
আলুথালু কালোচুলের থোলো,
অধর-পাতা কেমন যেন নড়ে,
চোখের পাতা সজল হ'ল-হ'ল !

ঘুমের দেশে স্বপন-পুরীর মধ্যে
আত্মাবধূ রাত্রে জেগে উঠে ?
মানস-বীণে কি সুর তখন বাজে !
দিনের বেলায় সোনার পরশ টুটে ?

চুপে চুপে পরাই বাহুর ডোর,
ধীরে অধর পরশ করাই মুখে—
ঘুমের সাথে জড়ায় নেশার ঘোর,
শিউরে উঠে দু হাত চাপে বুকে !

ফুটিয়াছে জলে বিকচ কমল-ফুল,
অরুণ-বরণ সকরুণ ঢল-ঢল—
মধু-সৌরভে আকুল ভ্রমরকুল
গুণ্ গুণ্ করে—'মধু দিবি কি না বল্' ।

ফুটিয়াছে বনে রূপসী গোলাপ-বালা—
জ্যোৎস্না-নিশীথে সমীরে অধীর হিয়া,
আনন-আলোকে সারাটি কানন আলা,
পিপাসী পাপিয়া ডাকে তারে—'পিয়া পিয়া' !

সরসী-শয়নে ছিল যেই হাসিমুখে—
দেবতার পায়ে ছিঁড়ি দিল তায় তুলি' !
ফুটেছিল যেই কাননে সোহাগ-সুখে—
আতরে দানিল দলিত সে দলগুলি !

৪

চুপটি ক'রে একলাটি নির্জ্জনে
বসে ব'সে কেনই এত ভাবি !
ভাবনা এ সব নিজের মনে মনে,
মন রে আমার ! সুখ সে কোথায় পাবি ?

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মাণিক সন্ধানে কি যায় ?

আধেক আঁখি—আধেক কর্ণ রুধি',
মুখের হাসি মুখের কথায় ভোর—
হয় না যে জন, সে জন চক্ষু মুদি'
জীবনটারে করুক আঁধার ঘোর !

মনে হ'ল, নারীর হৃদয়-মূলে
স্বভাব-শোভার পাতায় আড়াল-করা
কোন্ বাসনার কুসুমখানি দুলে
—কোন্ পুরুষের চিত্তে পড়ে ধরা ?

জগৎজোড়া এই যে প্রেমের কথা
এর কি কোনো অর্থ আছে কিছু ?
সবাই বোঝে নিজের বুকের ব্যথা,
সবাই ছোটে আপন পিছু-পিছু।

হৃদয় পাওয়া হৃদয়-বিনিময়ে—
কিছুতে যে হবার সে নয়, নয় !
যেটুকু লাভ প্রেমের পরিচয়ে,
সে যে কেবল আপন মনেই হয়।

তোমার টাকায় আমার মুখের ছাপ
যে কয়টিতে দেখতে আমি পাই—
তাইতে করি তোমার প্রেমের মাপ
তোমার আসল রূপোর মূল্য নাই।

তুমি তোমার মুক্তামালা খুলে
আমার সোনার সিঁথির দেবে পণ—
আমার গলায় মুক্তামালা তুলে,
তোমার মাথায় সোনার আভরণ!

তাই তো ভাবি, এমন মিলন-মূলে
নেই যে কোথাও সমান পরিচয়—
পাশাপাশি দুইটি মনের ভুলে
একটানা সে ভুলের অভিনয়!

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মণির সন্ধানে কি যায়?

৫

আজকে আমার মনের বাতায়নে
দখিন-হাওয়া বইছে ঝিরি-ঝিরি,
কাননে ওই আলোক ছায়ার সনে
খেলছে খেলা গন্ধলতায় ঘিরি'।

আজকে আমার মনের গগন-গায়
হাসছে যেন পূর্ণিমারি চাঁদ,
জোয়ার-টানে আকুল জ্যোৎস্নায়
ভেসে গেছে হৃদয়-নদীর বাঁধ।

আজকে আমার চোখের যত জল
উপ্‌চে উঠে শীতল করে বুক ;
অশ্রু যেন হাসির মধুর ছল,
ব্যথাও যেন গভীরতর সুখ !

কান্না যেন গানের মতন সুরে
ছাপিয়ে ওঠে হৃদয়-কিনারায়,
চিত্ত-বীণার সকল তন্ত্রী জুড়ে
কাঁপছে আশা মধুর দুরাশায় !

যেমন আছ—তেমনি এস, এস !
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে !
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো—
যা আছে থাক্ তোমার মনে-মনে।

বল শুধু, 'বাসি তোমায় ভালো'—
বুকে যা থাক্, মুখে হ'লেই হবে !
তোমার চোখে আমার চোখের আলো
সবটু' দেব, দুঃখ নাহি র'বে।

আমার মনের গোলাপ-বনের মালা
পরিয়ে দেব তোমার কপাল ঘিরে,
আমাদের হাতের প্রীতির বরণ-ডালা
পরশ ক'রে আমায় দেবে ফিরে।

তোমায় আমার সাধের বেদী 'পরে
বসাই এস পাষাণ-গড়া দেবী !
থির-অধরের সাদা হাসির তরে
রক্ত-সিঁদুর দিয়ে চরণ সেবি।

আমি আমায় তোমার ভিতর দিয়ে
বাসব সে কি গভীর ভালবাসা !
শূন্য কলস নিজেই ভ'রে নিয়ে
কণ্ঠে তাহার তুল্‌ব কল-ভাষা।

তোমার কোন দুঃখ যে নাই, নারি !
ফুলের মতন উদাস হাসি হাস'—
কি সুখ তোমার বুঝতে নাহি পারি,
—কাউকে যদি ভালই নাহি বাস'।

জন্ম হতেই অন্ধ যাহার আঁখি
আলোক লাগি' তাহার কিসের শোক ?
প্রভাত যতই করুক ডাকাডাকি,
কখ্‌খনো সে খুলবে না তার চোখ !

যেমন আছ তেমনি এস, এস !
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে !
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো,
যা থাকে থাক্‌ তোমার মনে-মনে।

শীত-কুয়াসায় ফুটিয়াছে গাঁদাফুল,
তুষার-শীতল কঠিন তাহার দল—
ঝরিল না দেখি' সকলেই করে ভুল,
ম'রে গেছে, তবু করে যে ফোটার ছল।

সুখের হাসি যে দেখিলেই চেনা যায়,
বড় সে চপল, এই নাই, এই আছে—
সুচিকণ, কচি, বাতাসে দোদুল-কায়
পাতায় যেমন প্রভাতের আলো নাচে।

ও যে হাসি, হায়, সোনার-বরণ দলে-
তুষরে-কঠিন, সবটুকু মধু-ঝরা।
ও যে হাসি, হায়, অধর-পাথর তলে
মরণে-অমর—রয়েছে সমাধি-করা!

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

গ্রামের পথে চৈত্রশেষের ভোরে
ফিরছি আবার আগুন-খেলার পর,
চাঁপাগাছটি আগেই গেছে ম'রে—
ভেঙে গেছে ফুলের খেলাঘর!

তেমন ক'রে প্রাণ কি আজও নাচে!—
মনের কথা থাক্ না মনেই চাপা;
সন্ন্যাসীদের গান সে আজও আছে,
গাছের ডালে নেই সে সোনার চাঁপা।

দশটি বছর সে এক দুঃস্বপন!—
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে প'ল সাথী।
আমার শুধুই অকাল জাগরণ,
পোহায় না যে দীর্ঘ অমারাতি।

চাইলে পরেই যায় যে জিনিস পাওয়া—
বিকায় সে তো বেচা-কেনার হাটে,
সমাজ মেটায় যে-সব দাবি-দাওয়া,
সে যে শুধুই দেহের বেলায় খাটে!

বড় যা—তা পাওয়ার অধিকার
এ জগতে নাই রে কারো নাই!

পাওয়া তো নয়, দেওয়ার অহঙ্কার
রাখে যে জন—তারি যে জিৎ, ভাই !

জীবনে ওই একটা সাধন আছে—
নয় যা ফাঁকি, গিল্‌টি, ঝুটা, নকল ;
পাওয়া হারে দেওয়ার সুখের কাছে—
একটু সে নয়—দিতে হবে সকল !

কিসের দাবি, দুঃখ কিসের ভাবি—
ভালই যদি বেসেছিলেম তারে ?
থাকৃত যদি ভালবাসার চাবি,
ভাঙতে হ'ত বন্ধ কপাটটারে ?

কেবল সোহাগ অভিমানের পালা
কাঙালপনা সেই যে নিরন্তর—
তার মাঝে কেউ আপন প্রাণের জ্বালা
জুড়াতে পায় একটু অবসর ?

হাত পেতে যে সদাই থাকে ব'সে—
নিজের ক্ষুধায় অন্ধ হয়েই আছে,
পিপাসা যার কণ্ঠ-তালু শোষে,
কি চায় নারী তেমন নরের কাছে ?

বুকের তাপে শুকায় নয়ন-বারি,
গোপন শ্বাসে আগুন যে তার বাড়ে ;
দগ্ধ প্রাণের ভস্ম অপসারি'
নিবায় কে সেই ঘুমন্ত অঙ্গারে ?

মনে পড়ে সে এক শ্রাবণ-দিনে
তিস্তা-নদী হতেছিলেম পার,

সে কি ভীষণ! কে তায় তখন চিনে?
একূল-ওকূল ঝাপ্‌সা একাকার!

নৌকা হ'ল হঠাৎ বেসামাল,
চেঁচিয়ে ওঠে মাল্লা-মাঝির দল ;
কেউ বা কাঁদে, কেউ বা পাড়ে গাল,
একটি প্রাণী—স্থির সে অচঞ্চল!

সে মুখ আমার পড়ছে আজও মনে—
ঠোঁটের পাশে তেমনি হাসির রেখা,
ভয় যেন নেই কোথাও মনের কোণে,
চোখের তলে নেই যে কিছুই লেখা!

পরের মায়া, প্রাণের মায়া—কিছুই
নেই বুঝি তার, ভেবেছিলেম সেদিন ;
হায় রে মানুষ! আপন পিছু-পিছুই
ছুটিস ব'লে এমন নয়ন-বিহীন!

সে বার সবাই বেঁচে গেলেম খুবই,
এখন বুঝি, গেলেই ভাল হ'ত ;
বিপদ সে নয়—দুখের ভরা-ডুবি!
—বেঁচে যেতেম চিরদিনের মত!

দেশে এসে অনেক দিনের পর
ঘুরে বেড়াই চৈত্রশেষের ভোরে ;
ভেঙে গেছে ষষ্ঠীতলার ঘর,
চাঁপা, সে তো আগেই গেছে ম'রে।

২

কেমন ক'রে মিটল সকল ধাঁধা,
ফুরিয়ে গেল সুখের অভিনয়,
ঘুচল বাঁধন, মিথ্যা সাধন-সাধা—
সে কথা যে মোটেই বেশি নয়।

*　　*　　*　　*

চাকরি করি—দেশে দেশান্তরে
ঘুরে ঘুরে বেঁধে বেড়াই ঘর,
কঁখনো সে বিরাট তেপান্তরে,
কখনো বা ভাঙন-ধরা চর।

তুইটি প্রাণী—নেইক ছাড়াছাড়ি,
ছেড়ে আমায় থাকবে না সে কভু,
কোথাও নয়, হোক না মায়ের বাড়ি—
নিতে এলেও চায় না যেতে তবু!

যত্ন-সেবার একটু বিরাম নেই,
ভাব্না—কিসে থাকব আমি সুখে;
যে দেখে তায় অবাক যে হয় সে-ই—
প্রশংসা না ধরে সবার মুখে।

রোগ যদি হয়—দিনে রাতে সমান
রইবে জেগে স্বামীর শিয়রটিতে,
অনাহারেও মুখখানি অম্লান,
ঘুমের পরশ নেই সে চাহনিতে।

এম্নি ক'রেই কাটতেছিল দিন—
সেবার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে
তুই দিনে তার গণ্ড হ'ল ক্ষীণ,
চোখের পাতায় ঘুম যে আসে ভ'রে!

জানি যে তার দুঃখ কিছুই নাই,
—বজ্রসমান কঠিন মনের তল!
প্রাণের ব্যথার নেই যে কোনোই ঠাঁই—
বৃথাই যে তার চোখের জলের ছল!

'হঠাৎ কিসের অসুখ হ'ল, রাণি?'
—জিজ্ঞাসিলে মুখ সে কঠিন করে,
কয় না কথা—হাত দিয়ে হাতখানি
ধরলে, যেন চোখে আগুন ঝরে!

অবাক হয়ে মুখের পানে চাই,
ভাবি, এ কি! এ রূপ কোথায় পেলে!
ছবির মুখে হাসি যে আর নাই!
এ কোন্ প্রাণী উঠছে পাথর ঠেলে!

দু দিন যেতেই মূর্চ্ছা হ'ল সুরু,
সদাই চোখের চাউনি কেমনতর!
বুকের ভিতর সদাই দুরু-দুরু,
কেমন যেন ভয়েই জড়সড়!

সেদিন দেখি, সন্ধেবেলায় ঘরে—
বাক্স খোলা, নিজে লুটায় পাশে,
চোখের তারায় পলক নাহি পড়ে,
—আধেক-ঢাকা খোলা-চুলের রাশে।

হাতের মুঠায় একখানি কার চিঠি,
মেঝের উপর খোলা আর-একখানি—
সদ্য-লেখা লাইন দু চারিটি!
কার সে লেখা? দেখে অবাক মানি।

লিখতে জানে, পড়তে জানে সে যে—
তার তো কোন পাই নি পরিচয়,
এত দিন সে ছিল অবুঝ সেজে !—
কেনই বা ?—এ আরেক যে বিস্ময় !

চিঠির বালাই ছিল না তার মোটে,—
কেই বা লেখে, কেই বা জবাব ছায় ?
বিদেশে তার বন্ধু যদি জোটে,
চোখের আড়াল হ'লেই ভুলে যায়।

মায়ের খবর দিতাম নিজেই তারে—
বাপ মরেছে, বাপের ভিটে ছাড়ি'
মা-ভাই এখন মামারই সংসারে,
আমার গ্রামেই তার যে মামার বাড়ি।

চিঠি হুখান সরিয়ে তুলে রেখে
মাথাটি তার নিলেম কোলের 'পর,
একটু জ্ঞান হয়, আবার যে যায় বেঁকে—
এমনি করে কাট্‌ল চার প্রহর।

সকালবেলায় সকল কথা শুনে
কহেন ডেকে প্রবীণ চিকিৎসক—
'কঠিন ব্যাধি—রুদ্ধ মনাগুনে
চরম যে আজ, দেখছি মারাত্মক !

'চিঠি হুখান দেখতে হবে আগে—
এখনকার এই রোগের নিদান তাই ;
পড়তে যদি তোমার ব্যথা লাগে,
তবে না হয় আমায় দিও, ভাই।'

দুখান চিঠি নিজেই একে একে
পʼড়ে গেলেম স্বপন-দেখার মত,
আমার সে মুখ কে বা তখন ছাখে—
চিঠির মালিক আছেন মূর্চ্ছাহত।

“দিয়েছিলে একটি অধিকার
চিরবিদায়-ক্ষণে—
মাথায় নিয়ে আমার গলার হার,
একটি সে চুম্বনে।

করিয়ে নিলে পণ সে দারুণ অতি—
জন্মে না দিই দেখা ;
একটি চিঠির পেলেম অনুমতি
—মরণ-সময় লেখা !

এবার তোমার স্বামী-সুখের মাঝে
ঘুচল দুঃস্বপন ;
নারি, তোমার একটু ব্যথা বাজে ?
—হায়, কি কঠিন পণ !

ঝাপ্‌সা হয়েও মিলায় না এই চোখে
তোমার চেলীর ছায়া !
মাপ যেন পাই ইহ-পরলোকে,
ওগো পরের জায়া !”

* * *

“মাপ যে খোঁজে ভালবাসার পাপে
মুক্তি কি তার হাতে-হাতেই হয় ?
মুক্ত তুমি ?—কাহার অভিশাপে
নারীই শুধু পাপের বোঝা বয় ?

স্বর্গ আমার সাজিয়ে আছি ব'সে—
সে স্থখ দেখে নরক মানে হার !
মাপ চেয়েছ মনেরি আপশোষে—
অর্থ যে তার বুঝছি পরিষ্কার !

তাই হবে গো !—করছি তোমায় মাপ,
তুমি পুরুষ, আমি যে ভাই, নারী !—
একা আমার সইবে দোঁহার পাপ,
হবে না সে একটু বেশি ভারি !"

আঁধারেই ফুটি' আঁধারে যে ফুল ঝরে,
মুকুলে তাহার বিষ, না সে পরিমল ?
তারা মিটি-মিটি হাসে যে নীলাম্বরে—
তা'রা জানে তার পীরিতির কিবা ফল।

জীবন-যামিনী একা জাগে বনমালা,
অরুণ-আলোর পরশে মরণ তার !
ভরি' ওঠে বুকে গোপনে মধু'র জ্বালা,
অসাড় পরাগে আঁধারের হাহাকার !

পাপড়ি যে লাল !—বুঝি বা চেলাঞ্চল !
এ কি বধূ-বেশ ?—হায় হায় অভাগিনী !
মরম-শোণিতে রাঙা হ'ল হৃদি-তল—
নিশার শাসনে কে লবে তোমারে চিনি' ?

৩

তিনটি দিনের পর
সংজ্ঞা এল ফিরে—
তখনও খুব জ্বর,
মুখটি ফেরায় ধীরে ,

আমার পানে চেয়ে
সে কি চোখের জল
গাল দুখানি বেয়ে
ঝর্‌ল অবিরল !

বাতাস করি শুধু,
মাথায় বুলাই হাত ;
প্রাণের ভিতর ধূ ধূ—
বাইরে আঁধার রাত।

মুখটা যতই ফেরাই
ততই সে তাই খোঁজে,
চোখ যদি না সরাই
—চক্ষু নাহি বোজে !

চাউনি সে কি সরল—
সদ্য-ফোটা ফুল !
আহা ! যেন সজল
কমল-সমতুল !

এতকালের চেনা
সে মুখ এ তো নয় !
চুকিয়ে সকল দেনা
এ কোন্ পরিচয় !

হাসির মুখোস-পরা
কোথায় বা সেই নারী ?
পড়ল আবার ধরা
কিশোর-বয়স তারি ?—

আবার আঁচলখানি
উড়িয়ে আপন মতে
বেড়ায় অসাবধানী
বকুল-বনের পথে

গাম্‌ছা চাপি' দাঁতে
দিচ্ছে বুঝি সাঁতার—
সন্ধ্যা দুপুর প্রাতে
দীঘির অথই পাথার ?

পুতুল-বিয়ের তরে
গাঁথছে পুঁতির মালা ?—
বরের টোপর করে,
ক'নের বাজু-বালা।

বুকের সে বিষ আজও
জম্‌তে আছে দেরি ;
নেই কোনো ভয় লাজও—
মূর্ত্তি আনন্দেরি !

চোখের পানে চেয়ে
তাইতো মনে হয়,
সে যেন কার মেয়ে !—
বধূ সে নয়, নয় !

বিকালবেলায় দেখে
আবার পেলেম ভয়—
কানের কাছে ডেকে
দেখি—চেতন নয় !

কর্ণ যেন বধির,
নীরব সে নির্ব্বাক ;
চক্ষু দুটিই অথির
—অধর ঈষৎ ফাঁক।

আবার পাগলপারা
নামটি ধ'রে ডাকি—
একটু ঠোঁটের সাড়া,
থির হ'ল সে আঁখি !

৪

নিয়ে গেলেম গৌরী-নদীর ঘাটে,
তখন জ্যোৎস্না-রাতি—
পঞ্চমী-চাঁদ পড়ছে হেলে মাঠে,
অল্প ক'জন সাথী।

পেতে দিলেম বিজন বাসর তার
বালুর শয্যাতলে,
আধেক-আলো, আধেক-অন্ধকার
মিলায় নদীর জলে।

মাথার সিঁদুর, বিয়ের চেলীখানি
পরিয়ে নিয়েছিনু,
আল্‌তা যে খুব চওড়া ক'রে টানি'
দু পায় দিয়েছিনু !

ভেবেছিলেম, সতীর সজ্জা যত
—দেহের বাকি বালাই,
শ্মশান-শিখায় আজকে মনের মত
ভাল ক'রেই জ্বালাই।

হঠাৎ এখন চেয়ে মুখের পানে
মনটা কেমন হ'ল,
বক্ষ আমার দারুণ ব্যথায় হানে—
ভুল যে ধরা প'ল !

কি করেছি ! মড়ার উপর এ কি—
এ যে খাঁড়ার ঘা !
শেস-আগুনে শোবার আগেও দেখি
—তেমনি জ্বলে গা !

তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেম তুলে
নদীর কিনারায়,
অঞ্জলি-জল দিলেম সিঁথির মূলে—
সিঁদুর ধুয়ে যায়।

পড়ল খুলে বিপুল খোঁপার রাশি—
বিউনি বুকের 'পর,
ঠোঁটের কোণে ফুট্‌ল যেন হাসি—
ম'রেও কি সুন্দর !

ওপারে ওই ঘন বনের আড়ে
চাঁদ যে ডোবে-ডোবে—
এই আঁধারে চোখের নেশা বাড়ে
হায় রে কিসের লোভে ?

আজকে আবার তেমনি কালো চুলে
কপালে সেই ছায়া !
নিশার আঁধার—মরণ-আঁধার-কূলে
এ কি রূপের মায়া !

ম'রেও তবু ছাড়বি না কি ছলা ?
—এখনও হাতছানি !
বোকার বুকে বিঁধিয়ে রূপের ফলা
এ কি রে শয়তানী !

একটি চুমা দিব কি ওই মুখে ?
—আমি যে ভাই, নিলাজ !
অনেক দুঃখ দিয়েছি ওই বুকে
সইবে এটাও—দি' আজ ?

যত্নে, যেন শিশুর দেহের ভার—
বুকে নিলেম তুলে ;
শুইয়ে চিতায়—তখন অন্ধকার—
চেলী দিলেম খুলে !

জ্বল্‌ল আগুন ধোঁয়ায় আকাশ ভরি',
বাতাস উতরোল ;
বালির উপর দিলেম গড়াগড়ি,
—উচ্চে হরিবোল !

৫

আমার ভাগ্যে ফুল যে হ'ল বাজ—
বল কিসের পাপে ?
ফাঁকি ছিল আমার হৃদয়-মাঝ ?
—বিধির অভিশাপে ?

জানি না সে ; জেনেই বা কি হয় ?
ফিরবে কি আর জীবন ?
ভুল কি ঘোচে ?—মর্ম্মে গাঁথা রয়—
ভুলেই ভরা ভুবন !

সেই ভুলেরই ব্যথার ফুলবনে
কাট্‌ল আমার রাতি ;
পাইনি যাহা অশান্ত যৌবনে—
স্বপনে আজ গাঁথি।

নেই কে বলে ?—অসীম অন্ধকারে
গন্ধ যে তার পাই !
দহন-শেষে সুদূর গহন-পারে
তারার ভাতি নাই ?

এখন বুঝি, এই আমার ভাল,
—হারাই নি তো তারে !
পায় নি সে-ই, শূন্য-হাতেই গেল—
পেয়েও পেলে না রে !

ধুইয়ে গেল আঁখিজলের ধারে
আমার সকল গ্লানি,
ভ'রে নিলেম শূন্য হৃদয়টারে
চিতার ভস্ম আনি' !

সারাজীবন হারিয়ে বেড়াই যদি—
পাই নি কভু তারে ?
পাওয়া সে নয় ?—ধেয়ান নিরবধি
মধুর হাহাকারে !

আঁধার রাতে একলা যখন জাগি,
দাঁড়ায় দুয়ার-পাশে—
বলি, 'ওগো এখনও কার লাগি'
ঠোঁট দুখানি হাসে ?

ঘুচল না কি এত ক'রেও তবু
কান্না-পাওয়ার ভয় ?
চিতায় পুড়েও এয়োর জ্বালা কভু
জুড়িয়ে যাবার নয় !

ভয় কি, সখি ? মাথার কাপড় খুলে
দেখই না একবার—
সিঁদুর সে আর নেই যে সিঁথির মূলে,
সব যে পরিষ্কার !'

যেমন বলা, তেমনি দু চোখ তুলে
চাইলে—সে কি মধুর !
নিজেই হঠাৎ মাথার কাপড় খুলে
দেখায় সিঁথির সিঁদুর।

মিলায় ছায়া, মায়া ঘনায় মনে,
বুঝি বা না বুঝি—
কাটাই রাতি স্বপন-জাগরণে,
আবেশে চোখ বুজি'।

অনেক দেখা অনেক দুখের শেষে
বুঝেছি এই সার—
মিথ্যা যে হয় সত্য—ভালবেসে !
—প্রেম যে চমৎকার !

যৌবনেতে ছিল মধুর মোহ,
বেসেছিলেম ভালো,
ছিল তখন প্রাণের সমারোহ—
দু-চোখ-ভরা আলো !

সেই আলোকে চিনে নিলেম বধূ
বসন্তশেষ-প্রাতে,
যেমন সে হোক—ফুরায়নি তো মধু
সারা জীবনটাতে!

জীবনে নয়, মরণ হতেই তার
সেই যে পরিচয়—
পরম সে যে! সকল অহঙ্কার
তাইতে হ'ল ক্ষয়!

তার পরে এই বছর পরে বছর
আমার চাঁপাগাছে
ফুরায় নি ফুল,—অরূপ-রূপের নিঝর
আলো ক'রেই আছে!

সেই কিশোরীর জোড়া-ভুরুর নীচে
নীল সে নয়নতারা,
কোঁকড়া-কালো চুলের রাশি পিছে
হয় নি কভু হারা!

তারই বুকের ব্যথার দেবতারে
নিত্য পূজা করি,
ব্যথার ব্যথী হয়েই পেলেম তারে
জীবন-মরণ ভরি'।

কাননে কাননে ফুটে উঠে ফুলহাসি-
সে কি সুমধুর রঙীন নেশারি ভুল?
সৌরভ তার বাতাসে বিনায় ফাঁসি,
উছসিয়া উঠে হৃদয়ের উপকূল!

ফুলের ব্যথা যে সন্ধ্যারি মেঘ-মায়া—
নিমেষে মিলায় রজনীর আঁধিয়ারে ;
নদীজলে তার পড়েছিল যেই ছায়া—
স্বপনে কেন সে দেখা দেয় বারে বারে ?

প্রেম আর ফুল—দুয়েরি সে হাহাকার
অতি অপরূপ ছলনা যে ধরণীর !
মিথ্যাই যে রে জীবনের মণিহার—
এক দেখি তাই হাসি আর আঁখি-নীর !

॥ সনেট-সমূহ ॥

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ?
আন বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী !

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ?

কবিধাত্রী

পুরাতন বাস্তুভিটা, অতি উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভ-তলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার !
নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার !—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর ।

অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমুলের ক্বচিৎ সিঁদুর,
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্র-ভার
ঢেকে আছে ধরণীরে। ঊর্দ্ধে শূন্য মহানীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্ম্মর,
নীরব উদয় অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান !—
এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর 'কবিধাত্রী'—জনহীন সবুজ শ্মশান !

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিস্তব্ধ রূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে ;
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরদ-শোভাতে—
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিথার !
কানে নয়—প্রাণে জাগে সুগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামৌনী সুবিরাট কানন-সভাতে—
সুদূর-কালের স্রোত মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বুকে—অতীতের স্তব্ধ হাহাকার !
দাঁড়ায় আমারে ঘিরে মোর সেই পিতৃপিতামহ—
বৃহৎ-কালের সাক্ষী, বহু যুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আঁখিপাতা ! জন্মমৃত্যু-ভাবনা দুঃসহ
ভুলে যাই, চিত্তে মোর কল্পনার নীল-আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব্ব ব্যথা ; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তারি ধ্যান করি অহরহ।

জ্যোৎস্নারাতে, ভগ্ন পূজা-মণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তারে মনে হয়, আজও সেই উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে করুণ সুরে, আধ-আলো অন্ধকার-তীরে—
সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে।

গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধূ নূপুর বিমরি'
রেখেছিল পা দুখানি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে !
স্মৃতির সমাধি 'পরে ব'সে দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে ;
চেয়ে থাকি—যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে !
যে স্থর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি ।

ত্রিস্রোতা

রসাতলে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী—
এক বিষ্ণুপদী-ধারা—কালস্রোত বহে নিরন্তর ;
জানি না পাতালে তার কুলু-কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কি না স্বর্ণ-নলিনী !
জানি শুধু জাহ্নবীরে—পুণ্য-তোয়া প্রাণ-প্রবাহিণী,
ত্রি-ধারায় সেও বহে জীবনের কাহিনী স্থন্দর,
ধরাবক্ষে ত্রি-গুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর,
যজুঃ সাম ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কল-নাদিনী !

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
রাখালের বাঁশী বাজে ব্রজবনে তারি তীরে তীরে ;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয় নি তো হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয় গভীরে ;
প্রত্যক্ষ-কালের গতি ভাগীরথী উন্মাদিনী-পারা
নৃত্য করে উর্ম্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড় মহাকাল-শিরে !



বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী মূরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি
বর্ষে বর্ষে, কোজাগর-লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় !
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা-ভাগীরথী ;
হেরি শুধু ভাঙা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায় !
গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে ;
হেমন্তের মায়া-মৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীর্ষে ; চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা !

উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বরজ্বালা !
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির মালা—
অর্চ্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায় ?
তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে ?—আছ কল্পনায় ;
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা
নিত্যপূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায় !
ছিলে যবে, হে জননী, সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে ;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্ত্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী ?—সেও যে রে ছায়া-ধরাধরি !

আহ্বান

শিব-নাম জপ করি' কাল-রাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার।
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী !—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও ?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও ?
সব মরা !—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বর-বপু উর্দ্ধস্বরে করিছে চীৎকার !
কেহ নাই !—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও !

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষ্যার অজস্র ফণা ; অর্দ্ধ-মগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায় !
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায় ;
নগ্ন বক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি আড়ষ্ট, আনীল !

জন্মাষ্টমী

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—হেন বার্ত্তা কবে ভগবান
কহিলেন কুরুক্ষেত্রে, তারি স্মৃতি জপে আজও যারা
তারাই কি গণে মাস, বর্ষ, তিথি,—যাপে নিদ্রাহারা
ভাদ্র-রাতি কৃষ্ণা-অষ্টমীর ! কত যুগ অবসান—
আর কোনো পুণ্য-ক্ষণ ধরণীর মুখ চির-ম্লান
দেয় নি লাবণ্যে ভরি' ?—ভেদি' কভু আঁধারের কারা,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কোনো ভাগে উদয়ের তারা
রচে নি উষার ভূষা,—জলধি করে নি কলগান ?

সে আশাও আজ বৃথা!—নবযুগে নাহি অবতার।
এবার সহস্রশীর্ষ পুরুষের—সারা মর্ত্ত্য জুড়ি'—
আরব্ধ যে মহাযাগ, নাহি তায় তিথি, দিন, ক্ষণ।
কে দিবে কাহারে মুক্তি? নাহি চাই কৃপা দেবতার—
স্বর্গ হ'তে কে নামিবে? এই মর-মৃত্তিকার পুরী
ধন্য করি' নবজন্মে, নর নিজে হবে নারায়ণ!

রুপার্ট ব্রুক

(1914 and Other Poems by Rupert Brooke)

কবিতা পড়িতেছিনু, ইংরাজী সে সনেট দুচারি—
আরো কিছু গীতি-কথা; জানি নাই, কখন সে ভাষা
হইল আমার বাণী, বহিল সে আমারি পিপাসা!
যে সরল সত্য-মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্ম্মরি' উঠিল মর্ম্মে,—এক আশা, এক ভালবাসা!
মনে হ'ল, যে-বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকারে, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ঝ্‌ংকারি'।
প্রতি শব্দ অর্থবান, প্রতি পংক্তি ব্যথায় বিধুর—
শ্লোকে-শ্লোকে অতিরুদ্ধ হৃদয়ের সিন্ধু-কলোচ্ছ্বাস,
অসীমার অভিসারে পদধ্বনি যেন সে সুদূর,
কণ্ঠে তবু এ কি গীত!—ধরণীর এ মর্ত্ত্য-আবাস
এত ভাল লেগেছিল! প্রেমে প্রাণ এত ভরপূর!
এত আলো—নিবাইতে নারে তারে মৃত্যুর নিশ্বাস!

বহিতেছে মৃত্যু-ঝড়; মহামারী-রূপে মহাকাল
অযুত জীবন-দীপ নিবাইছে ফুৎকারে ফুৎকারে!
ছিন্নমস্তা 'য়ুরোপা'র কণ্ঠস্রুত শোণিত-উৎসারে
কি ভীষণ কলধ্বনি! না, সে বুঝি মত্ত প্রেতপাল
ছড়াইছে দিকে দিকে বহুজীর্ণ আপন কঙ্কাল—

কৃপণ জীবন যাহা করেছিল জড় স্তূপাকারে
সঞ্চয়, শতাব্দী ধরি'! ভরি' উঠে দারুণ ধিক্কারে
সারাচিত্ত, টুটে যায় জীবনের মিথ্যা মোহজাল।
সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস, অট্টহাসি, হাহাকার-মাঝে
ধ্বনিল কি শুভ-গীত—কবিকণ্ঠে সুন্দর-বন্দনা!
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড, রক্তজবা, ছিঁড়িয়া অঞ্জলি
দানিল সে হাসিমুখে—রাজ-কর মৃত্যু-মহারাজে!
মরণ মরিল লাজে, তাই হেন অমৃত-মূর্চ্ছনা—
জীবনেরি জয়গানে ভরি' উঠে নব পদাবলী!

'যে বিধাতা গড়িয়াছে আমা সবে নিজ প্রয়োজনে
যুগ-যোগ্য করি' লয়ে', বরিয়াছে মোদের যৌবন,
হরিয়াছে সুখ-নিদ্রা—চক্ষে দীপ্তি, অব্যর্থ-সাধন
দুই বাহু দিল যেই, ঝাঁপাইতে দ্বিধাশূন্য মনে
নীল নির্ম্মলতা মাঝে—নমি আজ তাঁহার চরণে।'
'লভেছি অভয় মোরা, যাহা কিছু নিত্য চিরন্তন
তারি সাথে—বায়ু, ঊষা, মানুষের হাসি ও ক্রন্দন,
নিশীথ, বিহঙ্গ-গীতি, মেঘেদের গমন গগনে।'
'করি না যুদ্ধের ভয়, চলিয়াছি শুভযাত্রা করি'!
গোপন কবচে মোরা মৃত্যু-বাণ করিব নিষ্ফল।
অরক্ষায় সুরক্ষিত! মানুষ যেতেছে যেথা মরি'
দলে দলে, সব চেয়ে ভীতিশূন্য সেই রণস্থল!
আর, যদি প্রাণ এই ক্ষুদ্র দেহ যায় পরিহরি'—
লভিব পরম স্বস্তি হারাইয়া চরম সম্বল।'

'এই সব প্রাণ ছিল জীবনেরি দুঃখ-সুখে গড়া,
অপরূপ অশ্রুজলে স্নান-শুচি, হরষ-চপল!
বয়সে বেড়েছে স্নেহ! ধরণীর রঙের পসরা
একদা এদেরও ছিল—ঊষা, আর সান্ধ্য নভ-তল।
এরা ভুঞ্জিয়াছে গীত, গতি-রাগ, নিদ্রা, জাগরণ,

চকিত বিস্ময়-সুখ, ভালবাসা, বন্ধুতা-গৌরব,
বিজনে বসিয়া-থাকা, সুকোমল স্পর্শ-শিহরণ
রেশমে, কপোলে, ফুলে ; ফুরায়েছে আজি সেই সব ।
আছে হ্রদ হিম-দেশে—সারাদিন ক্ষ্যাপা বায়ুসনে
হাসে হা-হা করি', হাসে বুকে নীলাকাশ। পরক্ষণে
সে চঞ্চল রূপচ্ছায়া, ঊর্মি-নৃত্য—শীত সুকঠিন
স্তব্ধ করি' দেয় শুধু একটি ইঙ্গিতে ; রেখে যায়
নিস্তরঙ্গ শুভ্র-ভাতি, পুঞ্জীকৃত প্রভা ছায়াহীন—
একটি বিস্তার শুধু, দীপ্ত শান্তি, গভীর নিশায় !'

হে প্রেমিক, আয়ুহীন ! এ জীবন এত কি সুন্দর ?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধা পান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা-সন্ধান ?
বৈতরণী-তীরে বসি' ভুঞ্জে সে কি মলয় মন্থর ?
এ কি প্রেম প্রাণময় ! জগতে এই যুগান্তর—
নির্দ্দয় প্রলয়-বন্যা—সাঁতারিয়া, তুমি বীর্য্যবান
উতরিলে সেই স্রোতে—তারকারা করি' যাহে স্নান
নীরবে চাহিয়া থাকে পৃথ্বীপানে, ভরিয়া অম্বর !
প্রাণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি !
হে গাণ্ডীবী, বিস্ফারি' বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
ধনুকে অমোঘ শর, ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
বহাইলে ভোগবতী—পূত হ'ল সারা প্রেতভূমি !
মমতার মোম দিয়ে বধূ-মুখ করিলে মার্জ্জনা
প্রকৃতির,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান !

তাই আজ, ওগো বন্ধু, ধরণীর দূর প্রান্তভাগে
তোমারে সম্ভাষ করে ভিন্নভাষী আর এক কবি ।
তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ, দোহন-সুরভি—
পান করি' প্রাণে তার কি আনন্দ, কি ভরসা জাগে !
শতযুগ-জরাভার যেই জাতি নিশ্চিন্ত বিরাগে

বহে আজও, তারি মাঝে ভগ্ন জীর্ণ এ জীবন লভি'
গাহি গান ভয়ে ভয়ে ; আজি মোর ভবন-বলভি
স্পন্দিছে এ কোন্ ছন্দে, প্রাণ মোর এ কি মুক্তি মাগে !
হেরি মূর্ত্তি নগ্ন-শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, কুণ্ঠালেশহীন—
মসৃণ মর্ম্মরে যেন গড়িয়াছে যুনানী ভাস্কর !
পৃথ্বী 'পরে পদাঙ্গুলি, দেহ তবু আকাশে উড্ডীন—
মর্ত্ত্যেরি সে বার্ত্তাবহ স্বর্গপানে বাড়াইছে কর !
গুল্ফ-মূলে কাঁপে পাখা—অন্তরীক্ষে এখনি বিলীন !—
গানের কিরীটখানি ফেলে গেছে ধরণীর 'পর !

বিবেকানন্দ

কালরাত্রি পোহাইল ?—পূর্ব্বাভাস অসীম উষার
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে ! মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসে ছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার !
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বীর, বীর-বীর্য্য, প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট-সমরে—
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ্ ! চারিত্রে তোমার !

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরি-চূড়া—
দেবতা নিবসে যথা—চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল !
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি'
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া !
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল।

সত্যেন্দ্রনাথ

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন,
মুদিলে মেঘের রবে আঁখিদুটি ম্লান হাসি হেসে ?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ !—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নবমেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি ;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি !—
'আর নয় !' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা !—আমি গাই, তুমি শোন, কবি !'

শরৎচন্দ্র

('বিরাজ-বৌ' ও 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব্ব'-পাঠে)

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজা লাগি' সে অধীর—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা– পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে !
সে কি চিত্ত-চমৎকার !—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির !
সামান্য সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে !
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর

দেখালে দরদী কবি !—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা—
প্রেমের পুরুষ-মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর' !
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা—
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর !

কে জানিত তার আগে, সর্ব্বশেষ মন্দির-সোপানে
ধূলায় ধূসর যেই পড়ে ছিল প্রাণের ভুখারি
এক পাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম-রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে !
ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জিয়া আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি !
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা-বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে !
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায় !
যা কিছু কুৎসিত, হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিণী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্ত্তে সে কালিমা মিলায় !
চাহি নি যাহার পানে ভুলে কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায় !

আজ তব জন্ম-মাসে, শরতের প্রসন্ন আকাশ
কি নির্ম্মল, গাঢ়-নীল, লঘু-শুভ্র মেঘ-অন্তরালে !
ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে, হের, জল ভরে তরু-আলবালে,
তবু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—এ যে রাখী-পূর্ণিমার মাস !
ঘাসেও ফুটেছে ফুল, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ ;
স্বচ্ছ সরসীর জলে পঙ্ক হ'তে উঠিয়া মৃণালে
ফুটিছে পূজার পদ্ম !—তার মর্ম্ম তুমিই শিখালে,
দিকে-দিকে হেরি আজ তোমারি সে বাণীর বিকাশ !

বঙ্কিম বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত সর্ব্ব-ঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের ; রশ্মি তব মর্ম্মান্ত-হরষ
এই পৃথ্বী-মৃত্তিকার ! তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ—অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ !
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ-পরিচয়—
মানুষের সর্ব্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস।

এক আশা

আমি একা। এ ধরার ধূলির আসরে
মিলিয়াছে কত কোটি ! সারা দিনমান
ব্যাপ্ত করি' উদয়াস্ত, জন্ম-জয়গান
উৎসারিছে নিরবধি প্রাণপূর্ণ স্বরে !
হর্ষ-শোক, হিংসা-প্রেম—দ্বন্দ্ব-অবসরে
মহাকবি-বিরচিত চরিত মহান,
মৃত্তিকার পৃথ্বীতল করি' স্পন্দমান
ফুটায় রোমাঞ্চ-রশ্মি নিশীথ-অম্বরে !
আমি হেথা অনাহূত অচেনা অতিথি,
কোথা হতে এই সূর্য্য-চন্দ্রাতপ-তলে
আসিনু কেমনে ?—প্রাণের পাথেয়হীন,
চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্ন বীণ—
ভাবিতে লজ্জায় মরি ! জীব-রঙ্গস্থলে
বিজনে ভ্রমিনু শুধু চারু চিত্রবীথি !

কিবা এই অভিশাপ ! দুই মুঠি ভরি'
কিছুই ধরিতে নারি। সুস্থ দেহমাঝে
যে ব্যথা শোণিত-ছন্দে হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,
সুপক্ক ফলের মত নখ-অগ্রে ধরি'
দশনে দংশিতে যারে একাকার করি

রসে-শাঁসে,—ধরণীর রসিক-সমাজে
সেই ব্যথা, সেই সুখ না লভিয়া, লাজে
সম্বরি' আপন দৈন্য যেতে হবে সরি' ?
জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে-ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হয়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে!

তাই ভাবি, এ ধরার উদার অঙ্গনে
কি করিনু ? চিরদিন একি হেলাফেলা!
দূর হতে হেরি' জন্ম-মরণের মেলা
মজিনু স্বপনে শুধু! এ বাহুবন্ধনে
বাঁধি নাই কোন জনে; ভেরীর নিঃস্বনে
ছুটি নাই খুলিয়া দুয়ার; সন্ধ্যাবেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে।
সম্মুখে বহিয়া যায় মর্ত্ত্য-তরঙ্গিণী
আবর্ত্ত-অধীর, জন্ম-মৃত্যু দুই তট
ভাঙিয়া গড়িছে পুন নূতনের গানে—
ভয়াতুর চেয়ে আছি সেই বারি পানে,
ভরিতে নারিনু মোর শত-ছিদ্র ঘট।—
সতী আত্মা ?—হায়, সে যে ঘোর কলঙ্কিনী!

ফুরায়ে আসিছে বেলা; অপরাহ্ণ-দিন—
ঝাউবন ছায়াভরা মুমূর্ষু আলোকে;
হেরিতেছি ক্ষান্তকণ্ঠ পাখীর পালকে
আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন।
উপোষিত আঁখিযুগে রূপরেখা ক্ষীণ—

জুড়ায় দিনের দাহ আমার ভূলোকে।
গেঁথেছিনু যেই গাথা প্রাণহীন শ্লোকে,
জীবনের বিপণিতে তাও মূল্যহীন।
আজ মনে পড়ে সেই প্রভাতের কথা—
বালারুণ-রশ্মিরাগ দেবদারু-শিরে,
পল্লবে প্রবালে পুষ্পে অযত্ন-সঞ্চয়
প্রাণের পুলক-মণি!—সে নিত্য-বিস্ময়
কখন হারায়ে গেছি! দিনান্ত-সমীরে
বনের মর্ম্মরে শুনি মনেরি বারতা!

এমনি কাটিল বেলা। আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' এক ধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরি' জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষায় অধীর।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা—স্তনস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা; হাস্য-অশ্রুধারে
উথলে অবোধ প্রীতি, নয়ন মদির!
আমি শুধু চেয়ে আছি,—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র। শুধু এক আশা!—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখে নি আঁচলে মাতা? সস্নেহে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদকণা গোপনে ভরিতে?

সে নহে যশের আশা!—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস!
আমি চাই নিজ প্রাণে পূর্ণ-অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি' যাবে পরাগে কেশরে।
জীবনের সর্ব্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরে

বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ !
রবে না আড়াল কোথা,—সুবর্ণ-সঙ্কাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে দিগন্তরে !
শয়ন-শিয়রে মোর নিশি কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী ! নয়ন-গণ্ডূষে
সে লাবণ্য-সিন্ধু ল'ব এক কালে শুষে' !
যে অমৃত পিপাসায় করি নি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি' !

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে—
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার-বার শিথান-শয়ন !
প্রদীপের তলে বসি', যূঁথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথ' তারে চিকণিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের 'পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন !

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্ব্বরী—
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর !
কত রাধা বায়ু-রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর !—
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হবে এই মিলন মধুর !

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়িহার ;
আর্দ্রচুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার !
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি'
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার-বার।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন !
নিদাঘার্ত্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন !
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন !
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন !

চৈত্র-রাতে

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী-
স্বপ্ন আছে, নিদ্রা নাই ! যৌবনের সেই রূপকথা
চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদু-গন্ধে—দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী !
স্মরণের কুঞ্জে কুঞ্জে মন আজ করে মাধুকরী—
ঝরা-ফুলে বসে অলি, শুষ্ক শাখে শোভে কল্পলতা !
অপূর্ব্ব সে উপন্যাস !—মনে হয়, আমি নাই তথা,
সে কাহিনী যার, তারে আমিও যে গিয়েছি পাসরি' !

জানি সে যে কত বড় ! স্মরি যবে সেই পূর্ব্বরাগ,
সেই ক্ষণ-মূর্চ্ছাবেশ হেরি' শুধু পদচিহ্ন বাটে !—
কে বলিবে, একদিন আমি ছিনু এত ধনে ধনী !
মর্ম্মর-অলিন্দে বসি' জ্যোৎস্নালোকে যাহার সোহাগ—
(অধরে পড়েছে আলো, ছায়াখানি নয়নে ললাটে !)
সম্রাট-প্রেয়সী নয়—সে যে ছিল আমারি রমণী !

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী যাপিয়াছি নিজন-বাসরে—
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদাঘ-শর্ব্বরী !
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাঢ় নীলাম্বরে !
বিধু পিয়াইল যবে জ্যোৎস্না-সীধু যামিনী-অধরে—
খুলে ছিঁড়ে খ'সে গেল তারকার সিঁথি-সাতনরী !
তার পর সম্বরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে।

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধুর !
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্ব্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অশ্রুর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর—
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাধুরী উদাস !
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কৌটার সিঁদুর !

নিশুতি

রজনী গভীর হ'ল, কৃষ্ণপক্ষ-দ্বিতীয়ার শশী
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধ-নভে—স্রোতোহীন নীলের পাথারে!
মন্ত্রস্তব্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
দাঁড়াইয়া তন্দ্রাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী!
মনে হয়, ধরা যেন শুক্লাম্বরা বিধবা রূপসী—
এলাইয়া রুক্ষ কেশ, অসহ্য সে বেদনার ভারে
প'ড়ে আছে সংজ্ঞাহারা, রজনীর নিশুতি-আগারে—
ধূ-ধূ করে রূপ-মরু দিশাহীন দিগন্ত পরশি'!

এ কি কান্তি ভয়ঙ্করী! এর চেয়ে ভাল অন্ধকার—
প্রাণহীনা ধরিত্রীর সকরুণ লজ্জা-নিবারণ।
এ যে মৌন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ!
যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার!
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলাশেষে নিশাকালে এ কি হাহাকার!

নিশান্তে

নিশা অবসান হ'ল; যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন!—
দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
স্ফটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হানে!
বাতায়নে দাঁড়াইনু শয্যা ত্যজি' উষার আহ্বানে;
শিশুর ক্ষীরাম্বু-গন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিষ্কলঙ্ক, বর্ণহীন—শুধু-আলো, নিশা-অবসানে!

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তভ-আভাস!

সৃষ্টির আহ্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা!
পরিব্যাপ্ত বিভা শুধু! জড়-বক্ষে প্রাণের বিকাশ!
মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশিস-সান্ত্বনা!
সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ—
ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা!

বিদায়

আজ সখি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর;
বাদলের কৃষ্ণাতিথি, আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি',
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর!
চুরি ক'রে এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী!
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দ্দশী,
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর!

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী-দুকূল,
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে!
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল!

হেমন্ত-গোধূলি

আমার চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হইল। যে সকল কবিতা পূর্ব্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই, এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্ব্বশেষের রচনা, সেইগুলিকে এই পুস্তকে সঞ্চয় করিলাম। আমার কবিতা একালেও যাঁহাদের ভালো লাগে তাঁহাদের জন্য, এবং যদি কোনক্রমে পরবর্ত্তী কালে পৌছিতে পারে সেই আশায়, এ গুলিকে আর ফেলিয়া রাখিলাম না। ইহাই এ কাব্য-প্রকাশের কৈফিয়ৎ—কারণ, ইহার একটিও 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নয়।

এবারে আমি এই সঙ্গে কতকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদও মুদ্রিত করিলাম ; এগুলির অধিকাংশ বহুপূর্ব্বে রচিত ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প নয় ; ইচ্ছা ছিল, সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রহ করি। নানা কারণে তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব না হওয়ায়, এবং বর্ত্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায়, আমি নিজের ও পরের কবিতা একই মলাটে একই বাঁধনে বাঁধিয়া দিলাম। অনুবাদগুলির চয়নে লোভ দমন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ অনেক বাদ দিয়াছি। বলা বাহুল্য, যে কবিতাগুলি ইংরেজী নয়, সেগুলিরও অনুবাদ ইংরেজীরই মারফতে।

এই কবিতাগুলির সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও, আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনাহিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না ; পাঠক-গণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কিনা ; তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস, সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে। 'শুভক্ষণ' নামক যে কবিতাটি গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে স্থান পাইয়াছে, তাহা William Morris-এর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুপ্রেরণায় রচিত—ঠিক অনুবাদ নয় বলিয়া তাহাকে ঐ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এ বাজারেও গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশক যে যত্ন করিয়াছেন, তার জন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন। আমার পুরাতন ছাত্র এবং তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থপ্রকাশে যে আগ্রহ ও সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

কলিকাতা
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বন্ধু, তোমারে ভুলি নাই আজও, যদিও দু'দিন তরে
দেখা হয়েছিল মর্ত্ত্য-মরুর পথহীন প্রান্তরে,—
দিগন্তরের কপিশ আকাশে ছিল না কিছুই আঁকা,
সহসা হেরিনু বিটপীর শিরে আধখানি চাঁদ বাঁকা!

সন্ধ্যা-মেদুর ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সাথে
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল দোঁহে সে মোহের মোহানাতে ;
শুধালে না কিছু—জননান্তর-সৌহৃদ যেন স্মরি'
আপন আসনে আগন্তুকেরে বসাইলে হাত ধরি'!

তিনটি সন্ধ্যা, দুইটি উষার মাধুরী-মদিরা পিয়ে
মোর হেমন্তে বসন্ত এল স্বপন-পসরা নিয়ে ;
পরম আদরে সে ফুল-মুকুল তুলি' লয়ে সবগুলি
তুমি 'ভারতী'র অঙ্কে রাখিলে, কাঁপিল না অঙ্গুলি।

তার পর হ'তে ঘাট হ'তে ঘাটে ফিরিনু পসরা নিয়ে,
গোধূলি-আঁধারে সে আঁখি উদার গেল পুন মিলাইয়ে!
স্তব্ধ গভীর নিস্তরঙ্গ বিস্মরণীর নীর—
তারি তীরে তীরে ঘনাইল ছায়া তারাময়ী রজনীর!

পূর্ব্ব-গগনে চেয়ে থাকা মিছে শুকতারকার লাগি'—
জানি, এ রজনী পোহাবে না হেথা, কেন আর বৃথা জাগি!
শেষ গানগুলি গুছাইতে গিয়ে সহসা পড়িল মনে—
প্রথম মালাটি দিতে গিয়ে তবু দিই নাই কোন্ জনে!

হাতে তুলি' দিতে নারিনু আজিও, ক্ষোভ নাহি তবু তায়—
গভীর নিশীথে এপারের কথা ওপারেও শোনা যায়!
ডেকে বলি তাই—বন্ধু! তোমারে পথশেষে স্মরিলাম,
গানের খাতার শেষ-পাতাটিতে লিখিনু তোমারি নাম।

কলিকাতা
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

হেমন্ত-গোধূলি

আজিকে শুক্লা হেমন্ত-বিভাবরী,
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী !

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
ফুল-মালঞ্চে হৈমবতীর বেশে ;
জলে-ভেজা ফুল জাতি-যূথী নয় এরা—
তপনের তাপে উঠিবে না কভু হেসে।

ফুটেছিল যারা যৌবন-বৈশাখে
রৌদ্র-মদিরা পান করি' শাখে-শাখে,
যত তাপ তত সরস যাদের তনু,
হাসিতে যাহারা হাহাকার চেপে রাখে—

তারা নাই আজ, ভয় নাই—এস তুমি !
বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি ;
উদিবে এখনি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা
হিম-নিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি'।

নীরস ধূসর মাটির বিছানা 'পরে
বিছায়েছি, হের, ফুলশোভা থরে থরে—
তাপহীন যত বাসনার বল্লরী
মুঞ্জরি' উঠে শিহরি' শীতের জ্বরে।

সারারাত করি' অশ্রু-শিশির পান
ভোরের বেলায় সব তৃষা অবসান ;
কুহেলি-আকাশে হেলিয়া পড়ে যে রবি
তাহার সোহাগে জাগে না এদের প্রাণ

তব নয়নের গোধূলি-আলোর তলে
ইহাদের মুখে অপরূপ আভা ঝলে,
অয়ি হেমন্ত-সন্ধ্যার অপ্সরী !
দাঁড়াও ক্ষণেক বেণী-বাঁধা কুন্তলে।

* *

নিবে আসে যবে আকাশে দিনের আলো
অস্ত-কিনারে কে দেবী, দীপালি জ্বালো ?
স্বপনের ভারে ভেরে আসে আঁখি-পাতা—
তিমিরের পটে এত রং কেবা ঢালো !

বৈশাখী-রোদ, শ্রাবণের শ্যাম-ছায়া
সরস করে নি যাহাদের কম-কায়া,
নব-ফাল্গুনে রবে না যাদের চিন্
—ফুলশেজ 'পরে স্মরিবে না স্মর-জায়া,

হিমে জর-জর তনুলতা উপবাসী—
সেই তারা আজ তপনেরে উপহাসি'
ধরিয়াছে হের রূপের বরণ-ডালা,
—মধুহীন মুখে চুম্বন রাশি রাশি !

দুঃখের সুখ জাগাবে না কারো প্রাণে—
এরা শুধু আঁখি জুড়াইয়া দিতে জানে,
—হোক্ বা না হোক্ মুখরিত বনতল
পিক-কুহুতান অলি-গুঞ্জর-গানে।

শুক্লা-দশমী, হেমন্ত-বিভাবরী—
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী !
হের গো হেথায় ফুল-মালঞ্চ মাঝে
অন্তরাগের মায়া উঠে মুঞ্জরি'।

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
তুহিন-মোহিনী হৈমবতীর বেশে !
নীরব নিথর রঙের পাথার শুধু
বিথারিয়া দাও নয়ন-নির্নিমেষে

স্বপ্ন-সঙ্গিনী

১

হে অপ্সরী ! এক দিন ছন্দের টঙ্কারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি',
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ম্বর-মালা ; কি রহস্য কব কারে ?—
স্বর্গ-নটী হ'ল বধূ ! আকুল ঝঙ্কারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী কেন যে, বুঝি নি—
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে !

আমার কামনা-ধূমে হয় নি ত' ম্লান
তোমার অলকশোভী মন্দার-মঞ্জরী,
তনু তব উঠে নাই আবেশে শিহরি'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান ;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী !

২

এই মোর অপরাধ ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করে নি অরুণতর ; সুপেলব নাসা,
স্ফুরিত সঘন-শ্বাসে ক্ষোভে অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে

সুচির সন্তাপ ; মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু, সর্ব্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে।

ভাল যদি লাগিবে না রূপের আরতি,
অনঙ্গের পরাভব—হায় গো অপ্সরা !
স্মরধনু-ভঙ্গ-পণে কেন স্বয়ম্বরা
হ'লে তুমি ? রূপমুগ্ধ মর্ত্ত্যের সন্ততি,
জানো না কি, রতিপদে করে না প্রণতি ?—
তাই শুধু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা !

৩

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবি-কণ্ঠে—স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন্ মর্ত্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে ! তার পর সে মোহিনী,
যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল ত্বরা
অন্তরীক্ষে,—পুরূরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী !

হায় নর ! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন !
উর্ব্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন !
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে ; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুন সেই প্রফুল্ল নন্দন ?

অকাল-বসন্ত

অসময়ে ডাক দিলে, হায় বন্ধু, একি পরিহাস !
ফাগুন হয়েছে গত, জানো না কি এ যে চৈত্রমাস ?
বাতাসে শিশির কোথা ? ফুলেদের মুখে হাসি নাই,
কোকিল পলায়ে গেছে, গোলাপ যে বলে—যাই যাই !
অশ্বত্থ অশোক বট বিল্ব আর আমলকী-বনে
আছে বটে কিছু শোভা—পঞ্চবটী জাগে তাই মনে ;
সুদীর্ঘ দিবার দাহে বসুন্ধরা উঠিছে নিঃশ্বসি'—
এ সময়ে গান নয়, প্রাণে জাগে শিব-চতুর্দ্দশী !

ক্ষমিও আমারে বন্ধু, যদি এই উৎসব-বাসরে
আনন্দের পসরাটি কোনোমতে কবিও পাসরে।
একদিন এ জীবনে পূর্ণিমার ছিল না পঞ্জিকা,
নিত্য-জ্যোৎস্না ছিল নিশা—হেমন্তেও শারদ-চন্দ্রিকা !
শ্রাবণে ফাগুন-রাতি উদিয়াছে বহু বহু বার,
শীত-রৌদ্রে গাঁথিয়াছি চম্পা আর চামেলির হার।
জীবনের সে যৌবন—মরু-পথে সেই মরুদ্যান—
পার হয়ে আসিয়াছি, আজ শুধু করি তারি ধ্যান।
তোমাদের আমন্ত্রণে কি মন্ত্রণা দিব আজ কানে ?—
ক্ষমিও আমারে, বন্ধু, পঞ্জিকাও আজি হার মানে !

তবুও হতেছে মনে, ভুল আর হয়েছে কোথাও,
পঞ্জিকার ভুল নাই—আকাশের চাঁদেরে শুধাও।
চেয়ে দেখ, মুখে তার আজ যেন হাসি কিছু ম্লান—
দ্বিধায় মন্থর-গতি, পৌর্ণমাসী সদ্য-অবসান।
আজি হ'তে কৃষ্ণা-তিথি—আঁধারের প্রতিপদ আজ,
হাসিটি তেমনি আছে, তবু সে হাসিতে পায় লাজ।
পঞ্জিকা করে নি ভুল—কঠোর সে নিয়তির মত !
আমরাই রাখি ধরে' যে পূর্ণিমা হয়ে গেছে গত ;

যৌবন-যামিনীশেষে কুড়াইয়া রাখি ঝরা-ফুল,
অতীত বসন্ত-দিন ফিরাইয়া আনিতে আকুল!
অমার আঁধারে জ্বালি সারি-সারি তৈলহীন বাতি,
সে আলো নিবিয়া যায়, না ফুরাতে প্রহরেক রাতি!
বসন্তের ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলে আছে যে বারতা,
আজিকার দিনে, বন্ধু, তারি মাঝে খুঁজি পূর্ব্ব-কথা।

বসন্ত, মাধবী, মধু, ঋতুরাজ, পহেলি ফাগুন,
হিন্দোল, ফাগুয়া, হোলি, মদনের পুষ্পধনু-তূণ—
চিরকাল আছে জানি মানুষের জীবনে ও গানে,
একবার একদিনও কেবা তাহা মানে নাই প্রাণে?
বৈরাগ্য-শতক বড় নয়, জানি—সে ত পরাজয়!
মিথ্যা নয়—তপোবনে আকালিক বসন্ত-উদয়।

আজও দেখি, সেই ঋতু ধরণীর উৎসব-অঙ্গনে—
অঙ্কুরে পল্লবে পুষ্পে সেই শোভা কান্তারে গহনে!
দক্ষিণ—মৃত্যুর দিক, দাঁড়াইয়া আজ তারি মুখে
অমৃত-মধুর বায়ু ভুঞ্জিতেছে চরাচর সুখে!
দু'দিনের এই সুখ, দু'দিনের এ সুন্দর ভুল—
এরি লাগি' সৃষ্টি-পদ্ম অহরহ মেলিছে মুকুল।
শীতের জরার শেষে বসন্তের এ নব-যৌবন
করুক সবারে সুখী—সম্বরিনু আমিও লেখন।

ফুল ও পাখি

১

বসন্তের ফুল, আর বসন্তের পাখি—
একটি সে ঝরে' যায় খর সূর্য্যতাপে
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মধুর মাধবী-নিশা ; বিস্ফারিয়া আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল, তবু তারে ফাঁকি
দিতে নারে দু'দণ্ডের বেশি ! প্রাণ কাঁপে
থরথরি'—রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণ তনু ঢাকি' !

ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়,
বর্ষসাথে আয়ুঃশেষ ! সে যে শুধু রূপ—
ছায়া-আলোকের খেলা, বর্ণরেখা-স্তূপ
কুজ্ঝটি-অম্বরে ! সে যে ফেনবিম্ব-প্রায়
সবুজ সায়রে ফুটি' তখনি মিলায় !
মধু-শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ ।

২

বসন্তের পাখি, সে যে মৃত্যু নাহি জানে—
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসরি' ;
সে জানে কালের ছন্দ—পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী-সন্ধানে ।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্তবন্ধে আপনা সম্বরি' ;
রূপ নয়, দেহ নয়—ঊর্দ্ধাকাশ ভরি'
ভাবের অবাক্-ধারা ঢালে গানে গানে ।

গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পসরা,
মর্ম্মমূলে রহে শুধু মৃত্তিকার রস—
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা—
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা,
অনন্ত বসন্ত তার—অনন্ত বরষ !

৩

সেই মত আমি কবি একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী-মাসে ; ইন্দ্রিয়-গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি, প্রাণ-সবিতায়
অঞ্জলিয়া দিনু অর্ঘ্য—প্রীতি নির্ভাবনা,
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায়।

বসন্তের পাখি নই—বসন্তের ফুল,
ফুটে' ঝরে' গেছি তাই নীরস নিদাঘে—
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে,
মরণের হাসি-ভরা জীবনের ভুল !
মোর কথা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-সমতুল—
ডুবে গেছি বিস্মৃতির অতল তড়াগে।

বিধাতার বর

আগুনে জ্বলিছে ঘৃত-ইন্ধন, আলো তার ভালো লাগে—
সুখী নরনারী সেবি' সে অনল মৃদু উত্তাপ মাগে।
সমিধের মেদ যত হীন-সার, তত উজ্জ্বল আলো,
সোনার শিখায় প্রাণ পুড়ে যায়—দেহ অঙ্গার-কালো!
দহনের লাগি' দেহ যার যাচে কামের যজ্ঞ-হবি—
দীপ্তির তলে অঙ্গার জ্বলে—লোকে তারে কয় কবি!

লাল-ক্লেদময় গলিত পঙ্ক কৃমি-কীটসঙ্কুল—
তারি অন্তরে পশে সুগভীর রসপায়ী যার মূল,
মজ্জাবিহীন ক্ষীণ তনু যার—স্রোতোবেগ নাহি সহে—
তারি মুখে ফুটি' শোভা-শতদল মধুর মাধুরী বহে!
জীবন যাহার অতি দুর্ব্বহ—দীন দুর্ব্বল সবি—
রসাতলে বসি' গড়িছে স্বর্গ—সেই জন বটে কবি!

অবাধ অগাধ সিন্ধু-মাঝারে শত শুক্তির বাস,
কঠিন কবচে ঠেকায় সকলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ;
ব্যাধি-বালুকণা পশিল কেমনে কোন্ সে রন্ধ্র দিয়া
একটির বুকে—স্ফোটকে ফলিল মুক্তা সে মোহনিয়া!
সুস্থ নহে যে সবার মতন সহজ জীবন লভি'—
অন্তরে যার অসুখ অপার—সেইজন হয় কবি।

কত জ্যোতিষ্ক জ্বলে' নিবে যায় দিশাহীন মহাকাশে
রশ্মি তাদের কতকাল পরে ধরণীতে পরকাশে!
কেমন আছিল কেহ সে জানে না, ছিল যবে হেরি নাই—
আজ কি বা তার— জ্যোতি-পরিচয় আমরা পাই, না পাই?
কবিও ক্বচিৎ জীয়ে যশ পায়—স্মৃতি যবে ছায়াময়,
মৃত-তারকার মত রটে তার প্রতিভার পরিচয়!

তুলনা যাহার ইন্ধন হ'তে নির্ব্বাণ শশী-রবি—
মানুষ না হ'য়ে বিধাতার বরে সেইজন হয় কবি !

অশান্ত

জানি, আমি জানি, শতেক যোজন উন্নত গিরিচূড়ে
কঠিন শীতল হিমানীর দেশে ধ্যানের কেতন উড়ে।
নাহি সেথা বারি, পিপাসাও নাহি—শোণিতের জ্বর-জ্বালা,
শীতে ও নিদাঘে ফোটে একই ফুল—আকাশে তারার মালা।
হৃদয়-ভ্রান্তি নাহি যে সেথায়, প্রেমের ভাবনা, ভয়—
নাহি অতীতের স্মৃতির অতিথি, অনুতাপ সংশয়।
হে শান্ত, তুমি সেইখানে বসি' রচিতেছ যেই গীতা,
আপনার মাঝে আপনি মগন তুমি অমৃতের মিতা—
মানুষের তরে নহে সেই গান, জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
এই দেহে বাঁধা আমার আমি-রে সে যে বিদ্রূপ হানে।
যে জন জীবনে যাপে নি কখনো দীর্ঘ দুখের নিশা,
চোখের সলিলে মিটে নি যাহার শুষ্ক তালুর তৃষা,
সুখের শয়নে, টুটে নি কখনো যাহার স্বপন-ঘোর,
অথবা ত্যাগের কঠোর সাধনে কেটেছে সকল ডোর—
সেই অমানুষ ভাবের ফানুসে আকাশে জ্বালায় আলো,
তার পদতলে মাটির পৃথ্বী আঁধারে দেখায় কালো।
ক্ষুৎ-পিপাসার সব অধিকার ব্যর্থ যাহার তপে—
শূন্য-সুখের ধেয়ানে সে জন শান্তি-মন্ত্র জপে।
সে যবে বাজায় জয়-দুন্দুভি মর্ত্ত্য-জীবের কানে,
আপন মহিমা ঘোষণা করে সে অতি-বিনয়ের ভানে—
সেই অপমানে আমার চক্ষে বজ্র-বহ্নি জ্বলে,
বৈশাখী-দিবা ধূ ধূ করি' উঠে শিখাহীন কালানলে।
আমি চলি পথে ধূলির জগতে—তপ্ত বালুর 'পরে
শুকায় সরিৎ, ঊর্দ্ধে তড়িৎ অট্টহাস্য করে।

ক্রূর কণ্টক কঙ্কর দলি' চলি যার সন্ধানে—
গালি দেই কভু, কভু ডাকি তারে সকাতর আহ্বানে।
ভালবাসি যারে তাহার লাগিয়া নিমেষে পরাণ সঁপি,
অরি যেই জন তাহারে স্মরিয়া মারণ-মন্ত্র জপি।
মোর ধমনীতে হৃদয়-শোণিতে অশান্ত কলরোল,
অধরে আঁখিতে হাসি-ক্রন্দন একসাথে উল্লোল!
শান্তি কে চায়?—শিশুও চাহে না থির হয়ে শুয়ে থাকা,
যত দাও দোল তত উতরোল— বক্ষে যায় না রাখা!
জন্ম হইতে মৃত্যু-অবধি অশান্তি-সুখ লাগি'—
ভাবের স্বর্গ চাহে না মানুষ—অভাবের অনুরাগী।

হে শান্ত, তুমি আমারে দেখায়ে পান কর যেই বারি,
জানি সে মিথ্যা অভিনয় তব, তুষার-বর্ত্মচারী!
আমি জানি, তব চিত্রিত ওই পাত্রই মনোহর,
তোমার কণ্ঠে পিপাসা কোথায়, প্রেমহীন যাদুকর?
মোদের পিপাসা তামাসা নহে সে, মরুচর নর-নারী
অশান্ত মোরা খুঁজিয়া বেড়াই সেই ঝরণার বারি—
উথলিয়া উঠে উৎস যাহার ধরার বক্ষ হ'তে,
অঞ্জলি ভরি' ভিজাই ওষ্ঠ তাহারি উষ্ণ স্রোতে।
সংজ্ঞাহরণ মরণ-মরুৎ বহে যবে মরু'পর,
মূর্চ্ছার বশে হেরি বটে কভু অপরূপ নির্ঝর;
শান্তির আশে ছুটি তার পাশে, বুঝি না সে কার মায়া—
আমারে লোভাতে কেবা রচে সেই তীর, নীর, তরু-ছায়া;
বুঝি ক্ষণপরে—সে নহে শান্তি, মৃত্যু তাহার নাম—
আমি অশান্ত, চাহি না জীবনে সে চিরশান্তি-ধাম।

দুঃখের কবি

'দুঃখের কবি'—শুনে হাসি পায়—সোনার পাথর-বাটি!
কল্পনা তার এমনি সূক্ষ্ম—মাটিরে বলে যে মাটি!
শুনাইতে চায় কঠিন সত্য—
অতি সে নিঠুর চরম তত্ত্ব,
একটু বেহুঁস হয়েছ যেমনি, অমনি লাগায় চাঁটি;
কাব্যের খাঁটি রস সে বিলায়—মাটিরে বলে যে মাটি!

দুঃখের লাগি' হয় যে বিবাগী, সুখ যে মিথ্যা কয়,
সে জন সুখীরে করে পরিহাস—এ যে বড় বিস্ময়!
অশ্রু লুকাতে করে যে হাস্য,
অন্ন-অভাবে চাতুর্মাস্য—
সে যদি দুঃখ না করে স্বীকার, নাহি মানে পরাজয়,
ভণ্ড বলিয়া গালি দিবে তারে?—এ যে বড় বিস্ময়!

কাঁটার উপরে বক্ষ রাখিয়া গান গায় যেই পাখি—
কে বলেছে তার হয় নাক' সুখ—সেই আনন্দ ফাঁকি?
সুখ-সন্ধান জীবনেরি পেশা—
সুখেরি লাগিয়া দুঃখের নেশা!
তা' যদি না হ'ত, এক লহমায় চুরমার হ'ত নাকি
সৃষ্টির এই রসের পেয়ালা—ধরা পড়িত না ফাঁকি?

হায় গো বন্ধু, সত্যসন্ধ—দুঃখের নেশাখোর!
বুঝিবে কি তুমি—এই জগতের সকলেই সুখ-চোর!
যার গানে আছে যত আনন্দ,
নৃত্য-চটুল চপল ছন্দ—
হয়ত' সে দুখী সব চেয়ে, তার দুঃখের নাহি ওর,
ফাঁসীর কয়েদী ওজনে বাড়িছে—ধন্য সে সুখ-চোর!

শুধু দুঃখের পসরা বহিয়া পথে যে হাঁকিয়া ফেরে—
বিজ্ঞাপনের ছবিগুলা দেয় দেয়ালে দেয়ালে মেরে,
দুঃখের ভরা ভারি নয় তারি,
হোক যত বড় দুখের ব্যাপারী,—
ঢাকের বাদ্যে হয় ভূকম্প, বাঁশি যায় বটে হেরে,
তবু সে দুঃখ তারি বড় নয়—পথে যে হাঁকিয়া ফেরে।

মিথ্যার মোহে যদি কেহ কভু সত্যই সুখ পায়,
তপ্ত বলিয়া ভান করে' কেহ পান্তা জুড়াতে চায়—
ল'য়ে গোপালের পাষাণ-পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায়?
কঠোর সত্য স্মরণ করায়ে কে তারে শাসিতে চায়!

অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল,
অমানিশীথেও পূর্ণিমা-সুখে উথলে সিন্ধু-জল!
সুচির বিরহ, মিলন ক্ষণিক—
তাই চেয়ে থাকে আঁখি অনিমিখ,
হৃদয়ের খাক্ ফাগ করে' করি মধু-উৎসব ছল—
হেন সুখ যার সে কেন ফেলিবে দুঃখের আঁখিজল?

মিথ্যার মূলে দুঃখই আছে—সুখ যে দুখেরি ফুল!
ফুল ছিঁড়ে ফেলে' মূল হেরি' তার কেন হেন শোকাকুল?
জ্বালা আর নেশা—একেরই ধর্ম্ম,
দুঃখ-সুখের একই যে মর্ম্ম!
কবি চায় নেশা, জ্ঞানী ভয় পায় পাছে ক'রে ফেলে ভুল—
বিষের জ্বালায় অকবি অধীর, কবি যে হরষাকুল!

সে যে উন্মাদ—সর্ব্ব অঙ্গে কত না চিতার ছাই!
কণ্ঠে গরল, তবু করোটির আসবে অরুচি নাই!

তারি ভালে যবে হেরি শশিলেখা,
ঢুলু ঢুলু চোখে রাগারুণ-রেখা,
শিয়রে গঙ্গা—অঙ্গারে রচে শয্যা সে এক ঠাঁই,
হৈমবতীর বিম্ব-অধরে চাহিতে কুণ্ঠা নাই!—

তখনি যে বুঝি, সুখ কারে বলে—দুঃখের কিবা নাম,
কোন্ সে আগুনে পুড়িয়াও তবু মনোহর হ'ল কাম!
বাঁশির রন্ধ্রে ভরে যেই শ্বাস—
জানি সে বুকের কোন্ উচ্ছ্বাস;
নিজে নেশা করি' অপরে মাতায়—কতখানি তার দাম,
জানি, ভাল জানি—চাহি না, বন্ধু, শুনিবারে তার নাম।

প্রশ্ন

[কোনও প্রায়োপবেশন-ব্রতী দেশপ্রেমিক বীর-যুবার উদ্দেশে]

১

কোথায় চলেছ, কোন্ পথ ধরি'—ভেবেছ কি বলীয়ান?
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান!
পতাকা তোমার উড়িয়াছে দেখি পথে-পথে ঘাটে-ঘাটে,
মৃত্যু-সরণি-তরণ তরণী ভিড়ায়েছ রাজপাটে!
তোমার চক্ষে দীপিছে অনল জঠর-অনলজয়ী!—
দীন জীবনের হীন প্রতারণা, মিথ্যার ভার বহি',
পশুসম আর বাঁচিবে না, তাই করিয়াছ প্রাণ পণ
ছাড়িতে এ-দেহ কারা-পিঞ্জর—অপূর্ব্ব মহারণ!
মমতারে তুমি মুগ্ধ করেছ, বুদ্ধিরে বিব্রত,
মরীচিকা হেরি' মরু-পথে তবু হও নি পিপাসা-হত!
তবু চলিয়াছ কোন্ পথে তুমি, ভেবেছ কি বলীয়ান—
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান?

২

জানি, অসহ্য—মিথ্যার পণে তিলেক বাঁচিয়া থাকা,
জানি, তার চেয়ে শতগুণে ভাল মৃত্যুর মান রাখা।
যুগে যুগে তাই লভিয়াছে ত্রাণ এইরূপে কত জনা—
ইচ্ছা-মৃত্যু—মানুষের সে যে অতি বড় বীরপনা!
আদিযুগ হ'তে চিরযুগ যেই গহ্বর-সম্মুখে
দাঁড়ায়ে নয়ন মুদিয়াছে জীব ত্রাস-কম্পিত বুকে,
অন্ধকারের অতলে খুঁজেছে আলোকের ক্ষীণশিখা,
অসীম শূন্যে ঝুলায়েছে কত মায়াময় মরীচিকা—
যাহারে ছলিতে আপনা ছলিছে, ভুলিবার লাগি' বৃথা
জীবনের রাতি উৎসবে মাতি' করেছে দীপান্বিতা—
জানি সে জীবের কত বড় জয়—যে তারে করে না ভয়,
—জীবন-গ্রন্থি অবহেলে টুটি' সব সংশয় লয়!

৩

তবু বল, বীর, কি লাভ তাহায়?—মৃত্যু কি হারি মানে
এই জগতের বলি-যূপে তার এ হেন আত্মদানে?
মুহূর্ত্ত লাগি' পিঙ্গল হয় যজ্ঞের হোমানল,
তার পর সেই চির-অভাগ্য পশুদের কোলাহল।
জীবনের ভয় জীবনেই রয়, মৃত্যুর পরপারে—
ভয়-নির্ভয়—কিবা আসে যায় অসীম সে একাকারে?
তবু শমনের এহেন দমনে গৌরব করে নর—
মৃত্যুজয়ীর উদ্দেশে নমে যোড় করি' দুই কর।
সে যে মরণেরি জয়জয়কার, ভেবে হাসে মহাকাল—
মৃত্যুজিতের কণ্ঠে গরল, শ্মশানেরি হাড়-মাল!
যে মরিল সে কি লভিল অমৃত?—ক্ষয়হীন তার যশ!
সে যশ-পসরা বহিবে—যাহারা বিষম ভয়ের বশ!

৪

না না, এ যে বৃথা! এ হেন মরণে জীবনের কিবা ফল?
কত সাধু সতী দেখায়েছে হেথা এমনি মনের বল।
অপরের কথা ভাবে নি যাহারা—নিজেরি মরণ-ব্রত
সাধিয়াছে শুধু অভিমান-বশে, নিজেদেরি মনোমত—
বাখানি তাদের সে পণ কঠিন, নিষ্ঠার একশেষ,
তবু যে শিহরি হেরি' তার মাঝে সেই সন্ন্যাসী-বেশ
মরণে যাহারা জিনিল হেলায় অগ্নিকুণ্ডে পশি'
বল্মীক-তলে দেহ ঢাকি' যারা নিবাইল রবি-শশী—
জীবনেরে তারা ফাঁকি দিতে করে কঠিন মরণ-পণ,
মৃত্যুর নামে অমৃতের লাগি' মিথ্যা আকিঞ্চন।
তাদের মরণে, মৃত্যুর নহে—জীবনেরি পরাজয়,
জীবন-মুক্তি লভিতে যাহারা জীবন করিল ক্ষয়।

৫

সে মরণে মোরা মানিব কি আজ হইতে মরণ-জয়ী?—
জানি যে, অমৃত বহিছে গোপনে এ মহী জীবনময়ী!
জানি, মৃত্যুর শেষ আছে, শুধু জীবনেরি শেষ নাই;
তুমি আমি মরি, মরে না মানুষ—আমারি সে কামনাই
অমর হইয়া রহে মরলোকে; পরলোকে অমরতা
কতকাল আর ভুলাইবে নরে?—প্রেমহীন মিছা কথা!
আমি বেঁচে আছি যুগ-যুগ এই চির-প্রসূতির ঘরে,
ফিরেও আসি না—মরি না যে কভু! এ বিরাট কলেবরে
জন্ম-মৃত্যু—শ্বাস-প্রশ্বাস! আমি নহি একা আমি,—
মহামানবের অনন্ত আয়ু বহিতেছে দিন-যামী
আমারি এ আয়ু সৃষ্টির স্রোতে, আমি কভু মরি না যে!
ভুলে' যাও, বীর, মৃত্যুর কথা জীবনের সব কাজে।

৬

তাই যদি হয়, মৃত্যুও যদি জীবনেরি অভিযান—
আর কোনো নামে দিও নাক' তারে সমধিক সম্মান।
জীবনের ভয়ে ভীত যেই জন, মমতা-কৃপণ যারা—
নাহি সে সাহস, আছে তবু সাধ ধরণীর ক্ষীরধারা
ভুঞ্জিতে শুধু অনায়াস-সুখে—স্বপ্নে ও জাগরণে
হেরে মৃত্যুর বিভীষিকা সেই অগণিত পশুগণে।
সেই বিভীষিকা—হরিতে শ্যামলে, সুদূর নীলের শেষে—
নিখিল-মানবে করেছে উতলা, ছায়া-ধূমাবতী বেশে।
তাই জীবনের এত যে যতন, অফুরাণ আয়োজন—
কেহ বুঝিল না, মরণেরি কথা ভাবিল সর্ব্বজন!
যারা কাপুরুষ তারাও সহসা ঝাঁপায় মরণ-মুখে,
সে-মরণে মোরা করি গো বরণ হায় কি গর্ব্ব-সুখে!

৭

বীরের মরণ তারে বলি—যার মরণে মৃত্যুভয়
ভুলেও ভাবি না, হেরি জীবনেরি গূঢ়তর অভিনয়।
সে মরণ যেন মহাজীবনের স্ফূর্ত্তির ফুৎকার!
আনন্দ-ঘন প্রাণ-পুরুষের হাস্যের উৎসার!
যেন জীবনের পরম-চেতনা বিদ্যুৎ-স্পন্দনে
ঝিলমিল মুহু, মৃত্যুর অমা-রাত্রির অঙ্গনে!
যেন মর্ত্ত্যের নন্দন-বনে ঘন-কিসলয় শাখে
হরিচন্দন ফুটিল সহসা একসাথে, লাখে-লাখে!
সে কি উল্লাস! সে কি প্রেমময় প্রাণময় আহ্লাদ!
সে যে দধীচির এক জীবনেই শত জনমের স্বাদ!
সে মরণে কোথা শব-কঙ্কাল?—অস্থি অশনিময়
গগনে গগনে গরজিয়া ঘোষে—'আছি আছি, নাহি ভয়'!

৮

শুধাই এখন—বল, বীর ! তুমি কোন্ পথে আগুয়ান্—
জীবনের, না সে মরণেরি পথে দুঃখের অবসান ?
সে কি মুছিবারে অপমান-গ্লানি মৃত্যুর আশ্রয় ?
না সে জীবনের মুক্তধারার গতিবেগ-সঞ্চয় ?
দাঁড়াও সমুখে, দেখি মুখ তব আলোকে তুলিয়া ধরি'—
তোমার অধরে ঝরে কোন্ হাসি, আঁখিতে কি উঠে ভরি' !
ও রূপ নেহারি' স্বজাতি তোমার হবে কি জাতিস্মর ?
আপনা চিনিবে ? মরণে জিনিবে ?—তাহারি অধীশ্বর
না হয়ে, শুধুই প্রান্তর-পথে করিবে না ছুটাছুটি
যত আলেয়ার আলোকের পিছে, জীবনে লইয়া ছুটি ?
মৃত্যুই শুধু হবে না ত' বড় ?—ভেবে দেখ, বলীয়ান্,
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান !

বনস্পতি

মেঘময় ধূমল আকাশ—
স্পন্দহীন নভো-যবনিকা,
যেন অন্ধ আঁখির আভাস,
—নেত্র আছে, নাই কনীনিকা !

তারি তলে বৃদ্ধ বনস্পতি
—অতি দীর্ঘ দেহ পত্রময়,
দাঁড়াইয়া মহামৌনব্রতী
গণিতেছে আসন্ন প্রলয় ।

রুদ্ধ শ্বাস, নাহি শিহরণ—
বজ্র বুঝি পড়িবে মাথায়,
সর্ব্বাঙ্গের সবুজ বরণ
ক্ষণে ক্ষণে কালো হয়ে যায় !

স্তব্ধ হ'ল মর্ম্মের মর্ম্মর,
কি দারুণ মানস-নিগ্রহ !
তরু বুঝি হ'ল জাতিস্মর,
জড় আজি সচেত-বিগ্রহ !

যে বাণী বিহরে শুধু বুকে,
অন্তরের অন্তিম সীমায়—
সে ওই প্রকাশে যেন মুখে
নিরাশার উগ্র গরিমায় !

ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়,
ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বনে
বনস্পতি নির্ব্বাক নির্ভয় ।

কাল-বৈশাখী

মধ্যদিনের রক্ত-নয়ন অন্ধ করিল কে !
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে !
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'
জল-স্থলের নিশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে !

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি-সারি নিস্পন্দ ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ ?

হেরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা!
অথবা ও কি রে সচল-অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মি-ছটা!

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার,
সুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব—নাসা-গর্জ্জন ঝঙ্কার!
পিঙ্গল হ'ল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদ-বেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার!

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হ'তে দিক্-অন্তে—
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে!
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হ'ল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘ-কজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন।

হের, ফিরে চলে সে রণ-বাহিনী বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্ম্মল হ'ল—ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে,
নদী উথলিছে কুলুকুলু-ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বসে নিঃশঙ্ক।

নব বর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে,
হোক্ সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার-জানালা উঠে ঝন্‌ঝনি',
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি' রস, মধু ভরি' বুকে মৃত্তি'র,
যে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি' টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্ত্তির!

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নব-বিধানের আশ্বাস দুর্দ্ধর্ষ।

অন্তিম

বৃথা যজ্ঞ! বহুকাল প্রতীক্ষিয়া অধীর বিধাতা
মানিল না কোন মন্ত্র—আত্মগ্লানি-মোচনের শ্লোক;
আত্মা যার বিকায়েছে পাপ-ঋণে, হোমাগ্নি-আলোক
নাশিবে তাহার তমঃ? তুমি হবে তার পরিত্রাতা!
"বৃত্র-শত্রু হত হোক"—বৃত্র-যজ্ঞে গায়িছে উদ্গাতা,
অসুর শিহরি' উঠে, হবির্গন্ধে হৃষ্ট দেবলোক!
বিধি শোনে বিপরীত—'শত্রু-বৃত্র হোক—হত হোক',
পূর্ণ করে সে কামনা, চূর্ণ হয় ঋত্বিকের মাথা!

নষ্ট হ'ল পুরোডাশ—যত্নে গড়া মধু ও গোধূমে,
লেহিয়া যজ্ঞের হবিঃ সারমেয় ভ্রমিছে নির্ভয় ;
আকাশে নাহি যে অশ্রু, পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প-ধূমে
আবিল রবির তেজ, গ্রহতারা গণিছে প্রলয়।
মহামৃত্যু-অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে যজ্ঞভূমে,
দিগন্তে চমকে শুধু ম্লান-দীপ্তি বিদ্যুৎ-বলয়।

রবির প্রতি

হে রবি, তোমার তাপে এই নিত্য-আর্দ্র ভূমিতলে
উষ্ণ হ'ল খাল বিল, আর যত পঙ্কিল পল্বল ;
বাড়ে শুধু লালা ক্লেদ, শেহালায় ভরে' গেল জল,
মরেছে কল্মী-লতা, সুষুনি শুকায় দলে দলে।
জন্মে শুধু ডিম্ব-কীট, তাই হ'তে ফুটি' পলে পলে
উড়িছে পতঙ্গকুল—ক্ষণজীবী উন্মত্ত চঞ্চল,
আসন্ধ্যা-প্রভাত করি' বায়ুভরে নৃত্য কোলাহল
নিঃশেষে মরিবে সবে তুমি যবে যাবে অস্তাচলে!

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠে পিক!—
কে শোনে তাদের গান?—মাছিদের কল্লোলে হারায়!
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ!—তুমি রবি, তবুও হা ধিক!
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়!

মধু-উদ্বোধন

(কবি মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে)

বঙ্গে জন্ম যাহাদের, তারাই তোমারে—
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
স্মরণ করিছে আজি। এক যেই আশা
আসন্ন মৃত্যুর মুখে সর্ব্বনাশ সহি'
ত্যজিতে পার নি তবু—নিদয় বিধাতা
অবশেষে লজ্জা মানি' পূরাইল বুঝি !
বর্ষে বর্ষে তাই তব মৃত্যুদিনে মোরা
তিষ্ঠি' ক্ষণকাল সেই সমাধি-প্রাঙ্গণে
স্মরি তব কীর্ত্তিকথা।
বহে আর্দ্র বায়ু,
আকাশ ধূসর মেঘে, ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে
শীতল মহীর তল ; মহানিদ্রাবৃত
মায়ের মাটির ক্রোড়ে, হে কবি, তখন
পশে কি শ্রবণে তব, সেই মার বুকে
স্তন্যপান করে যারা তাদের কাকলি ?
হের, বিধি পূরায়েছে শেষ সাধ তব,
তোমার সমাধি-লিপি বহে যেই ভাষা
সে ভাষা উৎকীর্ণ আজি অক্ষয় অক্ষরে।
মন্দাকিনী-স্বর্ণসিকতায় ! উরিলেন
হংসারূঢ়া বাগীশ্বরী, ব্রহ্মার মানসী—
বঙ্গভারতীর বেশে, তব তপোবলে !
সেই পুণ্যে অবশেষে একদা হেথায়
বিকশিল পুঞ্জে পুঞ্জে মনোজ-মঞ্জরী
কাব্য-কুঞ্জে ! মণিহর্ম্ম্যে—নটেশ-মন্দিরে—
নৃত্যপরা অপ্সরার মঞ্জীর মেখলা,
আতপ্ত দেহের তাপে, ঝঙ্কারিল তবু
সুন্দরের মোহাবেশে অসীমার গীতি !

তাই আজ ফিরে চাই সেই উৎস পানে,
পড়ি সবিস্ময়ে তোমার সমাধি-লিপি ;
কবি, কোন্ ভবিষ্যৎ-আশায় তোমার
হিয়া কেঁপেছিল, জানি,—যে জীবনে তুমি
জীয়াইলে বঙ্গভাষা, কাব্য-ধারা তার
হবে না যে রুদ্ধ কভু শৈবালে শিলায় ;
আনন্দে করিবে পান গৌড়জন তাহে
সুধা নিরবধি। চলিতে থমকি' তাই
দাঁড়াইবে পথে, স্মরিবে তোমার নাম,
আকুল আগ্রহভরে চাহিবে জানিতে
এ শ্যামা জন্মদা তোমা জন্ম দিল কোথা—
ভগ্নদেবালয়-শোভা কোন্ নদীতীরে,
সুপ্রাচীন বট বিল্ব অশ্বত্থ যেথায়
সন্ধ্যার আঁধারে ধরে গম্ভীর মূরতি ;
প্রদোষ-সমীর যেথা শঙ্খঘণ্টারোলে
রোমাঞ্চিয়া উঠে নভস্তলে ; ফুলদোল,
দোল, রাস, কোজাগর, শারদ-পার্ব্বণ—
নিত্যোৎসব-মুখরিত কোন্ সেই গ্রাম ?
পবিত্রিলে কোন্ কুল, কোন্ ভাগ্যবান
পিতা সেই, কোন্ মাতা ধরিলা জঠরে ?

আজ, কবি, নহে শুধু সেই পরিচয়,
তারো বেশি চাই মোরা রাখিতে স্মরণে :
নহে শুধু নাম ধাম জাতি কুল গ্রাম,
শুধু স্মৃতি—কোন্ যুগে ছিল এক কবি,
যাহার গানের সুরে প্রথম সেদিন
জেগেছিল অকস্মাৎ গভীর নিঃস্বনে
ধূলিম্লান ছিন্নতন্ত্রী একস্বরা বীণা
বঙ্গভারতীর !—নহে শুধু সেই কথা।
জানি, তব শঙ্খধ্বনি-পথে ভ্রমিয়াছে

বহুদূর কবিতার কল্প-ভাগীরথী—
মুক্তবেণী পশিয়াছে সাগর-সঙ্গমে।
আজ তার সুবিস্তার নিথর সলিলে
ফেনপুষ্পবিভূষণ লোল লহরীর
নাহি সে উচ্ছল শোভা—স্তব্ধ কলনাদ।
মৃত্তিকার পানপাত্রে ভুঞ্জিয়াছি মোরা
হৃদিহীন সুখস্বর্গে দেবতার মত
ভাবের অমৃতরস, দেহ গেছে মরি'।
কামনার কামধেনু করিয়া দোহন,
কণ্ঠে পরি' পরিজাত, স্বপন-বিলাসী,
হেরিয়াছি মুগ্ধনেত্রে চরণ-চারণ—
ছন্দের উর্ব্বশী-লীলা কাব্যের কুট্টিমে।
বক্ষে আর নাহি সেই প্রাণের স্পন্দন,
নাহি সে জীবন-যজ্ঞে বাসনার হবিঃ—
নিমেষে আপন-হারা আহুতি প্রেমের।
কবিতা গিয়াছে মরি', বাণীর শ্মশানে
দগ্ধ অস্থি-কঙ্কালের কুৎসিত কলহ
করিছে শ্মশান-চর!
আজ তাই তোমা—
হে বাণীর বীরপুত্র প্রাণমন্ত্রবিদ্!
আহ্বানি আমরা সবে; ধ্যান করি সেই
প্রভাতকিরণময় আনন উদার,
বিশাল ললাটতলে আকর্ণ লোচন,
শিশুর সারল্য যেন সরল নাসায়,
অধরে প্রসন্ন হাসি; শুধু সে গভীর
গম্ভীর ভাবনাখানি প্রকাশ চিবুকে।
তোমার কবিতা চেয়ে, হে কবি মহান্,
তুমি যে অনেক বড়! বঙ্গ-সরস্বতী
মাগিল সেদিন শুধু প্রাণ-পদ্মাসন
পুরুষের, তাই তব পুরুষ-প্রতিভা,

অদম্য সাহস আর উর্জ্জস্বল প্রেম—
এই দুই তন্ত্রী বাঁধি' দুরন্ত বীণায়
বাজাইল তন্দ্রাহরা মেঘমন্দ্র-রাগ—
প্রাণের প্রাবল্য শুধু, কল্পনার রথে
যৌবনের অভিযান শঙ্কালেশহীন !
অসীম সাগর আর অনন্ত আকাশ,
পৃথিবীর উৰ্দ্ধ, অধঃ, দিগন্ত সুদূর,
প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড, আর বিরাট বিরূপ—
তারি মাঝে অতি ক্ষুদ্র, দেহদশাধীন,
ভাগ্যহত মানবের ক্ষণস্ফূর্ত্ত প্রাণ
মৃত্যুর অমোঘ শর তুচ্ছ করি' প্রেমে
ঘোষণা করিবে নিজ দুর্জ্জয় মহিমা ।
জীবনের দান—ধরিতে হইবে সব
মুঠিতলে, দুই হস্ত আনন্দে প্রসারি' ;
নাই লজ্জা, নাই ক্ষোভ ; পৌরুষ-পাবকে
জীবন যে সর্ব্ব-শুচি, পাপ তাপ মোহ
অপরূপ কান্তি ধরে চিতাগ্নির মুখে—
যবে সেই আপিঙ্গল ছিন্ন-ধূম শিখা
নিষ্কলঙ্ক করি' তায়, নীল শূন্যমাঝে
মেলি' দেয় একখানি প্রকম্পিত প্রভা !
মহাকাল-করধৃত অদৃষ্ট-ত্রিশূল
হানিবে ললাটে বক্ষে দারুণ আঘাত,
তবু টলিবে না জানু ; রক্তসিক্ত পদে
হাস্য-অশ্রু—ফুল-ফল—দ্রুত ছিঁড়ি' লয়ে
বাহিয়া চলিবে এই জীবন-জাঙ্গাল,
আপনারি চিত্তদীপে দীপান্বিত করি'
আঁধার গহ্বরময় এ অবনীতল ।
মানিবে না দেব-রোষ, মাগিবে না বর—
দেব-অনুগ্রহ, করিবে না পুণ্যলোভ
ঘৃণিত কুশীদজীবী কৃপণের মত ।

এই বাণী—নরত্বের এই নব ঋক্
একদিন তুমি কবি, হৃদয় বিস্ফারি'
উচ্চারি' অকুতোভয়ে জলদ-নির্ঘোষে,
সচকিত করেছিলে এ বঙ্গসমাজ।
পরলোক-ভয়ভীত ক্ষীণজীবী যারা,
শুনি' সেই বন্ধহারা মুক্তিমন্ত্র-বাণী,
উন্মীলি' নয়নযুগ চেয়েছিল পুনঃ
আপন অতীত আর ভবিষ্যৎ পানে
সুনির্ভয়ে; নভস্পর্শী মহিমা-শিখর
লঙ্ঘিতে পঙ্গুর দলে জেগেছিল আশা।
স্ফীত হ'ল বক্ষ তার—শ্বাসযন্ত্রযোগে
ধরিতে সে গীত-শ্বাস দীর্ঘযতিযুত,
সাগরতরঙ্গসম অবিরাম-গতি,
অহীন-অক্ষরা—ধ্বনি যার মহাপ্রাণ
রণি' উঠে পিনাকীর পিনাক-টঙ্কারে.

আজ পুনরায় সেই দীক্ষা চাহি মোরা
তোমার সকাশে—চাই প্রাণ, চাই প্রেম!
এই ক্ষুদ্র রুদ্ধ রুক্ষ জীবনের গ্লানি
নিমেষে মোচন করি' সিন্ধুবারিস্রোতে,
পান করি' আকাশের নীল নির্ম্মলতা
দুই আঁখি ভরি' উঠিতে নামিতে চাই
আবর্ত্তিত তরঙ্গের শিখরে গহ্বরে।
প্রাণ-কর্ণে আর বার সেই গীতধ্বনি—
সৃষ্টির নেপথ্যে যেন নিশীথের তান,
কভু উচ্চ কভু মৃদু, সাগরের স্রোতে
জোয়ার-ভাঁটার মত, জন্ম ও মৃত্যুর
গভীর রহস্য-ভরা—চিত্ত সবাকার
উৎকণ্ঠিত করে যেন; দেহের নিয়তি
মধুর আবেগ হানে হৃদ্‌পদ্মদলে,—

নিবিড় নিঠুর হর্ষে আপনি পাসরি'
ঝরে যেন পূর্ণস্ফুট সে মর্ত্ত্য-কুসুম

তোমার কবিতা, কবি,—বাংলার সেই
ভেরীরব—বহুদিন হয়েছে নীরব ;
আজ তারে কাব্যকুঞ্জ হ'তে বহি' আনি'
জাতির জীবন-যজ্ঞে আহুতির গাথা
রচিতে চাহি যে মোরা ; সেই মন্ত্ররাব—
সে নব উদ্গীথ-গানে আকাশ ভরিয়া
জনতার জয়ধ্বনি মুহু উথলিবে।
ত্যজি' নিদ্রা তন্দ্রা আর কল্পনা-বিলাস,
রুগ্ণদেহে দুষ্টক্ষত-কণ্ডূয়ন-সুখ,
আর্ত্তস্বরে অর্থহীন বাণীর বিকার—
লভিবে নয়নে পুনঃ দৃষ্টি দীপ্তিময়,
কণ্ঠে ভাষা, বক্ষে নব সাহস দুর্জ্জয়।
তোমার সে কাব্য-বেদী হ'তে দাও কবি,
একটুকু প্রাণ-অগ্নি—সেই অগ্নিকণা
করিয়া চয়ন, কবিতার সোমযাগ
আবার করিব মোরা, হবিঃশেষ-পানে
লভিব নরত্ব সেই দেবতা-দুর্ল্লভ।

শুধু একদিন জাগো, বীর! জাগো কবি!
জাগো তব মহানিদ্রা হ'তে—জাগো তুমি
আপনারি সঞ্জীবনী বাণীর হরষে!
ডাকে তোমা কবতক্ষ, ডাকে সেই গ্রাম,
যশোরে সাগরদাঁড়ী ; আজও সেথা বসি'
কাঁদিছেন পুত্রহারা অশেষ-দুখিনী
জননী জাহ্নবী তব, বঙ্গমাতারূপে।
ডাকে গৌড়জন, জাগো কবি!—দাও বর,
তোমার অমর প্রাণ দাও বিলাইয়া

আমাদের মাঝে ; আবার তেমনি করি'
নিস্পন্দ নিশ্ছন্দ এই বঙ্গভারতীরে
জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব,
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে !

বঙ্কিমচন্দ্র

১

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে !
কীর্ত্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার—সব গানে প্রেমেরি সে দীর্ঘ হাহাশ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্ম্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে !
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে—কাঁদে আর হরিনাম জপে বারো মাস ;
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে !
এমনি সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন সুখে !
রাখালের বেণুরবে গোঠে-মাঠে কাননে-কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি, তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
কচিৎ উন্মনা কেহ—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে !

২

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া ; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি !
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি, আর আছে সতী—

দম্পতী নাহিক' কোথা! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় ওঠে বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে!
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।
সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
হাট হ'তে ঘরে ফিরে' দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা;
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা।
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে!

৩

এমনি কাটিল যুগ; যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান—
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে!
উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ!
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান!
দেবতা কহিল কথা চুপি-চুপি মানুষের কানে!
স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা-হৈমবতী!
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
নম্রআননী রাধা যমুনায় গাগরি-ভরণে।
সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে!

৪

সতত স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারী-মুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে,

ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী!
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী—
মজিল শেফালী ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ, তত ঝরে নয়নের বারি!
সর্ব্বত্যাগী বীর-যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ পণ
সকল সাধনা তার বলি দিবে নারী-পদমূলে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ!
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান!
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে—
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্ব্বস্ব আপন!

৫

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে!
সাঁতারি' অগাধ জলে দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর-জন দেখে ভয় পায়;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে!
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে,
"কেন বা মরিবে, প্রিয় ?" প্রণয়িনী কাতরে শুধায়;
হেন কালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মূরছায়—
"মরিতেই হবে!" বলি' হানে কর ললাটে সঘনে!
এ নহে কবির ভ্রম—নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্তুতি;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুনঃ নিবসিল পুরুষের চিত্ত-শতদলে!
জীবনেরি যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা-গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে!

৬

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কেবা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে ?—
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী !
পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিষ-নীল—সুখহাসি হাসে !
শারদীয়া জ্যোৎস্নারাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে—
তারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী !
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীরে সম্ভাষে !

* * *

মাঠ, বাট, গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুনঃ সুদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে ;
হর তবু হেরে যেথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম-চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জ্বলে !

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

(১৩৩৮)

১

সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পহুঁছিলে হে রবীন্দ্র ! পলাতকা সে উষা-প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ, চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে !
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে, তব নেত্রে নিমেষ হরণ
করেছিল সে উর্ব্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা !
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে-রূপের হিন্দোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরণ-হিল্লোল !

ধরণী ফিরিয়া পে'ল অসিত নিচোলে তার হরিত-নীলিমা,
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল।

২

বীণার সে সপ্ততন্ত্রী মূরছিল এক শুভ্র রাগে!—
দিকে দিকে বিরচিলে মায়া-পরী ছায়া-মনোহর;
মধ্যাহ্ন অতীত যবে, স্মৃতি-শেষ প্রভাত-প্রহর—
হেরিলে কি পুনঃ সেই পদচিহ্ন রথ-পুরোভাগে?
বীণায় বাজিল তাই বৈকালী সে রাখালিয়া সুর,
শোনা যায় তারি মাঝে বাজে কার বিধুর নূপুর
দূর হ'তে! নভো-নাভি হ'তে তাই নিম্ন-মুখে হেলি'
রশ্মি তব প্রসারিলে দীর্ঘতর পশ্চিম-অয়নে—
যেথায় সাগর-তীরে নিশীথের কজ্জল-নয়নে
ঘুমায় সাঁজের তারা; সোনার সিকতা 'পরে ক্লান্ত তনু মেলি'
রবি-বিরহিণী রত স্বপন-বয়নে!

৩

ধায় রথ এখনো যে রশ্মি-রজঃ বিলায়ে বিমানে—
দিগঙ্গনা তাই হ'তে ভরি' লয় করঙ্কে কুঙ্কুম!
জল-জাল হ'তে উঠে বারুণীর কেশধূপ-ধূম,
ছুটে চলে তুরগেরা গোধূলির শিশির-নিপানে।
তব বীণাযন্ত্রে বাজে পূরবীর রাগিণী উদাস—
বৈশাখী নিদাঘ-দিবা মানে না সে বিদায়-হুতাশ,
যত শেষ হয় আয়ু, তত তার রূপ রমণীয়!
সে তব চরণে বসি' জানু ধরি' চেয়ে আছে মুখে—
যৌবন যাপিল যেই তোমা সাথে অসীম কৌতুকে,
সে জানে, কাহার লাগি ছানিয়াছ নীলাকাশে আলোর অমিয়,
—কার পাণি ভরিবে ও গানের যৌতুকে!

৪

সে দিবারে হেরিয়াছি—কলাবতী কবি-প্রতিভার
চির-স্ফূর্ত্তি! হেরিয়াছি কেমনে সে জ্যোতির কমল
মুদিত মুকুল হ'তে মেলিয়াছে লাবণ্যের দল
বৃন্ত-বন্ধে, রূপ-অন্ধ আঁখি হ'তে হরি' অন্ধকার!
অর্দ্ধপথে কে তোমারে ডাক দিল অস্ত-সিন্ধু পারে—
রূপের সোনার-তরী ডুবাইলে সঙ্গীত-পাথারে
কার লাগি' হে বিবাগী?—সেই দিবা পদতললীনা
চায় কভু নিজপানে, কভু তব নয়ন-মুকুরে—
হেরে তার সে মূরতি আজও সেথা রহি' রহি' ফুরে!
তবু কার অনুরাগে উদাসিনী বাণী তব রূপমোহহীনা
পরায় সুরের মালা নিশার চিকুরে?

৫

তুমি শুধু জানো তারে—ভালে যার বিবাহ-চন্দন
পরাবে তাপসী সন্ধ্যা, উষা হ'বে রবি-স্বয়ম্বরা!
ছিল যে অসূর্য্যম্পশ্যা, আলো-ভীরু, কুহেলি-অম্বরা—
পূর্ণ আঁখি মেলিবে সে অপসারি' মুখাবগুণ্ঠন!
রূপার কাজল-লতা—আধ'-চাঁদ— কবরীর পাশে,
একটি তারার টিপ হেরিবে সে ভুরুর সকাশে;
বিলোল অপাঙ্গে তার রবে না সে কটাক্ষ অথির—
তুমি যবে পরাইবে সাবধানে সীমন্ত-সীমায়
তব শেষ-কিরণের রেণুটুকু সিন্দূরের প্রায়!
সেই লগ্নে দিবা নিশা দোঁহে মিলি' অপরূপ এক আরতির
দীপাবলী সাজাইবে সোনার থালায়!

৬

রথ হ'তে নামি' এবে কোন্ মহা দিক্-চক্রবালে
উতরি' যাপিবে, রবি, অন্তহীন আলোক-বাসর?
হেথায় নিশীথ-রাতে নিদ্হারা পিপাসা-কাতর

তারারা রহিবে চেয়ে প্রাচীপানে ; সে নিশি পোহালে
ভাতিবে কি আর বার এ গগনে আদিম প্রভাত—
কালের তিমির-গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত ?
নিবারি' দুরন্ত দাহ দিবা-দেহে ধ্যানমন্ত্র-বলে
অন্তরালে হেরিল যে বেদমাতা উষার মূরতি,
স্ফটিকাক্ষমালা হাতে নিবসিল নিখিল-ভারতী
সবিতৃমণ্ডলে যার, পুনঃ এই বর্ষ-মাস—রাশিচক্র-তলে
অবতরি' উদিবে সে রবিকুলপতি ?

৭

মন্দ করি' গতিবেগ নিরন্তর অগ্রসর-পথে,
সাঙ্গ কর সুবিলম্বে সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ ;
নেহারিব বহুক্ষণ সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ
তরুণার্ক-রূপে তোমা—যেন নব উদয়-পর্ব্বতে !
সহসা বিটপী-শিরে, পৃথিবীর প্রদোষ-প্রাঙ্গণে
ঝরিবে আশিস-ধারা তরলিত আবীরে কাঞ্চনে !
হরজটাজালে যথা উর্ম্মিমালা চন্দ্রকরোজ্জ্বল—
দিবার অলক-মেঘে উছলিবে গীত-তরঙ্গিণী
অন্তরাগে ; তার পর এক হাতে সে বরবর্ণিনী
ছড়াবে কুসুম্ভ-ফুল, আর হাতে আলুলিবে ধূসর কুন্তল—
তখনো অ-শেষ তব কিরণ-কাহিনী !

ফেরদৌসী

[সহস্রবার্ষিকী স্মৃতি-বাসরে]

হাজার বছর আগে—ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি !—
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্তপ্রায় কাব্যরবিচ্ছবি,
ধ্বংস রাজ্য-রাজপাট—দাস বসে প্রভুর আসনে,
ধরণী মূর্চ্ছিতা যবে লোভ হিংসা রণোন্মাদ শঠতার নিঠুর শাসনে—
সেইকালে ওগো পুণ্যবান !

তোমার সাধনা-বলে জাগিয়া উঠিল হর্ষে কবেকার প্রাচীন ঈরান !
হোমারের কাব্যে যথা সঞ্জীবিত হয়েছিল য়ুনানী-মণ্ডলী
পশ্চিম সাগর কূলে,
আর বার পূর্ব্বাচল হিমালয়-মূলে
গঙ্গার তরঙ্গ যথা উঠেছিল একদা উচ্ছলি'
ভারতের মহাকাব্য-গানে—
সেই মত তুমি কবি,—একমাত্র তুমিই সেদিন—
বাজাইয়া সপ্তস্বরা বীণ,
জাতির গৌরব-গাথা বিরচিলে গর্ব্বোৎফুল্ল প্রাণে,
আপনি হইলে ধন্য, ধন্য হ'ল স্বজাতি তোমার !

তোমার সে গীতচ্ছন্দে নেমে এল স্বর্গ হ'তে পিতৃ-পিতামহ—
কিরণ-কিরীট শিরে, মূর্ত্তি মহিমার !
ঈরানের প্রতি কুঞ্জে প্রচারিল মুগ্ধ গন্ধবহ
পৌরুষের দিব্য পরিমল—
প্রত্যেক পর্ব্বত-সানু, উপত্যকা, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রতল
বীরদাপে করে টলমল !
নিভৃত সে ছায়া কত বৃদ্ধ বিটপীর,
পথচিহ্নহীন কত তুচ্ছ নদীতীর
সহসা লভিল খ্যাতি তীর্থের সমান !

হে ফারসী কবি !
তোমার গানের তানে প্রাচীন পহ্লবী
প্রতিধ্বনি-সম ঘোষে অতি দূর সিন্ধুর আহ্বান !
জাম্‌শিদের ভগ্নস্তূপ প্রাসাদ-বিজনে
শোনা যায় মধ্যাহ্নের তন্দ্রাহীন কপোত-কূজনে
উদাস করুণ সেই পুরাতন শ্লোক,
প্রতিটি অক্ষরে তার বিস্মৃতির পুঞ্জীভূত শোক !
হেল্‌মন্দ-নদীতীরে সীস্তানের বালুকাপ্রান্তরে,
সুদুর্গম গিরিদুর্গ 'পরে,

একাকী যে বৃদ্ধ পিতা শ্বেত-শ্মশ্রু নরপতি জা'ল্
বীরপুত্র-পথ চাহি' নিরানন্দে কাটাইছে কাল—
তার নেই হৃদয়-বেদন
নবীন ভাষায় লভে অপরূপ রূপ চিরন্তন !

*   *   *

সহস্র বৎসর আগে জন্মেছিলে, হে কবি অমর !
জন্মান্তর হয়েছিল তারো আগে—আরো এক সহস্র বৎসর !
জাতিস্মর ছিলে তুমি, তাই নিজ কাল অতিক্রমি',
ক্ষণজীবী পতঙ্গের অভ্রভেদী আস্ফালন, দস্যুতার দম্ভে নাহি নমি',
ফিরাইলে দৃষ্টি তব শাশ্বত সে মানুষের পানে,
যে মানুষ ক্ষুদ্র নহে, সঞ্জীবনী-শক্তিসুধা পানে
আপন প্রাণের সত্যে যে মানুষ মহাবীর্য্যবান্—
হোক্ ভৃত্য, হোক্ প্রভু, শত্রু-মিত্র যুবা-বৃদ্ধ সবাই সমান !
—তার সেই পৌরুষের প্রবল বন্যায়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি নিত্য ধুয়ে যায় !
হিংসা-প্রেম, পাপ-পুণ্য—দুই-ই চমৎকার !—
হে কবি, তোমার গানে এই মর্ম্ম বুঝিয়াছি সার।

সহস্র-বার্ষিকী তব স্মরণ-বাসরে
আমরাও আনিয়াছি অর্ঘ্য তব তরে,
ঈরানের হে কবি-প্রধান !
তোমার কবরে আজ বাঙ্গালীও করে দীপ-দান !
এ দুর্ভাগা দেশ
অশেষ দুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার উদ্দেশ।
প্রাণ তার ধ্যান করি' মানুষের পৌরুষ-মহিমা,
পিতৃ-পিতামহে স্মরি' গড়িয়া লইতে চায় একখানি মানসী-প্রতিমা।
অতীতের ইতিকথা হ'তে
সঞ্জীবন-মন্ত্র লভি' ভবিষ্যের দুর্নিবার স্রোতে
বেয়ে যেন চলি মোরা এক তরী—এক কর্ণধার,
আমার এ বঙ্গ যেন বক্ষে ধরে শাহ্‌নামা-সম কণ্ঠহার !

রূপকথা

এত রূপকথা রোজ শুনি, তবু যখনি আকাশে চাই—
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানে না, ভাই ?
দলে-দলে ওরা কোথা হ'তে আসে—
ঝিঁঝিঁ ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
ফুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই ;
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই !

আছে কি হোথায়—পৃথিবীর সাথে আকাশ যেথায় মেশে—
সারি-সারি গাছ সব দিকপানে শাখায় শাখায় ঘেঁসে ?
গোড়াটি তাদের দেখা নাহি যায়,
ঘন-পল্লবে আঁধার ঘনায়,
শুধু কুঁড়িগুলি সাঁজের হাওয়ায়
পাতার বাহিরে এসে,—
এক সাথে সব ফুটি-ফুটি করে পাশাপাশি ঘেঁসে-ঘেঁসে !

কি ফুল উহারা ?—আধ-ফুটন্ত বকুলের মত নয় ?
সোনার বরন যুঁই বলি যদি, মন্দ সে পরিচয় ?
কেহ বা রূপালি চামেলির মত
শিশিরের ভারে কাঁপে অবিরত !
একটু সে লাল ওই আরো যত—
জানো কি উহারে কয় ?
ওরা বুঝি কুঁড়ি ?—মুখগুলি কই পাপড়ি-কাটা ত নয় !

মুখ ? তাই বটে, সেই রূপকথা ভুল করে' ভুলে যাই—
ফুল নয় ওরা, আধেক স্বপনে ওদের চিনি যে ভাই !
যেন চেনা মুখ—কোথা কবেকার !—
বলে, বল দেখি কে হই তোমার ?

আকুল পরাণে চাই বারে বারে—
প্রাণে চিনি, মনে নাই !
ঠিক কোন্ জনা কোন্‌টি—সে কথা বারে বারে ভুলে যাই !

ওই যে ওখানে মুখখানি দেখি সব চেয়ে সুন্দর—
মুখের হাসি ও চোখের চাহনি নহে যে স্বতন্তর !
কোন্ জনমের কোন্ মার মুখ,
কোন্ অতীতের কোন্ সুখ-দুখ
নূতন করিয়া ভরি' তোলে বুক—
সকলি হয়েছে পর !
তাই ভাবি, আর দেখি—মুখখানি সব চেয়ে সুন্দর !

কারো পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে'
সে-দিনের খেলা সাঙ্গ না করি', কাহারে কিছু না বলে'—
সেই যেন হোথা উঁকি দিয়ে চায়,
যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায়,
তবু সে আঁখিটি জলে ভরে' যায়—
কাঁদে যেন দেখা হ'লে !
অত দূরে থেকে সুখ হয় কারো ?—কেন গেলি ভাই চলে' ?

এইমত যত রূপকথা আমি আপনি রচনা করি—
ফুল, না সে মুখ ?—যাই বল তাই, কি হবে সে ভুল ধরি' ?
ফুল যদি বল, সেও মিছা নয়—
শুধু রূপ দেখে তাই মনে হয় ;
প্রাণে প্রাণে যদি চাও পরিচয়
স্বপনে নয়ন ভরি'—
তবে রূপ নয়—রূপকথা এস বিরলে রচনা করি ।

বাংলার ফুল

এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, কুলে কুলে মধুমতী,
শ্যামলে সবুজে ধূলামাটি ঢাকা—আলোকের আলিপনা!
যুঁই-শেফালীর গন্ধে আকুল সন্ধ্যা মৌনবতী,
সমীরে নীরব ঝরে সে বকুল—সুরভি তুষার-কণা!

কোমল-মলয়-সমীর-সেবিত ললিত-লতার বনে
ফুটে আছে কত টগর, করবী, অতসী, অপরাজিতা;
মালঞ্চে হের মিলেছে মাধবী মধুমালতীর সনে,
কত না কুসুম করে কটাক্ষ—ক্বচিৎ অপরিচিতা।

সোঁদালের সোনা, ভাঁটের মুকুতা, চুনি সে কৃষ্ণকলি,
পরীদের শাঁখ মল্লি-কলিকা—ধুতুরাও দেখি আছে;
রজনীগন্ধা—গন্ধরাজের নাতিনী তাহারে বলি,
সর্ব্বজয়ার রঙীন রুমালে ফোঁটা কেবা আঁকিয়াছে!

হেরি যে হোথায় তোড়া-বাঁধা যেন ফুটিয়াছে রঙ্গন,
উপরে তাহার শাখা মেলিয়াছে নধর কনক-চাঁপা;
কোন্ উপাসিকা দোপাটির বনে ছিটায়েছে চন্দন!
গাঁদা হাসিতেছে আঙিনার কোণে—হাসিখানি তার চাপা।

সহসা হেরিনু দূরে একধারে দোলন-চাঁপার সনে
একটি সে গাছে আগুনের মত ফুটিয়া রয়েছে কিবা!
সহে না শাখায়, টুটিবে এখনি বৃন্তের বন্ধনে—
চিনিনু তখনি—সধবা জবার সে যে সিন্দূর-ডিবা!

ঝুমুকার খোঁপা মানায়েছে ভালো, কেতকী এলায়ে চুল
কাঁটার-দিব্য-দেওয়া লিপি তার মুড়িয়াছে পরিপাটি!

ভাবগীতিময় প্রশ্নের মত নীল সে কল্‌মী-ফুল,
কামিনী মাটিতে বিছায়েছে তার শুভ্র-সুরভি শাটি!

কহিছে, 'তুলো না, ভুলো না তা' বলে'!'—কহিছে সকল ফুল,
ছলনায় ভুলে চেয়ে থাকি শুধু শুনে সে করুণ কথা;
মনে হয় তবু হাসিছে কাহারা—হয়ে যায় দিক্‌-ভুল,—
রূপসী-সভায় উপোষিত আঁখি ঘুরে ফিরে যথা তথা।

বুদ্ধিমান্‌

হৃদয়-আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরম ক্ষণে—
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্য-দিনের সহজ মনে।
ভাল যা' করেছ, বড় যা' ভেবেছ—ক্ষোভ যদি হয়, সে কথা স্মরি',
জেনো, তুমি নও—তোমার মাঝারে যায় নি যেজন এখনো মরি',
তারি নির্দ্দেশে হয়েছিলে তুমি একদিন কবে হঠাৎ বড়—
তুমি বড় নও—নির্ব্বোধ নও! তুমি চিরদিন হিসাবে দড়।

জীবনের হাটে বেসাতি করিয়া কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি।
বুদ্ধিরে তবু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যায়,
বলে, ভাগ্যের প্রতারণা সে যে, মানুষের হাত কি আছে তা'য়?
তখনও তাহার এক সান্ত্বনা—হিসাবে ছিল না একটু ভুল,
মানুষ তাহারে ঠকাতে পারে নি, শক্ত এমনই মনের মূল!

এহেন মানুষ যদি কোন দিন হিসাব হারায় প্রাণের দোষে,
আপনার কাছে আপনি ঠকিয়া মাথা খুঁড়ে মরে কি আপশোষে!

কন্যা-প্রশস্তি

[বন্ধু-কন্যার বিবাহে]

আজিকে তোমার হাতে কোমল কমল-পাতে
দিব আনি' আরো কি কোমলতর ফুল ?—
ভেবে নাহি পাই মনে, কবিতার ফুলবনে
আছে কিবা মনোহর তার সমতুল !
শ্যামকান্তি দূর্ব্বা-শীষ রচিবে কি শুভাশিস
শিরে তব, শুভতর ও কেশ-কেশরে ?
দেবতা আপনি তথা চির-শ্যাম নবীনতা
রচিয়াছে সুচিক্কণ রেশমের স্তরে !

তোমারে হেরিতে চোখে হেরি শুধু কল্পলোকে
যেন সেই মন্দাকিনী-বালুকা-বেলায়—
কন্দুক-ক্রীড়ায় মতি গিরিবালা হৈমবতী
উমা আজও কৈশরের মাধুরী বিলায় !
নয়ন-পল্লবে তোর শৈশব-স্বপনঘোর—
গান গেয়ে দোল-দেওয়া ঘুমের কুঙ্কুম
আজো যে রে ঘুচে নাই, মুখে তোর মুছে নাই
মা-বাপের কোলে-পাওয়া শত স্নেহ-চুম !
জীবনের মধুমাস বিষ-বায়ু তপ্ত-শ্বাস
হানে নাই—ফাগুনেও ঝরিছে শিশির !
নয়নে যে আলো নাচে ঊষা ম্লান তার কাছে,
সে নহে মশাল-ভাতি তামসী নিশির।
এ যেন মাধবী-দিনে— কত ফুল কেবা চিনে ?
রঙে সে রঙীন হ'ল লতার বিতান,
তবু সে শরৎ-শশী আকাশে রয়েছে বসি',
অমল কমল ফোটে সরসী-শিথান !

যে রূপের ভাব-ছবি বাঙালী সাধক-কবি
হেরিয়াছে যুগ-যুগ কুমারী-বদনে,
পূজিয়াছে বালিকারে সচন্দন পুষ্পভারে
—কন্যারূপা মহামায়া ভক্তের সদনে,
তোমার মাঝারে কন্যা আরও সে হয়েছে ধন্যা
কুমারীর পূর্ণ তনু-মনের পূর্ণিমা—
সুকোমল শিশু-আস্যে খলহীন কলহাস্যে
মায়াময়ী তরুণী সে দেবীর মহিমা !
তাই কি ভাবের ঘোর লেগেছে নয়নে মোর
—আশিস করিতে কর করে যে অঞ্জলি !
প্রাণে মোর দিলে আনি' যে পুণ্য পরশখানি
কোন্ ছন্দে রচি হায় তার পদাবলী ?

দাঁড়াও সভার মাঝে, হেরি তোমা কন্যা-সাজে
সালঙ্কারা চেলাম্বরা সৌভাগ্য-রূপিণী !
চন্দন-চর্চ্চিত ভাল নত নেত্রপক্ষ্মজাল—
শীতান্তে মুকুল-মুখী লতা পল্লবিনী।
কে সে চির ভাগ্যবান— ও পাণি করিবে দান
তুমি যারে অনুরাগে অকুণ্ঠিত মনে ?
সার্থক যতন তার এমন রতন-হার
লভে যেই—খুঁজে সারা সংসার-গহনে।
প্রজাপতি ধন্য আজ, তুষ্ট স্মর পায় লাজ—
ধীর বিধি মিলাইল হেন বধূ-বর ;
আজি এ মণ্ডপ-তলে মহাহর্ষ-কুতূহলে
মন্ত্রপাঠ করে যত ঋষিরা অমর।

তারি সাথে মৃদুস্বরে স্নেহ-সুখ-গর্ব্বভরে
রচিনু মঙ্গল-গীতি দম্পতী-বন্দনা ;
এ মিলন পুণ্য হোক সর্ব্ববিঘ্নশূন্য হোক
চির-শান্তিপূর্ণ হোক—এ মোর প্রার্থনা।

ঊষা

তোমরা কি হেরিয়াছ তরুশাখে নব কিশলয়—
পেলব পুষ্পের মত, তাম্ররুচি, সুস্নিগ্ধ চিক্কণ ?
কিশোরীর চারু গণ্ডে করিয়াছ কভু নিরীক্ষণ
লজ্জারুণ আভাখানি ? চিত্ত কি গো করিয়াছে জয়
শিশুর সুন্দর আস্য—ক্ষণ-হাস্য ক্ষণ-অশ্রুময় ?
অস্তাচল-শিরে কভু হেরিয়াছ কনক-কিরণ—
তৃতীয়ার শশিকলা, ক্ষণিকের আঁধার-হরণ ?
তা'হলে ঊষার সাথে করিয়াছ দৃষ্টি-বিনিময়।

পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়—
মুহূর্ত্তের সেই শোভা মনোহর—তারি নাম ঊষা ;
একবার ধরা দিয়ে ভরি' রাখে স্মৃতির মঞ্জুষা—
সোনার সে দাগটুকু মানসের নিকষ-শিলায় !
সে নহে খনির মণি—ধরণীর চিরন্তনী ভূষা,
দিবা-মুখে চুমা সে যে রজনীর বিদায়-লীলায় !

বধূ-বাসন্তী

হোমের আগুন আগে-ভাগে জ্বালা দেখি যে পলাশ-শাখে—
আগুনই ত বটে !—পিঙ্গল শিখা, অঙ্গার নীচে তার !
মাঘ মাস যায়, ধূম-কুয়াসায় হেথায় বনের ফাঁকে
কাহার বিবাহে মন্ত্র পড়িছে কোকিল বারম্বার !

থমকি দাঁড়া'নু—আরে, এযে দেখি ভারে ভারে যৌতুক !—
চূত-পল্লব-মঞ্জুষা ভরি' হেম-মঞ্জরী-ভূষা !
সজিনা সাজায় লাজ-অঞ্জলি, মাঝে লাল টুকটুক
প্রবাল-পসরা ধরিয়াছে দেখি বদরী—বণিক-স্নুষা !

মনে পড়ে' গেল, কালি সন্ধ্যায় মৃদু সুগন্ধ বহি'
নেবুফুল হ'তে, মন্থর বায়ু করেছে নিমন্ত্রণ ;
দুরু দুরু করি' কেঁপেছিল হিয়া, সে কথা কাহারে কহি—
হাসিবে তোমরা—তবু শোন বলি, ঘটিল কি অঘটন !

সহসা হেরিনু মণ্ডপ-তলে অঞ্চল শুধু তার—
শিমুল-শীর্ষে বিপুল-বিথার রক্ত-চীনাংশুক !
আর কেহ নহে, কন্যা-মাধবী মাগিছে নয়ন কার—
শুভ-দৃষ্টির ক্ষণে সে খুলিবে সুন্দর বধূ-মুখ।

কে জিনিবে তারে আজিকার এই বিজন স্বয়ম্বরে !—
ভাবিতে ভাবিতে চকিতে নামিল আঁখিতে স্বপন-ঘোর,
অমনি হেরিনু ঘোমটার ফাঁকে উষার অনম্বরে
ব্রীড়া-হাসিখানি—আমি বর হ'য়ে বাঁধিনু বিবাহ-ডোর !

শ্রীপঞ্চমী

১

কানন কুসুমি' উঠে যাঁহার পরশে—
চির-বন্ধ্যা বন-বধূ পুষ্প-প্রসবিনী !
পাখী ও পতঙ্গ মাতি' যাঁর প্রীতি-রসে
বাতাসে বহিয়া আনে গীত-মন্দাকিনী ;
যাঁর শিরে ধরিয়াছে ধরা-মনোহর
বসন্ত শীতান্তে এই সুখোষ্ণ সমীরে
হরিতের আতপত্র,—ফুলের চামর
শিশির-চর্চ্চিত, চারু, ঢুলাইতেছে ধীরে ;—
সে সুন্দর-দেবতার চরণ-নখর
আমিও রঞ্জিব আজি আরক্ত আবীরে।

২

শরতের সন্ধ্যা-মেঘে যত রঙ ছিল,
ফুলে-ফুলে আঁকা তাই আজি বনে-বনে!
কবি-কণ্ঠে যত গান যেথায় ধ্বনিল,
স্বনিছে মধুরতর আজি মনে-মনে!
স্মৃতির সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ ভরপূর,
(অন্ধকারে নেবুফুলে গুঞ্জরিছে অলি!)
ভালোবেসেছিনু সেই কিশোর-বয়সে
যত জনে, যৌবনের ব্যথা সুমধুর
ভুঞ্জিনু যাদের সাথে, সম-কুতূহলী—
তাদেরি মেলায় মিলি স্বপন-রভসে।

৩

মনের—বনের—অয়ি মাধবী সুষমা,
কবি-ঋষি-মনীষীর প্রথমা প্রেয়সী,
জগত-যৌবন-ধাত্রী যুবতী পরমা,
বিশ্বরমা কন্যা অয়ি, ব্রহ্মার মানসী!—
এস দেবি! মর-জন্মে অমর-দুর্ল্লভ
বিতর' তোমার সেই প্রেমের প্রসাদ—
রূপের পীযূষ-পান মনো-মধুমাসে!
নেহারিব আর বার নয়ন-বল্লভ
বাসন্তী-নিশার রূপে অসীম অবাধ
তোমার কায়ার ছায়া আনীল আকাশে!

৪

যে বাক্-ব্রহ্মের ছন্দ তোমার বাহন—
'হংস'-নামে আদি-স্পন্দ জড়-চেতনার;
যার স্ফূর্ত্ত রস-মূর্ত্তি মধুর-সাধন—
অরূপের রূপ-রাগ কবি-কল্পনার
যে-বাণী বিলসি' উঠে বর্ণে গন্ধে গানে

ধরণীর মধুবনে, নিতুই নূতন !—
সেই তিথি-শ্রীপঞ্চমী-রূপে আজি তুমি
মুছাও তুহিন-কণা কৃপণের প্রাণে,
সরস কটাক্ষ-সুধা করিয়া সিঞ্চন
আর্দ্র কর রসিকের মনোবনভূমি।

প্রীতি-উপহার

(কবি-বন্ধু হেমচন্দ্র বাগচীর 'দীপান্বিতা' কাব্যের উৎসর্গ-পত্র পাঠ করিয়া)

যে নবীন বৈতালিক বাণীর নিকুঞ্জতলে বসি'
প্রভাত-কাকলি গানে অরুণের করিছে বন্দনা,
তার কানে অন্ধ-রাত্রি তারকার তিমির-মন্ত্রণা
কেমনে পাঠায়ে দিল ! আয়ুহীন দশমীর শশী
যে নিশারে করেছে অনাথা, যার 'বিস্মরণী'-মসী
ঢাকিয়াছে সন্ধ্যামুখে রাগরক্ত লজ্জার লাঞ্ছনা,
হরিয়াছে অস্তাচল-শায়িনীর মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা—
আলোর জননী সে কি ? নহে বন্ধ্যা ত্রিযামা-তাপসী ?

যে ডাকিনী স্বপ্নঘোরে করিয়াছে মোরে গৃহহীন,
যার পিছে আঁখি মুদি' চলিয়াছি কাননে কান্তারে,
পিঠের তমিস্রা যার হেরি শুধু আগুল্ফ-লুণ্ঠিতা—
এলোকেশী নিশীথিনী !—তারি লাগি' আমি-উদাসীন !
আমিও হেরি নি যাহা, তুমি কোন্ প্রীতি-উপহারে
হেরিলে সে মুখ তার ? তব চক্ষে সে কি দীপান্বিতা !

যৌবন-যমুনা

(কোনও প্রীতিমুগ্ধ তরুণ-কবি-প্রেরিত প্রশস্তি-কবিতা পাঠে)

যৌবন-যমুনা-তীরে বাজিয়াছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্ব মূলে ; তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আষাঢ়ের দিন-শেষে, হেরি' নভে নব ঘনাবলী।
কোন্ সুরে কত মধু, আজও তায় নহে কুতূহলী—
কান চেয়ে প্রাণে সুখ—মনে হয় সবই সুধাঢালা!
উতলা পীরিতি তার, বৃষ্টি নামে, নিকুঞ্জ নিরালা—
কার গলে দিবে মালা? আঁখি তার উঠে ছল-ছলি'।

হেন কালে কে পশিল দ্বার খুলি' সাঁজের আঁধারে
অধরে গুমরে গীতি, প্রভাহীন নয়ন উদাস!
সে-ও বাঁশি শুনেছিল মায়াবিনী যমুনার পারে,
তারি মধু-গন্ধ-স্মৃতি সুরভিছে প্রাণের নিশ্বাস!
নিমেষে চিনিল তারে, না জানিতে সব ইতিহাস
সঁপিল সাধের মালা, আর্দ্র করি' আঁখির আসারে।

বালুকা-বাসর

তোমার সাথে একটি রাতে সেই যে দেখা নদীর চরে—
সেই কথাটি পড়ছে মনে আজকে অনেক দিনের পরে ;
নদী তখন উঠ্‌ছে ফুলে' জোয়ার জলে কানায় কানায়—
সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি—বল দেখি কেমন মানায়!

গাঙের কূলে মনের ভুলে বসেছিলাম তোমার পাশে,
ওপার হ'তে বাঁশির উদাস সুরখানি কার হাওয়ায় ভাসে ;
চেয়েছিলাম তোমার মুখে, তুমি ছিলে অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়েছিলে নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা।

ঠোঁট-দুখানি কাঁপল না ত', চুলের ছায়া চোখ যে ঢাকে,
মনটি বুঝি উধাও তখন উদাস-করা বাঁশির ডাকে ?
মুখের কথা, চোখের দিঠি—পেলাম না ত' কোনই সাড়া,
মনে হ'ল, সেদিন রাতের সব-কিছু কি সৃষ্টিছাড়া !

শেষ-খেয়ার সে তরীখানি ছাড়ল যখন এপার থেকে,
উঠ্‌লে তুমি তাহার 'পরে, আমায় গেলে এক্‌লা রেখে ;
যাবার বেলায় বল্‌লে শুধু—রাত্রি হ'ল, চাই যে ঘর ;
এপারে ত' আছে কেবল ভাঙন-ধরা নদীর চর ।'

বাব্‌লা-বনের ফাঁকে ফাঁকে, বুনো ঝাউ-এর ঝোপের ধারে,
ঘুরে বেড়াই পথ-বিপথে প্রাণের বিজন অন্ধকারে ।
জ্যোৎস্না যত আঁধার তত—গাইনু তবু আলোর গান,
নদীর জোয়ার থাম্‌ল শেষে, পূর্ণ শশী অস্তমান ।

বালির 'পরে শয়ন পাতি' মুখটি গুঁজে পড়ব শুয়ে,
(ভাঁটার শেষে জোয়ার এসে দেবে সে ঠাঁই আবার ধুয়ে)
এমন সময় চম্‌কে দেখি, পাশেই এ কার চুলের গোছা !
চুলের মাঝে মুখটি তোমার—নয়ন যেন সদ্য-মোছা !

জ্যোৎস্না তখন ফুরিয়ে গেছে, নেইক' জলের কলধ্বনি,
জিজ্ঞাসিনু, কেমন করে ডুবল তোমার সেই তরণী ?
ফিরলে তুমি কেমন করে' সেই পুরাতন বালুর চরে—
খেয়ার মাঝি পারল না কি পৌঁছে দিতে গ্রামের 'পরে ?

শুকতারাটি উঠল জলে', তোমার মুখে ফুটল হাসি ;
ঠোঁট দুখানি নড়ল বারেক, বল্‌লে 'বল, ভালবাসি' ।
জোয়ার-জলে তলিয়ে গিয়ে ভাঁটায় ভেসে ওঠার পরে
একি কথা তোমার মুখে বালুচরের বাসর-ঘরে !

টুটুল যখন সুখের নেশা, থামল কানে গানের সুর,
ঝড়ের ঝাপট ঢেউয়ের দোলায় পড়ল খসে' পা'র নূপুর ;
ফুলের মালার বাঁধন খুলে এলিয়ে প'ল চুলের রাশ—
সর্ব্বনাশের সেই লগনে ব্যাকুল হ'ল বাহুর পাশ !

তোমার চোখে কিসের আলো ? আমার চোখে ঘুমের ঘোর ;
মরে' তুমি বাঁচবে আবার ; আমার প্রাণের নেই সে জোর ।
ভালবাসা ?—হাসির কথা !—উড়িয়ে দিছি অনেক দিন,
বালুর উপর ঝাউএর ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন্ !

* * *

সেই ছায়ারও মায়ার মোহ ঘুচবে এবার—আশায় তারি
শয়ন বিছাই গাঙের কূলে, চোখের পাতা হয় যে ভারি ।
এখন আমায় আর ডেকো না—রাত-পথিকের দিনেই ভয় ;
তুমি যে গো দিনের পাখি, এ জন তোমার কেউ যে নয় !

তবু যদি রাতের মায়া, ঝাউএর ছায়া, বালুর চর
মন কখনো উদাস করে, শূন্য লাগে বদ্ধ ঘর—
এই খানে এই নদীর বাঁকে—ভাঙন যেথায় ভাসিয়ে নেবে
আমার শেষের শয্যাখানি—সেথায় তোমার চরণ দেবে ?

আবার তুমি তেমনি করে' বসবে হেথায় অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়ে তোমার নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা ?
ঠোঁট-দুখানি কাঁপবে আবার ?—পড়বে চোখে কিসের ছায়া !
জ্যোৎস্না-রাতে বালুর চরে ভুলবে ক্ষণেক ঘরের মায়া ?

শুভ-ক্ষণ

শাদাফুলে-ভরা মালতীর বনে, প্রিয়,
মোর মুখে চেয়ে সুখ-হাসি হেসে নিয়ো !
অধরে, কপোলে, অলকে, পলক'পরে—
যেথা মধু পাও সেথায় চুমাটি দিয়ো।
এই রজনীর চাঁদিনীর আবছায়া
দেখ না, কেমন বাড়ায় চোখের মায়া !—
দেহের যে-ঠাঁই সব চেয়ে সুন্দর,
সেইখানে, সখা, অধীর চুমাটি দিয়ো।
কে বলিবে, কাল কোথা র'বে রূপরাশি ?-
আজ রাতে তাই নিঃশেষে সুধা পিয়ো।

ওই দেখ, হোথা শিউলি পড়িছে ঝরি'—
চাঁদ না ডুবিতে অমনি সে যায় মরি' !
নিমেষ ফেলিতে সুখ যে পলা'য়ে যায়—
ফাগুনের বুক আগুনে উঠিছে ভরি' !
আকাশ-সেতারে রজনী যে-তার বাঁধে,
সে কি প্রতিনিশি এমন মূরছি' কাঁদে ?
প্রেয়সীর মুখ, যেন সে সাঁজের তারা—
আঁখি-পথ হ'তে সহসা যায় যে সরি' !
যত ভালবাসা, হে মোর পরাণ-প্রিয়,
এ শুভ-লগনে সবটুকু বেসে নিয়ো !

রূপ-দর্পণ

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও!
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব ?—এ মনোমুকুরতলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি' ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে, তুমি নারী—নশ্বর-কায়া,
—দর্পণ ফেলে দাও!

তোমার পিঠের কালো কেশপাশ তুলিয়া গ্রীবার 'পরে
বেঁধেছ কবরীখানি,
চোখের কিনারে কাজল দিয়েছ টানি'।
তারো চেয়ে কালো অসীম-রাতির তিমিরের পটে আঁকা
ও বিধু-বদনে—আমারি মনের কলঙ্ক-কালি-মাখা
নীল আঁখিদুটি মুনিদেরো মন হরে!
মূরছিবে তুমি নিজ কটাক্ষ-শরে—
দর্পণ ফেলে দাও!

কেতকী-পরাগে পাণ্ডুর করি' ললাটের হেম-ভাতি—
অঙ্কিত-কুঙ্কুম,
অধরে ভরেছ মদিরা-সুরভি চুম্।
হেথা, হের, তব সীমন্ত-তলে উষায়-ধূসর নিশা—
একটি সে তারা, বুকে জ্বলে তার উদয়-আলোর তৃষা!
মোর স্বপনের পোহাইছে শেষ-রাতি—
তা' লাগি' তোমার অধরে হাস্য-ভাতি!
—দর্পণ ফেলে দাও।

আমার নয়ন-রশ্মির রসে পরায়েছি যেই টীকা
তব ভালে, সুন্দরি!
শশিতারাময় নিশাকাশ সন্তরি'—
তাহারি কুহকে মানস-সায়রে উছলে বারিধি-নীর,
জলতলে ছায়া—কনক-কান্তি কোন্ সে পদ্মিনীর!
তোমারি সে-রূপ—চিনিবে কি, মালবিকা?
মোর আঁখি দিয়ে আপনার পানে চাও,
—দর্পণ ফেলে দাও!

নির্ব্বেদ

১

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর; কুসুম-কুন্তলা
পুনর্নবা বনবীথি করে না উতলা
সেদিনের মত। নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও—
ভোরের কোকিল সাধে; ইঙ্গিত-কুশলা
মাধব-সখার জায়া জানে যত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয়?

তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আছে!—অন্ধ অমারাতে
বিরহ-বাতুল রহে স্বপ্নে অবগাহি'!
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া যেথা—কি আছে আমাতে?

২

একদা এ মোর দিবা, এই রাতি মোর
পূর্ণ করি' ছিলে তুমি, হৃদয়-ঈশ্বরী।
জীবনে চাহি নি কিছু, সংসার-শর্ব্বরী
তব রূপ-স্বপ্নে আমি করেছিনু ভোর।
চরণে কণ্টক দলি', অশ্রুবাষ্প-ঘোর
বিথারি' নিদাঘ-তাপে, গৃহ পরিহরি'
চলেছিনু কল্পবাসে—শুধু কণ্ঠে ধরি'
একখানি বাহুলতা, ফুল্ল ফুলডোর!

আজ ফুরায়েছে মোর সে পদ-চারণ।
শেষ না হইতে পথ, বালুর পাথারে
সহসা নূপুর তব গুঞ্জরিতে নারে—
কণ্ঠাশ্লেষ ত্যজিল কি বাহু সে কারণ?
জীবনের ঢালু-পথে বালুরে বারণ
কে করিবে? প্রেম তবু ছাড়িবে কি তারে!

৩

তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন;
চঞ্চল চপল প্রিয়া চলে' গেল যদি,
সহিতে না পারি' মোর প্রেম নিরবধি,
সে নিতি অধর-রোধ, বাহুর বাঁধন,—
তবু সে যৌবন-যজ্ঞে তাপ উন্মাদন,
(এ শীর্ণ পল্বলে সেই উদ্বেল উদধি!)
সেই সোম মধুস্রবা—অমৃত-ওষধি—
ভুঞ্জেছি বিধির বিধি করিয়া শোধন!

একদা হরিনু তোমা যৌবনের রথে—
ক্ষয় করি' ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্রবেগে তার;
চুম্বন করেছি লঙ্ঘি' মৃত্যুর প্রাকার

তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, স্বপ্ন-অবসথে !
হোক্ দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্রে পূত সে অঙ্গার !

প্রকাশ

আসন্ন-প্রভাত রাতি—মায়াময়ী ত্রিযামা রজনী।
জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন—চেতনার ত্রিবিধ বিধান
বরিলাম একে একে ; আগে হ'ল জ্যোৎস্না-সুধাপান,
তার পর অন্ধকারে হারাইনু আকাশ অবনী।
শেষ-যামে নেহারিনু একটি সে দিব্য দীপ-মণি
গাঢ় তমিস্রার কূলে ; সুপ্তি-ভঙ্গে মেলি' দু'নয়ান
আশ্বাসে চাহিয়াছিনু, হয় বুঝি নিশা-অবসান—
সুন্দরের জ্যোৎস্না-শেষে তারাটিরে মনে সত্য গণি'।

অবশেষে আসে উষা—লাল হ'য়ে উঠে নভস্তল ;
তারো পরে, ভেদ করি' স্তরে স্তরে নির্ম্মল নীলিমা—
উদিল আঁখির আগে দেবতাত্মা তুঙ্গ হিমাচল !
ঘুচিল সংশয়-মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল ;
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা ! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা
প্রাণস্পর্শী বিরাটের ; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল।

উপমা

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে সে কোথায় !
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম ?
অথবা গরল-দ্যুতি হরকণ্ঠে নয়নাভিরাম ?
উমার কপোলশোভী—সে কি নীল অলকের প্রায় ?
অতিদূর কূলে যথা তালবন-রেখা দেখা যায়
নিবিড় আয়স-নীল—তেমনি সে আঁখির আরাম ?

কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল ?—পরে সে অশনি গরজায় !

উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর ;
নীলাকাশ-তলে যথা সিন্ধু-জল নীল নিরন্তর,
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে !
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য !—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

গঙ্গাতীরে

বহুদিন পরে দাঁড়াইনু আজ গঙ্গার এই কূলে—
পল্লীপ্রান্তে, পথ হ'তে নামি' দিনের ভাবনা ভুলে'।
জীবনের দিবা, যৌবন-বিভা—শীত-সায়াহ্ন-ম্লান,
শ্রান্ত পথিকে তাই এ তীর্থ করিল কি আহ্বান ?

উঁচু পাড় বেয়ে নামিনু পিছল পদরেখা-পথ ধরি'—
একটি অশথ ঝুঁকে আছে যেথা ঘাটটিরে ছায়া করি' ;
ভাঙনের মুখে ধ্বসে' গেছে মাটি—নগ্ন বিপুল মূল,
তবু সে তেমনি আলো-ঝিল্‌মিল্ পল্লব-সমাকুল !

সম্মুখে হেরি ধারা অবিরাম ধুয়ে চলে দুই কূল—
যার মহিমায় সারা তটভূমি বারাণসী-সমতুল !
পিতৃগণের পরাণের তৃষা—তর্পণ-অঞ্জলি—
এই অক্ষয় সলিল-বক্ষে নিতি উঠে উচ্ছলি'।

নদী-বুকে হোথা পড়িয়াছে চর—চাষীরা দেখে না চেয়ে,
তাই কাশফুলে বিধবা-বেশিনী যেন সে কুমারী-মেয়ে !

উপরে নিবিড় নীলের বিথার, নিম্নে ভাঁটার টানে
নীরবে বহিছে খর-বেগ নদী, ঢেউ নাহি কোনখানে।

পা' দুটি ডুবায়ে বসিনু বিরলে বালুকার পৈঠায় ;
হেরি, খেয়াতরী—দূর পরপারে ঘাটগুলি দেখা যায়।
ছোট ছোট পথ নামিয়াছে জলে তীরতরু-ফাঁকে ফাঁকে,
কোথাও শীর্ণ সোপান-পংক্তি উঠিয়াছে থাকে-থাকে।

এপারে অদূরে তটের উপরে দাঁড়ায়ে যে তরুসারি—
ক্বচিৎ-কূজনে আরো সে গভীর মধুর-মৌনচারী !
শ্যাম তরুশিরে ক্লান্ত কিরণ ঝিমায় তন্দ্রাহত,
পল্লব-তলে ঘনায় আঁধার ছায়া-গোধূলির মত।

বেলা বেড়ে উঠে, ছায়া সরে' যায়—চেয়ে আছি পরপারে,
আজ নদীকূলে সহসা স্মরিনু জীবনের দেবতারে !—
যে-দেবতা মোর প্রাণের বিজনে জেগে আছে নিশিদিন,
অশ্রু-হাসির উদ্বেল গানে ছিল না যে উদাসীন।

যাঁর প্রসাদের প্রীতি-রস মোর জীবনের সম্বল,
যাঁর আঁখিপাতে মরুর মাঝারে মিলেছে উৎস-জল !
ইঙ্গিতে যাঁর বিলায়ে দিয়েছি যৌবন সুমধুর—
সুন্দর আর সত্যের লাগি' নিষ্ঠা সে নিষ্ঠুর !

পরশ-হরষে মজি নাই—তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে র'ব বলি' করি নাই তা'র অধরের মধু পান !
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে !

সেই বৈরাগী আজি এ প্রভাতে তেয়াগি' ছদ্মবেশ
গাহন করিতে চাহে ওই নীরে, আজ বুঝি ব্রত শেষ !

আর কিছু নয়, শুধু স্নানশেষে ওই অশথের তল—
গুঞ্জনহীন নিবিড় নীরব ছায়ালোক সুশীতল!

মথিতে চাহি না জলরাশি আর—করিবারে পারাপার,
তরঙ্গ-মুখে তরণী সঁপিয়া দুরন্ত অভিসার!
আজ শুয়ে র'ব সিকতার 'পরে বাহুতে নয়ন ঢাকি',
সব-ভুলে-যাওয়া অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি'।

দিনশেষে যবে আসিবে জোয়ার—যদি সেই কলনাদে
তন্দ্রা না টুটে, হয়ে যাই ক্রমে অচেতন অবসাদে,
তলাইয়া যাই কিছু না জানিতে জাহ্নবী-জলতলে!—
হায় রে, এমন সুখ-পরিণাম নরের ভাগ্যে ফলে?

'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ,
মনে হয় এই গঙ্গার কূলে আছে তারি সন্ধান।
আজ বুঝিয়াছি, কেন অন্তিমে এই বালু-শয্যায়
আমার দেশের যত মহাজন নয়ন মুদিতে চায়!

মিনতি

১

"আর একটুকু ব'স গো বন্ধু, এখনি সন্ধ্যা হ'বে—
জ্যোৎস্নায় ভ'রে যাবে যে উঠান আমাদের উৎসবে!
ঊর্দ্ধ-আকাশে দশমীর চাঁদ—কাঁসার পাত্রখানি—
সোনার পালিশ পায় কোথা হ'তে—কি মন্ত্রে নাহি জানি!
গোধূলি-লগনে আজ
তারাহার-গলে রাত্রি-রূপসী তাকায় ওড়্না-মাঝ!

"বিষম রৌদ্র হবে না সহিতে, পথের তপ্ত বালু
আর দহিবে না তব পদতল, শুষ্ক হবে না তালু।

সারাদিনমান ললাটে তুমি যে বহিলে অনল-টীকা—
চন্দ্রের শ্বেত-চন্দনে সেথা আঁকিও তিলক-লিখা।
দগ্ধ-দিনের শেষে
স্নিগ্ধ শীতল নারিকেল-বারি পান কর হেথা এসে।

"তোমারি নিদেশে মিলিয়াছি মোরা মন্দির-চত্বরে—
সুন্দর করি' পেতেছি আসন—চির-সুন্দর তরে।
পূজার আবীরে ক্রীড়া-কুঙ্কুমে ভরেছি বরণ-ডালা,
কাপাস-তুলার সলিতায় হ'বে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা;
ধূপধূপ-আঘ্রাণে
ঘুচিবে তোমার প্রাণের ক্লান্তি— ব'স ব'স এইখানে।"

২

"হায় গো বন্ধু, সে সুখ-আশায় নাহি মোর অধিকার—
চোরের মতন পলায়ে এসেছি খুলিয়া গৃহের দ্বার!
রৌদ্রের মদে হয়েছি মাতাল, গত রজনীর কথা
ভুলিয়া আছিনু—আরেক জনের অন্তিম আকুলতা!
রাত্রি-দ্বিপ্রহরে
চ'লে যাবে সেও—জেগে ব'সে আছে শেষ চুমাটির তরে!

"স্বপনে হেরিনু কার ছায়া-ছবি, সে নহে আপন জনা—
বুকে যে ঘুমায় তাহারে তুলিনু—এমনি উন্মাদনা!
নেশায় আকুল, বাহিরিনু পথে—তখনো হয় নি ভোর;
ধূলি-কঙ্করে খর রবিতাপে ভাঙে নাই ঘুম-ঘোর!
এখন নীরব সাঁঝে
কে যেন কপালে কাঁকন হানিছে—কানে সেই ধ্বনি বাজে;

গগনের গায়ে এখনি ফুটিছে অগ্নি-অশ্রুকণা,
আর দেরী হ'লে পাব না দেখিতে, চাহিবারে মার্জ্জনা।

দিবসে যুঝিনু অমৃতের আশে—সেও নহে মোর লাগি',
নিশীথে শুধিব জীবনের ঋণ মৃত্যু-বাসর জাগি'।
তোমরা করিও পান,—
একটি পেয়ালা পূর্ণ রাখিও, সেই মোর বহুমান!"

স্বপ্ন নহে

স্বপ্নহীন রাতি মোর। কৃষ্ণা-তিথি যবে,
না উদিতে জ্যোৎস্না আমি ঘুমাইয়া পড়ি;
অৰ্দ্ধ-রাত্রে শয্যা'পরে উঠি ধড়মড়ি'
শুনি, কে ডাকিছে যেন মৃদু আৰ্ত্তরবে!
শীর্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র হেরি নিম্ন-নভে,
বায়ুশ্বাসে ছায়া যত উঠিতেছে নড়ি',
সহসা উঠিল বাজি' দূরে কোথা ঘড়ি—
কই, কোথা?—কেহ নাই! বুঝি স্বপ্ন হবে!

স্বপ্ন নহে; ছায়ালোকে, এই স্তব্ধ ক্ষণে
অশরীরী ফিরে পায় শব্দের শরীর—
গানে যথা ধরা দেয় অ-ধর অধীর
কবির মনের মায়া! নিদ্রা-অচেতনে
কর্ণে তব স্পর্শ লভি শুধু কণ্ঠস্বনে,
তার বেশি চাওয়া বৃথা—বারণ বিধির!

অজ্ঞান

বিষে-ভরা যে অমৃত ধরিলে আমার মুখে
প্রভু মোর, প্রিয়!
আকণ্ঠ করিনু পান অকুণ্ঠিতে—হোক্ বিষ,
হোক্ সে অমিয়!

তারাস্তীর্ণ আকাশের তলে বসি', নিশীথের
নির্ব্বাক আননে
পড়িনু সঙ্কেত-লিপি, হাহা-হাসি শুনিলাম
পবন-স্বননে !

তোমার বিপুল ছায়া—অনাগুন্ত-রহস্যের
ভ্রূকুটি ভীষণ—
নাম যার মহাকাল—পশ্চাতে রয়েছে জাগি',
জানি, অনুক্ষণ।
সম্মুখে হেরি যে তবু চন্দ্র-তারা-তিলকের
প্রেমচিহ্ন-আঁকা
অপরূপ রূপখানি—আঁখি দুটি অরুণিম,
ভুরু দুটি বাঁকা !

হেরি শুধু সেই রূপ—সমুখের সেই শোভা !—
পশ্চাতের ভয়
বিষদিগ্ধ হৃদয়ের তপ্তমধু-পিপাসারে
করিল না জয় ;
শুধু সে সুরভি-স্বাদ—তব করধৃত সে
অমৃত-মদিরা
ভুলাইল সর্ব্ব ভয়—মোহরসে মূরছিল
শিরা-উপশিরা।

মরণ মধুর হ'ল, জীবনের দিক হ'তে
ফিরাইনু মুখ ;
প্রভু তুমি, প্রিয় তুমি !—বুকে মোর ভরি' দিলে
যে দহন-দুখ—
তোমার করুণ আঁখি সাধিল যে বিষ-মধু
করিবারে পান,
তাহারি অসীম জ্বালা পীরিতির সুখাবেশে
করিল অজ্ঞান !

যাত্রাশেষে

১

তুলিনু কত না ফুল পথে পথে ; কভু সে কঠিন
নিঠুর পাথর পায়ে বারে বারে হানিল নিষেধ—
তবু ঊর্দ্ধে আলোকের উৎস হেরি' করি নাই খেদ ;
ক্ষত পদ, নেত্রে তবু বুলায়েছি হর্ষে সারাদিন
হরিত শ্যামল নীল পীত শুভ্র লোহিত-রঙীন
ধরণীর অতুলন বরণ-বিথার ! করি' ভেদ
বায়ুস্তর, পশিয়াছে কানে মোর ধ্বনি অবিচ্ছেদ
আকাশ-কিনার হ'তে,—চলেছিনু তাই শ্রান্তিহীন।

যত চলি, মনে হয় একই পথ—আদি-অন্ত নাই,
নব-নব আনন্দের কত তীর্থে হইনু অতিথি !
তবু সে রাখি না মনে, একমুখে পার হ'য়ে যাই
একটি আবেগে শুধু—মাঠ বাট নদী বন-বীথি !
পথ বাড়ে, বাড়ে বেলা—ছোট হয় ছায়ার আকৃতি,
বাহিরে আমিও চলি, প্রাণ তবু রহে একই ঠাঁই !

২

কত সন্ধ্যা কত উষা, কত সে মধ্যাহ্ন-দিবালোক
উদিল নিবিল, তবু করি নাই আঁধারের ভয় ;
শুক্লা-নিশি, তমস্বিনী—উভয়ের গাহিয়াছি জয়,
মৃত্যু আর জীবনের রচিয়াছি একই মঞ্জু শ্লোক।
বালক, কিশোর, যুবা—দেহ-দশা যেমনই সে হোক—
এক স্বপ্ন এক সুখ—এক দুখে সঁপিনু হৃদয় ;
চাহি নি পিছনে কভু, সম্মুখের দূর-পরিচয়
নিবারিতে মেলি নাই মোর আধ'-নিমীলিত চোখ।

বাহিয়া আসিনু পথ দূর হ'তে ভ্রমি' দূরান্তরে—

তবু সে আমারে ঘেরি' ছিল যেন একটি সে দেশ !
কত বর্ষ কত ঋতু ঘুরে গেছে কালচক্র 'পরে,
মোর আয়ু ব্যাপিয়াছে ভাব-স্থির একটি নিমেষ ;
চোখে আছে সেই জল, সেই হাসি রয়েছে অধরে—
এ জীবন চিত্রবৎ—মূলে তার নাই গতি-লেশ !

৩

সহসা ফুরাল পথ, চমকিয়া হেরিনু সমুখে
বিরাট দিগন্ত-রোধী তমোময় কঠিন প্রাচীর—
অবকাশ নাহি কোথা, এক যেন ভিতর-বাহির,
থেমেছে জগৎ-যাত্রা স্তব্ধ-স্রোত মোহানার মুখে !
স্বপ্ন-সঞ্চরণ মাঝে যেন এ ললাট গেল ঠুকে
অচল পাষাণ-গাত্রে ; পদনিম্নে গহ্বর গভীর
হেরিলাম মহাভয়ে—বুঝিলাম একটুক থির
ছিল না আমারি চলা, আঘাত বাজিল তাই বুকে।

আজ আমি থেমে গেছি, জগৎ থেমেছে মোর সাথে !
নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্ত্তন ;
থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি' এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বুঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন !

পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে

আয়ু-বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা অর্দ্ধ-শতক আগে,
অসীম শোভার সৃষ্টির 'পরে উড়িয়াছে দিন রাত ;
আজি সে ক্লান্ত, পক্ষে তাহার জরার জড়িমা জাগে,
নয়ন মুদিয়া দিবস-নাথেরে করিতেছে প্রণিপাত।

এতদিন আমি আলোর পিপাসা জানি নি কাহারে বলে,
আমার আকাশ আমার ধরণী ছিল যে আলোয়-আলো !
নিম্ন-ভুবনে সে আলো এখন নামিছে অস্তাচলে—
ঊর্দ্ধ-গগনে তাই কি, বন্ধু, তারার প্রদীপ জ্বালো ?

তোমারে দেখেছি দিনের আলোয়, অপরূপ সুন্দর !
সে রূপ-সাগর অতল অকূল—দিগন্ত নাহি তার !
যে রূপ হেরিতে নিমেষ ফেলিতে পাই নাই অবসর—
আজি সেই শোভা ঢাকিবে কি ধীরে সন্ধ্যার আঁধিয়ার ?

যা পেয়েছি আর যা দিয়েছি আমি, সে স্মৃতির মঞ্জুষা
রতনে-হিরণে বাঁধিয়া রাখিনু গানের গাঁথনি দিয়া ;
ব্যথা নাই কোথা', ক্ষোভ নাই মোর—গড়েছি বুকের ভূষা,
কালফণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই মাজিয়া নিয়া।

আমার গানের সেই মালাখানি যদি কারো চোখে পড়ে—
হেরিবে তাহার অক্ষরাজিতে তোমারি সে নাম-মালা ;
তোমার কাননে যে ফুল ঝরিল আমার প্রাণের ঝড়ে,
রচি নাই মোর ফুলশেজ তায়—ভরেছি পূজার থালা।

সেই দিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল গোধূলি-বেলা—
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর রাতে !
ক্ষণেক দাঁড়াও, শ্রী-অঙ্গে তব ছায়া-আলোকের খেলা—
আঁকি' ল'ব চোখে, অস্তরাগের সুকোমল রেখাপাতে।

জানি, তার পর অন্ধকারের স্বচ্ছ শীতল তলে
ভাসিয়া আসিবে সমীরের শ্বাসে সুরভিত সংবাদ,—
হায় গো বন্ধু, তোমার প্রেমের উজান যমুনা-জলে
আর নামিব না—শুনিব শুধুই সুদূরের কলনাদ ?

সবশেষে আর রহিবে না কিছু বাহির ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।

অধরের বেণু, বনমালা, আর পায়ের নূপুর-মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিব না আর যবে,
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবে না জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে।

বাণীহারা

অমন করিয়া চেয়ো নাক' আর, করিও না কৌতুক,
আজ তোমা তরে আনিয়াছি মোর সবশেষ যৌতুক
বাঁধি' ফুলহারে ও চারু কবরী,
লোল মোতিমালা পয়োধরে ধরি'
ওই ভুরুযুগে বাঁকায়ো না, সখি, কামনার কার্ম্মুক—
আজ, হাতে নয়—অধরে সঁপিব অন্তিম যৌতুক।

ও রূপ-সাগরে মিলাইয়া যাক্ এ বাণী-স্রোতস্বিনী,
সুপ্তি-নিশীথে বাজায়ো না আর কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
যে বিষ-পাত্রে পিয়ালে অমিয়া,
তার ভয় আজি ভুলিয়াছি প্রিয়া !
এ মন-ভ্রমর ভ্রমিবে না আর, ঠাঁই তার লবে চিনি'—
আর কিবা কাজ বাজায়ে মধুরে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ?

আধেক রজনী ও রূপ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'
তব নয়নের কাজলের লাগি পাড়াইনু তায় কালি।
সে দীপ-বহ্নি আজ নিবে আসে,
সে কালি তোমার আঁখিতারা-পাশে

ঘনাইল কোন্ সাগরের নীল—মোর চোখে ঘুম ঢালি'!
আমি সে ঘুমের কাজল রচিনু প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'।

চেয়ে তোমা পানে যামিনী হ'ল যে একটি পলকে ভোর!
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।
আর রহিবে না রূপের পিপাসা,
এই বাণী মোর হবে যে বিপাশা—
হারাইয়া যায় গানের মুকুতা খুলিয়া শ্লোকের ডোর!
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।

আলোর বন্যা নিঃশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী,
কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।
ওগো অকরুণা মোহিনী চতুরা!
এখনো অধরে ধরিবে কি সুরা?—
শিশিরের মাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জরী?
কুঞ্জে এখন শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'!

রূপ-অন্ধের আঁখি যে রবে না চিরনিশি জাগরূক,
নূপুর কাঞ্চী কঙ্কণে আর ক্বণিবে না সুখ-দুখ।
আঁখি রাখি' ওই আঁখির তারায়
বুঝি বা এবার চেতনা হারায়!
আজি অ-ধরার অধরের লাগি' সারা প্রাণ উৎসুক—
সে রসে বিবশ ঘুমাইবে মোর বাণীহারা সুখ-দুখ।

সার্থক

আজীবন বহিয়াছি কিসের পিপাসা
কোন বারি চেয়েছিনু, কিসের নিরাশা
আমারে করেছে কবি—আজও বুঝি নাই,
আমি শুধু গান গেয়ে যাই।
গন্ধ-ছন্দে গাঁথিয়াছি—অন্ধ মালাকর—
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে শুধু কুসুমের স্তর,
প্রাণ মোর পরশ-কাতর।

ফুলবনে শুনিয়াছি মধুপ-গুঞ্জন,
পতঙ্গ-পাখীর গান ; কি সুধা-ভুঞ্জন
করে তারা, কিবা সেই পায়স-ব্যঞ্জন
রবিরশ্মিবিচ্ছুরিত কাঞ্চনথালায়—
কি মধু ফুলের বুকে সদা উথলায়,
আজও বুঝি নাই,
আনন্দের স্বাদ নয়—শুধু গন্ধ পাই।

আজও বাহিরাই যার অভিসার-আশে,
আঁধার রজনীযোগে দুরন্ত বাতাসে
তিমির-তমালকুঞ্জে—হেরি নাই তারে !
এ অন্ধ নয়ন মোর সেই অন্ধকারে—
কালো সে কেশের মাঝে—হারাইয়া যায়,
শুনি, কে দু'খানি করে কাঁকন বাজায় !
সেই ছন্দে মুখ তার গড়ি' মনে মনে,
মন্ত্র পড়ি' প্রতিমার করি আরাধনা-
জানি না, সে হাসে কিনা অধরের কোণে,
আমারি পরাণে নিতি নব উন্মাদনা।

এমনি যাপিনু এই জীবন-যামিনী
জানি না কিসের তরে !—কে অভিমানিনী
জাগাইল সারারাত স্বপন-শয়নে,
আনন্দের বৃন্তহীন কুসুম-চয়নে !
হেরি নাই আজও তারে ; আছে শুধু আশা—
এই স্বপ্ন, এই স্নেহ, এ মোর পিপাসা
রাত্রিশেষে মুঞ্জরিবে কিরণে শিশিরে,
পুঞ্জে পুঞ্জে তৃণ-তরু-ব্রততীর শিরে।
হেরে নি যে-রূপ কভু আমার নয়ন,
সেই রূপ নেহারিবে কত-শত জন !
আমার নিশীথ-স্বপ্ন অপরের চোখে—
স্বপ্ন নয়— সত্য হবে দিনের আলোকে।

বি দে শী ক বি তা

রাতের আঁধারে থাকে না আড়াল ভূতলে ও নভ-তলে
আকাশ-কুসুম দীপ হ'য়ে দোলে তটিনীর কালো জলে ;
রূপ, রঙ, রেখা মিশে গিয়ে শুধু ফুটে ওঠে প্রাণ-শিখা—
ছবি, না সে ছায়া ?—থাকে না সে চিন্ আলোকের উৎপলে।

তেমনি, কত সে কবির মানসী বিথারি' বরণ-মায়া
মোর মানসের রূপার মুকুরে রচিল যে নব-কায়া—
সে কি আসলের নিখুঁত নকল ?   কতটুকু রঙ কার ?
ভাবনা সে মিছে—এ যে নদীবুকে আকাশের আবছায়া !

নমস্কার

১

যেখানে যত আছে কবি ও গীতিকার—
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর ;
মানব-কলভাষে বেদনা মধুময়
উথলি' তোলে যারা মরণে করি' জয় ;
চয়ন করে যারা নিজেরা নিশি জাগি'
স্বপন-ফুলশোভা নিমীল-আঁখি লাগি' ;
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালো লাগে—
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার।

২

চলেছি ভোর হ'তে সাঁঝের পুরীপানে
পথের শ্রম হরি' তাদেরি গানে গানে।

সে পথে চলে সাথে যতেক নরনারী,
তারা যা বোঝে না, সে বুঝিতে আমি পারি!
কেহ না কারে জানে, তবুও সুখে-দুখে
বাহুতে বাহু বাঁধি' চলেছে হাসিমুখে।
আমি সে ভালো জানি—প্রাণের কানাকানি,
গানেরি সুরে-গাঁথা ভুলের ফুলহার!

৩

সেই সে কবিকুল হেরিল আঁখি ভরি'
নিদাঘ-খরতাপে চাঁদিনী-বিভাবরী!
দেহের মনোভবে পরা'ল পারিজাত,
বিধির কবি-রূপে করিল প্রণিপাত।
সুখের দুখ-শ্লোক, শোকের সুখ-সুর
রচিয়া করে তারা মনের মোহ দূর।
ধরারি লয়ে মাটি গড়ে যে প্রতিমাটি—
সহজে পূজি তারে, বুঝি না নিরাকার।

৪

যাদের সামগানে জীবন-সোমযাগ
স্রবিয়া সুধারসে সবারে দিল ভাগ;
যাদের বাণীময়ী দিঠি সে অনাবিলা
প্রচারে দিকে দিকে মধুর নরলীলা;
ভরসা দিল প্রাণে—কোথাও নাহি পাপ,
নাহি এ আয়ুমূলে আদিম অভিশাপ;—
অতীত, অনাগত, জীবিত যেথা যত,
সবারে নমি আমি নীরবে অনিবার।

আবেদন

(William Morris)

সঙ্গীতে গড়ি স্বর্গ, নরক—এমন শকতি নাই,
শঙ্কাহরণ স্থরের সোহিনী খুঁজিও না মোর গানে ;
মরণের দ্রুত-চরণের ধ্বনি ভুলাইতে নাহি চাই,
যে-স্থখ বারেক ফুরাইয়া গেছে, ফিরাইতে নারি প্রাণে।
শুকাবে না কারো অশ্রু-পাথার আমার বীণার তানে,
আমার বাণীতে ঘুচিবে না কারো নিরাশা-অন্ধকার—
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

তবু, ভরা-স্থখে হিয়ায় যেদিন হরষের অবসাদ—
নিঃশ্বাস ফেলি' বলিবে কেবলি, কিছুই হ'ল না, হায় !
যবে ধরণীর সবই মধুময়—প্রীতিপূজা-পরসাদ,
নিমেষ গণিতে মনে হবে, এযে বড় ত্বরা চলে' যায় !
মনে হবে, স্থখ পলকে পলায়, আর না ফিরিয়া চায়,—
সেদিন, বন্ধু, আমার কথাটি মনে কোরো একবার,
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

কি কাজ আমার অন্যায় সাথে ন্যায়ের যুদ্ধ জিনে' ?—
আমি স্বপনের ফসল ফলাই—এসেছিনু অবেলায় !
আমার এ গীতি-পতঙ্গ তার পাখা দুটি ফিন্‌ফিনে
মৃদুল হানিবে চন্দনে-গড়া জাফ্‌রির জানালায়।
দিবারাতি যারা আলসে কাটায়, স্থখাসীন নিরালায়—
তাদের সকাশে রচিবে রাগিণী—বেলোয়ারী-রঙ্‌দার !
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

ধূলার উপরে আলিপনা আঁকি, মন্দেরে বলি ভালো—
ধরিও না দোষ, ভুল বুঝিও না—ক্ষমিও আমারে, ভাই !
চৌদিকে ঢেউ গরজে ভীষণ—নিকষের চেয়ে কালো !—

তারি মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ শ্যামলে ভরিতে চাই!
জানি, কারো প্রাণে একতিল সুখ-সান্ত্বনা হেথা নাই—
দানব দলিতে চাই বাহুবল—নব বীর-অবতার!
—সে ত' নয় এই ভাঙা-আসরের দীন-হীন বীণ কার!

কবি-গাথা

(Arthur O' Shaughnessy)

আমরা সবাই সঙ্গীত গড়ি—ছন্দের কারিগর,
স্বপন বয়ন করি যে আমরা—ভাবনারো অগোচর!
আমরা বেড়াই ঊর্ম্মিমুখর বিজন সিন্ধু-কূলে,
শ্মশান-বাহিনী নদীটির কূলে বসে' থাকি মনোভুলে—
পাণ্ডু-চাঁদের জ্যোছনা বিকাশে মোদের মুখের 'পর!
জগৎ আমরা বিলাইয়া দিই, আমরা লক্ষ্মীছাড়া!
আমরাই তবু চালাই তাহারে, আমরাই দিই নাড়া—
আমরাই যেন যুগ-যুগ এই জগতের নির্ভর!
অতি অপরূপ শাশ্বত সঙ্গীতে—
কত মহাপুরী নির্ম্মাণ করি ধূলিভরা ধরণীতে!
আমাদেরি গীতি-কাহিনীতে উদ্ভব—
অতি সুবিশাল জনপদ-গৌরব!
একজন শুধু একটি স্বপন হাতে করি' বাহিরিবে—
তাই দিয়ে সে যে রাজার মুকুট হেলায় করিবে জয়!
তিন জনে মিলি' একটি যে সুরে নব-গীত রচি' দিবে—
তারি আক্রোশে রাজ্য ও রাজা চরণে চূর্ণ হয়!

কবে কোন্ কালে—সে দিন হয়েছে অস্ত,
স্মরণ-অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে—
হাহাকার দিয়ে গড়েছিনু মোরা পুরী সে ইন্দ্রপ্রস্থ,
স্বর্ণলঙ্কা—কৌতুকে পরিহাসে!
ধূলিসাৎ হ'ল তারা যে আবার—মোদেরি সে মন্তর;

আমরা শুনাই বিগত-বাসরে ভাবিযুগ-জয়গাথা !
একটি স্বপন শেষ হয় যবে, এক সে যুগান্তর—
আবার তখনি নূতন স্বপনে ভরি' আসে আঁখিপাতা !

আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান !
মোরা নিরলস, চিরদিন নিরাময় !
ভবিষ্যতের ভাস্বর বিভা সমুখে দীপ্যমান—
ললাটে তাহারি টীকা সে জ্যোতির্ম্ময় !
প্রাণে আমাদের বাজে অহরহ সঙ্গীত সুমহান্—
ওগো জগতের নরনারী সমুদয় !
আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান !
স্থান আমাদের তোমাদের পাশে নয় ।

আমরা দাঁড়াই—খসি' পড়ে যেথা আঁধারের নির্ম্মোক,
সকলের আগে উদয়-দুয়ারে আমরা অর্ঘ্য আনি !
কণ্ঠ মোদের পার হয়ে যায় অসীম সে উষালোক—
গাই নির্ভীক, ছন্দ-ধনুতে ভীম টঙ্কার হানি' ।
মানুষের হীন অবিশ্বাসের ভ্রূকুটিরে করি' জয়,
বিধাতার আশা পূর্ণ যে হবে—ওরে তার দেরি নাই !
তোরা পুরাতন জড়-পুত্তলি হয়ে যাবি ধূলিময়—
বার্ত্তা সে ধ্রুব গগনে গগনে এখনি শুনিতে পাই !

যারা আসে সেই এখনো-অজানা দিবালোক-তট হ'তে,
তাদের সবারে প্রাণ খুলে' বলি—স্বাগত ! নমস্কার !
নিয়ে এস হেথা নব-বসন্ত, ভাসাও আলোর স্রোতে,
ধরারে সাজাও নবযৌবনা বধূবেশে আরবার !
নবীন কণ্ঠে গাও নব-গীতি—রাগিণী চমৎকার !
যে স্বপন মোরা এখনো দেখিনি, শোনাও তাহারি বাণী—
মোরা শিখি' লব, যদিও এ বীণা ভুলিয়াছে ঝঙ্কার,
স্বপন-দেখা এ আঁখিতে নামিছে ঘুমের পর্দ্দাখানি ।

গদ্য ও পদ্য

(Austin Dobson)

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শার্সি-কবাট আঁটা,—
তখন ঘেমে হাঁপিয়ে কেসে' গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুল্‌ছে দেখি বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল ফুলের ডালি—
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাঁটা!
বুদ্ধি ত' নয়—যেন সমান চারকোণা এক টালি!
মনটা যখন দাড়ির মতন ছুঁচ্‌লো-করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন, ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা!
'হ'তেই হবে', 'কথ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় 'কিন্তু'-'যদি'র কাঁটা—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে আসে কনক-চাঁপার বাসে,
যে-কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি—
তখন, ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি !—
তার তরে, ভাই বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

সৃষ্টির আদিতে

"Before the Beginning of Years"
(A. C. Swinburne)

হ'ল যবে আয়োজন সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্ম্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এল অশ্রুর ভর্‌না,
চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্‌না ;
সুখ,—যার স্বাদ নাই বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এল ঝরাফুল পিছনে ;
স্বর্গের স্মৃতি—কিবা সুন্দর ধারণা !
—অন্তরে উন্মাদ, নরকের তাড়না !
বল,—তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ,
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ।
দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রূপ !

দেবতারা নিল তাই আগুনের ফুল্‌কি,
আর জল,—কপোলের ধারা সেই, ভুল কি ?
ধেয়ে চলে ঋতু-মাস—ঝরে বালি পা'য় পা'য়,
নিল তুলি' ত্বরা করি' তার দুই কণিকায় ;
সিন্ধুর ফেনা নিল—ভেসে আসে যেই সব,
আর নিল মেদিনীর শ্রমধূলি-বৈভব।
জন্ম ও মৃত্যুর ভাবী উৎসঙ্গে
যত আছে রূপ-রাগ—নিল সেই সঙ্গে।

সব সাথে মাখি' ল'য়ে হাসি আর ক্রন্দন,
বিদ্বেষ-পঙ্ক ও প্রীতি-ঘন চন্দন ;
সাম্‌নে ও পিছে ধরি' জীবনের ডঙ্কা,
ঊর্দ্ধে ও মহীতলে মৃত্যুর শঙ্কা ;—
শুধু এক দিন, আর একটি সে রাত-ভোর
গাঁথিবারে শক্তি ও ফুর্ত্তির ফুল-ডোর—
দিয়ে তুখ নিদারুণ—পাষাণের ভার তায়,
গড়ি' দিল সুমহান্ মানবের আত্মায় !

ভরি' দিক্ আর দিক্-অন্ত, ধায় তারা যেন মহা-দ্বন্দ্বে ;
দেহ তার করে প্রাণবন্ত, ফুৎকারি' মুখে নাসারন্ধ্রে।
দিল ভাষা, আর দিল দৃষ্টি—অপরের অন্তর ছলিতে ;
হ'ল কাজ অকাজের সৃষ্টি, আর পাপ—তাপে তার জ্বলিতে।
দিল দীপ—হরি' পথ-ভ্রান্তি, দিল প্রেম, প্রমোদের পর্ব্ব ;
আর নিশা—নিশীথের শান্তি ; পরমায়ু, আর রূপ-গর্ব্ব।
বাণী তার জ্বালাময় বিদ্যুৎ—তু' অধরে প্রকাশের বেদনা !
কামনা যে অন্ধ ও অদ্ভুত ! চোখে তার মরণের চেতনা !
রচে বাস—তবু চির-নগ্ন, দেহ ঢাকে ঘৃণারি সে বসনে ;
বোনে বীজ, ফসলের লগ্ন—ব্যর্থ যে, ভাগ নাই অশনে।
ঢুলে' ঢুলে' স্বপ্নে ও তন্দ্রায়, তার সারা আয়ু যায় ফুরায়ে—
ঘুম থেকে জেগে ফের ঘুম যায়, জীবনের জ্বর যায় জুড়ায়ে !

নাগার্জ্জুন

(George Sylvester Viereck)

জানি, তব কক্ষে আছে তুঃখের অনল-উৎস,
শ্যামশষ্প-বলয়িত সুখ-নির্ঝরিণী,
হে পৃথিবী মানব-মোহিনী !
প্রসারিত করপুটে ধরে' আছ জীবনের বিচিত্র যৌতুক—
রূপসীর মুখ-মধু, শরতের শতদল, লেলিহান চিতার কৌতুক !

আর বজ্র,—জ্বলে' উঠে আচম্বিতে অগ্নিবিম্ব যাহে,
অদৃষ্টের অন্ধকার আকাশ-কটাহে!
তবু সে সকলি ফাঁকি!—সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিধি
ঘুরিয়াছে এই মোর তৃপ্তিহীন হৃদি!
সিন্ধু-সরীসৃপসম লালায়িত বাসনার যত অনীকিনী
বাজায় মানব-চিত্তে ভেরী-তুরী, বেণু-বীণা, কনক-কিঙ্কিণী—
তারা যে গো দেখা দেয় সারি সারি, ছায়াময়ী কুহকিনী-প্রায়,
প্রিয়ার সে আঁখি-দীপে!—মুহুর্মুহু তারা মূরছায়।
আরও এক আছে নারী—বঙ্কিম গ্রীবায় তার, কটিতটে, নগ্ন বাহুমূলে,
শঙ্কিত সঙ্কেত-সম দুটি তার বুকের বর্ত্তুলে,
আঁকা আছে এ বিশ্বের যত আশা যত সে নিরাশা—
রূপে-লেখা অরূপের ভাষা!
একজন দেয় পাড়ি কত যুগ-যুগান্তের নীল পীত যবনিকা দ্রুত অপসারি'—
স্বপনের তুরঙ্গম—ভর করি' পাখায় তাহারি!
আর জনা, হেমন্তের সদ্যচ্ছিন্ন নীবার-মঞ্জরী—
তারি মত দেহ-গন্ধে শয্যাতল রাখিয়াছে ভরি'!
এর চেয়ে কিবা সুখ?—মধুর, কষায় কোন্ পান-পাত্রখানি।
ধরিবে আমার ওষ্ঠে হে ধরিত্রীরাণী?—
আমি যে বেসেছি ভালো দুই জনে, সমান দোঁহারে—
বালাবধূ যশোধরা, বারাঙ্গনা বসন্তসেনারে!

ত্বরিতে উঠিয়া গেনু মন্ত্রবলে স্বরগের আলোক-তোরণে,
—প্রবেশিনু অকম্পিত নিঃশঙ্ক-চরণে!
অমর-মিথুন যত মূরছিল মহাভয়ে—শ্লথ হ'ল প্রিয়-আলিঙ্গন,
কহিলাম—"ওগো দেব, ওগো দেবীগণ!
আমি সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন—জীবনের বীণাযন্ত্রে সকল মূর্চ্ছনা
হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চ্চনা
তোমাদের রতিরাগ; দাও মোরে, দাও ত্বরা করি'
কামদুঘা সুরভির দুগ্ধধারা এই মোর করপাত্র ভরি'!"
—মানবী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান,

অমৃত-পায়স তার মনে হ'ল ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান !
জগৎ-ঈশ্বরে ডাকি' কহিলাম, "ওগো ভগবান !
কি করিব হেথা আমি ?—তুমি থাক তোমার ভবনে,
আমি যাই ; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
সকল ঐশ্বর্য্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলা'য়ে—
বাঁকায়ে বিদ্যুৎ-ধনু, নভো-নাভি পূর্ব্বমুখে হেলায় হেলা'য়ে
গড়িতাম ইচ্ছাসুখে নব নব লোক-লোকান্তর !
—তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির-একেশ্বর।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী সূর্য্য তোমার কন্দুক ?
আমারও খেলনা আছে—প্রেয়সীর সুচারু চুচুক !
স্তোত্র-স্তুতি ভোগ্য তব, তবু কহ, শুধাই তোমারে—
কভু কি বেসেছ ভালো—মুদিতাক্ষী যশোধরা, মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে ?"

এত বলি' নামিলাম বহু নিম্নে, অতিদূর নরক-গভীরে—
তপ্তস্রোতা বৈতরিণী-নীরে।
লাল নীল অগ্নিশিখা, প্রধূমিত বারিরাশি হয়ে গেনু পার,
উত্তরিনু বক্ষরক্ত-হিম-করা যেথা সেই মসীবর্ণ জমাট তুষার !—
বিশাল মণ্ডপে তার বার দেয় একা বসি' মার মহাবল ;
হেরিনু তাহার সেই পাদপীঠতল
স্কন্ধে তুলি' কাঁদিতেছে প্রেত সারে সারে !—
মানবের মৃত-আশা আঁকা সেথা কক্ষতলে ভস্মরেখাকারে !
শত শত রক্তরশ্মি দীপ-বর্ত্তিকায়
ক্ষরিছে শোণিতবিন্দু দীর্ঘশ্বাস-স্ফুরিত শিখায় !
ভালো যারা বাসিয়াছে, যুগে-যুগে যাপিয়াছে নিদ্রাহীন নিশা,
যারা চির-জরাতুর বহিয়াছে সারা দেহে আমরণ নিদারুণ তৃষা—
তাদেরি সে প্রাণবহ্নি জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ মারের লোচনে !
অগ্রসরি' কহিলাম বিনম্র বচনে,
"হে বন্ধু, নরক-নাথ ! বিধির দোসর !
তোমার ব্যথার কাঁটা বিঁধিয়াছে আমারও পঞ্জর—
শত বিষ-বৃশ্চিকের মালা

পরিয়াছি কণ্ঠে মোর, সহিয়াছি তোমা সম কোটিকল্প নরকের জ্বালা !
আমি যে বেসেছি ভালো দুইজনে, সমান দোঁহারে—
শুভ্র-যূথী যশোধরা, নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে !”

ক্ষুদ্র দেব-দেবতায় তেয়াগিয়া এইবার মহাশূন্যে করিনু প্রয়াণ,
ভেটিলাম মহাকালে ! কহিলাম নতশিরে, বিষণ্ণ-বয়ান—
“কামের পূজারী আমি, হে মহেশ ! দেহযন্ত্রে করিয়াছি নাড়ীচক্র-ভেদ,
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি’ শিখিয়াছি সুধাবিষ-মন্থনের মহা-আয়ুর্ব্বেদ !
ধরার দুলালী যারা, দুইরূপে দুলায়েছে হৃদয়-হিন্দোলা—
পল্লীবালা সরোজিনী, আর সেই পুষ্পসেনী সুনীল-নিচোলা !
দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে তাই হারায়েছি পথ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে—কোনখানে পূরে নাই মোর মনোরথ।
দাও বর—ডুবে যাই বিস্মৃতির অতল-পাথারে,
অথবা নূতন করি’ গড়ি’ দাও এই মোর পুরাতন প্রাণের আধারে—
দাও তারে হেন আবরণ,
সব হবে মনোময়—নাহি রবে স্নায়ু-শিরা-শোণিতের মর্ম্ম-শিহরণ ;
হলাহল হবে সুধা,—সত্য হবে মিথ্যারই স্বরূপ ;
আর সেই পৃথ্বী-সুতা—আঁধারের উদূখলে দলি’ তার দুই-দেহ-রূপ,
সেই চূর্ণ তেজোমুষ্টি মিলাইয়া এক নারী কর গো নির্ম্মাণ—
আনন্দ-সুন্দর তনু, স্বপনের অতিথিনী, কামনার পূর্ণ প্রতিমান !
ধন্য হ’ব সেইদিন, এক-রূপে ভুঞ্জিব দোঁহারে—
কুলবধূ যশোধরা, বারবধূ বসন্তসেনারে।”

প্রেতপুরী

(George Sylvester Viereck)

শুয়ে আছি তোমার সকাশে—
ক্লান্ত দেহ, নেত্রে তবু নিদ্রা নাহি আসে।
হেরিতেছি, মদ্যসম আরক্তিম তব ওষ্ঠাধরে—
পিপাসার শুষ্ক মরু’পরে,

ক্ষণে-ক্ষণে খেলিতেছে একটুকু হাস্য-মরীচিকা!
যেন কত শতাব্দীর অনির্ব্বাণ শিখা
পাষাণ-প্রেয়সী-মুখে হয় নি বিলীন!
আজও ক্ষীণ রেখা তার হেরি' উদাসীন
তরুণ চারণ-কবি—বাউল প্রেমিক!
ধূলি-ঝড়ে দিগ্বিদিক্
অন্ধ যবে, পুরাতন পুরীর চত্বরে
এমনি সে হাসি যেন নিবে আসে রূপসীর অধর-পাথরে!
যেন আর মনে নাই ধরণীর কোন দুঃখ সুখ,—
গীত আর লালসার মদালসে তবু তার হেসে ওঠে মুখ!

কত দিন-রজনীর—কত বরষের—
প্রেমিকের চাটুবাণী, অন্তহীন ছলনার ফের
দিব্যজ্ঞান দানিল তোমায়—
আশা নাই, তবু তব পিপাসার অবধি কোথায়!
এমনি ভাবিতেছিনু, কহি নাই কিছু—
সহসা হেরিনু, কারা চলিয়াছে আগু আর পিছু,
—বিগত দিনের তব অগণিত হৃদয়বল্লভ,
করিবারে বাসনার বাসন্তী-উৎসব
তব দেহ-ভোগবতী তীরে!—
আমারি মতন তারা পতি ছিল অন্তরে বাহিরে?
তারা বুঝি হেরিয়াছে অচতুরা বালিকার রতি-বিহ্বলতা,
শঙ্কাহীনা নবীনার নব-নব পাতকের কীর্ত্তিকুশলতা!
হেরি' উরসের যুগ্ম যৌবন-মঞ্জরী
যে-অনল সর্ব্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চরি'
মর্ম্মগ্রন্থি মোর
দাহ করি', গড়ে পুনঃ সোহাগের স্নেহ-হেম-ডোর—
সে অনল-পরশের আশে
মোর মত দেখি তারা ঘুরে' ঘুরে' আসে তব পাশে!
বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে

পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—
খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব্ব-অগ্রে, ব্যগ্র জনে-জনে,
অতনুর তনু-তীর্থে, লাবণ্যের লীলা-নিকেতনে !

যত কিছু আদর-সোহাগ
শেষ করে' গেছে তারা ; মোর অনুরাগ—
চুম্বন, আশ্লেষ—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহু-কৃত প্রণয়ের হীন অনুকৃতি !
—জানি, আমি জানি,
সেদিনও যে এসেছিল মোর মত প্রেম-অভিমানী—
ল'য়ে তারও চুলগুলি
এমনি করেছে খেলা চম্পক-অঙ্গুলি।
আছিল কি আছিল না সে জন সুন্দর,
সে কথার দিও না উত্তর—
বৃথা এ জিজ্ঞাসা !
এমনি ছলনা করি' কেড়েছিলে নিত্য-নব নাগরের মিথ্যা ভালোবাসা
আজি এ নিশায়,
মনে হয় তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়া তোমায়—
তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা !
যত কিছু পান করি রূপ-রসধারা—
তারা পান করিয়াছে আগে,
সর্ব্বশেষ ভাগে
তাদেরি প্রসাদ যেন ভুঞ্জিতেছি, হায় !
নাহি হেন ফুল-ফল কামনার কল্প-লতিকায়,
যার 'পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হরে নাই যাহার পরাগ !
ওগো কাম-বধূ !
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু ?
রেখেছ কি আমার লাগিয়া সযতনে
মনোমঞ্জুষায় তব পিরীতির অরূপ-রতনে ?

আর কোনো অভিনব প্রেমের চাতুরী
—মন্দ-বিষ মোহের মাধুরী ?
অন্তরের অন্তঃপুরে সুনির্জ্জন পূজার আগার
আছে হেন—আর কেহ করে নাই আজও অধিকার ?
কারো স্মৃতি দাঁড়াবে না দু' বাহু পসারি'—
প্রবেশিব যবে সেথা আমি পান্থ, প্রেমের পূজারী ?

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ !
তাই, যবে চাই তোমাপানে—
দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সন্ত-বলিদান !
—চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !
যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্ত্তি ভাসে !
—দিকে দিকে প্রেতের প্রহরা !
ওগো নারী, অনিন্দিত কান্তি তব ! মরি মরি, রূপের পসরা !—
তবু মনে হয়,
ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয় !

* * *

কামনা-অঙ্কুশঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !
তীব্র সুখ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্ত্তনাদে,
নীরব নিশীথে কারা হাহাস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে !

অন্তর-দাহ

(Ste phan Mallarme)

আজ রাতে আসি নাই দেহ তব করিতে হরণ,
পিশাচী ! তোমার দেহে ত্রিলোকের পাপের লাঞ্ছনা-
আজ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ স্রস্ত করিব না
উত্তপ্ত চুম্বন-ঝড়ে ; কর আজ মোরে বিতরণ
তোমার সে গাঢ় নিদ্রা, যার তলে হও বিস্মরণ
মুহূর্ত্তে মনের গ্লানি—দুষ্কৃতির সকল শোচনা !
দাও মোরে সেই ঘুম, তুমি যার করেছ সাধনা—
সে মহা-বিস্মৃতি কেহ মরণেও করে না বরণ !

আমিও তোমারি মত কাম-রণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী—
অসহ্য তাহার জ্বালা, কাল-চক্র নহে এত ক্রূর !
তবু তুমি পাপের সে বিষ-দন্তে নাহি কর ভয়,
হৃদয় পাষাণ তব, উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি !
আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা-মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর !
একাকী শুইতে তাই বড় ডরি, পাছে মৃত্যু হয় !

প্রেমহীন

(Rupert Brooke)

বলেছিনু মিছা-কথা—"আমি তোমা বড় ভালবাসি"।
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে !
সে দুরূহ দুঃখ সহে—দেব, কিম্বা মূঢ় মর্ত্ত্যবাসী
তোমা সম,—রুচি নাই সে নির্ম্মল মধু-হলাহলে।
প্রেমী উঠে ঊর্দ্ধ-স্বর্গে—অতি-সুখে মূর্চ্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে—উল্কাসম অগ্নিবেগবান্ !
আধ-আলো-অন্ধকার মধ্য-শূন্যে ভ্রমে কত জনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে—এমনি অজ্ঞান—

ভালবাসে কি না বাসে ; বাসে যদি কেবা সেই প্রিয়া !—
কাব্যের মানসী-বধূ, কিম্বা কোন চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ-মুখ হেরি' মুগ্ধ হিয়া !
বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল ;
দুঃখ নাই, সুখও নাই—দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া !
আমিও তাদের দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।

নিঠুরা-রূপসী

(John Keats)

১

আহা, কেন হেন ম্লান মুখ তব,
ওগো যুবা-বীর অশ্বারোহী ?
কেন একা হেথা ঘুরিয়া বেড়াও,
কেমন বেদনা বক্ষে বহি' ?

দেখ, শুকায়েছে কুমুদের দল,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা ;
হাহা করে মাঠ—কাঠবিড়ালীও
কোটরে ভরেছে ক্ষেতের সোনা।

আহা, তুমি কেন এ-হেন সময়ে
ঘুরিয়া বেড়াও অশ্বারোহী ?
দেহ হ'ল ক্ষীণ—বদন মলিন,
কোন্ সে বেদনা বক্ষে বহি' ?

কেয়াফুল জিনি' পাণ্ডু ললাট
জরের শিশিরে ভিজিয়া ওঠে,
দুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ—
রক্তের আভা নাই যে মোটে।

২

আমি দেখেছিনু প্রান্তর-পথে
সুন্দরী এক, পরীর পারা—
পিঠ-ভরা চুল, চরণ রাতুল,
উদাস আকুল অক্ষিতারা!

তখনি তাহারে তুলিয়া লইনু
এই ছুটন্ত ঘোড়ার 'পরে ;—
পাশ থেকে ঝুঁকে সমুখে হেলিয়া,
কালো কেশপাশ বাতাসে মেলিয়া,
সারা দিনমান গাহিল সে গান
কপোত-করুণ কণ্ঠ-স্বরে ;
জানি না কেমনে কেটে গেল দিন
চেয়ে তারি সেই বিম্বাধরে।

ফুল বিনাইয়া কপালে পরানু,
দু'হাতে পরানু ফুলের বালা,
ক্ষীণ কটিতটে নীবির বাঁধনে
দুলাইয়া দিনু ঝুমুকা-মালা ;
মৃদু মধু-স্বরে গুমরি' গুমরি'
ভালবাসা-চোখে চাহিল বালা।

মাটি থেকে তুলে' কত মিঠা-মূল,
বন হতে আনি' জংলা মধু,
পায়স-পীযূষ পিয়া'ল আমারে
মোর সে মোহিনী রূপসী-বধূ ;
কি এক ভাষায় কুহরিল কানে
'বড় ভালবাসি তোমারে, বঁধু'

নিয়ে গেল শেষে গিরিগুহাতলে—

ছোট্ট সে ঘর, পরীর বাসা ;
সেথায় আমারে বাহুপাশে বাঁধি'
কাঁদিয়া জানালো কি ভালবাসা !
ঢেকে দিনু শেষে চারিটি চুমায়
তার সে চাহনি সর্ব্বনাশা ।

গান গেয়ে গেয়ে পাড়াইল ঘুম,
দেখিনু স্বপন ঘুমের ঘোরে—
হায় বিধি, হায় !—সেই হ'তে আর
দেখি নি স্বপন শীতের ভোরে !

দেখিনু স্বপন, যেন কত রাজা
কত রাজ-রথী, পুরুষ-বীর—
সবে শব-সম পাংশু-বদন,
চাহিয়া রয়েছে—পলক থির !

সহসা সকলে একসাথে যেন
কাতরে ডাকিয়া কহিল মোরে—
"নিঠুরা-রূপসী নারী কুহকিনী
বাঁধিয়াছে তোরে কুহক-ডোরে !"

সেই আবছায়া-আঁধারে তাদের
পিপাসা-অধীর ওষ্ঠাধরে,
ব্যাদান-বদনে, সে কি বিভীষিকা !—
চমকি' জাগিনু তাহার পরে ।
সেই হ'তে দেখি, ঘুরিতেছি—হেথা
এই পথহীন তেপান্তরে ।

তাই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াই
ম্লান ছায়াসম, শূন্যমনা—

যদিও শালুক শুকায়েছে কবে,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা।

শ্যালট-বাসিনী

(Alfred Lord Tennyson)

প্রথম পর্ব্ব

নদীতীরে ক্ষেতগুলি যব সরিষার
ঢেকে আছে সারা ভুঁই এপার-ওপার—
যেন ছুঁয়ে আছে দূর আকাশ-কিনার,
একটি সে পথ গেছে মাঠের মাঝার
ক্যামেলট-শহরের পানে ;
প্রবাসী পথিক কত যায় আর আসে,
চেয়ে চেয়ে দেখে যেথা 'লিলি'গুলি হাসে—
শ্যালট নামে সে দ্বীপ—তারি চারিপাশে,
—দ্বীপটি নদীর মাঝখানে।

'আস্‌পেন্' শিহরায়, 'উইলো' খনে-খনে
শাদা হয়ে যায় মৃদু বায়ুর বীজনে,
জলতলে কাঁটা দেয় কালো ঢেউ সনে,
বহে নদী নিরবধি আপনার মনে—
রাজপুরী ক্যামেলট-মুখে।
চারিটি দেউড়ি আর চারিটি প্রাচীর,
সমুখে একটু জমি, ফুলেদের ভিড়—
শ্যালট-সুন্দরী থাকে শান্তি-সুনিবিড়
সে নিকুঞ্জে, দ্বীপটির বুকে।

'উইলো'-বনে-ঢাকা তীর—কিনারাটি দিয়ে
বড় বড় ভারি ভরা যায় বেয়ে নিয়ে
গুণ-টানা ঘোড়া ; কভু পান্‌সীর নেয়ে

ফুলায়ে চিকন পাল, দ্রুত তরী বেয়ে
চলে' যায় ক্যামেলট পানে।
কেহ কি দেখেছ কভু হাতখানি তাঁর—
বাতায়নে দাঁড়াইতে শুধু একবার ?
শ্যালট-বাসিনী যিনি—সারা দেশটার
কেউ তাঁর পরিচয় জানে ?

শুধু যবে কৃষাণেরা বিহান-বেলায়
শীষে-ভরা যবগুলি কেটে থাক্ ছায়,
শোনে গান—জলে তার মাধুরী লুটায়,
নিরমল স্রোতখানি যবে বয়ে যায়
ঘুরে ঘুরে ক্যামেলট পানে।
দিনশেষে উঁচু মাঠে সাঁজের হাওয়ায়
আঁটিগুলি সাজাইতে চাঁদিনী-বেলায়,
'শ্যালটের পরী বুঝি ওই গান গায়'—
শুনে' তারা কয় কানে-কানে।

দ্বিতীয় পৰ্ব্ব

সেইখানে বসে' সারা দিবস-রজনী
রঙীন সুতায় বোনে মায়ার বুননি ;
শুনেছে কি শাপ আছে—কিসের অশনি
পড়িবে তাহার শিরে, চাহিবে যেমনি
ক্যামেলট-পুরী যেই দিকে।
কি যে সেই অভিশাপ—গেছে সে পাসরি',
তাই শুধু বুনে' যায়—রঙের লহরী !
বড় একা থাকে সেথা শ্যালট-সুন্দরী
আলো করি' সেই ঘরটিকে।

বারোমাস টাঙানো সে দেয়ালের গায়

মুখোমুখি একখানি বড় আয়নায়
বাহিরের যত ছবি চমকিয়া যায় !
তারি মাঝে পথখানি দেখিবারে পায়—
ক্যামেলট পানে গেছে মাঠ ঘাট বেয়ে ;
তারি মাঝে পাক খায় ঘূর্ণী নদীর,
তারি মাঝে চোখে পড়ে চাষাদের ভিড়,
তারি মাঝে রাঙা-বাস গ্রামবাসিনীর
ফুটে ওঠে—হাটে যায় পসারিনী মেয়ে।

যুবতীরা চলে' যায়—প্রাণে কত সুখ,
মোহান্তর ঘোড়া ওই হাঁটে টুগবুগ্ ;
কভু বা কোঁক্ড়া-চুল রাখালের মুখ,
মাথায় বাব্রি, গায়ে লাল টুক্টুক্
জামা কভু—চাকরেরা ক্যামেলটে ধায়।
কখনো সে আয়নার নীলাকাশ-তলে
ঘোড়া চড়ি' যায় বীর যুগলে যুগলে—
আহা, কোনো বীর কভু নারীপূজা-ছলে
রাখিবে না মনখানি তার দুটি পায় !

তবু সে বুনিতে সদা সাধ হয় বটে
আয়নার ছায়া-ছবি, যবে নদীতটে
শব লয়ে যায় রাতে দূর ক্যামেলটে—
সাথে কত রোশ্নাই, আকাশের পটে
মুকুটের চূড়া সারি-সারি ;
কিম্বা, যবে চাঁদ ওঠে মাথার উপর,
বিজনে বেড়াতে আসে নব বধূ-বর—
"ছায়া আর ছায়া দেখে প্রাণ জরজর !"
—কেঁদে কয় শ্যালট-কুমারী।

তৃতীয় পর্ব্ব

ঘর হ'তে এক রশি—যেথা নদীপারে
পড়ে' আছে যবগুলি কাটা ভারে ভারে,
ঘোড়া চড়ি' ল্যান্সেলট তাহারি মাঝারে
চলেছেন, দু'পায়ের কবচে দু'ধারে
ঝলসিছে খর-রবিকর।
হলুদ মাঠের বুকে ঢালখানি জ্বলে—
নারী এক আঁকা তায়, তারি পদতলে
যুবক সন্ন্যাসী-বীর শুধু পূজাছলে
জানু পাতি' আছে নিরন্তর।

ঘোড়ার লাগামখানি মণি-মুকুতায়
ঝলকিছে—ছায়াপথে আকাশের গায়
যেমন তারার মালা চিকি-মিকি চায়,
সোনার ঘুঙুরগুলি বাজিতেছে তায়—
চলে বীর দূর ক্যামেলটে।
কাঁধ হ'তে ঝুলে আছে কোমরে তাঁহার
ভারি এক রণভেরী—সবটা রূপার ;
সাঁজোয়ার সাজগুলি বাজে বারবার,
—শোনা যায় সুদূর শ্যালটে।

মেঘহারা নিরমল নীল নভ-তলে
জড়োয়া-জিনের 'পরে আলোক উছলে ;
মুকুট, মুকুট-চূড়া একসাথে জ্বলে,
একখানি শিখা যেন দিনের অনলে !—
ধায় বীর দূর ক্যামেলট ;
উড়ায়ে আলোক-শিখা উল্কা-যেন ধায়,
তারাময় নীল-নিশা লাল হয়ে যায় !
টেনে চলে একখানি আগুন-রেখায়,
—নদীবুকে ঘুমায় শ্যালট।

উদার ললাটে এসে পড়ে রবিকর,
ঝক্‌ঝকে খুর ঘোড়া চাপে ভূমি'পর ;
মুকুটের তলে যেন মসীর নিঝর—
ঢেউ-তোলা চুলগুলি পড়ে থরে-থর,
—বীরবর ধায় ক্যামেলটে।
সহসা ঝলসি' ওঠে মুকুর-তিমিরে
সেই ছবি দুই হ'য়ে, তীরে আর নীরে—
'তা-রা লা-রা'—ল্যান্সেলট গায় নদীতীরে,
শ্যালটের বড় সে নিকটে।

বুনানি ফেলিয়া বালা তাঁত ছেড়ে উঠে
তিন পা বাড়ায়ে এল বাতায়নে ছুটে,
দেখিল সে জলতলে 'লিলি' আছে ফুটে,
দেখিল মুকুট, আর পালক মুকুটে—
আঁখি-পাখি ক্যামেলটে ধায়।
অমনি বুনানি ছিঁড়ে' উড়িল বাতাসে,
আয়না দুখান হয়ে ফাটিল দু'পাশে,
'এতদিনে'—কহে বালা প্রাণের হুতাশে,
'সেই বাজ পড়িল মাথায় !

চতুর্থ পর্ব্ব

অতি বেগে পূবে-হাওয়া স্বনিছে শ্বসিছে,
পীত-পাণ্ডু পাতাগুলি কাননে খসিছে,
কূলে কূলে কালো নদী কেঁদে উছসিছে,
নত-মেঘ ক্যামেলটে ঘন বরষিছে,
রাজপুরী যেন উদাসিনী !
একখানি তরী বাঁধা 'উইলো'-তরুতলে,
ধীরে ধীরে নেমে বালা তারি পানে চলে ;
লিখিল আপন হাতে তরণীর গলে—
'শ্যালট-বাসিনী'।

যোগাবেশে যোগী যথা নেহারে আপন
নিদারুণ নিয়তির লীলা-সমাপন,
সেই মত—আভাহীন উদাস আনন—
দূর নদী-সীমা'পরে তুলিয়া নয়ন
চাহিল বারেক বালা ক্যামেলট পানে।
দিন-শেষে এল যবে বিদায়-গোধূলি,
শুইয়া তরণী 'পরে রশি দিল খুলি'—
বিশাল নদীর বুকে তরী দুলি' দুলি'
ভেসে গেল স্রোত-মুখে বাতাসের টানে।

তুষারের মত শাদা বসন তাহার
এদিক ওদিক উড়ে' পড়ে বারবার ;
টুপ্‌টাপ্‌ ফেলে পাতা তরু সারে-সার,
রিনি-রিনি করে রাত্তি, স্তব্ধ চারিধার—
ক্যামেলট পানে, হের, ভেসে যায় তরী।
'উইলো'-ঘেরা উঁচু পাড়, ক্ষেত-খোলা দিয়ে,
তরী চলে এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে গিয়ে ;
দুই তীরে যত লোক শোনে চমকিয়ে—
শেষ গান গায় আজ শ্যালট-সুন্দরী !

কে যেন গভীর স্বরে করে স্তবগান—
কভু উচ্চ কণ্ঠ তার, কভু মৃদু তান !
ক্রমে রক্ত হিম হ'ল, দেহটি অসান,
আঁধার আঁধার হ'য়ে এল দু'নয়ান,
—তখনো তাকায়ে আছে ক্যামেলট পানে।
এখনো তরীটি তার পড়েনি সাগরে ;
প্রথম যে বাড়িখানি জলের উপরে,
সেইখানে পহুঁছিয়া—সে নহে শহরে—
প্রাণটুকু শেষ হ'ল গানে।

দালান খিলান ছাদ গম্বুজ প্রাকার
সারি সারি বেড়িয়াছে নদীর কিনার ;
তারি তলে মৃত্যু-পাণ্ডু তনুখানি তার
ক্যামেলট পানে ভেসে চলে অনিবার—
কালো জলে শ্বেত-সরোজিনী !
ছুটে আসে নর-নারী নদীর সোপানে,
আসে ধনী, আসে মানী—চাহে তরীপানে,
গায়ে তার লেখা কি যে পড়ে সাবধানে—
'শ্যালট-বাসিনী'।

একি হেরি ! কেবা এই ! আসিল কেমনে ?
শতদীপ-আলোকিত রাজার ভবনে
থেমে গেল হাসি-গান, সভাসদ্‌গণে
সভয়ে দেবতা-নাম স্মরে মনে মনে,
—যত বীর রাজ-অনুচর।
বীরবর ল্যান্সেলট কি ভেবে না জানি,
কহিলেন অবশেষে—"বেশ মুখখানি !
বিভুর কৃপায় যেন শ্যালটের রাণী
শান্তি পায় মরণের পর।"

ভাগবত-পাঠ

(জার্ম্মান কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

শোন্ দেখি বাছা, দরজায় যেন কিসের শব্দ হয়—
এত রাত্তিরে কেন বা এমন নড়ে !
না গো, মা-জননী ! শব্দ ও কিছু নয়—
বাতাসের ডাক, দুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে।

শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"জেরুজালেমের যতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ো না,
বন-পথ বাহি' আসিছে বঁধুয়া—ওই যে যেতেছে শোনা !
পথের পাথরে—শুনি আমি,—তার চরণের ধ্বনি বাজে,
নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি-কেশের মাঝে।"

ওই শোন্ বাছা, বাড়ির ভিতরে মানুষের সাড়া পাই—
গুটি গুটি যেন সিঁড়ি বেয়ে কেউ আসে !
না গো, মা-জননী ! কেহই কোথাও নাই,
ইঁদুর ছুটিছে, ঝিঁঝিঁরা ডাকিছে ঘাসে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।

"জেরুজালেমের যুবতীরা শোন,—আছে মোর বঁধুয়ার
নীল আঙুরের কুঞ্জ-বিতান, মধুর রসের সার !
পাণ্ডুবরণ আনার সেথায় ক্রমে হয় সিন্দূর,—
এ সব ছাড়িয়া পরাণ-বঁধুয়া আসিয়াছে এতদূর !"

ওরে বাছা, তোরে ভূত কি পিশাচে পাইয়াছে নিশ্চয়—
পায়ের শব্দ শুনি যে মেঝের 'পরে !
না গো, মা-জননী ! ভূতের সাধ্য নয়—
হয়তো সে কোন্ দেবতা এসেছে ঘরে !

শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"মম বল্লভ, হে বর-নাগর, চির-সুন্দর চোর !
আজি এ নিশীথে নিবারিতে নারি হিয়ার কাঁপনি মোর !
নিবিয়াছে দীপ, নিদ্রিত পুরী নিবিড় অন্ধকারে—
এ হেন সময়ে, রাজার প্রহরী ! ছাড়িয়া দিয়ো গো তারে !

গান

(Christina Rossetti)

আমি মরে' গেলে, ওগো প্রিয়তম,
গেয়ো না কাতরে করুণ গান,
কবরে আমার দিয়ো না গোলাপ,
অথবা ঝাউয়ের ছায়া সে ম্লান !
নবীন দূর্ব্বা আপনি তুলিবে
হিমকণা আর বৃষ্টিধারে—
মন চায়, রেখো অভাগীরে মনে,
মন নাহি চায়, ভুলিয়ো তারে !

এই আলো-ছায়া পড়িবে না চোখে,
গায়ে লাগিবে না বৃষ্টি-শীত,
রাতের পাখিটি গাবে সারারাত—
শুনিব না তার ব্যথার গীত ;
নাই কভু যার অস্ত-উদয়—
সেই গোধূলির স্বপন-বনে
হয়তো তোমারে ভুলে যাব, সখা,
হয়তো তোমারে পড়িবে মনে !

মনে রেখো

(ঐ)

আমারে রাখিও মনে, চলে' যবে যাব সেই দেশে—
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান ;
তখন ও হাতখানি এ হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।
এত যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ, সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়ে'-তোলা বাসনার হবে অবসান!
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে, কিছুকাল পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ কর—চিত্তে যেন নাহি হয় ক্লেশ ;
আমার এ দেহ যদি ততদিনে মাটি হয়ে যায়,
জেগে থাকে তবু তাহে এতটুকু চেতনার লেশ—
জেনো তবে—ব্যথা যদি পাও, সখা, স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থেকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ!

যদি

(ঐ)

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
পদ্মের বীজ জলতলে ফেলি' রব না বসি' ;
রোপণ করিব সেই ফুল শুধু আগুন-কোণে,
সদা যা ফুটিয়া পড়িবে খসি'।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
শুনিব না আমি যেই গান গায় রাতের পাখি ;

দিনের আলোয় গান গায় যারা ঝটিকা-সনে,
তাহাদেরি সাথে উঠিব ডাকি'।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
যদি আসে!—হায়, জীবনে এখন সকলি 'যদি'!—
ভাবিব না আর দূরের ভাবনা অন্যমনে,
বাঁধিতে চাব না স্রোতের নদী।

দিন যায়, সে যে চলেই যায়,
হেসে খেলে তারে দিব বিদায়,—
আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
জাগিয়া রহিব প্রথমাবধি।

জন্মদিন

(ঐ)

আজি এ হৃদয় পাখিটির মত
গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে,
আপেল-তরুর মতন আজি সে
ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে!
যেন সে রঙীন ঝিনুক-তরীটি
বাহিছে নিথর নীল সাগর,
আজ মোর প্রাণে সুখ ধরে না যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর!

শয়নের বেদী উঁচু করে' বাঁধি
ফুলমালা তায় দুলায়ে দে,
সোনার সুতায় বোনা সে চাদরে
মুকুতা-ঝালর ঝুলায়ে দে!

আঁকি' তোল্ তায় পাখি-ফুল-ফল—
লতায় পাতায় সুমনোহর,
আজি এ প্রাণের জন্মতিথি যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর !

দুর্গম

(ঐ)

'সারা পথ কিগো এমনি উচল—উঠেছে পাহাড় বেয়ে ?'
—তাহাতে যে ভুল নাই !
'দীর্ঘ দিনেও ফুরাবে না পথ, চলিতে হবে কি ধেয়ে ?'
.—সকাল হইতে সন্ধ্যা-নাগাদ, ভাই !

'পথের অন্তে রাত্রিবাসের আছে কি পান্থশালা ?'
—আছে, আছে, যবে সন্ধ্যা নামিবে ধীরে।
'আঁধারে অন্ধ—খুঁজিয়া না পাই যদি সেই একচালা ?'
—হ'তেই পারে না, পাবে সে আবাসটিরে।

'আরো সে অনেক পান্থজনের পাব কি সে রাতে দেখা ?'
—আগে যারা গেছে তারাই সেথায় র'বে।
'ডাকিতে হবে, না—ঘা দিব দুয়ারে, দাঁড়ায়ে একা ?'
—দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকিতে কভু না হবে।

'দীর্ঘপথের ক্লান্ত পথিক—লভিব শান্তি-সুখ ?'
—সব দুঃখের অবসান সেই ঘরে।
'শয্যা সেথায় আছে কি বিছানো ঘুমাইতে একটুক্ ?'
—যে আসে তাহারি তরে।

প্রেমের পাঠ

(Clemant Marot)

মনে বড় খুসী, মুখে বলে, না, না,—
ভঙ্গি সে সুমধুর
সরলা বালারে বড় যে মানায়,
তুমিও শেখ না তাই!
এমন সহজে রাজি হ'য়ে যাওয়া—
নয় সে যে ততদূর—
অর্থাৎ কিনা—একটু সে ইয়ে—
তুমিই বোঝ না, ভাই!

তা' বলে' ভেবো না, আমার পাওনা
ছেড়ে দেব একটুক্—
চুমো খেতে গিয়ে থেমে যাব শেষে
আমিও অর্দ্ধপথে!
আমি শুধু চাই, তেমন সময়ে
ফেরাবে না বটে মুখ,
বলিবে তবুও—'আহা ও কি কর?
হবে না সে কোনমতে!'

আমার প্রিয়তমা

(Heinrich Heine)

আমার প্রিয়তমার দুটি উজল আঁখিতারা,
বাখানি তা'য় কবিতা লিখি কত!
আমার প্রিয়তমার দুটি অধর 'চেরী'-পারা—
উপমা তারি রচিনু মনোমত।

আমার প্রিয়তমার দুটি কপোল কমনীয়,
গেঁথেছি তারো শোভার সুধা-গীতি ;
হৃদয়, আহা, হইত যদি তেমনি রমণীয়—
দিতাম রচি' সনেট নিতি নিতি !

এমন রবে না

(ঐ)

এখন তোমার গাল দু'খানিতে
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ,
বুকের মাঝারে সুকঠিন শীত,
সেথা বাস করে দারুণ মাঘ !
এর পর, সখি, এমন রবে না—
কালের কঠিন নিঠুর দাপে
গাল দুটি হবে শীত-জর্জ্জর,
হৃদয় গলিবে সূর্য্যতাপে।

দ্বিতীয় বার

(ঐ)

প্রথম প্রেমে যে পরাজয়ও ভাল !
—সে দুর্ভাগারে প্রণাম করি,
যদি সেই জন ফের প্রেম করে,
পায় না সেবারও—গলায় দড়ি !

আমি যে তেমনই মহান মূর্খ—
নিষ্ফল হ'নু দ্বিতীয় বার ;
রবি, শশী, তারা হেসে হ'ল সারা,
হাসে সে-ও—টুটে পরাণ যার !

চরম দুঃখ

(ঐ)

চিরদিন সবে জ্বালালো আমারে,
সহিনু কত না অত্যাচার—
কেহ জ্বালায়েছে ভালবাসা দিয়ে,
কেহ শত্রুতা করেছে সার।

জীবনের সুখ-শান্তির মাঝে
কেহ ঢালিয়াছে প্রেমের বিষ,
কেহ বা তাহারে করিয়াছে কটু
ঢালি' বিদ্বেষ অহর্নিশ।

তবুও যে জন সবচেয়ে দুখ
দিয়াছে আমার এই প্রাণে—
ভালও বাসে নি, ঘৃণাও করে নি,
ফিরেও চাহে নি মুখপানে!

জীবন-মরণ

(ঐ)

এক্ষুনি ভাই জিন কসে' তুমি ঘোড়াটার পিঠে ওঠো,
মাঠ বাট বন পার হয়ে সেই রাজার পুরীতে ছোটো।
সবচেয়ে জোরে ছুটিতে যে পারে, সেই ঘোড়া বেছে নাও—
এই রাতে আজ এক্ষুনি সেই দূর পথে পাড়ি দাও।

সেথা পৌঁছিয়া অশ্বশালায় চলে যেয়ো চুপিসারে,
কিছুখন পরে কেহ বা তোমায় দেখিয়া ফেলিতে পারে;
তখন তাহারে এই কথা শুধু কোরো ভাই জিজ্ঞাসা—
রাজকন্যার কোন্‌টির বিয়ে?—ওইটুকু মোর আশা।

কালো চুল যার, সেইটির বিয়ে—এই কথা যদি বলে,
তা' হ'লে তখনি ছুটে চলে' এস, যত জোরে ঘোড়া চলে!
আর যদি বলে, সেই কন্যার—সোনা হেন যার চুল,
ফিরে এস আর না-ই এস—দুই-ই মোর কাছে সমতুল!

তাই যদি হয়, আসিবার কালে কিনে এনো মোর তরে
একগাছি দড়ি, যে দড়ি মানুষে গলায় বাঁধিয়া মরে।
করিও না ত্বরা, ফিরে এসো তুমি অতি ধীরে পথ চলি',
হাতে দিও শুধু সেই দড়িগাছি একটি কথা না বলি'।

ঘোষণা

(ঐ)

সন্ধ্যার ঘোর ঘনায় অন্ধকারে,
সাগরে বাড়িছে জোয়ারের কলরব ;
সৈকত-ভূমে ব'সে আছি একধারে,
হেরিতেছি সাদা ঢেউয়েদের উৎসব।
ক্রমে সে আমারো বক্ষ ফুলিয়া ওঠে
সিন্ধুর মত,—জাগে কোন্ ব্যাকুলতা ?
মন কার পানে অধীর হইয়া ছোটে,
বাড়িয়া উঠিল দারুণ বিরহ-ব্যথা!
সে যে তোমা লাগি', ওগো হৃদয়েশ্বরী!
তোমারি মূরতি হেরি যে আঁখির আগে ;
ওগো মায়াময়ী মর্ত্ত্যের অপ্সরী!
ডাকিতেছ যেন আমারেই অনুরাগে!
বহে সব ঠাঁই সেই কণ্ঠের সঙ্গীত-সুরধুনী—
বায়ুর বাঁশীতে, জলের কলোচ্ছ্বাসে,
কান পাতি' সেই কণ্ঠের ধ্বনি শুনি
আমার বুকের মৃদুতর নিশ্বাসে!

নল-খাগ্‌ড়ার শীর্ণ কলমে লিখিনু বালুর তটে—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি',
সাগরের ঢেউ এমনি নিঠুর বটে—
মুছিয়া দিল তা' তখনি ছুটিয়া আসি' !
ওগো দুর্ব্বল তৃণের লেখনী, বেলাভূমি বালুময়,
ওগো দয়াহীন ঊর্ম্মির দল !—তোমাদেরে আর নয় !
আকাশের পট কালো হয়ে ওঠে যত,
হৃদয়ে আমার বাসনার বেগ তত ।
মনে হয়, ভাঙি' মহা-অরণ্য হ'তে
বনস্পতির শাখাটি দীর্ঘতম,—
ডুবাইয়া মুখ গিরির অনল-স্রোতে
করি' লই তারে অগ্নি-লেখনী মম !
লিখি তাই দিয়ে আকাশ-ললাটে, ভেদিয়া আঁধাররাশি—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি ।'
যুগযুগান্ত নিশার আকাশে জ্বলিবে সে লেখা মোর,
আগুনের লেখা আঁধারে অনির্ব্বাণ !
কোটি নরনারী পড়িবে হরষে ভোর—
স্বর্গ-তোরণে বাণী সে দীপ্যমান ;
তারাও পড়িবে, আজো যারা নয় ধরণীর অধিবাসী—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি ।'

প্রেমের স্বরূপ

(ঐ)

চায়ের টেবিলে বসি' কয়জনে
প্রেমের বিষয়ে কহিছে কথা ;
পুরুষেরা বাকি বসি' চুপচাপ,
মেয়েরা সকলে হাস্যরতা ।

কহিলা জনেক জন-হিতৈষী—
'সেই প্রেম—যাহা দহে না দেহ'!
পত্নী তাঁহার হাসি চাপিলেন,
তাঁর চেয়ে বেশি জানে কি কেহ?

'ঘর-করনার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়'—
অধ্যাপকের এ কথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন'—ছাত্রী কয়।

হেনকালে কহে জমিদার-জায়া,
'প্রেম অসি-সম করাল ক্রূর'!—
স্বামীরে পেয়ালা আগাইয়া দিতে
গাল লাল হ'ল সেই বধূর।

তুমি যে সেদিন ছিলে না সেথায়
চেয়ে' মোর পানে ভাবের ভরে,—
দু'জনে নীরবে দিতাম বুঝায়ে
এত বকাবকি যাহার তরে!

গুপ্তকথা

(ঐ)

নয়নে অশ্রু, দীর্ঘনিশাস দেখিতে পাবে না আর,
মুখে হাসি নাই—সে শুধু হাসির রব;
আমার প্রেমের গোপন-তত্ত্ব কে করে আবিষ্কার?
কথায় ধরিয়া ফেলিবে—অসম্ভব।

দোল্‌নার ওই শিশুটি, অথবা যে জন কবরে আছে—
তারাও যদি বা দিতে পারে সংবাদ,
আরো যে গোপন, আরো অকথন সে কথা আমার কাছে,
—জীবনের সেই সুমহান অপরাধ !

কৈফিয়ৎ

(ঐ)

কেন যে গড়িনু এ-হেন বিশ্ব,
এমন জগৎ জ্যোতির্ম্ময়—
শুনিবে কারণ ?—প্রাণে জ্বলেছিল
কামনা-বহ্নি সুদুর্জ্জয় ।

সেই সে ব্যাধির বিষম তাড়না
শেষে ঘটাইল এই ব্যাপার !
যেই সারা হ'ল—জ্বালা জুড়াইল,
হইনু নীরোগ নির্ব্বিকার ।

পত্নীহারা

(William Barnes)

দেখতে যখন পাবই না আর
মুখখানি তোর, ঘর্‌কে গেলে—
বসব এখন বিজন-মাঠে
অশথ-তলায় দুই পা' মেলে ।
অশথ-তলায় কখ্‌খনো তুই
বসিস্‌ নি ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

পোষের শীতে উঠানটিতে
রোদ পোয়াতিস্ আমার পাশে—
এবার থেকে ভোরের বেলায়
বস্‌ব গিয়ে ঠাণ্ডা ঘাসে।
নিওর-ঝরা গাছের তলায়
আস্‌বি নে ত', সোনামণি!—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি!

খাবার বেলায় ঘরের দাওয়ায়
বাজ্‌বে না আর পৈঁছে কাঁকন,
ভাত ক'টি তাই গামছা পেতে
মাঠের ধারেই খাব এখন;
মাঠের ধারে ভাত বেড়ে তুই
দিতিস্ নে ত', সোনামণি—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি!

সাঁজের বেলায় আর কে শোনায়
ঠাকুরদের সে নামের পালা?
এখন আমি একাই ডাকি—
হয় না সে ডাক পরাণ-ঢালা।
বলি, ঠাকুর! আর কতদিন?
—পাঠাও মোরে ঐ আকাশে,
হোথায় আছে সোনামণি—
আর কতদিন রয় একা সে!

মরা-মা

(Robert Buchanon)

ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমের ঘোরে,
শ্মশান-ঘাটে, নদীর দিকে শিয়র করে'।
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে,
জলের ছুলচ্ছুলধ্বনির কলস্বনে।
দুপুর রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদূরে,
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দূরে!
মেয়ে কাঁদে!—আমার নন্দরাণীর গলা!—
কি যে করুণ কাতর স্বরে—যায় না বলা।
'মাগো আমার! আজকে রাতে আয় না মা গো!
এক্‌লা আছি, কেউ কাছে নেই—দেখে যা গো!
কেউ করে না—একটু এসে আদর কর,
আর-একটা যে মা এয়েছে নতুনতর!
অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে,
নেই বিছানা, হয় না যে ঘুম অন্ধকারে!
পেট জ্বলে মা, দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি—
কেমন করে' বল্ না মাগো, ঘুমিয়ে পড়ি!
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে,
কান্না শুনে সে-ঘুম ভাঙে শ্মশান-ভূমে!

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম—আবার দেখি নয়ন খুলে'—
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন!
গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোম্‌টা তুলে'
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কি খুলে'।
ঘরখানাতে ঘুট্‌ঘুটে কি অন্ধকার!—
তাইতে তবু শাদা দেখায় মুখ আমার!

'ওমা মাগো !—এই যে তোমার পেইছি দেখা !—
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা !
মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায় !'—
ভয় গেল তার—একটু হাসি, একটি চুমায়।
মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে—গান শুনিয়ে
ছড়ার সুরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে।
'এম্‌নি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো !
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো !
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল !

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে।
মুখখানিতে রক্ত যে নেই একটুখানি—
তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী !
এমন সময় শিশুর করুণ কাতর স্বরে
ঘুম ভেঙে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে !
সে যে আমার ছেলের গলা—আমায় ডাকে !—
ন্যাওটো ছেলে পঞ্চু যে তার ডাক্‌ছে মাকে !
'ওরা মারে, গায়ে আমার বড্ড ব্যথা !
দুষ্টু বলে' গাল দি' ওদের—সত্যি কথা !
দেয় না খেতে, ক্ষুধায় জ্বলি দিবস রাতি,
ইচ্ছে করে পালাই কোথাও—নেই যে সাথী !'
ঘুমিয়ে ছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে,
ভাঙ্‌ল তবু সে ঘুম আমার, শ্মশান-ভূমে।

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম, আবার দেখি নয়ন খুলে'—
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন ?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন !

গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোমটা তুলে,
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিল্‌টি খুলে'
'ওমা মাগো! এই যে তোমার পেইছি দেখা!
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা।
নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে—
বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে!'
শক্ত ছেলে, ভয় পেলে না—উঠ্‌ল হেসে,
আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম রুক্ষ কেশে।
বুকে তুলে দুই গালে তার দিলাম চুমো,
গানের সুরে কইনু তারে, এবার ঘুমো!
'অম্‌নি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো!
ঘুম এসেছে—চক্ষে যে আর দেখছি না গো!'
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল!

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
ছেলে, মেয়ে—এক বুকেতে ঘুমায় দু'য়ে।
ঘুমিয়েছিলাম—হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই!
আর দুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই।
কচি ছেলের কান্না শুনি অন্ধকারে—
বড় করুণ কাতর স্বরে ডাকছে কারে?
ও যে আমার কোলের ছেলে খোকার গলা!—
কাঁদন শুনে' উঠ্‌ল ঠেলে বুকের তলা।
কেউ দেখে না, নেয় না কোলে—বাছা আমার!
মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর!
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিল্‌টি খুলে,
দেখি, খোকন শুকিয়ে গেছে—নিলাম তুলে।
কত করে' থামল বাছার ফুঁপিয়ে-ওঠা—
মুখে দিলাম হাড়-বেরোনো বুকের বোঁটা।
সেই রাঙা-চাঁদ দিচ্ছে উঁকি আকাশ থেকে—

পাংশু হ'ল আমার চাঁদের সে মুখ দেখে!
চুমায় চুমায় কান্না তখন চাপতে হ'ল,
খোকন আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল!

ঘুমিয়ে প'ল—নেতিয়ে প'ল—আর সাড়া নেই,
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই!
হাত পা' গুলি সমান করে' দিলাম রেখে,
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে।
ছুটে দেখি, আরেক ঘরে স্বামীর পাশে
সতীন ঘুমায়—তারই কেবল ঘুম না আসে!
দেখেই আমায় চিন্‌লে, তবু লাগল ধাঁধা—
সেই আঁধারে মুখ যে আমার দেখায় সাদা!
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া—কী চীৎকার!
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার।
চুপে চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে,
খানিক পরেই খোকায় তারা সেথায় আনে।
বড় দু'জন দুই পাশেতে—কাছে কাছে,
খোকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে।
আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলস্বনে,
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে!

খেলনা

(Coventry Patmore)

আমার শিশু-পুত্রটিকে শাসন করি যতই,
এমন করে' থাকবে চেয়ে—বিজ্ঞ যেন কতই!
বারণ করি করতে যেটি, করবে সেটি আগে—
দিলাম জোরে চড় বসিয়ে হঠাৎ সেদিন রাগে;
তাড়িয়ে দিলাম সামনে থেকে, গালও দিলাম কত,
শেষে আবার দিলাম নাক' চুমা, আগের মত।

মা-হারা সে, মায়ের আদর পায় না সে ত আর—
ভাবনা হ'ল, আজকে বোধ হয় মনের দুখে ঘুম হবে না তার।

গেলাম চুপে খোকার শোবার ঘরে ;
গিয়ে দেখি, ঘুমায় বাছা—ফুঁপিয়ে কাঁদার পরে
চোখের পাতা একটু ভারি, রোমগুলি তার ভিজে !
ব্যথার ভরে গুম্‌রে উঠে' নিজে—
চুমায় সে চোখ মুছিয়ে দিতে, আপন চোখের জল
সেইখানেতে পড়ল ঝ'রে—মুছিয়ে দেওয়া হ'ল যে নিষ্ফল !
দেখি, খোকন শিয়র হ'তে হাত-নাগালে টেনে টেবিলটাকে,
সাজিয়েছে তার খেল্‌নাগুলি তারি উপর যত্নে থাকে-থাকে ;—
দেশালায়ের খালি বাক্স, শিরা-আঁকা নুড়ি-পাথর দুটি,
কালো কাচের গুটি,
গোটাকয়েক রঙীন ঝিনুক, শিশি'র মুখে ফুল,
একটি নতুন পাই-পয়সা—তার চোখে সে রত্ন-সমতুল !—
এই সব সে সাজিয়েছিল একটুখানি শান্তি পাবার তরে।

সেদিন রাতে উপাসনার পরে,
বল্‌লাম কেঁদে 'ওগো পিতা, পরম স্নেহময় !
এই দুনিয়ায় খেলার শেষে আস্‌বে যখন সেদিন সুনিশ্চয়—
মরণ-ঘুমে সংজ্ঞাহারা করব না আর তোমায় জ্বালাতন,
পড়বে যখন তোমার মনে—করেছিলাম সুখের আয়োজন
তুচ্ছ যে সব খেলনা দিয়ে ! শ্রেষ্ঠ সুকল্যাণ
তোমার আদেশ ভুলেছিলাম—এমনই অজ্ঞান !—
তখন তুমি, তোমার হাতের ধূলোয়-গড়া এই অধমের দেহে
দিয়েছিলে যেটুক্—তারো অনেক বেশি স্নেহে
অবোধ তোমার সন্তানেরে করবে ক্ষমা, জানি ;
আজ বুঝেছি, পিতার প্রাণের প্রেম সে কতখানি।
ঘুমন্ত মুখ দেখে সেদিন বল্‌তে হবে তোমায়—
'খেলার ঝোঁকে ভুল করেছে, আহা, বাছা এখন কেমন ঘুমায় !'

অন্ধ কবি

(Kohlil Gibran)

আলোকে যে অন্ধ আমি !—দীপ্ত দিবাকর
আমারে দানিল নিশা, গভীর তামসী—
স্বপনের চেয়ে নীল মোর নীলাম্বর !
তবু আমি পথ চলি সুদূরের লাগি',
তোমরা রয়েছ বাঁধা জন্মগৃহ-কোণে—
মরণের আগে আর হবে না বিরাগী ।

হাতে শুধু এই 'নড়ি', বাহুতে বেহালা—
এই দিয়ে পথ খুঁজি অগম-গহনে,
তোমরা ত ঘরে থাক—করে জপমালা !

যে পথে দিনেও যেতে ডরিবে সবাই—
সে পথে আঁধারে আমি একা বাহিরাই,
—আমি গান গাই ।

পা' যদি উচল-পথে বাধে বার বার,
গান তবু পাখা মেলে উড়িবে সদাই !

অথই পাথার তলে, উর্দ্ধ-নীলিমায়
চেয়ে চেয়ে—আঁখি মোর আর নাহি পারে !
তবু তায় খেদ কিবা—যদি অসীমায়
চোখ চলে, বাধা পেয়ে সীমার আঁধারে !
উষার উদয় লাগি' কেবা নাহি চায়
নিবাইতে দুটি ক্ষীণ প্রদীপ-শিখারে ?

তোমরা বলিবে—'আহা, ও যে আঁখিহারা !-
মাঠে এত ফুল ফোটে, ও কি জানে তার ?

কখনো হেরেনি ও' যে গগনের তারা।'
আমি বলি, 'আহা, ওরা বড় অভাজন!—
বসিতে না পায় কভু তারার আসরে,
ফুলেদের ভাষা কভু করেনি শ্রবণ!

ওরা শুধু কাণে শোনে, প্রাণে শোনে না যে!
—আঙুলে পরশ আছে, নাহি শিহরণ।'

শরাবখানা

(সুফী কবিতা)

আহা সে তরুণী তর্ করে দিল্! মদ বেচে কিনা—
সে যে কাফেরের মেয়ে!
তারি সন্ধানে শুঁড়িপাড়া পানে যেতেছিনু কাল
গুন্ গুন্ গান গেয়ে।
মোড় ফিরে দেখি, আসে মোর কাছে সুন্দরী হুরী—
ছিপ্-ছিপে এক ছুঁড়ী,
বেইমান পারা!—গোছা-এলোচুল পৈতার মত
পড়িয়াছে বুক জুড়ি'!

কহিনু ডাকিয়া, "কে গো তুমি, হাঁ গা? ও ভুরু-ভঙ্গে
বাঁকা-চাঁদ পায় লাজ!
কোথায় আসিনু? এটা কোন্ পাড়া? কোথা থাক তুমি,
নারীদের মম্‌তাজ!"
কহে সুন্দরী, "কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা,
ফেলে দাও জপমালা!
পেয়ালায় মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙে
ধর্ম্মের আটচালা!
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা ক'ব কানে-কানে,

—একটি সে কথা, জান্ তর্ হ'য়ে তরে' যাবে তায়,
যদি বোঝ তার মানে !"

দিল্ খুলে' গেল, ফূর্ত্তির বেগে বেব্‌ভুল হয়ে,
গেনু তার পিছু-পিছু—
এক লহমায় ছুটিল সেথায় ধরম-শরম
ছিল মোর যত-কিছু !
একটু তফাতে বসে' আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা !—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভরে' পিয়ে
পীরিতির রসধারা !
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজ্‌লিসে তবু
হাসি-গান কম নাই !
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে, আর
পান করে একজাই !

মনের বাঁধন-দড়িটি যখন হাত হ'তে শেষ
খসে' গেল একেবারে,
শুধা'তে চাহিনু একটি বচন, নিবারিল মোরে—
'চুপ কর'-ঝঙ্কারে !
বলে, "ঠেলা দিলে অমনি খুলিবে—এ ত' নয় সেই
মন্দির চারকোণা !
মস্‌জিদও নয়,—হুড়াহুড়ি করি' ঢুকিবে হেথায়,
—নাই থাক্ জানা-শোনা !
অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
সুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলি—
অবাক্ চমৎকার !
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে বসে' পড় হেথা
শরাবখানার মাঝে,

খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ, সাজ দেখি এই
ফুর্ত্তিবাজের সাজে !"—

করিলাম তাই ! চাও যদি, ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক-ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া, খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল !

গজল

(জালাল-উদ্দীন রুমি)

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন
জানিব কেমনে, কে ভগবান ?
নই খৃষ্টান, ইহুদীও নই,
কাফের কিম্বা মুসলমান ।

পূব-পশ্চিম, সাগর-নগর—
কোথাও আমার নাই যে রে ঘর,
কেহ জ্ঞাতি নয়—মর কি অমর,
ক্ষিতি তেজ কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমার এ দেহখান ।

জন্ম আমার নয় কোনখানে—
রুম, মহাচীন, কিবা শকসানে,
ইরাকে সে নয়, নয় খোরাসানে,
হিন্দুর দেশ, সেখানেও নয়—সিন্ধু যেখানে প্রবহমাণ ।

ইহলোক কিবা পরলোকে ঠাঁই—
স্বর্গ-নরক মোর তরে নাই,
নই সন্তান আদমের—তাই
স্বর্গ হইতে করে নাই দূর, করেনি আমারে সে অপমান ।

নাই যার চিন্, নাই নির্দ্দেশ—
লোকাতীত লোক—সেই মোর দেশ!
দেহ-বিদেহের ত্যজি' দুই বেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি, চিরযৌবনে জ্যোতিষ্মান!

ফার্সি ফরাস

(ফার্সির ইংরাজী হইতে)

রুবাই-গুচ্ছ

১

যে পথেই হোক—তোমারে যে খোঁজে, ধন্য চরণ তার!
তব রূপ যার ধেয়ানের ধন—ধন্য ধরণ তার!
ধন্য সে আঁখি—অনিমেষ হয় তোমার আননে চেয়ে!
যে বাণী তোমায় করে গো বরণ—ধন্য স্মরণ তার!

২

পেয়ালা শরাব কি হবে আমার? তুমি-মদ মোরে মাতাল করে,
আমি যে কেবল তোমারি শিকার—আর কোন্ ফাঁদ আমায় ধরে!
কাবা-ঘর আর মন্দিরে মঠে বৃথাই তোমায় খোঁজে সবাই,
আমা-হেন জন যাবে না কখনো মন্দিরে মঠে কাবার ঘরে।

৩

প্রেমেরি বাঁধনে একদিন যবে বাঁধিবে বাহুর পাশে—
জান্নাত্ পানে চাহিতে আঁখি যে ঘৃণায় মুদিয়া আসে!
আর, যদি ঠাঁই হয় গো সেদিন তুমি-হীন অমরায়,
কিছুই তফাৎ রবে না আমার স্বর্গ-নরক-বাসে!

৪

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরাই, দুষিও না মোরে তাই,
করিও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই!
সাদা চোখে বসি যাদের সমাজে—তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে, বন্ধুরে মোর পাই!

ক্ষণিকা

চাইনা প্রণয়—চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায় !
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি—
নিমেষের দেখা, মধুর বিদায় ।

একটি নিমেষ

শুধু এক পাক ঘুরিব দু'জনে
ফুলের বনে,
হাতখানি চেপে ধর একবার
অন্য মনে ।
আবেশে অবশ দাওগো বারেক
আলিঙ্গন,
একটি সে চুমা—অধীর অধরে
আলিম্পন !
নিঠুর বিধিরে ফাঁকি দিই মোরা,—
এস গো, সখি,
একটি নিমেষ উজলি' তুলিয়া
অমৃত ভখি !
তারাগুলি সব ওই চলে' যায়
অস্তপারে,
যাত্রীরা হবে এখনি বিদায়
অন্ধকারে !

রূপের গরব

ভোরের বেলায় বলে বুল্‌বুল্‌
গোলাপে মিনতি করি'—
চাঁদ ধুয়ে দেছে ও-মুখ তোমার,
জানি তাহা, সুন্দরি !

তাই বলে', সখি, কোরো না দেমাক—
তোমারি মতন হেসে
এই বনে গেছে কত ফুল ঝরি'
ক্ষণিক-বাসর-শেষে !

মূল্য-জ্ঞান

চুলগুলি তোর কাকের পালক,
ঘাড়ের কাছটি বরফ-সাদা !
টুক্‌টুকে ঠোঁট লালা-ফুল যেন,
চোখ কি নরম—আদর-সাধা !
পিয়ারী ! করিনু ধর্ম্ম-শপথ—
এর একটিরও বদলে আমি
কায়কোবাদ আর কায়-খস্রুর
চাই না মুক্তা-মণির গাদা !

প্রেমহীনের পূজা

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভুঁই—
তুলিলি আকাশ ঘিরে'
উদ্ধত ওই গুম্বজগুলা
মস্‌জেদ-মন্দিরে ?
কার কাছে তুই জুড়িস্ দু'হাত,
জানু পাতি' পূজা কার ?—
ধূম-কুণ্ডলী, ধূপের অর্ঘ্য,
বলির রক্তধার ?
কাঙাল জনেরে বঞ্চিত করি'
অন্নহীনের গ্রাস
ভারে ভারে যারে দিস্ তুই—সে যে
কিছুরি করে না আশ ।

মৃত্যুর প্রতি

(John Addington Symonds)

ওগো মৃত্যু, চিরনিদ্রা নাম তব!—বল, বল তবে,
নিস্তব্ধ সে পুরীমাঝে আর কি গো নাহি জাগরণ?
বড় ক্লান্ত শ্রান্ত যারা, করিবে না তাদেরে পীড়ন
স্বপনের চেড়ীদল—অঘোরে ঘুমায়ে র'ব সবে?
ঘুমাবে অন্তর-দাহ? বাহু রাখি' আঁখির পল্লবে
চিরসাথী ব্যথা-সতী ঘুমঘোরে র'বে অচেতন?
তেয়াগি' কণ্টক-শয্যা স্মৃতি বুঝি করিবে শয়ন
সুকোমল বিছানায়—জাগিবে না কোন গীত-রবে?
বল, বল, মহাকাল! আরবার জিজ্ঞাসি তোমায়—
প্রেম-ও কি তোমার বুকে শিশুসম মৃদু নিঃশ্বসিবে?
ব্যর্থ-বাসনার জ্বালা জুড়াবে কি তোমার চুমায়—
অনির্ব্বাণ আশা-দীপ তোমার সকাশে যাবে নিবে'?
হায়, তুমি নিরুত্তর! শুধু ওই ললাট-ত্রিদিবে
কাঁপিছে তারার মালা—তোমারো যে দু' আঁখি ঘুমায়!

মৃত্যুর পরে

(Rupert Brooke)

নয়নের মণিপদ্মে দৃষ্টি-মধু যবে নাহি র'বে,
সব আলো নিবে যাবে, রুদ্ধ হবে চেতনা-তোরণ;
কর্ণে কোন কলকণ্ঠ পশিবে না—বসন্ত-উৎসবে
নৃত্যপরা যুবতীর সনূপুর চারু-বিচরণ;
যেথা হ'তে বিকাশিল—সেই শূন্যে হবে অপলাপ
জলধনু, আর সে গোলাপ!—
সে অনন্ত কালে তবু রহে যেন একটুকু ঠাঁই
মেলিয়া ধরিতে মোর মৃদুগন্ধ স্মৃতি সব ক'টি—
নীলাকাশ, ফুল, গান, মুখগুলি যেন না হারাই!

বসিয়া গণিব সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে উলটি'-পালটি',
মধুর ভাবনাভরে ; যথা দীর্ঘ দীপ্ত দিনমান
শিশুদের খেলা হেরি', সন্ধ্যালোকে একেলা জননী
কর্ম্মক্লান্ত করদুটি গুটাইয়া, বিমুগ্ধ-নয়ান,
চেয়ে থাকে শিশুদের স্বপ্নমুখে—আমিও তেমনি !

নিশীথ-রাতে

(Alfred Lord Tennyson)

ফুলেরা ঘুমায়—শাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম ঢালা,
প্রাসাদ-কাননে তরুবীথি'পরে দুলিছে না ঝাউগুলি ;
নীলকাচে-ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতিহারা,
জোনাকীরা জাগে, মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরি !

দুধের-বরণ ময়ূর হোথায় ঝিমায় ঝরোকাতলে—
ঝিকিমিকি করে—দেখে মনে হয়, এ কোন্ উপচ্ছায়া !
ধরা খুলে দেছে সারা বুক তার তারাদের উদ্দেশে,
সজনি, তোমারও বুকখানি খোলো আমার নয়নতলে !

একটি উল্কা উলসি' উঠিল, আঁকিল নিথর নভে
দ্রুত আলো-রেখা—মোর মনে যথা তব কথা, সুন্দরি !

হের সখি, এবে কমল মুদিছে লুকায়ে বুকের মধু—
সরসী-শয়নে ঢুলে' পড়ে বালা সহসা বিবশা হয়ে !
তুমিও তেমনি, হৃদয়েশ্বরী, মুদিয়া কমল-তনু
ঢুলে পড় এই উরস-উপরে—মিশে যাও একেবারে !

সোমপায়ীর গান

(ঋগ্‌বেদ)

আমি করেছি কি সোমপান ?—
মনে হয়, যত হয় আর গবী
আমি একা যেন সমুদয় লভি,
—কেন হেন অভিমান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

যেন গো আমারে বায়ুতে উড়ায়—
আমি যেন রথ, মোরে ল'য়ে যায়
তুরগেরা বেগবান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ধেনুমাতা যথা বৎসের পাশে—
দূর হ'তে হেরি' দ্রুত ছুটে আসে,
ছন্দ আজিকে মন্ত্রে আমার
তেমনি যে ধাবমান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ছুতার যেমন রথের ধুরায়
গড়িবার কালে কেবলি ঘুরায়,
মনে মনে আমি ঘুরাই তেমনি—
গান করি নির্ম্মাণ !
আমি করেছি কি সোমপান ?

এই ধরাখানা হাতটা ঘুরায়ে
হেথা হ'তে হোথা দিব কি সরায়ে—
করিব কি খান্‌খান্ ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

পাঁচ-গোষ্ঠীর কাহারেও আজ—
মনে হয় না যে, কিছু করি লাজ,
—কারে করি সম্মান ?
ছ্যাবা-পৃথিবীর চেয়ে বড় আমি,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য কোথা গেছে নামি'!—
কেন হেন অভিমান ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

মোর আধখানা আকাশেতে মেশে,
বাকি আধখানা নীচে কোন্ দেশে—
নাই তার সন্ধান !
মোর চেয়ে বড় কেহ নাই কোথা—
গাই শুধু এই গান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

সন্ধ্যার সুর

(Charles Baudelaire)

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে, গীতের মূর্চ্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম !

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ !

বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ—
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায় !

অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ,
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি, হায় !

মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায়—
ফুরানো-দিনের সবটুকু আলো ধীরে নিল ফিরাইয়া ;
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি, হায় !
এবে মোর মনে ভাতিছে তোমারি বিকট মূরতি, প্রিয়া !

অন্ধকার

(Blanco White)

হে রজনী মায়াবিনী ! যবে সেই প্রথম প্রভাতে
তখনো হেরেনি তোমা—নাম শুনে' আদি নারী-নর
শিহরি' ওঠেনি ভয়ে ?—ভাবি' এই দীপ্ত নীলাম্বর
এখনি মুছিয়া যাবে অন্তহীন তিমির-প্রপাতে !
অবশেষে, অকস্মাৎ অস্তরবি-কিরণ-সম্পাতে,
স্বচ্ছ হিম-জাল ভেদি' দেখা দিল কত নভ-চর
অন্তরীক্ষে—জ্যোতির জনতা সে কি নিস্তব্ধ সুন্দর !—
ভরি' শূন্য, সৃষ্টি যেন বিথারিল অসীম শোভাতে !

কে জানিত, দিবাকর ! তব রশ্মি আছিল আবরি'
এ-হেন তামসী কান্তি ! কে জানিত—যাহার প্রসাদে
ক্ষুদ্র কীট, তৃণাঙ্কুর ধরা দেয় আঁখিতে অবাধে—
সেই তুমি, দৃষ্টি হতে এত তারা নিতে পার হরি' !
তবে কেন মৃত্যু-ভয়—না হেরি' সে-রূপের মাধুরী ?—
আলোক ছলিতে পারে, জীবনও কি জানে না চাতুরী ?

নিদালি

(Walter de la Mare)

উস্‌খুস্‌ চুলগুলি চোখ থেকে তুলে' দাও,
পায়ের নূপুরদুটি খুলে নাও,
রেশ্‌মি চাদরখানি টেনে দিও পরিপাটি—
আর ওই আশ্‌মানি নেপটাও।

সাজাও বালিশ শিরে সুকোমল ছন্দে,
সুরভিয়া অগুরুর গন্ধে ;
বহে যথা বালু-ঘড়ি ঝিরি-ঝিরি ঝুরু-ঝুরু—
রজনী কাটুক মৃদুমন্দে।

দুটি কোয়া কম্‌লার, কিস্‌মিস্‌ গুটিদশ,
গুল্‌কঁদ, আনার, আনারস—
সোনার থালায় ধরি', বেলোয়ারী গেলাসে
ঢেলে দাও নারিঙ্গীর রস।

ঢেকো না রাতের রূপ—থাক্‌ খোলা ফর্দ্দা,
সরাও সমুখ থেকে পর্দ্দা ;
আমার এ ঘুম-চোখে পড়ুক মেদুর-মৃদু
চাঁদের কিরণখানি জর্দ্দা।

আঁধার ঘনায় দূর বনানীর বক্ষে,
শোনো ওই শূন্যের কক্ষে
দিশি-দিশি সঙ্করে পাপিয়ার ঝঙ্কার—
ঘুম নাই পাখিটারো চক্ষে!

এবার নিবাও তবে রূপার ও দীপটায়,
সেই গান বাজাও বেহালায়—

যে গান পরীরা শোনে নির্জ্জন নদীতীরে,
চেয়ে দূর বৈশাখী-তারায় !

গান যেন থামে নাকো ; স্বপনের বন্ধন
পশিতে দিবে না হেন বন্দন !—
তবু, ও সোনার সুর কান যেন ফিরে পায়,
—মুছিলে চোখের ঘুম-চন্দন।

অলস অবশ হয়ে মুদে' আসে অঙ্গ,
আঁখি-পাতা চায় আঁখি-সঙ্গ ;
চোখ বুজে' দেখি ওযে—কত রং, কত ফুল !
আলো দোলে !—আলো, না পতঙ্গ ?

পরিশিষ্ট

'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' কবি মোহিতলালের প্রথম পুস্তক। এই পুস্তকে মাত্র ষোলটি সনেট ছিল। তন্মধ্যেও দ্বাদশ সনেটটি স্মরগরলে দেবেন্দ্রনাথের সনেট এই নামে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কারণে পুস্তকটির পৃথক অস্তিত্ব না রাখিয়া এই পরিশিষ্ট অংশে গ্রথিত করা হইল। অনাবশ্যক বোধেই দ্বাদশ সনেটটি আর এখানে মুদ্রিত হয় নাই। 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' পুস্তিকাটি ব্যতীত আরও কয়েকটি রচনা এই অংশে সংযোজিত হইল। কবির পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থগুলিতে যে সকল সনেট আছে, কবি সেগুলি একত্র করিয়া উহার সহিত আরও কুড়িটি নূতন সনেট যোগ করিয়া 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু উহার অধিকাংশ সনেটই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, সেই হেতু সেগুলি বাদ দিয়া বাকি সনেটগুলি পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এইগুলি ছাড়া সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কবির আরও কিছু কবিতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। এ কবিতাগুলি ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থভুক্ত হয় নাই। এগুলি কালানুক্রমিক ভাবে পরিশিষ্টের সর্ব্বশেষে সংযোজিত হইল।

দেবেন্দ্র-মঙ্গল

১

বঙ্গকবি-সভামাঝে, হে দেবেন্দ্র, তুমি
দেবেন্দ্র বাসব ! কবিতা-উর্ব্বশী নাচে
রঙ্গে ভঙ্গে, কি লীলাতরঙ্গে ! বক্ষ চুমি'
ঝলকিছে ইন্দ্রনীল ! মুকুতা-রতনে
দ্যুতিময় কণ্ঠহার ; কটিতটে বাজে
মুখর কনককাঞ্চী ; চারুচন্দ্রাননে
অলোকসম্ভবা বিভা ; বেড়ি' বরতনু
বিলসিছে ঝক্‌মক মোহিনী ঘাঘরি,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বজি' লক্ষ ইন্দ্রধনু !
কভু বা সরমে বালা থমকি' শিহরি',
দুই হাতে ঢাকে তার আরক্ত কপোল,
ভুলে যায় নত নেত্রে কটাক্ষ বিলোল,—
হর্ষে অশ্রু আঁখি-কোণে উঠে গো উথলি',
অশ্রুমাঝে হাসি পুনঃ ফোটে গো উজলি' !

২

তাই বলি হে দেবেন্দ্র, কবীন্দ্র-সমাজে
দেবেন্দ্র বাসব তুমি ! তোমার উদ্যানে
নিত্য ফোটে পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ;
দেবকন্যা, বিমোহিয়া অপরূপ সাজে,
তোলে নিত্য সপল্লব মন্দার-মঞ্জরী,
তোমার ও কবিচিত্ত অপূর্ব্ব নন্দন
কুহরিত বাসন্ত কোকিলে ; বিষ্ণু-ধ্যানে
মগ্ন সেথা স্বরীশ্বরী, কেশব-ভামিনী,
মন্দাকিনীকূল হ'তে অনিলে সঞ্চরি',
আসে দিব্য মদগন্ধ ; দিগ্‌গজ নিকরে
বপ্রস্নানরত,—কোথা গৌরী, সুহাসিনী,—

করিছে কন্দুকক্রীড়া মহাহর্ষভরে,
স্থবর্ণ-সৈকতভূমে ! নিত্য উষাকাল,—
নিত্য ফোটে বালার্কের নবরশ্মিজাল।

৩

আনন্দ-কদম্ব-শাখে, হৃদয়-হিন্দোলা
দোদুল দুলিছে ! কুঞ্জে তব, বর্হ তুলি',
নাচিছে শিখিনী-সখী, স্থনীল নিচোলা,
বিথারিয়া চন্দ্রিকা-বিভব ; বুল্‌বুলি,
মদ্‌না, চন্দনা, টিয়া, মোহনীয়া স্থরী,
উড়ে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, যেন ফুলঝুরী,
আতস তারার বাজী, আকাশ বাহিয়া !
কোথা বা শ্যামার শিস্‌, বন-সারিকারা
আনন্দকূজনে কোথা উঠিছে গাহিয়া ;
প্রতি শাখে, প্রতি শাখে, কোকিলের সাড়া !
হেন কোকিলের মেলা কভু হেরি নাই !
বসন্ত বাহার রাগ আলাপে দোয়েল,—
তুমি তাহাদের গুরু, অপূর্ব্ব কোয়েল !
কি মধুর কলকণ্ঠ, বলিহারি যাই !

৪

মুচকি' মুচকি' হাসে দিগঙ্গনাগণ ;
তোমা সাথে উষারাণী পেতেছে 'গোলাপ' ;
কুন্তলে চম্পক আর সিঁথিতে রঙ্গণ,
নিত্য আসি কুঞ্জে তব করে সে আলাপ !
জ্যোৎস্নার আবছায়ে উঁকি দেয় আসি',
তোমার দুয়ার ফাঁকে বিহ্বলা যামিনী,—
রুণু-রুণু ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝিল্লিমল বাজে,
মুখে তার ফুটে উঠে গোলাপের দল,
প্রাণকর্ণে ঢালে তব কি স্থধা-রাগিণী !

দেহ-কদম্বেতে মরি কি পুলক রাজে!
অধরে উথলি' উঠে হাসি রাশি রাশি,—
প্রাণের পিয়ালা তব করে টলমল;
ভাবে ভোলা চিরদিন তুমি আত্মহারা,
তোমার অধরকূলে হাসির ফোয়ারা!

৫

কবে সেই দেখা হ'ল অশোকের তলে,
দীপ হস্তে দাঁড়ায়েছে বালিকা রূপসী,—
সীমন্তে সিন্দূর তার জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে,
দু'খানি কাঁকণে শোভে স্বর্ণ অতসী;
ঝির ঝির বয়ে যায় রূপ-নির্ঝরিণী,
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ কারাবা!
কেশমেঘে কি ভঙ্গিমা! কটিতে কিঙ্কিণী
নাহি বাজে, মুখে তার স্বরগের আভা।
তাই হেরি' মুগ্ধ কবি, রূপধ্যানে ভোর,
গাহিয়াছ নারীস্তোত্র, গীতি গরীয়সী!
পতি-সোহাগিনী, সতী, হোক শ্যামাঙ্গিনী,
তারো অঙ্গে নাহি আহা সুষমার ওর!
কল্পনার শিল্পশালা-নিরালায় বসি',
এঁকেছ শারদাকাশে নারী-রূপ-শশী।

৬

বিবাহের রাত্রে কোন্ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন?
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা! খোঁপা হস্তে চাঁপা গেছে খসি,—
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া।
সরমভরমময়ী কবির প্রেয়সী,

ছল করি, মান করে পতিরে হেরিয়া,—
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বোঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা ;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবুও ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা !
তাই সাধ "গাঁথিছ যে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।"

৭

নিশাশেষে, প্রাচীমূলে, পাণ্ডুর চন্দ্রমা,—
বঙ্গের বিধবাবালা। তারে তুমি, কবি,
সাজায়েছ কি অপূর্ব্ব দেবী নিরুপমা !
কি পবিত্র, কি সুন্দর, তপস্বিনী-ছবি !
শ্বেত করবীর ভাতি ঠোঁট মাঝে তার,—
জ্যোৎস্নারেশমে বোনা মাধুরী-দুকূল !
পুণ্যজাহ্নবীর নীরে অপরাজিতার
শ্যামকান্তি ! চৌদিকে ঝরিছে বেলফুল,—
বর্ষা-রূপসীর রূপ ! অশোকের বনে
সীতা যেন ; গৌরীশৃঙ্গে মগ্ন তপস্যায়
উমারাণী হিমাদ্রিনন্দিনী ! সযতনে
তুলিয়া রেখেছ তার সিন্দূর কৌটায়।
শুধু, মুখ-বালার্কের মহিমা-কিরণ
সীমন্তের শুকতারা করেছে হরণ।

৮

নয়ন-মুকুতা ঝরে গৃহস্থের তরে,—
ঘরে ঘরে কি কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায় !
কোথায় কুলীন কন্যা কাঁদিছে কাতরে,—
(দেহ-মালঞ্চের তার অর্ঘ্য ঝরে যায়,—
প্রাণের দেবতা কোথা, কোথা পরমেশ !)

জননী,—বিদায়-বাণী মুখে না জুয়ায়,—
চেয়ে আছে পুত্র পানে,—যাবে সে বিদেশ ;
অন্ন নাই, করে তারে নীরবে বিদায় !
নিদাঘের একাদশী, কাল-নিশীথিনী—
বিধবা তুধের মেয়ে—বুঝি না পোহায় !
মাতা তার পড়ে আছে, সেও অভাগিনী,—
ক্ষুদ্র রাধারাণী ফুল প্রভাতে শুকায় !
ফুকারি কাঁদিয়া উঠি, পরাণ আকুল,
কবি কিম্বা সখা তুমি, হয়ে যায় ভুল।

৯

আবার তখনি ফোটে তু'অধরে হাসি,
বরিষার মেঘমুক্ত কৌমুদী সমান ;
সে হাসি তুলনা কোথা নাই তপাসি',
—শিশুমুখ হেরি যবে আহ্লাদে অজ্ঞান।
খোকাটিরে কোলে করি' দাঁড়ায় যুবতী,—
কি গরিমা, কি ভঙ্গিমা, কি সৌন্দর্য্যরাশি !
ফুলের অলকে যেন চারু প্রজাপতি !—
সে শোভা দেখিতে আঁখি চির উপবাসী।
আঙ্গুরেতে মাখা তার চুম্বন-সোহাগ,
শিরীষ-কোমল তনু শিশির-বিমল ;
পীচফলে সিক্ত তার অধরের রাগ ;
ইন্দুবিম্ব সম কান্তি, নেত্র নীলোৎপল।
ভাবের চমকে ভোর দেখিছ দেয়ালা,—
সে শিশুমঙ্গলগীতে কি মাধুরী ঢালা !

১০

রূপমধুপিপাসু মানস-মধুকর,
প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে, উঘারি' উঘারি',
ফিরিয়াছে মাতোয়ারা, নাহি অবসর,-

অপূর্ব্ব সে বর্ষ-পঞ্জী, কবির ডায়ারী !
সুরসাল ঢল ঢল পিয়াল, পনস,
কনকিত পাকা আম, নিদাঘ-সোহাগ,
বধূর চুম্বন সম আঙ্গুর সরস,
ব্রজসুন্দরীর যেন গণ্ডওষ্ঠরাগ
আরক্ত আনার, ফলশিশু লিচুগুলি,
নখাগ্রে ছিঁড়িতে তাই বড় ব্যথা লাগে
কবি চিত্তে, কি মধুর ! যাই বলিহারি !
কি রঙ্গে ডুবায়ে তুলি', মোহন অঙ্গুলি,
আঁকিয়াছে ফলডালি, বসি' কোন্ বাগে ?
রসে রঙ্গে ভরপূর, নিত্য মনোহারী !

১১

কোথায় শশককুল, ছাড়ি' ঝোপ ঝাপ,
পলাইছে ইতি-উতি, পাইয়ে তরাস ;
ইক্ষুক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চবধূ করিছে বিলাপ,
কাঠ্‌ঠোকরার ডাক,—স্বর কি উদাস !
ব্যূহ রচি' পিপীলিকা, দলে দলে চলে,
শ্রান্ত বিধাতার সৃষ্টি, গীরগিটি হোথা
চালে বসে' আছে ; মোহন পুকুর কোথা,-
ডুব দেয় পানকৌড়ি গভীর অতলে ;
মাছরাঙ্গা ঝুপ করে' উড়ে পড়ে জলে !
দেবদারু-তলে ওই বৃষভযুগল—
অন্নপূর্ণা-পূজা-দিনে দোলায়েছে গলে,
অতসীর মালা গাঁথি পল্লীবাল দল ।
কাঠবিড়ালীর পুচ্ছ, লাফানি তাহার,—
কবি তুমি, তব চক্ষে তারো কি বাহার !

১২

ফুলকবি, ফুলময়ী তোমার কবিতা।
ফুলবালা সঙ্গে রঙ্গে কত নাগরালি!
সেঁউতি, মালতী, যত মল্লিকার আলি,—
তুমি প্রজাপতি, তারা তব পরিণীতা।
বকুলপারুলপুঞ্জে মধুকরপালি,
তুমিও তাদের সাথে মকরন্দ-পানে
ক্ষ্যাপা আলাভোলা ; নিত্য তব ঘটকালি,
কৃষ্ণচূড়া, ল্যাভেণ্ডার-চাঁপার বিতানে ;
সোহাগিনী ফ্রান্‌শিস্‌সিয়া, ডালিয়া কুসুম,
শিরীষ, শিউলি হাসে, চাহি' তোমা পানে ;
নিশিগন্ধা মধু দিয়ে পাড়াইছে ঘুম ;
কি কথা কনকগ্যাঁদা, দোপাটীর কানে ?
অঙ্গে ঝরে নাগেশ্বর-কাঞ্চন-পরাগ,—
প্রাণে শুধু লালে লাল অশোকের রাগ।

১৩

তার পর, একদিন, গীতি রাধিকার
অঙ্গে অঙ্গে উথলিল প্রস্ফুট যৌবন!
রচিলে গো গোপীপ্রেমপ্রীতিকল্পনার
কবিতা-কালিন্দীতীরে নব বৃন্দাবন।
নিত্য সেথা ফুলদোল, নিত্য রাসকেলি ;
রাধাপদ্ম ল'য়ে উঠে রাধার সহেলি
নারীঘাটে, ভেসে যায় গোপিনীগাগরি ;
ভাব-গোপীবৃন্দ নাচে হাতে হাত ধরি'
হৃদি-কদম্বের কুঞ্জে ; মাধবমুরলী
পশে যবে রাধাচিত্তে, দ্রুত যায় চলি'
আত্মা তার, দেহ পিছে করে অভিসার!
(নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, লুণ্ঠিত অঞ্চল!
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল!)

কি অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, হে কবি, তোমার !

১৪

কভু দীন-অন্তরাত্মা ত্রিবক্রা কুবুজা,
সুরভিয়া দেহ তার যৌবনচন্দনে,
হতে চায় করি', আহা, শ্যামপদপূজা,
সুন্দর-সরল-তনু ! সে ভুজ-বন্ধনে,
চন্দ্রাবলী রূপসীর হৃদয়-আগারে,
পুড়ে যায় কামধূপ, প্রেম-হোমানলে !
ললাটে বৈষ্ণবী টীকা, গুঞ্জমালা গলে,
হরিবিরহিণী ভাসে নয়ন-আসারে।
প্রেমময়ী রাধা বলে,—'বাঁধিব তাহারে,
পীরিতির ঝল্‌মল গজমোতি-হারে।'
কবি চাহে হইবারে ক্ষুদ্র বনফুল,—
ঋষিপত্নী,—উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ্‌গুল,
শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া, সিঞ্চি গঙ্গাজলে,
নিবেদিবে গোবিন্দের চরণকমলে।

১৫

সার্থক সাধনা তব, হে কবি প্রবীণ,
রূপপূজা-পুরোহিত তুমি মহাব্রতী !
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ,
তাই দেব, করিলাম তোমার আরতি !
এ নহে তোমার যোগ্য পূজা-উপচার !
কিছু নাহি,—কিছু নাহি, আমার সঙ্গতি,-
তোমার মালঞ্চে গাঁথা একাবলী হার,
আনিয়াছি, তোমা তরে আমি মূঢ়মতি ;
তুমি চিরসুন্দরের বিরহে বিধুর,
তব চক্ষে কিছু নহে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হীন ;
সকলি মহিমময়, সকলি রঙ্গীন্ !

হৃদি-বৃন্দাবনে তব সকলি মধুর।
তোমার শ্রীকণ্ঠে বন-তুলসীর মালা—
তারি স্পর্শে, এ ভূষণ হউক্ উজালা

প্রণয়-ভীরু

মৃত্যু আসি' কহে মোরে—"একবার, ওগো প্রিয়তম,
চাহ মোর মুখপানে ; হের কান্তি তুহিন-শীতল,
নিশ্চল তারার মত দেখ মোর নয়নযুগল,
আলুলিত কেশপাশ তন্দ্রাময়ী নিশীথিনী সম!
দিবারাত্র ধুক্ ধুক্ নাহি করে হৃদ্‌পিণ্ড মোর,
বিস্মৃতি-অমৃত ঝরে ত্ব'অধরে হাসির ধারায়—
কেন বৃথা জাগরণ জীবনের স্বপন-কারায়?
তার চেয়ে কত স্নিগ্ধ সুকোমল এই বাহুডোর!
চুম্বনে মুদিবে চোখ,—মুছে যাবে চির-অন্ধকারে
মায়াময়ী মরীচিকা, শতবর্ণ আলোকের লীলা ;
আলিঙ্গনে অঙ্গ হবে সুকঠিন গিরি-হিমশিলা—
ঈশান-'অমরনাথ' হয়ে রবে অনন্ত তুষারে!"

অপাঙ্গে চাহিনু শুধু একবার আননে তাহার—
এত রূপ! হায়, হায়, তবু কাঁপে হৃদয় আমার!

বিবাহ-মঙ্গল

জীবন-তুয়ারে তব দাঁড়ায়েছে নারী—
আজ বধূ, কাল জায়া, পরে পথশেষে
হাতে হাত রাখি' পুনঃ অমৃত-উদ্দেশে
বাহিরিবে একসাথে ;—সীমন্তে তাহারি
সিন্দুর দানিবে যবে যত্নে অপসারি'

মুখাবগুণ্ঠন, কুমারীর কালোকেশে
অকস্মাৎ সেই দীপ্তি হেরি' স্বপ্নাবেশে
জানি ও নয়ন রবে বিস্ময়ে বিস্ফারি'।

সহজ সুলভ সে যে—সে ক্ষণ-বিস্ময়!
তব ভাগ্যে, জীবনের নিত্য-নিশিমুখে
এমনি সীমন্ত রচি' যাদুমন্ত্রময়,
যেন তব চক্ষে ধরে যৌবন অক্ষয়
আজিকার নব-বধূ,—আত্মহারা সুখে
অমর দম্পতী-প্রেম জরা করে জয়!

দুর্গোৎসব

১

নাহি বাদ্য কোলাহল, জনতা-গুঞ্জন,
সহাস্য আননে নাই শাস্ত্র-আলাপন;
নীরব মণ্ডপে বসি' জন দুইচারি
চেয়ে আছে শূন্যদৃষ্টি সমুখে প্রসারি';
শীর্ণদেহ, ম্লানমুখ—পুরোহিত বুঝি?—
কাষায়-বসনে বসি' আছে চোখ বুজি'।
সব যেন শূন্য রিক্ত—আঁধার, আঁধার,
সে আঁধারে জ্বলে শুধু মুখ প্রতিমার!
সোনার দেউল যেন শ্মশানের বুকে,
মলিন দীপের ভাতি রোগ-পাণ্ডু মুখে;
সধবার গঙ্গাযাত্রা—শাড়ী ও সিঁদূর—
উজ্জ্বল শোকের ছবি, হৃদয় বিধুর!
কাজ নাই, ভেঙ্গে ফেল, করিব না পূজা,
জলদে বিদ্যুৎ-হাসি—ওই দশভুজা!

২

বছর আরম্ভ হ'তে প্রতীক্ষা-কাতর—
বঙ্গবাসী যার তরে তৃষিত-অন্তর
গাহিয়াছে আগমনী—আজ তারি শেষ ;
বিজয়া-দশমী আজ, তবু অশ্রুলেশ
নয়নে নাহিক তার ! মণ্ডপ-মাঝারে
অকাল-বোধন-মন্ত্রে জাগাইল যারে—
যুগ-যুগ স্মরণের সেই অভিজ্ঞান,
অতীতের সাথে বাঁধা চির-বর্ত্তমান—
সমগ্র জাতির আহা সাধনার ধন,
সে কি আজও আছে, হায়, আছিল যেমন !
মাতৃশক্তি-পূজা নয়, মাতৃশ্রাদ্ধ-দিন
বাৎসরিক !—দায়গ্রস্ত পুত্র দীনহীন
করিয়াছে কোনমতে তারি উদ্‌যাপন,
আজি শেষ বর্ষকৃত্য—প্রেতের তর্পণ !

নট-কবি শিশিরকুমার

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর !—
চমকি' চাহিনু ঊর্দ্ধে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন !
হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়ন-মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।

ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান !
শব্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত্ত রস-রাগে !

হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকৃতি জাগে !
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা-সমান—
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্যসুধা মাগে !

প্রেম ও কর্ম্মফল

হরিনাম যে নিয়েছে মৃত্যু তারে নাকি
নাহি ধরে ; যে করেছে সন্ন্যাস গ্রহণ
কর্ম্মক্ষয় লাগি'—সেও শাস্ত্রের শাসন,
বিধি ও নিষেধ যত সব দূরে রাখি'
বড়ই স্বাধীন মুক্ত, নিশ্চিন্ত, একাকী।
ভক্ত যেই তার তরে নিজে নারায়ণ
একে একে সব গ্রন্থি করেন মোচন,
জ্ঞানী আত্মবলে দেয় নিয়তিরে ফাঁকি।

আর সে প্রেমের যজ্ঞ—সেই হোমানল ?—
গরলে অমৃত-পান জীবন-মন্থনে !
তাহে বুঝি মুক্তি নাই ? মৃত্যু আছে তায় ?
প্রেমে শুধু কর্ম্ম আছে, নাই কর্ম্মফল ;
প্রেমে নাহি কোন ভেদ মুক্তি ও বন্ধনে ;
সৃষ্টি প্রেমে,—ফলভোগ স্রষ্টার কোথায় ?

কবির প্রেম

ভালবাসি ভালবাসা—তোমারে ত' নয় !
তোমারে বাসিলে ভাল হইত অক্ষয়
জীবনের সুধাভাণ্ড, মৃত্যু স্মিতমুখে
মূর্ত্তিমান পুণ্য যেন পরাইত বুকে

বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ-রতন !—মিথ্যা নয়,
ধ্রুব সত্য—প্রেমই শুধু মরণে অজয় ।
জানি তাহা, ভালবাসা ভালবাসি তাই,—
মনেরি মাধুরী সে যে—হৃদয়ে ত' নাই !

জন্মান্তরে আছে ভালবাসিবার আশা,
এ জীবনে গানে শুধু দিনু তারে ভাষা ।
তুমি বুকে মাথা রেখে চাও মুখপানে—
সে চাহনি মোর চক্ষে শুধু স্বপ্ন আনে ;
সেই স্বপ্ন, সেই সুখ—তাহারি দু'চারি
কুড়ায়ে রেখেছে কবি, প্রেমের পূজারী ।

স্মরণ

সায়াহ্নে কুটীরতলে বসি' একাকিনী
গাঁথিতে বকুলমালা, আপনার মনে
কেহ কি গাহে না গীত—অতীত কাহিনী—
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে ?
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,
বেদনা-সুরভি ! দিনশেষে সন্ধ্যা যথা,
ভোগশেষে উপভোগ,—হৃদি-ভরপুর
রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা !

তবু স্মৃতি স্বপ্ন আনে ভরিয়া নয়ন,
সেই সুরে বেজে ওঠে মনের মুরলী ;
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন
সেদিনের ফোটা-ফুল—অশ্রু-মুক্তাবলী ।
মনে হয়, বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী,—
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাসরি' !

মরণ

জীবনের সব কক্ষ উচ্চ-নীচ-ক্রমে
ঘুরিয়া তোমার সঙ্গে শেষ কক্ষে দেখা ;
আলাপ-বিলাপ শেষে চুপে চুপে একা
ভেটিব তোমারে, বন্ধু, সংজ্ঞা-অপগমে।
মুছিয়া লইতে যদি ভুলে যাই ভ্রমে
বিফল বাঞ্ছনা আর লাঞ্ছনার রেখা—
ললাটে নয়নে যাহা রহিয়াছে লেখা,
মুছে দিও জীবনের জ্বর-উপশমে।

হে মরণ, সংসারের লজ্জা-নিবারণ !
ক্লান্ত নট,—নাট্য-শেষ তুমি যবনিকা ;
বৃন্দাবন-প্রান্ত-বাহী গভীর-গাহন
শীতল যমুনা তুমি, জুড়াবে রাধিকা।
তুমি সর্ব্বভয়ত্রাতা, অভয়শরণ !
তুমি আছ, তাই জন্ম নহে প্রহেলিকা।

মহানিদ্রা

('When We are all Asleep'—Robert Buchanan)

ঘুমায়ে রহিব যবে মৃত্যু-ঘুমে যত নর-নারী,
বাল-বৃদ্ধ যুবা-শিশু—ফিরিয়া কি প্রভু সে সময়
সবাকার কানে-কানে মৃদুস্বরে সস্নেহে উচ্চারি'
কহিবেন—"জাগো" ? হয়তো বা নারিবেন দয়াময় ;
উদিবে তখনি মনে—জেগে উঠে' ওই চোখগুলি
মেলিবে যে আঁখিতারা স্ফটিক-কঠিন, আমি তায়
সহিব কেমনে ! "ঘুমাইয়া ছিনু মোরা সব ভুলি'—
এ দয়া যে অসময়ে !"—যদি কাঁদে, কি বলিব হায়।

মনে হয়, হেরি সেই গাঢ় ঘুমে মহাশান্তিসুখ,
দয়াময় দয়া বুঝি করিবেন যত মৃতজনে ;
মর্ম্মরিবে চিত্তে তাঁর এই কথা বুঝি সেইক্ষণে—
“বড় দুঃখী ছিল এরা ধরাধামে—অদৃষ্ট বিমুখ,
পরিশ্রান্ত পান্থ সব সহিয়াছে নিদারুণ দুখ,—
আহা থাক্ ঘুমাইয়া, কাজ নাই পুন-জাগরণে।”

বন্ধু

(Brother Death—Edward Dowden)

যেদিন আসিবে, বন্ধু, সঙ্গে লয়ে যেতে সেইদেশে
নাই যেথা দিবালোক, আছে শুধু তিমির তরল—
মধুর অধরপুটে করিও না প্রেমিকের ছল
গুঞ্জরি' অস্ফুট-ভাষে ; আঁখিকোণে মৃদুহাসি হেসে
বাজায়ো না বাঁশিখানি—যেন মধু-মিলন-আবেশে ;
অথবা ভয়াল বেশে করিও না পরাণ বিকল,
মেঘ-ঝড়ে অট্টহাসে পথখানি কোরো না পিছল—
তুমি যে আপন জন, হেন কাজ করিবে কি শেষে !

না, না, এসো ! সকল চাতুরী-ছল দূরে পরিহরি'
তোমার স্বরূপ-রূপে, প্রাণসখা ! শ্মশান-ঈশ্বর !
বাড়াও বাহুটি তব, তারি 'পরে করিয়া নির্ভর
হেরিব নীরব ওষ্ঠে অতিমৃদু হাসির লহরী !
নির্ভয়ে রাখিব মাথা তব স্কন্ধে—ঘনঘোর করি'
যেথায় অলক-নীল রচিয়াছে তিমির-নির্ঝর !

রোগ-শয্যার চিঠি

এতদিনে ফিরেছেন বাদুড়বাগানে
মনে করি' পাঠাইনু পত্রে সেইখানে—
বিজয়া-প্রণাম মোর আর আলিঙ্গন।
কুশল বটে তো সব? মিলন-লগন
হয়েছিল সুমধুর? ফিরিবার কালে
শিশুদুটি মুখপানে কেমন তাকালে?
ম্লান-মুখ অভিমানে-ছলছল-আঁখি—
চিরবিরহিণী দ্বারে দাঁড়ালেন না কি?
না জানি সে শারদীয়া শুক্লাতিথিগুলি
দম্পতীরে কি দানিল! জ্যোৎস্নার তূলি
প্রেমিকের হৃদিপটে সুবর্ণ-লেখায়
ফুটাইল কত চিত্র বাস্তব-রেখায়!
আমার কল্পনা সে কি মিথ্যা হবে, দাদা?
ধন্য হই, যদি সত্য হয় তার আধা।

কল্পনারে এইবার করিনু বিদায়;
আমার যা সত্য তাহা লিখিব কি হায়!
ভেবেছিনু, সেটা বুঝি বিরহের জ্বর—
স্নেহের শুশ্রূষা মাত্রে ছুটিবে সত্বর।
ভুল! ভুল! ছিনু ভাল পাঁচ-সাত দিন-
তাও সে দুর্ব্বল বড়, অতিশয় ক্ষীণ;
পুনরায় পূর্ণিমার কোজাগর-রাতে
ভগ্নদেহে জ্বর লয়ে পড়িনু শয্যাতে।
বিরহ আছিল ভাল—মিলন-চুম্বন
তিক্ত হ'ল কুইনিনে, শ্লথ আলিঙ্গন।
সাবু খেয়ে বড় কাবু, কি বলিব আর—
ভাল নাহি লাগে মোটে যতন প্রিয়ার।

বিশ্বের যা-কিছু মিঠা হয়ে গেছে তিত ;
কাব্যসুন্দরীর হাসি চির-পরিচিত
তাও আর নাহি পারে ভুলাইতে দুখ,
উদাস উন্মনা আমি, বড় শূন্য বুক !
সাহিত্য-চর্চ্চার আশা ছুটির ভিতরে—
ছেড়ে দিছি একেবারে, বুঝি চিরতরে !
বুক-জ্বালা, মাথা-ধরা আর বিবমিষা,
অপরিপাকের পীড়া, নিদ্রাহীন নিশা—
এর মাঝে কোথা পাব মোহের মাধুরী ?
এইখানে ধরা পড়ে কবির চাতুরী।
শুধু সে সাবুর সাথে পলতার ঝোল,
কভু একখানি রুটি ; আবোল-তাবোল
কন্যার বিচিত্র বুলি—বহু উপদ্রব ;
প্রভাতে সন্ধ্যায় নিত্য চায়ের উৎসব !
(গৃহিণীর উৎসাহ সে ; জানে, লোভ আছে
ওইটুকু 'পরে শুধু, সে পিপাসা পাছে
মন্দ হয়—তাই, তার বলয়-শিঞ্জিত
শোনা যায় যথাকালে, চা-পাতা-সিঞ্চিত
উষ্ণ জল ঢালে যবে পেয়ালায় ভরি')
এর বেশী নাই কিছু। সারাদিন ধরি'
বসে' থাকি, শুয়ে কভু, শূন্য বিছানায়
জানালার ধারে। চেয়ে দেখি আঙিনায়
ভ্রমিছে শরৎ-রৌদ্র, উর্দ্ধে নীলাম্বর—
এখনো রয়েছে চাঁদ, শীর্ণ কলেবর।
নিম্নে হেরি সুচিক্কণ পল্লব-পুঞ্জিত
বন-শোভা ; নহে বটে ভ্রমর-গুঞ্জিত,
তবু গৃহ-প্রাঙ্গণের পুষ্পতরুগুলি
বিবিধ-বরণ ফুলে উঠেছে মুকুলি'।
গভীর বেগুনী-নীল অপরাজিতার
ডাগর আঁখির আহা মরি কি বাহার !

একটি গাঁদার ঝাড়ে দুটি ম্লানমুখ
ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছে—আলোক-উৎসুক
পীত-পাণ্ডু শীর্ণ-দেহ রোগীদের মত—
তার চেয়ে কুমড়ার ফুলে শোভা কত !
পাশে তার ঘনঘোর সবুজের ভিড়ে
চেয়ে আছে রক্তজবা, তার একটিরে
দু'হাতে ধরিতে হয় অঞ্জলি ভরিয়া !
এত লাল !—কে তরুণী রয়েছে ধরিয়া
সদ্য-ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ড বলি-উপহার—
রক্ত-প্রস্রবণ যেন ! ছুরীর প্রহার !
পীড়িত জনের সে কি ভাল কভু লাগে ?
দৃষ্টি তাই খুঁজে ফিরে বহু অনুরাগে
মধুর কোমল স্নিগ্ধ আবীর-বরণ
আর এক প্রিয় ফুলে ; দূরে তারি বন—
আলো-করা ছোট ছোট অসংখ্য কুসুমে ;
এখন এ রৌদ্রে তারা ঢুলে আছে ঘুমে !
সরম-শঙ্কিত তনু—নাম কৃষ্ণকলি,
আমি তারে পুষ্পমণি পদ্মরাগ বলি ;
বাহিরিবে হাসিমুখে গোধূলি-আঁধারে,
বৃথা চেষ্টা দিবাভাগে লজ্জা ভাঙিবারে।
একটি শিউলি আছে, গাছ বড় নয়,
সকালে তলাটি তার ফুলে ফুলময় ;
শিউলি, দিনের যেন স্বাগত-বন্দন,
কৃষ্ণকলি যেন তার বিদায়-চন্দন !
এই সব ফুল দিয়ে দিনগুলি ঢাকি,
একটু আনন্দ পাই তাই চেয়ে থাকি।
মোর মনে হয়, যার ভগ্ন দেহমন,
রোগশীর্ণ, অবসন্ন নয়ন শ্রবণ—
ফুল তার ভাল লাগে। প্রকৃতি-মাতার
স্বহস্ত-রচিত সে যে স্নেহ-উপহার !

এ নহে কবির চিন্তা, সকল মানব
সমভাবে এই স্নেহ করে অনুভব।

তবু এই শরতের স্থবর্ণ-জুবিলি
ম্লান হয় দিন-দিন—হেমন্ত-কুহেলি
অভিভব করে তারে অলক্ষ্য সঞ্চারে ;
এমন প্রখর রৌদ্র, হানে তবু তারে
বিষ-অবসাদ! এ যেন আমারি প্রাণ—
দিন-দিন জ্যোতি তার হয়ে আসে ম্লান,
অকাল-শিশির-সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে।
অন্ধকার গৃহতল, নিশীথ-আকাশে
জ্যোৎস্না আজো অফুরান্—মোর অধিকার
নাহি তায়, বাতায়ন (যেন বাসনার)
রুদ্ধ করে' পড়ে' থাকি রোগশয্যা 'পরে,
বাতি জ্বলে মিটিমিটি আমার শিয়রে!
এমনি কাটিছে দিন। স্থখ তুখ তার
কহিলাম ;—আর নয়, আসি এইবার।
আর আর বন্ধুজনে বিজয়ার প্রীতি
জানাবেন হৃদয়ের। আজ তবে ইতি।

আশ্বিন, ১৩৩০

চৌঠা আষাঢ়

(চিত্তরঞ্জন শোকগীতি)

মরণ! তোমায় আজ্‌কে মোরা বুকের ভিতর বরণ করি,
এবার তোমার নিত্য-সেবা,—আর তোমারে বৃথাই ডরি!
হাসছি মোরা সব-খোয়ানো সব-হারানোর অট্টহাসি—
যা ছিল শেষ, দিলাম সঁপে'—সকল আশাই ভস্মরাশি!

আর কিছু নেই, নেই গো কিছুই !—মরণকে আর শঙ্কা কি ?
ন্যাংটা মোরা—বাটপাড়ে তাই দেখাই নবডঙ্কাটি !
সর্ব্বনাশের খোলা-হাওয়া লাগাও বুকে—খুব লাগা' !
এবার থেকে সমান রে, ভাই, রাত-জাগা আর দিন-জাগা !

একে একে সব দিয়েছি জীবন-মরণ-যজ্ঞ পণে !—
অশন, বসন, ভুষণ গেছে—শেষ-কড়াটি স্বস্ত্যয়নে !
বুকের রক্ত, বাহুর পেশী—দিয়েছিলাম মাথায় মগজ,
মহামারীর মৌসুমে দিই শীর্ণ হাড়ের রক্ষা-কবচ !

এত দিয়েও হইনি মোরা নিঃস্ব তবু নিঃশেষে—
ছিল তবু একটি রতন—তুলনাহীন বিশ্বে সে !
পিঁজে' গেছে পাঁজর তবু তলায় তারি পূরন্ত
উঠ্‌ত ঠেলে প্রকাণ্ড হৃদ্‌পিণ্ড সে কি দুরন্ত !

অদৃষ্টেরি সঙ্গে যে তাই লড়েছিনু শেষ লড়াই—
মস্ত সে বুক এগিয়ে দিয়ে করেছিলাম ঢের বড়াই !
লুটিয়ে দিয়ে, উড়িয়ে দিয়ে আমার জাতের শেষ পুঁজি,
চলেছিলাম আঁধার-রাতে প্রাণের শিখায় পথ খুঁজি !

ভেবেছিলাম, দেব্‌তা বুঝি এবার বা দেয় পথ ছেড়ে,
শেষ-দানেতে জিত্‌ব বাজি,—নেবে কি আর সব কেড়ে !
গোত্র-জীবন-যজ্ঞে এবার হব্য যে ভাই প্রাণ-হবিঃ !
হৃদয়টাকে উপ্‌ড়ে দিলে বর দেবে না ভৈরবী ?

কাজ কি ভাই, আর সে সব কথায় ?—এখন তবে বাজ্‌না বাজা !
বেড়া-আগুন দিয়ে এবার দেশটা ঘিরেই চিতা সাজা !
রইল যা তা বাসি মড়া, জ্যান্ত যা তা আজ সরেছে ;
মরছিল দেশ পলে পলে !—শেষ-মরা সে আজ মরেছে !

মানুষ তোদের মুখ ছাখে না, দেব্‌তা ছিল সদয় তবু—
দলে দলে মরতে এল, এমন ভাগ্য হয় না কভু!
ফিরে গেল সবাই কেঁদে—পার্‌লে না ত কেউ তরা'তে!
এমন মরা মানুষ-পশু আছে কোথাও এই ধরাতে!

যত কিছু মন্ত্র ছিল জীবন্মৃত-সঞ্জীবন—
আত্মাহুতির আগুন জেলে করলে সবাই উচ্চারণ,
কেউ তা শুনে উঠ্‌ল না রে!—দেব্‌তা গেল হার মেনে!
শেষ ডাক তার ডেকে গেল, আজ থেকে তাই রাখ্‌ জেনে।

বাংলাদেশের বুকের থেকে খসে' গেল শেষ-মণি,
খসে' গেল হাড় থেকে তার রক্ষা-রাখীর বেষ্টনী!
পিতৃ-পিতামহের পুণ্যে আজ্‌কে হল অঙ্ক শেষ!
যুগান্তরের অন্ধকারে সত্যি এবার ডুব্‌ল দেশ!

চলে' গেলে!—বাংলা-মায়ের সবার-সেরা বুকের ধন!
প্রাণ-বাঙালী! মন-বাঙালী!—স্বপ্ন চিরযুগসাধন!
দুটো দিনও রইতে আরও পার্‌লে না এই প্রেত-পুরে?
ছুটে গেল প্রাণের নেশা! দেখ্‌লে ছায়া কার দূরে?

দেখ্‌লে কি এই শ্মশান জুড়ে' পিশাচ শুধুই দিচ্ছে হানা!
শবেরা সব শিব হতে চায়, আসল শিবের নেই আস্তানা!
কোনো আশাই নেই ক' যাদের, জাগিয়ে তবু তাদের আশা,
এমন করে' ফেললে চলে'!—আফ্‌সোসের যে পাইনে ভাষা!

জান্‌তে যদিই, মায়ের এবার বাঁচার মোটেই নেই ক' আশ,
কেমন করে' পালিয়ে গেলে, না পড়্‌তে তাঁর শেষ-নিশাস!—
তোমার পরে নেই যে কেউ আর—চোখের দু'কোণ মুছিয়ে নিতে,
ভাগীরথীর বক্ষে চিতা-ভস্মটুকু ভাসিয়ে দিতে!

তাই ত তোমার শ্মশান-পথে দাঁড়িয়েছে আজ সকল দেশ,
চেয়েছে আজ লক্ষ চোখে—অশ্রুধারা নির্নিমেষ !
কণ্ঠে কারো নেই ক' বাণী, স্তব্ধ যেন বুকের দোলা !
চরম দুখে বুক যে পাথর ! মনের সকল গ্রন্থি খোলা !

এসেছে সব দেখ্‌তে যেন শেষ-পূজারী-বিসর্জ্জন !
ডুবল যা আজ কালের জলে, হবে না আর তার বোধন !
নেই রে আশা, নেই নিরাশা !—মিথ্যে সকল জল্পনা !
মিথ্যে রে ভাই ঠোঁটের হাসি, মিথ্যে চোখের জল-কণা !

মরণকে আর ভয় করিনে, এবার মোরা মরণ-জয়ী !
অসাড় যখন সকল দেহ, অগ্নিদাহে আর কি দহি ?
ভয়ের ভরা ভর্‌লে রে আজ !—মরার বাড়া আর কি হবে ?
আজ্‌কে তবে উড়াও নিশান, চিরমরণ-মহোৎসবে !

আষাঢ়, ১৩৩২

মহাপ্রয়াণ

শেষ হল কার ?
তোমার, না আমাদের ?
তাই ভেবে আজ মোরা হেরি অন্ধকার !

তোমার তো শেষ নাই ! বাণী তব, সুর তব
সঞ্চরিবে শতযুগ জগৎ ভরিয়া,
মহান্‌ আত্মার সেই সরস-শীতল ছায়া
ধরণীরে চিরস্নেহে রবে আবরিয়া।
তোমারে যেমন-দেখা দেখিয়াছে সর্ব্বজন দেশে ও বিদেশে,
এখনো তেমনি তারা নেহারিবে তব রূপ—
সত্যের জাগ্রত চোখে, সুন্দরের স্বপন-আবেশে !
তোমার সে দিব্যমূর্ত্তি—সুন্দর সুঠাম তনু,

সে নয়ন, ললাট উদার
লিখে রেখে গেছ তুমি বিশ্বের মানসপটে
যে তূলিতে, রঙ রেখা তার
লেহিয়া লইতে নারে কোন চিতানল ;
যেমন আছিলে তুমি, আজিও তেমনি রবে চির-সমুজ্জ্বল।

তোমার ত হয় নাই শেষ,
রবিরে হারা'ল শুধু এ দিগন্ত—আঁধারিল শুধু এই দেশ।
তুমি ছিলে আমাদের গৃহ-ভানু, রজনীর রবি,—
সুদূর আকাশে নয়, এ দীন কুটীরতলে ত্রিদিবের দেব-মুখচ্ছবি!
সেই মুখে বারে বারে চাহিয়াছি দারুণ দুঃস্বপ্ন হতে জাগি,
ডরি নাই মহাভয়ে, ওই নাম লয়েছিনু—বিধাতারো ক্ষমা নিত্য মাগি'।
দুষ্কৃতির মহাঘোরে স্মরিয়াছি তব সুকৃতিরে,
তোমার দীর্ঘায়ুঃ ছিল শুভাশিস আমাদেরি শিরে।
সেই তোমা হারায়েছি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি মোরা—
এতদিনে খসি' গেল মণিবন্ধ হতে সেই
চির-রক্ষা-রাখীটির ডোরা।
ভারতের—জগতের—যত পূজা এসেছিল এতদিন যেই ঠিকানায়,
সে যে ছিল আমাদেরি এই গৃহ—আজ আর তুমি সেথা নাই!

মোদেব গগনে যবে হয়েছিল তোমার উদয়—
উৎসবের দিন সে যে, আনন্দের কোলাহলময়!
তার পর এল নিশা, ঝঞ্ঝাঘোর দুর্য্যোগ-নিশীথ,
সে তিমির-তরঙ্গিণী পার হ'লে একা তুমি
কণ্ঠে ধরি আলোকের গীত।
তারো পরে নিভে গেল একে একে দুই কূলে শেষ দীপাবলী,
তবু সে তমিস্রামাঝে তোমারি ও প্রাণশিখা ক্ষণে ক্ষণে উঠেছিল জ্বলি'!
আজ যবে নাই আর কোনো খানে এতটুকু আশার আলোক,
আরো মূঢ়, আরো মূক-ম্লান সবে—হতাশার অশ্রুবাষ্পলোক

ঘেরিতেছে সর্ব্বদেশ, সেই কালে শেষ-অস্তে অস্ত গেল রবি !
বলিবার নাই কিছু, শক্তি নাই কাঁদিবারো, হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ সবি।

শুধু ভাবি, যে-জীবন জেগেছিল এই দেশে শতবর্ষ আগে,
যে মহা-যজ্ঞাগ্নি হেথা জ্বলেছিল ভারতের এই পূর্ব্বভাগে—
এতদিনে নির্ব্বাপিত তার সেই দীপ্ততম শিখা,
মোদের ললাট হ'তে মুছে গেল যজ্ঞ-শেষ জ্যোতির্ম্ময় টীকা।
ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর সেই মহাবস্তু-অবদান
শেষ হল এতদিনে, তোমা-সাথে হল তারি চির-অবসান।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

বসন্ত-উৎসবে 'বাসন্তিকা'

আজি বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশি জ্যোৎস্নার সীমা নাই,
মর্ত্ত্য-মাধুরী মিলিয়াছে মরি স্বর্গের সীমানায় !
বারোমাস ধরি' বারেবারে এই একটি লগন লাগি'
সাধিয়াছে ধরা—আগুনে তুহিনে সলিল-শয়নে জাগি'।
একাদশ নিশি এমনি কেটেছে প্রাণের পৌর্ণমাসী
পূরে নাই তবু হাসির সোহাগে, বেহাগে বাজেনি বাঁশি।
আজি আলোকের অলকনন্দা ভরিয়াছে চরাচর,
হের তারি 'পরে ভাসে কুবলয়—কাঞ্চন-শশধর !
তারা নয় ওরা—ফেন-বুদ্বুদ অমল সুধার স্রোতে
উঠিয়াছে যেন লক্ষ যুগের স্মৃতির সমাধি হ'তে।
আকাশের নীলে পড়িয়াছে হোথা নীলমাধবের ছায়া,
শ্যামা ধরণীরে গৌরী সাজালো কাহার মোহিনী মায়া !
রূপ নয় শুধু, রূপের সায়রে পীরিতির শতদল
ফুটিয়াছে, তাই নিখিল আজিকে সৌরভ-বিহ্বল।
আজি রজনীর এই অপরূপ রূপ-রস-রসায়নে
শোধন করিয়া প্রাণের পানীয় পিয়াইব জনে জনে।

আর কিছু নাই—শুধু একটুকু চন্দ্রিকা-চন্দন,
তাহারি তিলক পুলকে পরায়ে করিব আলিঙ্গন!
গানের আবীরে রঞ্জিত করি' কাব্য-কুসুম-মালা
দুলাব কণ্ঠে—জগৎ করিব প্রাণের সুরভি ঢালা।
যেমনি ছন্দে, যেমনি সে সুরে, গাহি আনন্দগান,
লাজ কিবা তায়? আজ গান নয়—তারো চেয়ে বড় প্রাণ!
সেই সে প্রাণের মধুর পরশ দাও আর নাও সবে—
তারি লাগি আজ মিলিয়াছি মোরা মধুঋতু-উৎসবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

শেষ গান

১

ঘুমাইতে চাহি আমি স্বপ্নহীন অচৈতন্য-সুখে—
দেহে আছে প্রাণ, তবু প্রাণের সে দুরন্ত দহন
নাহি আর; কৃতাঞ্জলি দুই হাত রাখি মোর বুকে
নয়ন মুদিয়া আছি—নদীস্রোতে শবের মতন!
অধরে নাহি সে হাসি, যে-হাসির দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
দেবতা বিস্ময় মানি' ভেবেছিল—যেন বিষ-মধু
কেমনে মাতাল করে! যেই ধূমে আঁধার মশান
তাহারি কাজলে আঁখি উজলিয়া লয় বরবধূ!
নাই সেই অশ্রু-মেঘ এ-প্রাণের প্রাবৃট্-আকাশে
যার 'পরে একদিন দিক হতে দিগন্ত সকাশে
গড়েছিনু ইন্দ্রধনু! আজ আমি নিস্পন্দ পাষাণ!

২

তরী মোর ছিল না যে তীরে বাঁধা, এপার ওপার–
আছিল সমান দুই-ই জলযাত্রী পথিকের চোখে।
জন্মেছিনু যেই তীরে সেথা জন্ম-ভবন-দুয়ার
খুলিয়া বাহিরি' এনু ভুবনের অসীম আলোকে।

স্থলে বাধা পদে পদে, চলা তবু মানে না বারণ,
প্রখর দিনের দাহ, প্রাণ উষ্ণ দেহের কটাহে ;
নিম্নে হেরি নির্বাপিয়া চিন্তাবহ্নি বহিছে জাহ্নবী !
ঝাঁপ দিনু হরজটা-ভ্রষ্ট সেই শীতল প্রবাহে।
জুড়াইল জ্বর জ্বালা, তার পর শীত-শিহরণ ;
তারো পরে হিম-তনু, ধীরে ধীরে চেতনা-হরণ ;
এইবার মুছে যাবে স্বপনের তারা-শশী-রবি।

দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব

(অপ্রকাশিত)

[মৃত্যুর প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি কবিতাটির মাত্র কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই। তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে কবি কবিতালেখা একরকম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি বলিতেন, "কবিতা আর আমার আসে না।" বঁড়িশায় বাস-কালে শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার নামে একজন বি এ পরীক্ষার্থী তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতেন, সে সময় তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি পড়াইতে পড়াইতে মনে হয় 'আলমগীর চরিত্র' কিছুমাত্র ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে কবিতাটি হঠাৎ লিখিয়া ফেলেন।]

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ-সংলগ্ন শাহীবুরুজ

কাল—প্রত্যূষ

(ফজরের নামাজ-শেষে অতিশয় অস্থিরভাবে নিভৃত-নির্জন কক্ষে পদ-চারণা করিতে করিতে—)

আরংজীব

দারা-সুলেমান মোরাদ-শিপা'র ! তার পর ?—তার পর ?
তবু ছুটি নাই, কতদিনে মোর ঘটিবে যে অবসর !
জানি, ওই হোথা চলে যে ভিখারী পথে পথে ভিখ মাগি—
ওরও আরামের আছে অবসর, রাতেও রবে না জাগি' !

সেও মরে যদি, কবরে তাহার ছ'ফোঁটা আঁখির জল
হয়তো ঝরিবে, ফুরাবে না তার ঐটুকু সম্বল ;
মানুষের সাথে মানুষের রীতি পালিবে না হেন জন
কোথা দুনিয়ায় ? পিশাচেরও আছে মমতার প্রয়োজন।
সেই মমতায় করিয়াছি জয়। চাহি না দুনিয়াদারি—
কাফের-মুলুকে করিবারে চাই খোদার আদেশ জারি !
স্নেহ-ভালবাসা—ফুলা-কলিজার রক্তের কারখানা
নাহি চাই প্রভু ! বান্দারে কভু করিও না মাস্তানা
তোমার নিমক- হারামী শরাবে ; মাটির পেয়ালাখান
খোশবু'তে ভরি' শয়তান যেন করে নাকো বেইমান।
ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি রাজনীতি ;
রমণীর রূপ হারাম করেছি,—ফকিরের যেই রীতি
ধরিয়াছি তাই ; জগৎ জানিবে, বাদশা আলমগীর
দুনিয়াদারির খাতির করেনি,—খোদার দুয়ারে শির
বাঁধা রেখেছিল ; চেয়েছিল সে যে আল্লারই নিজ হাতে
তুলে দিতে এই রাজ্যের ভার—আপনারে সেই সাথে !
দাও বল দাও ! যে-বলে একদা ইব্রাহিমের বুক
নিজ সন্তানে জবে' করিবারে কাঁপে নাই এতটুকু !
আমি কেহ নই—বান্দা তোমারি, ওগো মহা-মহীয়ান্ !
সত্যের তরে বাঁধিয়াছি বুক, তব বলে বলীয়ান্।

(হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করিয়া)

সেদিন শহরে রাজপথে সেই দেখিয়া দাবার হাল
কেঁদেছিল যারা—জানোয়ার যত, কুত্তা-ভেড়ীর পাল !—
জানে কি তাহারা, কে তারে মারিল ফতেবাদ-সামুগড়ে—
নিমেষে মিলালো কাফেরের সেনা কার কটাক্ষ-ঝড়ে !
তখন ভাগিছে মহাভয়ে মোর শিপাহী গোলন্দাজ,
শয়তান ছুটে আসিতেছে রুখে—উদ্যত যেন বাজ !
পাহাড়ের মত উঁচু হাওদায় বসেছে দম্ভভরে
শাদা মেঘ যেন—সিংহলী হাতী ঘন হুঙ্কার করে।
দাঁড়াইনু একা ; মোর হাতী পাছে ভয় পেয়ে হটে' যায়,

হুকুম করিনু জিঞ্জির বেঁধে দিতে তার চারি পা'য়।
নমাজের বেলা হয়েছে তখন, তুরিতে নামিনু ভুঁয়ে—
আল্লার নামে শেজ্‌দা করিনু বারবার মাথা নুয়ে!
উঠিনু যখন, স্বপ্নের মত ময়দান দেখি সাফ্‌,
শুধু সে মাথার উপরে জ্বলিছে কার আঁখি-আফ্‌তাব!
খোদার হুকুম পাইনু সেদিন, বুঝিনু এ কার কাজ,
কেন, কেবা দিল—নিজ হাতে তুলি' আমার মাথায় তাজ।
দারা-তুষ্‌মণ আল্লার সে যে হিন্দু-কেরেস্তান!
কাফেরের রাজা! তবু নাম তার এখনো মুসলমান!
জোহর-নমাজ শেষ ক'রে আজ শোকর করিব তাঁয়—
রুটি-জল তার বন্ধ করেছি তাঁহারি এ তুনিয়ায়।

(আবার পায়চারি সুরু করিয়া)

এখনো এলো না! এত দেরী কেন? ঘটেনি তো কিছু পথে?
কে তারে বাঁচাবে?—বিচার হয়েছে খাঁটি শরীয়ত্‌-মতে।
সবচেয়ে পাকা জল্লাদ যেই, তারে পাঠায়েছি আমি—

(পদশব্দ শুনিয়া)

ওই আসিতেছে!—হঠাৎ কি হল? কপাল ওঠে যে ঘামি!
নাজের! নাজের!

(খাঞ্চায় ঢাকা ছিন্ন মুণ্ড লইয়া নাজিরখাঁর প্রবেশ)

নাজির খাঁ

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এইবার খুশী হও!

(আবরণ উন্মোচন করিল)

আরংজীব

এ কার মুণ্ড!—আরে বেতমিজ! বে-অকুফ! বেইমান!
এ কি করেছিস! হুঁশ নেই তোর—নিয়েছিস্‌ কার জান্‌!
দারার মুণ্ড!—ধূলায় রক্তে কে মাখালো এই কাদা?
ভেঙে গেছে নাক, ছেঁড়া দাড়ি চুল, চোখ তুটা শুধু শাদা!
দাঁতে আর ঠোঁটে একি কাটাকাটি!—ঘসেছিলি বুঝি ভুঁয়ে?
রক্তের ফেনা তুই গাল বেয়ে পড়িয়াছে চুঁয়ে চুঁয়ে!

একবারও তোর হল নাকি মনে মুণ্ড কাটিলি যবে,
সে-যে দিল্লীর বাদশার ছেলে! আমারেও তুই তবে
তাহার হুকুমে করিতিস বুঝি এমনই বে-ইজ্জত ?
তোর কাছে তবে রাজমুণ্ডের কিছু নাই কিস্‌মৎ ?
শাহজাদা দারা—হায়, হায়, তুই এত বড় জল্লাদ !—
কুত্তার মত মারিলি তাহারে ?—ওরে ও হারামজাদ!

নাজির খাঁ

সারা দুনিয়ায় মালিক, আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি—
দুইয়েরি কসম, করিনি কসুর !—দুয়েরেই আমি চিনি।
জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই, আমারও ইমান আছে।
হালাল হারাম দুই যদি এক হইত আমার কাছে,—
যদি সে নিমকহারামির ভয় না রহিত এতটুক,
তোমার হুকুমে পাষাণে বাঁধিতে পারিতাম এই বুক !
খোদা রহমান—তাঁরো রহমতে আর দাবি নাই মোর,
দাঁড়াব সমুখে হাঁটু-জোড় করি—হারায়েছি সেই জোর।
তামিল করেছি হুকুম তোমারি—তোমারে করেছি ভয়,
খোদার বান্দা বেইমান বটে, তোমার বান্দা নয়।
দারা শাহজাদা— শিরায় তাহার তোমারি রক্ত বহে,
শির নেওয়া তার অপরাধ নয়—বে-ইজ্জত সে নহে !
কাটা মুণ্ডটা ছড়ে' ছিঁড়ে গেছে, লাগিয়াছে ধূলা-মাটি,
তাই দেখে বুক বিদরে তোমার (বুকখানা বড় খাঁটি !)
শুধু ফাটিবে না আমারি এ বুক ; মানুষ নহি তো—অসি !
তবু সে তোমার মুঠিতেই বাঁধা, কেন কর তা'য় দোষী ?

(আরংজীবের ক্রোধ বাড়িতেছে দেখিয়া)

গোস্তাখি মাফ কর খোদাবন্দ ! ভাবিনি একথা আগে,
ভেবেছিনু এই মুণ্ডের লাগি' প্রভু মোর রাত জাগে।
ধুয়ে সাফ করে' আনিতে সময় যেটুকু লাগিত, সেও
পলকে প্রহর হ'ত যে তোমার—মোর চেয়ে জানে কেহ ?
তবু দেরী হল, ক্ষমা চাই তারি—আর যাহা অপরাধ
তার লাগি' গালি দিও না আমারে, আমি যে গো জল্লাদ !

মুণ্ডটা দেখো ভাল করে' চেয়ে—নহে ও কি শা'জাদার ?
ভুল করিনি তো ? করে' থাকি যদি চাহিব না মাফ তার !

আরংজীব

জবান দেখি যে বড় বে-তুরস্ত—হয়েছিস দেওয়ানা ?
মুণ্ড কাহার শুনিতে চাহি না—ধুইলেই যাবে জানা।
তুই জল্লাদ, আমি চাই তোর কাজের কৈফিয়ৎ—
দারা শাহজাদা—তার মুণ্ডের করিলি বে-ইজ্জত !

নাজির খাঁ

সে কৈফিয়ৎ চেয়ো না তুমিও, বান্দারে দয়া কর—
ভুলিবারে দাও, বুক যে আবার কেঁপে ওঠে থর থর।
আল্লার চোখ পারিনি ঢাকিতে—ঢেকেছিনু মোর চোখ,
সে চোখ খুলিতে বোলো না, বোলো না—গোস্তাখি মাফ হোক্

আরংজীব

আরে বুজরুক ! বুজরুকি রাখ ! কথার জবাব চাই—
আমি চেয়েছিনু শিরটাই শুধু, এ তো আমি চাহি নাই।

নাজির খাঁ

হারে জল্লাদ ! আল্লা, মানুষ—কাহারে করিস ভয় ?
দিল্ সাথে তোর একি দিল্ লাগি—এখনও শরম হয় ?
কাহারে ভুলাবি ওরে ও মূর্খ ! জল্লাদপনা তোর
সাধ মিটায়েছে কাল রাতে, সে কি মানিবি না খুন-চোর !
ছুরীর ফলকে ঝলকে-ঝলক রক্তের ফোয়ারায়
অট্টহাসির তুফান তুলেছি—খোদা চেয়ে ছিল ঠায় !
জানিতে চাহ কি জাঁহাপনা, এই নফরের কেরামতি ?
—রহিবে না রোষ—দেখিবে যখন এতটুকু গাফিলতি
করেনি বান্দা ; গোনা হয়ে থাকে মনিব সহিবে কেন ?
আলমগীরের নফর আমি যে, সে-কথা ভুলিনে যেন।

(একটু থামিয়া)

আলোয় আকাশ উঠেছে ভরিয়া, আমি যে আঁধার চাই !
রাত্রির তারা সেও সহিবে না—সেটুকুও রোশনাই।

বন্ধ করিনি ঝরোকা কপাট, তুমি শুধু চেয়ে থাকো,
ঐ আঁখি দুটা—উহারি আলোকে ভয় আর পাব নাকো।
বন্দীশালায় দারার কক্ষে প্রবেশ করিনু যবে,
এমনই আঁধার, স্তব্ধ রাত্রি, দুই পহরই সে হবে।
এক কোণে শুধু মিটি মিটি জ্বলে, ক্ষুদ্র দীপের শিখা,
তাহারই আলোকে দারা লিখিতেছে কি জানি কিসের লিখা।
একপাশে তার ছেঁড়া কাঁথা 'পরে শুয়ে আছে শিপাহার,
আমারে দেখিয়া বুঝিল তখনি—সে কি তার চীৎকার!
সিপাহী দু'জন হাত পা বাঁধিয়া বাহিরে লইল তারে,
ফিরিয়া চাহিতে হেরিনু কী মুখ!—আঁকা সে কি হাহাকারে!
হা হা, হা হা, ধ্বনি শুনি, তবু সেই মুখে নাই কোন রব,
কি দেখিতে কি যে দেখিলাম! ঘুরে গেল সেই মতলব।
এয় খোদা! ওকি মানুষের মুখ!—দেয়ালের মত শাদা।
চেয়ে আছে— তবু চাহনি কোথায়? এই দারা, শাহজাদা!
সহসা শুনিনু, কে যেন কোথায় ডেকে বলে "সাবধান!
রক্ত উহাতে কিছু নাই আর, হয়ে গেছে কোরবান—
আল্লার ছুরী জবেহ করেছে—বক্‌রি ও সব-সেরা!
বদ্-নসীবের সব লাঞ্ছনা—খুন সে কলিজা-ছেঁড়া—
নিঃশেষ করে' নিয়েছে নিঙাড়ি'; আর কেহ ওর পরে
এত সহিবে না, ও যে সহিয়াছে সব মানুষের তরে।"
শুধু একবার—

আরংজীব

এ জবান তুই শিখেছিস্ কোন্ খানে?
জিব্‌খানা টেনে ছিঁড়ে ফেল্ তোর! যা বলিলি তার মানে
বুঝেছিস্ নিজে? না-পাক্! হারাম!—তুই না মুসলমান!—
দারারে আল্লা সবার বদলে লইয়াছে কোরবান্!
হেন কথা তুই শিখিলি কোথায়—খাঁটি এ কেরেস্তানী?
দারা নিজে বুঝি দিয়ে গেছে তোরে তার সেই বেইমানি?
ফের যদি তুই আমার সমুখে করিবি বদ্ জবান,
নিজ হাতে এই তলোয়ারে আমি নিব তোর গর্দ্দান।

নাজির খাঁ

দোহাই তোমার, আলা হজরত্‌! মাফ্‌ কর গোস্তাখি ;
কি বলিতে কি যে বলে' ফেলি আমি, বুঝি নাকো, চেয়ে থাকি।
সে সময়ে তবে বুকের ভিতরে শয়তান নিশ্চয়
করেছিল বাসা—বুঝিনু, সে মুখ দারার কখনো নয় !
ঝাপটে তখনি বাতিটা নিবানু, হেরিনু অন্ধকারে
জ্বলে ওই আঁখি—আগুনের ফোঁটা !—নিবাতে নারিনু তারে।
এক লাফে ধরি' গর্দ্দান শেষে ঠাহর মেলে না আর—
জড়াইয়া যায় দাড়ি আর চুলে কণ্ঠনালীর হাড় !
হঠাৎ কেমনে খঞ্জরখানা হাত হ'তে গেল ছুটে',
হাতাড়িতে গিয়ে আর একখানা আসিল আমার মুঠে।
ছোরা নয়—ছুরী, কলম কাটিতে দারা রেখেছিল বুঝি,
তাই দিয়ে জোরে গর্দ্দানে টান দিনু শেষে সোজাসুজি।
বসিল না তবু, পিছলিয়া আসে, মুখ ঘসে যায় ভুঁয়ে,—
একটি আওয়াজ করিল না তবু, ঘাড় গেছে ভেঙে নুয়ে।
খুনের ফিন্‌কি সারা দেহময়, কণ্ঠ হয়েছে ফুটা,
তবু সাড়া নাই, শুধু দেহখানা যেন সে লোহার খুঁটা !
কলম-কাটা সে ভোঁতা ছুরীখানা হানিতেছি বার বার—
আর সে বাহিরে ছেলেটার সেকি বুক-ফাটা চীৎকার !
তারি মাঝে, যেন পাগলের মত হাঁটু দিয়ে তার বুকে,
মাথাটা ছিঁড়িতে মেঝের উপরে কতবার গেল ঠুকে'।
হাতে করে' নিয়ে ছুটে বাহিরিতে দেখি সে আরেক বাধা,
ঘরের দুয়ারে ছেলেটা লুটায়—বেহোঁশ, হাত-পা-বাঁধা।
ভাবিনু তাহারো যাতনা জুড়াই—হুকুম ছিল না জানি,
খুন-মাখা হাত ছাড়িবে না তবু করিতে মেহেরবানি।
কাটা-মুণ্ডটা ফেলিনু মাটিতে—চাহি' লয়ে তরবার
তুলিনু যেমনি, চোখ মেলে পুন চাহিল যে শিপাহার।
তলোয়ার ফেলে, মুণ্ডটা শুধু চুলের মুঠিতে ধরি',
পলাইয়া এনু ; ছেলেটারে তারা রাখিল বন্ধ করি'
সেই ঘরে, যেথা দারার দেহটা রক্তে ভাসিয়া আছে,

পুত্র পিতার ধড়খানা ল'য়ে বাকি রাত জাগিয়াছে !
সারা পথ আর ভাবি নাই কিছু ; তবুও ভুলিনি, প্রভু !
তুমি জেগে আছ, ঐ দু'টা চোখে পলক পড়েনি কভু।
দারা শহজাদা—তার ইজ্জত্ রাখিতে পারিনি বটে,
তোমার হুকুম তামিল করেছি, কহিনু তা অকপটে !

আরংজীব

বুঝিলাম, যত বেইমান তুই, বে-অকুফ তার বেশি,
শয়তান সাথে লড়াই করিয়া, জিতেছিলি শেষাশেষি।
ঘুচেছে তো ভয়, এইবার তবে খুলে দে জান্‌লাগুলা।
ওটারে এখনি সাফ করে' আন্ মুছায়ে ময়লা-ধুলা।
ঢাকা দিবি এই জরীর কাপড়ে, করিবি না তাড়াতাড়ি,
দেখিস, এবার ঠিক থাকে যেন ও মুখের চুল-দাড়ি।

(মুণ্ড লইয়া নাজিরের প্রস্থান)

(জানু পাতিয়া)

বান্দা তোমার বুজদিল্ নয়—তুমি জানো, তুমি জানো !
দিল্ যদি টলে এতটুকু, তবে বজ্র তাহাতে হানো।
দারা দুষমণ আমারও—কেননা, তোমারি সে দুষমণ,
কাফেরের সাথে কেরেস্তানিতে সঁপেছিল প্রাণমন।
তোমার আদেশ—শ্রেষ্ঠ সে বাণী—কোরাণের তৌহিদ্
বরবাদ্ করে' বুত্‌পরস্তি করিবারে তার জিদ।
সেই দারা চায় তখ্‌ত-তাউস্! ইসলামে করি নাশ
আকবর-শাহা চেয়েছিল যাহা—পূরাইতে সেই আশ।
ভাবিতেও সে-যে শিহরিয়া উঠি ; মন বলে, না-না—না-না !
বাদশাহি নয়—তোমারি হাতের পেয়েছি এ পরোয়ানা,
হিন্দুস্থানে কাফেরের ডেরা বিলকুল ভাঙা চাই !—
তখ্‌তে বসিয়া মোগলেরা কেহ সেই কথা ভাবে নাই।
আমি করিয়াছি জীবনের সার-মন্ত্র, 'লা-ইল্লাহা',
সে যে 'লা-শরীফ'—আর কিছু তরে করি যদি 'আহা, আহা' !
তবে সেই 'এক'—সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,—
নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা মদিনায় !

হোক ভাই, হোক পুত্র কি পিতা, তোমা চেয়ে কেহ প্রিয় ?
ছুরী দিয়ে তুমি কলিজায় মোর এই কথা লিখে দিও !
খোদার বান্দা নহে যেই জন, এনসান তারে কহে ?
সে যে জানোয়ার, বৃথাই সে জন মানুষের দেহ বহে ?
সাপ, বাঘ, আর ক্ষ্যাপা শিয়ালেরে মারিতে কে করে শোক ?
মানুষের রূপ ধরে যদি তারা, আরো সে যে ভয়ানক !
দারা বেইমান, কাফেরের রাজা !—হিন্দু, কেরেস্তান !
আমি মারি নাই, তোমারি গজবে হারায়েছে তার প্রাণ।
তবু আফসোস নাই যদি ছাড়ে, দিল্‌টারে ছিঁড়ে নাও !
নাও ছিঁড়ে নাও, মারো শয়তানে, বান্দারে বল দাও !

(পদশব্দ শুনিয়া পূর্ব্বের ভাব-ধারণ ; নাজিরের পুনঃপ্রবেশ)

এইখানে রাখ্, ঝালর-ঝুলানো রূপার কুর্সি 'পরে ;
খুলে দে কাফন, কুর্ণিশ কর্ !—ফের বেয়াদপি করে !...
সেই মুখই বটে, তবু সোবে হয়, যায় নাকো ঠিক চেনা ;
দেখি চোখ দু'টা,—বুজে আছে কেন ? ভাল করে' খুলে দে না !
থাক্, থাক্ ! তুই ছুঁস্ না উহারে—সরে' দাঁড়া কুক্কুর !
তোর কাজ শেষ—এখনো এখানে !—
(তরবারি খুলিয়া)
—তবুও হ'লি না দূর !

নাজির খাঁ

বান্দা হাজির রবে যে হুজুর ! এখনো বলনি তুমি,
দারারই মুণ্ড আনিয়াছি কিনা ; তার পর মাটি চুমি'
শেষ কুর্ণিশ করিব তোমারে, তার আগে ছুটি নাই।

আরংজীব

ঠিক্ ঠিক। তুই হুঁশিয়ার বটে—ইনামটাও যে চাই !

(তরবারির মুখ দিয়া দারার দুই চোখ একে একে খুলিয়া দেখার পর)

আছে বটে,—আছে !—শাদার উপরে ছোট সেই কালো দাগ।

নাজির খাঁ

(কুর্নিশ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে)

এবার চলিনু, গরিবের 'পরে আর করিও না রাগ।
চাই না ইনাম, তোমাকেই দিনু দিল্লীর ঐ তখ্‌ত—
এই জল্লাদ—এই নাজিরের নজরানা।

আরংজীব

(দারার ছিন্নমুণ্ডের পানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া)

বদ্‌বখ্‌ত!

শেষ